স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

নিবেদন

ইতিপূর্বে চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশিত "স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র" গ্রন্থে অধুনাপ্রাপ্ত তাঁর আরও দশখানি মূল্যবান পত্র সংযোজন করে উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হল।

স্বামী তুরীয়ানন্দজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ত্যাগী পার্ষদদের অন্যতম, এবং তিনি একাধারে পরম জ্ঞানী ও পরম ভক্ত ছিলেন। ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন বা বক্তৃতাদানের পথ অবলম্বন করেননি বটে, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সাধকদের নিকট পরম পথনির্দেশক ছিলেন তাঁর মৌখিক উপদেশ ও তৎলিখিত উদ্দীপক, উৎসাহব্যঞ্জক এবং জ্ঞানগর্ভ পত্রাবলীর মাধ্যমে।

যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুক ও বিভিন্ন স্তরের সাধকবৃন্দের নিকট এ গ্রন্থ অমূল্য সম্পদ বলে সমাদৃত হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রকাশক

২৭শে জ্যৈষ্ঠ
স্নানযাত্রা
১৩৯৪

স্বামী তুরীয়ানন্দ

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগণের নিকট স্বামী তুরীয়ানন্দের (হরি মহারাজ) পরিচয়-প্রদান অনাবশ্যক। সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জন্য মাত্র তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় বাগবাজার বসুপাড়া-নিবাসী ডব্লিউ ওয়াটসন্ কোম্পানির গুদাম-সরকার, নিষ্ঠাবান, তেজস্বী ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১২৬৯ সালের ২০শে পৌষ, (১৮৬৩ খ্রীঃ, ৩রা জানুয়ারি) শনিবার, শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে বেলা ৯টার সময় তিনি দেহ-পরিগ্রহ করেন। তিন বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ ও বার বৎসর বয়সে পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। প্রথমে তিনি কম্বুলিয়াটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে, পরে জেনারেল এসেম্‌ব্‌লি (স্কটিশ চার্চ) স্কুলে অধ্যয়ন করেন; কিন্তু এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্বেই তাঁহাকে নানা কারণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। বাল্যকাল হইতেই হরিনাথের প্রবল ধর্মভাব ও সংস্কৃতশাস্ত্রালোচনায় অনুরাগ প্রকাশ পায়। উপনয়নের পর হইতেই বিধিমত সন্ধ্যাগায়ত্রীর অনুষ্ঠানে, ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত দীর্ঘকেশ রক্ষা করিয়া সামান্য হবিষ্যান্ন-ভোজনে কখনও নির্জনে কখনও বাল্যসঙ্গী গঙ্গাধরের (স্বামী অখণ্ডানন্দ) সহিত সাধন-ভজনে, বেদান্তাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনায় বা কোন সাধুর নিকট যাইয়া তাঁহার উপদেশ-শ্রবণে হরিনাথের জীবন কাটিতে থাকে। একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে পাঠক তাঁহার এই সময়কার ভাব কতকটা বুঝিতে পারিবেন। অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন, তখনও অন্ধকার রহিয়াছে—অল্পসংখ্যক নরনারীই স্নানে আসিয়াছেন—হঠাৎ একটা রব উঠিল 'কুমীর কুমীর'। যাঁহারা স্নান করিতেছিলেন তাঁহারা তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া পড়িলেন; হরিনাথ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন কিয়দ্দূরে কুম্ভীরের মত কি ভাসিতেছে, কিন্তু তিনি অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় ব্যস্ততা সহকারে না উঠিয়া গঙ্গায় স্থিরভাবে থাকিয়াই বিচার করিতে লাগিলেন—আমি যে বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেছি, এইবার উহা যথার্থ আয়ত্ত হইল কি না, পরীক্ষা দিবার সময় আসিয়াছে। বেদান্তমতে আমি তো শুদ্ধ আত্মস্বরূপ, আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—আমি দেহ, মন, বুদ্ধি, কিছুই নই;

তবে আমি এখান হইতে ব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিব কেন? তিনি এইরূপ বিচারপরায়ণ হইয়া গঙ্গাজলে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, এদিকে যাঁহারা তীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা এই যুবকটির আসন্ন মৃত্যু কল্পনা করিয়া তাঁহাকে জল হইতে উঠিবার জন্য বারংবার উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ক্রমে হরিনাথের দেহসংস্কার জাগিয়া উঠিল—তিনি ধীরে ধীরে তীরে উঠিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ তিনি স্বয়ং ১৯।৯।১৭ তারিখের পত্রখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উহা সম্ভবতঃ ১৮৭৮ কিংবা ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। অতঃপর তিনি দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন। ব্রহ্মচারী যুবক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, কামটা একেবারে যায় কি ক'রে?" উত্তর শুনিয়া ব্রহ্মচারী স্তম্ভিত—"যাবে কেন রে? মোড় ফিরিয়ে দে না।" হরিনাথ বেদান্ত পড়েন, শঙ্করভাষ্যাদি পড়িয়া খুব পুরুষকারবাদী হইয়াছেন। তিনি ঠাকুরের কাছে কিছুদিন যান নাই; পরে একদিন যখন গিয়াছেন, ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই গানটি গাহিলেন...

"ওরে কুশীলব, করিস কিসের গৌরব,
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?"

কুশীলব মহাবীরকে বাঁধিয়াছেন—মহাবীর তখন ইহা বলিয়াছিলেন। গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের চক্ষু দিয়া অবিরল প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। হরিনাথও কাঁদিতে লাগিলেন। কঠোপনিষদের সেই শ্লোক তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। বেদান্তমতেও সেই আত্মার কৃপা ভিন্ন গতি নাই।

এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত সংস্পর্শে হরিনাথের জীবন দিন দিন উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। হাঁটিয়া কলিকাতা ফিরিবার পথে দুই জনের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিছু বলুন, মশায়, শুনি।" হরি মহারাজ বলিলেন, "কি আর বলিব?" পরে শিবমহিম্নঃস্তোত্র হইতে আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥"

তৎপর হরিনাথের অনুরোধে স্বামীজী তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে স্বামীজী এই সময়ে বলিয়াছিলেন, "ওঁর কথা আর কি বল্‌ব? আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর, বলি—এল্‌-ও-ভি-ই (Love) personified বা মূর্তিমান প্রেম।" স্বামীজীর বলিবার ভঙ্গী ও প্রবল ঐকান্তিকতাদর্শনে তাঁহার প্রতি হরিমহারাজের প্রবল আকর্ষণ অনুভূত হইল—তিনি আরও বোধ করিলেন, এই ব্যক্তি তাঁহার নিজের ভিতর যে প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন।

এইরূপে এই দুই মহাপুরুষের প্রথম মিলন হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর, বরাহনগরে মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু পরেই (১৮৮৭ খৃীঃ) হরিনাথ ২৪ বৎসর বয়সে তথায় যোগদান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে অভিহিত হন।

মঠে কিছুকাল বাস করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ তপস্যা ও তীর্থভ্রমণের জন্য বহির্গত হন। কখনও একাকী, কখনও কোন গুরুভ্রাতার সহিত এইরূপে উত্তরাখণ্ডের নানা স্থানে সাধনভজন করিয়া কাটাইলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তিনি মধ্যে মধ্যে মিলিত হইতেন এবং তাঁহার সঙ্গে কিছু দিন হৃষীকেশ, মিরাট প্রভৃতি স্থানে কাটাইয়াছিলেন। তবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিতই তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়।

১৮৯৩ খৃীঃ মে মাসে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকাযাত্রার পূর্বে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত তাঁহার বোম্বাই ও আবু পাহাড়ে সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজী চিরদিনই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং হরিভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তখন স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ হরিভাই, ধর্ম-কর্ম কিছু বুঝতে পারি আর না পারি, সারা ভারতভ্রমণের ফলে উচ্চপদস্থ লোক হ'তে সমাজের নিম্নস্তরের লোক পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। এতে (নিজের বক্ষ স্পর্শ করিয়া) heartটা (হৃদয়) খুব বেড়ে যাচ্ছে—দেখি, যদি এদেশের mass-এর (জনসাধারণ) জন্য কিছু করতে পারি।"

এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো মহানগরীতে হিন্দুধর্মের বিজয়-ভেরী নিনাদিত হইল। সমগ্র ভারতে তাহার সাড়া পড়িয়া গেল—গুরুভাই-গণের সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দও স্বামীজীর বিজয়বার্তাশ্রবণে পুলকিত হইলেন কিন্তু তথাপি পরিব্রাজক জীবন ত্যাগ করিলেন না। পরিশেষে যখন আমেরিকা হইতে স্বামীজী বারংবার তাঁহার ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত গুরুভাইদের শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্যের জন্য সংঘবদ্ধ হইতে বলিতে লাগিলেন, তখন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি

কিছু কালের জন্য পরিব্রাজক-জীবন ত্যাগ করিয়া মঠে বাস করিতে লাগিলেন। তখন মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ হইতে তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া মঠের সংগঠন-কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মঠের অধ্যক্ষ (প্রেসিডেন্ট), স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে সহকারী অধ্যক্ষ (ভাইস-প্রেসিডেন্ট) নিযুক্ত করিলেন। নবদীক্ষিত ব্রহ্মচারিগণকে ধ্যানভজন-শিক্ষাদান, গীতা অধ্যাত্মরামায়ণ-উপনিষদাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা এবং তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনে সর্বপ্রকার সহায়তা প্রভৃতি কার্যের ভার স্বামী তুরীয়ানন্দের উপর অর্পিত হইল। তাঁহার তেজোদীপ্ত মুখাবয়ব, বৈরাগ্যপূর্ণ উদ্দীপনাময়ী বাণী এবং জ্বলন্ত চরিত্র সাধু-ব্রহ্মচারিগণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাগবাজার বলরামমন্দিরে (৺বলরাম বসুর বাড়ী) ও নিকটবর্তী কোন কোন স্থানে হরি মহারাজের শাস্ত্রব্যাখ্যা চলিতে লাগিল।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জুন স্বামীজী ইংলন্ড হইয়া দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা করিলেন এবং পরম সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। হরি মহারাজ পাশ্চাত্য দেশে যাইতে প্রথমে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের পরমপ্রিয় নরেন যখন সজলনয়নে তাঁহাকে বলিলেন, "হরিভাই, ঠাকুরের জন্য খাটতে খাটতে আমার শরীর ভেঙে গেল। তোমরা আমাকে তাঁর কাজে একটুকু সাহায্য করবে না ?" তখন তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার, প্রবল অনিচ্ছা, নিজের শক্তির প্রতি অবিশ্বাস—এসব কোথায় ভাসিয়া গেল এবং তিনি স্বামীজীর সহিত সুদূর সমুদ্রপারের যাত্রী হইলেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে স্বামীজীর সহিত স্বামী তুরীয়ানন্দ লণ্ডন হইতে আমেরিকায় নিউইয়র্ক শহরে পদার্পণ করেন। তথায় তিনি বেদান্ত সমিতির গৃহে নিউইয়র্ক ও তন্নিকটবর্তী স্থানের বালক-বালিকাদিগকে ধর্ম ও নীতি বিষয়ে শিক্ষাদানকার্যে এবং স্বামী অভেদানন্দের অনুপস্থিতিতে বক্তৃতাদি দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে থাকেন। এই বৎসরের শেষভাগে তিনি বোস্টনের নিকটবর্তী ক্যাম্ব্রিজ্ শহরে গমন করিয়া বেদান্ত প্রচার করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া কতিপয় প্রকৃত ধর্মপিপাসু নরনারী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। হল্যাণ্ডবাসী আমেরিকাপ্রবাসী মিঃ হেব্লম (Mr. Heijblom)—বর্তমানে তিনি স্বামী অতুলানন্দ নামে রামকৃষ্ণ

সংঘে পরিচিত—এখানে হরি মহারাজের সহিত মিলিত হন। 'স্বামীজীদের সহিত আমেরিকায়' ('With the Swamis in America') নামক পুস্তকে তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দের আমেরিকা-অবস্থানকালীন জীবনের অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়া ক্যালিফর্নিয়া গমন করিলেন এবং ঐ প্রদেশের লস্ এঞ্জেলিস, সান্ ফ্রান্সিসস্কো প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতাদি দিতে লাগিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রসঙ্গে তিনি সান্ ফ্রান্সিস্কোবাসী ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "আমি তো শুধু বকেই গেলাম, এবার আমার এমন একজন গুরুভাইকে পাঠাব যিনি এসব জিনিস কি করে জীবনে প্রতিপালন করতে হয়, দেখিয়া যাবেন।" স্বামীজীর ক্যালিফর্নিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই নিউইয়র্কবাসী কোন ভক্তের সাংসারিক সুখভোগ ত্যাগ করিয়া নির্জনে সাধন-ভজন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। আমেরিকায় এইভাবে থাকার অনেক প্রতিবন্ধক দেখিয়া মিস্ মিনি সি বুক (Miss Minie C. Boock) নাম্নী জনৈকা ভক্তমহিলা স্বামীজীকে ক্যালিফর্নিয়ায় নির্জন পার্বত্য প্রদেশে একটি আশ্রম স্থাপনের জন্য ১৬০ একর জমি দান করেন। সান্ ফ্রান্সিসস্কো শহরের অনতিদূরে মাউণ্ট হ্যামিল্টন পর্বতে অবস্থিত লিক মানমন্দিরের (Lick Observatory) নিকট-বর্তী পাহাড়ে এই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর শান্তি আশ্রম স্থাপিত হইল। এই আশ্রমের ভার গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্যবান ভক্তদিগকে আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের শিক্ষা দিবার জন্য স্বামীজী হরি মহারাজকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অগস্ট হরি মহারাজ বার জন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া শান্তি আশ্রমে গমন করিলেন। মিঃ হেব্রম্ বা স্বামী অতুলানন্দের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত এই শান্তি আশ্রমে বাস করেন। তখন তিনি ব্রহ্মচারী গুরুদাস নামে পরিচিত ছিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দের বিস্তৃত জীবনী লিখিত হইলে, শান্তি আশ্রমে ধর্মান্বেষী কতিপয় নরনারীকে তিনি কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন তাহা পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন। প্রায় তিন বৎসরকাল আমেরিকায় অবস্থান করিয়া ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্বামীজীর সহিত মিলনের ইচ্ছায় স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকা হইতে ভারতযাত্রা করিলেন। কিন্তু ইহজীবনে স্বামীজীর সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ ঘটিল না। রেঙ্গুনে আসিয়া সংবাদ পাইলেন, স্বামীজী ৪ঠা জুলাই মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙিয়া গেল। তিনি মঠে পৌঁছিয়া

অল্পদিন পরেই শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তথায় প্রায় আড়াই বৎসর কাল থাকিয়া পুনরায় সাধারণ তপস্বীর মত বৈরাগ্যময় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দও শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজন নিকটবর্তী কুসুমসরোবর নামক স্থানে পরমানন্দে আবার কিছুকাল একত্র বাস করিয়া তপস্যায় অতিবাহিত করেন।

হরি মহারাজের জীবনের অধিকাংশ কাল পশ্চিমের নানা স্থানে ও উত্তরাখণ্ডে নির্জন সাধন-ভজন-তপস্যাতেই কাটিয়াছে। মধ্যে কেবল দুইবার মাত্র তিনি বেলুড়ে ও কলিকাতায় আসিয়াছিলেন—একবার ১৯১১ আর একবার ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর দীর্ঘ কয়েক বৎসর তিনি বৃন্দাবন বা গঙ্গাতীরবর্তী নাঙ্গোল, গড়মুক্তেশ্বর, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে কঠোর তপস্যায় কালযাপন করিয়াছিলেন। নাঙ্গোলে তাঁহার শরীর বিশেষরূপে অসুস্থ হইয়া পড়িলে, কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষ তাঁহাকে অনেক উপরোধ-অনুরোধ করিয়া কনখলে লইয়া আসেন। অতঃপর কনখল, কাশী, আলমোড়া, হৃষীকেশ, পুরী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। কোন মঠ বা আশ্রমে থাকাকালীন সর্বদাই তিনি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগকে সাধন-শিক্ষাদান, শাস্ত্রাধ্যাপনা বা স্বামীজীর গ্রন্থ-আলোচনাকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আলমোড়া শহরের চিল্কাপিটা নামক স্থানে তিনি স্বামী শিবানন্দের সহযোগিতায় একটি নূতন মঠ স্থাপন করেন। এই মঠের বাটীনির্মাণকার্যে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হরিমহারাজের দেহত্যাগের পর তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি উক্ত আলমোড়া মঠে রক্ষিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার বহুমূত্ররোগের সূত্রপাত হয় এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পুরীধামে অবস্থানকালে উহার উপসর্গ স্বরূপ শরীরে বিস্ফোটকাদি নির্গত হওয়ায় অস্ত্রোপচার করিতে হয়। এইরূপে কয়েকবার অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মনের শক্তি এত অধিক ছিল যে, অস্ত্রোপচারের সময় কোনবারই ক্লোরোফর্মজাতীয় কোন ঔষধের সাহায্যে তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিতে হয় নাই। পুরী হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিবার পর তিনি কিছুকাল বাগবাজার 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে এবং বলরাম-মন্দিরে চিকিৎসার জন্য অবস্থান করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি কাশীধামে গমন করেন এবং প্রায় সাড়ে তিন বৎসরকাল তথায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে বাস করিয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই (১৩২৯ সালের ৫ই

শ্রাবণ) শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬টা ৫৫ মিনিটের সময় মহাসমাধিতে চিরশান্তি লাভ করেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত, কঠোর তপস্বী, পরম ভক্ত, পরম জ্ঞানী এবং প্রেমিক সন্ন্যাসী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার অপূর্ব তিতিক্ষা, ধৈর্য, ইচ্ছামাত্র মনকে দেহবুদ্ধিমুক্ত করিয়া উচ্চ ভূমিতে লইয়া যাইবার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। পশ্চিম অঞ্চলের সাধুসন্ন্যাসিগণ তাঁহার তপস্যা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহার সাধক-জীবনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "উপনিষদের উপদেশগুলি শুধু পড়তাম না, প্রত্যেক উপদেশটি ধরে ধরে দীর্ঘকাল ধ্যান করতাম—যাতে ঐগুলির যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারি। পরে আবার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, মা মা ব'লে কেঁদে ভাসিয়েছি ও বলেছি, 'মা, সব শাস্ত্রজ্ঞান ভুলিয়ে দে—দে মা আমায় পাগল করে, আর কাজ নাই গো মা জ্ঞানবিচারে'।" তাঁহার মুখে শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত ভক্তিমাহাত্ম্যপ্রকাশক এই শ্লোকটি প্রায়ই শুনা যাইতঃ

'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।

সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো না তারঙ্গঃ॥'—ষট্‌পদী স্তোত্র হে নাথ, তোমার সহিত আমার ভেদ অপগত হইলেও, আমি তোমার, তুমি আমার নহ। সমুদ্রেরই তরঙ্গ, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের নহে।

স্বামী তুরীয়ানন্দের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল ইহা ব্যতীত তাঁহার জীবনের আরও দুই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করিলে চিত্রটি নিতান্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তিনি কাব্যরসের বিশেষ রসিক এবং অকপট স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলাকাব্য', 'সবিতা', 'সুদর্শন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করিতে বার বার শুনিয়াছেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনে এবং পরে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে স্বামীজীর ঈপ্সিত ভারতের জাতীয় জাগরণের চিহ্ন ও সাফল্যের কতকটা ইঙ্গিত দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

ঈদৃশ মহাপুরুষের বিস্তৃত জীবনচরিত অনুধাবন ও অনুকরণযোগ্য। আমরা তাঁহার পত্রাবলীর ভূমিকাস্বরূপ এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্নিবেশিত করিলাম। আশা করি ইহা পাঠ করিয়া সত্যান্বেষী পাঠকের তাঁহার বিস্তারিত জীবনচরিত আলোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে।

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

আলমবাজার মঠ, ২৬শে অগ্রহায়ণ

প্রিয় হরিমোহন,

আমি তোমার পত্র পাইয়াছিলাম ও যথাসময়ে উত্তরও দিয়াছি এবং তুমি তাহা এতদিনে পাইয়াও থাকিবে। তুমি ভাল আছ জানিয়া ভারি খুশী হইলাম. খুব সাবধানে থাকিবে এবং যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে এমন গরম বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবে। ওসব দেশে হঠাৎ সর্দি লাগিয়া নিউমোনিয়া আদি বড্ড হয়। যমুনার ধারে বেড়াইতে যাও তো? খুব বেড়াবে; আর সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিবে। বিপ্রদাসবাবু অতি সজ্জন, উঁহার সহিত বসা-দাঁড়া করিবে। মন বেশ আছে তো? একটু-আধটু নিয়ম করিয়া জপ, পাঠ প্রভৃতি করিবে। এখানকার সকলে ঈশ্বরেচ্ছায় ভাল আছেন। তুমি আমাদের স্নেহ ও আশীর্বাদ জানিবে এবং বিপ্রদাসবাবুকে আমার ভালবাসা ও প্রীতিসম্ভাষণ দিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—তুরীয়ানন্দ

(২)*

মঠ, ৯।১২।৯৫

প্রিয় হরিমোহন,

আজ তোমার পোস্টকার্ডখানি পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। তুমি এখন ওখানে পূর্বাপেক্ষা ভাল আছ এবং কোন অসুবিধা হইতেছে না জানিয়া অতীব

---

* তারকা-চিহ্নিত পত্রগুলি ইংরাজীর অনুবাদ।

আনন্দিত হইয়াছি। বিপ্রদাসবাবু সত্যই অতি সজ্জন ও আমাদের অতি সহৃদয় বন্ধু। আমি তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচিত। তাঁহাকে আমার নমস্কারাদি জানাইবে। সব বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইবে এবং খুব সাবধানে থাকিবে। তোমার স্বাস্থ্যের সংবাদ মাঝে মাঝে দিতে যেন ভুল না হয়। শরৎ মহারাজ ছাড়া মঠের আর সকল সাধুরাই ভাল আছেন। গত কয়দিন যাবৎ শরৎ মহারাজ জ্বরে ভুগিতেছিলেন; এখন ভাল আছেন। বিপ্রদাসবাবু কিরূপ আছেন? তোমার কাকা নিমাইবাবুকে পত্র লিখ তো? সর্দি ও ঠান্ডা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকিবে। আমি ভালই আছি। আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী—তুরীয়ানন্দ

(৩)*

প্রিয় হরিমোহন,

মঠ, ৪।১।৯৬

তোমার পোস্টকার্ডখানি যথাসময়েই আসিয়াছিল; কিন্তু ইতিপূর্বে উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত আছি। শশী মহারাজের অসুখ হওয়ায় আমাকে ঠাকুর-পূজা প্রভৃতির ভার লইতে হইয়াছিল; সুতরাং সময় ছিল না। এখন তিনি সারিয়া উঠিয়াছেন। বাঁ কানে ফোঁড়া হইয়া শরৎ স্বামী গত কয়দিন যাবৎ খুব ভুগিতেছেন। আমাশয় হওয়ায় আমিও বিশেষ ভাল ছিলাম না, এখন পূর্বাপেক্ষা ভাল আছি। তুমি কিরূপ আছ? আশা করি তোমার শরীরের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছ—ঐ জন্যই তো এখান হইতে যাওয়া। আর কতদিন ওদিকে থাকিতে চাও? তোমার কাকা নিমাইচরণ মাঝে মাঝে পত্র লেখেন তো? তুমি সাবধানে থাক জানি; তথাপি বারংবার তোমাকে ঐ একই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি। এইবারে ইংরাজ কবি লঙ্‌গ্‌ফেলোর এক পঙ্‌ক্তি তোমার জন্য উদ্ধৃত করিতেছি; উহা এই—"ভবিষ্যৎ যতই মধুর মনে হউক না কেন, উহাতে আস্থা রাখিবে না।" সুখের ইচ্ছা থাকিলে এই অমূল্য উপদেশটি সর্বদা মনে জাগরূক রাখিবে। তোমার বয়স

এখনও অল্প এবং সংসারে অনেক কিছু শিখিতে হইবে। কখনও মনে করিও না যে, তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে এবং যাঁহারা তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও উন্নতি-কামী অথচ তোমার নিকট কোনও প্রত্যাশা রাখেন না, তাঁহাদের নিকট তোমার কিছু শিখিবার নাই। তোমার স্বাস্থ্য ও মঙ্গল লাভ হউক। ইতি—

সতত শুভাকাঙ্ক্ষী—তুরীয়ানন্দ

(৪) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

আলমবাজার মঠ, ২৬ পৌষ, (৯।১।৯৬)

প্রিয় হরিমোহন,

এইমাত্র তোমার পোস্টকার্ড পাইলাম। আমি তোমার পূর্ব পত্রের উত্তর লিখিয়াছি এবং বোধ করি তুমিও তাহা এতদিনে পাইয়া থাকিবে। উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছিল। তাহার কারণও ঐ পত্রে লিখিয়াছি। তোমার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা করি এখন বেশ সুস্থ হইয়া থাকিবে। অসুখ হইবার কারণ কি? এটায়োয়া তো স্থান বেশ। খুব নিয়মে থাক তো? দেখো, এই শীতকালে যদি না সারিতে পার তাহা হইলে আবার একটি ঋতু ভুগিতে হইবার সম্ভাবনা। যদি ওখানে বিশেষ উপকার বোধ না হয় তো আর কোথাও পরিবর্তনের চেষ্টা দেখিতে হইবে। ফলতঃ শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ না হইলে বাঙ্গালা দেশে আসিবার প্রস্তাব করিও না। ফকিরের প্রমুখাৎ শুনিলাম তোমার কাকা এখন কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমি ফকিরের দ্বারা নিমাইকে আমার সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছি। দেখা হইলে তোমার কথা উত্থাপন করিবার ইচ্ছা আছে। মঠে আমাদের অনেকেরই অসুখ। শরৎ মহারাজ ফোড়ায় বড় কষ্ট পাইতেছেন। বাম কুক্ষিতে একটা অস্ত্র করান হইয়াছে; তাহার পাশে আর একটা দেখা দিয়াছে এবং দক্ষিণ বগলেও আবার ফুলিয়া উঠিয়াছে—এইসব কারণে এক্ষণে তাঁহার বিলাতযাত্রায় দেরি হইয়া পড়িল। শশী মহারাজেরও শরীর বেশ ভাল নহে। আমি একরূপ আছি। তোমার জন্য চিন্তিত রহিলাম। কেমন থাক শীঘ্র লিখিবে। তুমি আমাদের ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

'পাতঞ্জল দর্শন' ফকিরের দ্বারা তোমার যাবার দুই একদিন পরেই আনাইয়া লইয়াছি ও 'বেতাল' ফিরাইয়া দিয়াছি। ফকির বেশ ভাল আছে এবং তাহার অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতেছে।

(৫) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

আলমবাজার মঠ, ৩রা মাঘ (১৬।১।৯৬)

প্রিয় হরিমোহন,

তোমার একখানি পত্র ও একখানি পোস্টকার্ড পাইয়াছি। তুমি শারীরিক ভাল নাই জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইলাম। অম্বালা যাওয়া যদি নিশ্চয় কর তাহা হইলে বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। তথায় আমার ও তারক মহারাজের বিশেষ পরিচিত একজন উকিলবাবু আছেন। তুমি ঠিক করিয়া লিখিলে আমি তারক মহারাজের দ্বারায় তাঁহাকে লিখাইব। যেমন করিয়া হউক তোমার শরীর সুস্থ যাহাতে হয় করিতেই হইবে। তোমার কাকা এখানে গত পরশ্ব আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্তা হয়। তোমার কথাও উত্থাপন করিয়াছিলাম; তিনি বলেন, যত শীঘ্র হাঙ্গাম্ মিটিয়া যায় ততই মঙ্গল এবং আমি ইহাতে সম্পূর্ণ রাজী। ইঞ্জিনিয়ার লইয়া কি গোল আছে, তাহাতেই যা দেরি হইবার সম্ভাবনা। তোমার খরচপত্র কিরূপ হইতেছে? নিমাই ইহার মধ্যে তোমায় ১৬০্ টাকা পাঠাইয়াছে কহিল। বিদেশে বেশ বুঝে সুঝে খরচপত্র করিবে। এত খরচ হইবার কারণ কি? বেশ সাবধানে থাকিবে, বারংবার আর তোমায় কি লিখিব? অবশ্য ঔষধ, পথ্য, অথবা ডাক্তারী প্রভৃতি আবশ্যকীয় খরচ তো করিতেই হইবে। যাহা হউক, যাহাতে শরীর উত্তমরূপে সারিয়া যায় সে বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করিবে না, কারণ শরীর স্বচ্ছন্দ না থাকিলে ধর্মকর্ম দূরে থাকুক কিছুই হইবে না। যদি অম্বালা যাইতে ইচ্ছা কর আমায় শীঘ্র লিখিবে। অম্বালা জায়গা মন্দ নয়, মিরাটও যায়গা ভাল এবং সেখানেও আমাদের পরিচিত অনেকে আছেন। ডাক্তার গুরুপ্রসন্নবাবুর সহিত বিপ্রদাস-বাবুরও খুব বন্ধুত্ব আছে। তোমার যেমন ইচ্ছা লিখিবে। আমরা একরূপ আছি—তুমি আমাদের স্নেহ ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

আলমবাজার মঠ, ৮ ফাল্গুন (১৮।২।৯৬)

প্রিয় হরিমোহন,

তোমার ৫ই মাঘ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। উৎসবে ব্যস্ত থাকায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। উৎসব মহাসমারোহে ও নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অন্যূন ত্রিশ হাজার নরনারী সমবেত হইয়া উৎসাহ ও ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সংকীর্তন ও জয়ঘোষণা করিয়া সমস্ত দিন দক্ষিণেশ্বর মন্দির আনন্দে প্লাবিত করিয়াছিল। এবারকার মহোৎসব অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা সর্বাংশেই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। তুমি সে সময় এখানে থাকিলে বড়ই আনন্দলাভ করিতে। তোমার শরীর যদি ওখানে ভাল না থাকে তবে তুমি এখন কলিকাতায় চলিয়া আইস। সম্মুখে গ্রীষ্মকাল এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দারুণ গরম। বঙ্গদেশ এ সময় মন্দ হইবে না, পরে আবার কোন উত্তম স্থান মনোনীত করিয়া তথায় যাইলেই হইবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও এইরূপ পরামর্শ দিলেন। আমি জানি, তুমি অসম্যক্ ব্যয়শীল নহ, তবুও সাবধান করিতে হয়; কারণ এখনও তোমার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই। তুমি ইহাতে দুঃখিত হইও না। শরীর নীরোগ ও স্বচ্ছন্দ করিবার জন্য যে ব্যয় আবশ্যক তাহা অবশ্য কর্তব্য—ইহাতে কখন কার্পণ্য উচিত নহে, পরন্তু অন্যায় ও অযশস্কর। যাহা হউক, তুমি এখানে চলিয়া আইস—এই আমাদের ইচ্ছা। প্রয়োজন হইলে আবার চলিয়া যাইতে কতক্ষণ? তুমি বোধ হয় পান্না ও কালর দুর্ঘটনা শুনিয়া থাকিবে। গাড়ি উল্‌টাইয়া গিয়া ভয়ানক আঘাত লাগে। পান্না একেবারে অজ্ঞান হইয়া কতদিন ছিল শুনিতেছি। এখন একটু জীবনের আশা হইয়াছে। কালর নাক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এখন অল্প ভাল আছে। তুমি কেমন আছ এবং সমস্ত দিন কিরূপে যাপন কর সবিশেষ বর্ণনা করিয়া এক পত্র লিখিতে ভুলিও না—যত শীঘ্র পার। অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্থানান্তরে যাইবার আমার কল্পনা আছে। কোথায় যাইব এখনও কোন স্থিরতা হয় নাই। বোধ হয় কাশী ও কলিকাতার মধ্যেই মুঙ্গের, মিথিলা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিব। তুমি আমার স্নেহ ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৭) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

দার্জিলিং, সরকারী উকিল এম, এন,
ব্যানার্জির বাড়ী, ২ এপ্রিল ১৮৯৭

মহাশয়,

অনেকদিন যাবৎ আপনার কোন কুশল সংবাদ পাই নাই। অনুগ্রহ করিয়া কেমন আছেন লিখিবেন। স্বামী বিবেকানন্দের শরীর অসুস্থ হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে স্থানপরিবর্তনের জন্য তিনি এখানে আসিয়াছেন। আমরা জন কয়েক তাঁহার সঙ্গে আছি। এখানে আসিয়া তিনি কিছু উপকার বোধ করিতেছেন। Mr. Turnbull of Chicago (চিকাগোর টার্নবুল) যাঁহার বিষয় আমি পূর্বে আপনাকে লিখিয়াছিলাম, তিনিও এখানে আসিয়াছিলেন এবং গত পরশ্ব এখান হইতে কলিকাতা গিয়াছেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন পুণ্য ও প্রসিদ্ধ ভূমি দর্শন করেন তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ) ৺কাশীধামে আপনার নামে তাঁহাকে এক অনুরোধপত্র দিয়াছেন। কৃপা করিয়া তাঁহার ৺কাশীধাম দর্শন ও বাসের সুবিধা করিয়া দিলে পরম উপকৃত হইব। স্বামী গঙ্গাধরের অনেক দিন কোন সংবাদ্ পাই নাই। তিনি কিছুদিন হইল শ্রীনবদ্বীপ দর্শনে যান; এখনও ফিরেন নাই। আপনি আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবেন। ইতি—

আপনার—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

আলমবাজার মঠ, ২৪ অক্টোবর, ১৮৯৭

ভাই ভূষণ,

তোমার প্রেমপূর্ণ পোস্টকার্ড পাঠে অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তুমি ৺রামেশ্বর যাইতেছ শুনিয়া গোপাল দাদাও তোমার সহিত মিলিয়া ৺রামেশ্বর দর্শন করিবেন বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। তিনি আগামী ১৪ কার্তিক শনিবার পঞ্চমীর দিন এখান হইতে রওয়ানা হইবেন। তাঁহার সহিত কোন্নগরের নবচৈতন্যও যাইবেন এইরূপ কথা হইতেছে। তুমি তুলসী ও খোকাকে জিজ্ঞাসা

করিয়া রায়পুরে সুরেশবাবুর কেয়ারে গোপাল দাদাকে সমস্ত infomation (সংবাদ) দিয়ে এক পত্র লিখিও। সেই পত্র অনুসারে তিনি halt করিতে করিতে (থামিতে থামিতে) মান্দ্রাজে তোমার নিকট পোঁছিবেন। আমারও কতই না ইচ্ছা হইতেছিল এই অবসরে একবার তোমাকে ও সঙ্গে সঙ্গে ৺রামেশ্বরকে দর্শন করি; কিন্তু ইচ্ছা করিলে কি হইবে? অদৃষ্ট চাই। হরিপ্রসন্ন ও সুধীর স্বামিজীর অনুমতি অনুসারে আজ ৮।১০ দিন হইল অম্বালা গিয়াছে। তাহাদের পত্র আসিয়াছে। স্বামিজীর সহিত এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। স্বামিজী এখন রাউলপিণ্ডিতে আছেন—শরীর খুব ভাল আছে, বক্তৃতা দিতেছেন। বাবুরাম ও রাজা বেশ আছেন। যোগীনের শরীরও সম্প্রতি ভাল আছে। পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরানী ৺জগদ্ধাত্রীপূজার পর কলিকাতা যাত্রা করিবেন—তজ্জন্য বাটীর চেষ্টা হইতেছে। সাণ্ডেল, আবদুল, দম্‌দম্‌ মাস্টারমশাই, গিরিশবাবু প্রভৃতি সকলেই বেশ ভাল আছেন। কাল ৺কালীপূজা। এবার মঠে রাত্রে গুরুপূজা হইবে স্থির হইয়াছে—নিয়মপূর্বক ৺কালীপূজা হইয়া উঠিবে না। আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেছে—আদৌ সুস্থ থাকে না। তোমার শরীর কেমন আছে কিছু লেখ নাই কেন? গায়ের সেগুলা তো একেবারে সারিয়া গিয়াছে? তোমার ঔষধাদি সমস্ত আছে তো? যদি ৺রামেশ্বর যাও যেন ঔষধসেবনে ঔদাসীন্য বা তাচ্ছিল্য না হয়। খোকা ও তুলসী বোধ হয় বেশ ভাল আছে? আর সুকুলের খবর কি? খুব বটে!—সুকুল আমাদের একেবারে ভুলে গেল? শরৎ ও কালীর পত্র আসিয়াছে; তাহারা বেশ ভাল আছে ও এতদিনে বোধ হয় উভয়ে দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে। এখানকার অন্যান্য সংবাদ মন্দ নয়। তোমাদের কুশলসংবাদ লিখিয়া সুখী করিবে। ইতি—

দাস—শ্রীহরি

(৯) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌

মঠ বেলুড়, হাওড়া

প্রিয় হরিমোহন,

অনেকদিন পরে এইমাত্র তোমার একখানি হস্তলিপি পাইয়া যুগপৎ আনন্দিত ও দুঃখিত হইলাম। তোমার কি অসুখ হইয়াছিল? আবার বুকের অসুখ তো হয় নাই? খুব সাবধানে থাকিবে। সাবধানের বিনাশ নাই। একথা

কখন ভুলিবে না। সাবধানীকে প্রারব্ধ কাতর করিতে পারে না। তুমি কত দিন শ্রীবৃন্দাবনে থাকিবে ইচ্ছা করিয়াছ? ব্রজের কোন স্বাস্থ্যকর গ্রামে যেমন বর্ষাণা বা নন্দগ্রাম প্রভৃতি স্থানে থাকিলে বোধ হয় ভাল থাকিবে। তবে অবশ্য সে সব স্থানে বাঙ্গালীর সঙ্গ কম। কি পড়াশুনা করিতেছিলে? পড়াশুনা হইতে কখনও বিরত থাকিবে না এবং ধ্যানধারণা নিত্য অনলস হইয়া অভ্যাস করিবেই করিবে। শুদ্ধ জীবন অতীব দুর্লভ—শুদ্ধতার দিকে বিশেষ নজর রাখিবে। কখনও আপনাকে নিরাপদ মনে করিবে না এবং সতত ভগবানের শরণাগত থাকিবে। মধ্যে মধ্যে এখানে পত্রদ্বারা সংবাদ দিবে। স্বামিজী এখনও দার্জিলিংয়েই আছেন। আজকালের মধ্যেই এখানে আসিবার কথা আছে। অল্পদিন এখানে থাকিয়াই কাশ্মীরাভিমুখে যাইবেন। আমার কোথাও যাইবার কিছুই স্থির হয় নাই। আমার নিজের হিমালয় অথবা শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় স্থানে যাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে—এখন অন্তর্যামী যা করেন। শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ নাই; আর বহুকাল একস্থানে আছি—কোথাও যাওয়া অতিশয় আবশ্যক। মঠের আর আর মহাত্মারা ভাল আছেন। তুমি আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

মঠ—বেলুড়, হাওড়া

প্রিয় হরিমোহন,

তোমার আর একখানি পত্র এইমাত্র পাইলাম। তুমি অপেক্ষাকৃত ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। খুব সাবধানে থাকিবে। আবার বলি, সাবধানের বিনাশ নাই। ঠিক বলিয়াছ, যেখানে শরীর সুস্থ থাকিবে সেইখানেই থাকিবে। আলমোড়া স্থান মন্দ নয়—ইচ্ছা করিলে যাইতে পার। আমাদের পরিচিত লোক অনেক আছে, থাকারও সুবিধা হইতে পারিবে। প্রেমানন্দের নিকট হইতে আমিও একখানি পত্র সেদিন পাইয়াছি। আমি আগামী পরশ্ব স্বামিজীর সহিত কাশ্মীর যাত্রা করিব এইরূপ স্থির হইয়াছে। প্রথমে নৈনিতাল ও আলমোড়া হইয়া যদি কেদার বদ্রি হয় তো হইতে পারে। পরে সিমলা হইয়া ক্রমে পঞ্জাবের মধ্য দিয়া কাশ্মীর যাওয়া হইবে এইরূপ শুনিতেছি।

স্বামিজীর সহিত যাওয়া যদি না হইত তাহা হইলে আমি কোথাও নিশ্চিত যাইতাম; কারণ আমার শরীরটা বড়ই খারাপ হইয়াছে। সে যাহা হ'ক, এখন তোমার নিজের শরীরটার জন্য যত্ন করবে; কারণ পুনঃ পুনঃ রোগভোগ করিয়া বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া ভগবৎ-চিন্তায় সেই শক্তি ব্যয়িত করিলে সমূহ কল্যাণ-সাধন হইবে। মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবে এবং আপনার মনের সন্দেহ ও চিন্তা-ক্রম সেই পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিলে উত্তর-প্রাপ্তিতে অনেক উপকৃত বোধ করিতে পারিবে। আমি তোমার বিষয় ভাবিয়া থাকি ও তোমার কল্যাণকামনা করিয়া থাকি জানিবে।

...এর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইও না। মূর্খ উহারা কি বুঝিবে? উহাদের দোষ নাই।...

শিক্ষার প্রসার উহাদের মধ্যে বড়ই কম; সুতরাং নানা প্রকারে কুসংস্কারা-পন্ন। তুমি আপনার ভাবে থাকিবে এবং সকলেরই কল্যাণচিন্তা করিবে। কাহারও সহিত অনর্থক বাদ্‌বিতণ্ডা অথবা কলহের প্রয়োজন নাই। গীতাপাঠ করিতেছ—অতি উত্তম। গীতা সমস্ত শাস্ত্রের সার। গীতা শুনিয়া অর্জুন সন্দেহমুক্ত হইয়াছিলেন এবং অন্য যে কেহ শ্রীগীতার সেবা করিবেন তিনিও ধ্রুব সর্বসন্দেহমুক্ত হইবেন। তুমি গীতার সেবা ত্যাগ করিও না। আর আর সংবাদ ভাল। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১১) প্রবুদ্ধ ভারত অফিস
আলমোড়া, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ২৭।৮।৯৮

প্রিয় সুকুল মহাশয়,

তোমার প্রেরিত পোস্টকার্ডে তোমাদের নির্বিঘ্নে শ্রীবৃন্দাবনে পেঁছান-সংবাদে প্রীত হইলাম। ভিক্ষার কষ্ট শ্রীধামে হইবার কথা; বর্ষাণায় যাইলে অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করিবে—বিশেষ এক্ষণে ঐ অঞ্চলে খুব উৎসব হইতেছে। আমরা সকলে একরূপ আছি। আমাকে বোধ হয় শীঘ্রই কলিকাতা যাইতে হইবে। স্বামিজী শরৎকে শ্রীনগরে যাইবার জন্য তার করিয়াছেন। শরৎ আমাকে তাহার স্থানে যাইতে লিখিয়াছে—যেমন হয় জানিতে পারিবে। মান্দ্রাজে

শশী ও আলাসিঙ্গাকেও শ্রীনগরে আসিতে তার করা হইয়াছে। সংবাদ সর্বত্রই কুশল। Privilege post sanction (বিশেষ ডাকমাশুল মঞ্জুর) হইয়াছে; কিন্তু পূর্বেই আমরা পোস্ট করিয়াছি। Refund (টাকা ফেরৎ) এর জন্য দরখাস্ত করিয়াছি। 'প্রবুদ্ধ ভারত' তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে বোধ হয়। প্রেমানন্দ স্বামীকে আমার ভালবাসা ও নমস্কার দিবে এবং দয়া রাখিতে কহিবে। তোমরা আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১২)

প্রবুদ্ধ ভারত অফিস

আলমোড়া, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮

প্রিয় হরিমোহন,

অনেকদিন তোমাদের কোনও খবর পাই নাই। তোমরা সব কেমন আছ? প্রেমানন্দ স্বামী কোথায় ও কেমন আছেন? সুরেন ও সুকুল কি শ্রীবৃন্দাবনেই আছে? বৈষ্ণবদের সঙ্গে তোমাদের এখন কেমন ভাব? কে কোথায় আছ ও কি করিতেছ সমস্ত জানিতে ইচ্ছা করি; বিশেষ করিয়া লিখিলে সুখী হইব। আমাদের এখানে—এর বড় অসুখ যাচ্ছিল, আজ একটু ভাল আছে। প্রায় পনর দিন হ'ল জ্বরে ভুগিতেছে—আর সকলে মন্দ নাই। সদানন্দ গত পরশ্ব লাহোর গিয়'ছে—স্বামিজীর তার আসিয়াছিল। লাহোরে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিবে। তিনি শীঘ্রই বরোদা যাইবেন—রাজা নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সুধীর ও নিরঞ্জন বেরেলি হইতে পত্র লিখিয়াছে—ভাল আছে, কোথায় যাবে স্থির নাই। মঠ হইতে শরৎ কাশ্মীরের জন্য কাল রওয়ানা হইয়াছে। ২য় সংখ্যা 'প্রবুদ্ধ' পাইয়াছ বোধ হয়। ছাপা একটু ভাল হইয়াছে কি? অন্যান্য সংবাদ মঙ্গল। তোমাদের কুশল শীঘ্র লিখিয়া সুখী করিবে। আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

মঠ, বেলুড় পোস্ট, হাওড়া, ৪।১১।৯৮

প্রিয় হরিমোহন,

তুমি বোধ হয় অবগত আছ আমি গত ৺বিজয়াদশমীর দিন প্রাতে আলমোড়া হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ঠিক যে সময় আলমোড়া হইতে রওয়ানা

হই তোমার একখানি পত্র পাইয়াছিলাম—তাড়াতাড়িতে প্রাপ্তিস্বীকার করিতে পারি নাই। স্বামিজীর শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল। এক্ষণে অনেক সুস্থ হইয়াছেন; আজ তিন চার দিন হইল কলিকাতায় গিয়াছেন; কালীকৃষ্ণ ও গুপ্ত সঙ্গে আছে। সেখানে কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা আছে। বেশ ভাল আছেন। আমার শরীর এখানে আসিয়া পর্যন্তই খারাপ হইয়াছে। পাহাড়ে অতি উত্তম ছিলাম। তুমি এক্ষণে কেমন আছ? সুরেন ৪।৫ দিন হইল এখানে আসিয়াছে ও ভাল আছে। তাহার নিকট হইতে তোমাদের সমস্ত খবর শুনিলাম। এক্ষণে কলিকাতায় শীত পড়িতেছে। জলহাওয়া মন্দ নহে। তুমি একবার এই সময় অন্ততঃ ৩।৪ মাসের জন্য আসিলে বেশ ভাল থাকিতে পার। তোমাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা হয়। অত জরুরী না হইলে আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতাম। প্রেমানন্দ কোথায় ও কেমন আছেন? আমি এখানে আসিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছি; কিন্তু এখনও কোন উত্তর পাই নাই। তাঁহাকে আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানাইবে এবং তুমি আমার বিজয়ার আলিঙ্গনাদি জানিবে। বিশেষ সাবধানে থাকিবে; কোন বিষয়ে অতি সাহস করিবে না—অতি সাহস যত অনর্থের মূল। যেখানে ভয় সেইখানেই জয় জানিবে। 'মণি-রত্নমালা' মনে আছে তো? যদি গ্রন্থাদি অভ্যাস করিয়াও ধারণা করিতে না পার ও তাহারা কোন কার্যে না আসে তো বৃথাই পাঠ করা ও বৃথাই সৎসঙ্গ। এত কথা কেন বলিলাম, অবশ্য মনে মনে বিচার করিবে এবং যাহা ভাল বুঝিবে তাহা করিতে কখনও সঙ্কোচ করিবে না। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

> শুধরি বিগ্‌রি বেগ হি বিগ্‌রি ফের শুধরে না।
> দুধ্ ফাটে কাঁজি বাড়ে দুধ্ ফের বনে না।

ভাল শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়, একবার খারাপ হইলে আর ভাল হয় না। দুধ সহজে নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু আর তাহা দুধ হয় না।

(১৪) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

মঠ, বেলুড় পোস্ট, হাওড়া, ১৪।১১।৯৮

প্রিয় হরিমোহন,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। শারীরিক

ও মানসিক সুস্থ থাক, সর্বদা প্রার্থনা করি। চরিত্র-রক্ষা বড়ই কঠিন; সুতরাং সময়ে সময়ে কিছু বলিতে হয়। বিপরীত বোধ কর না, ইহা সুখের বলিতে হইবে এবং শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। অতি সাবধানে থাকিয়াও শেষ রক্ষা হওয়া দারুণ দুর্ঘট। বেহুঁশ হইলে আর রক্ষা আছে! মা তোমায় রক্ষা করুন। তুমি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি— মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

সুরেন গোলাপ গাছের কথা কি বলিতেছে—তুমি কোন উত্তর দাও না কেন? আমি বড় ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছি। এখন তোমার আসিয়া কাজ নাই, ঐখানেই থাক। নিকুঞ্জকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা দিও।

(১৫) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

মিসেস্ এফ্ হুইলারের বাড়ী, মন্ট্ক্লেয়ার, নিউইয়র্ক
২৪শে নভেম্বর, ১৮৯৯

ভাই ত্রিগুণাতীত,

প্রায় ১৫।১৬ দিন হ'ল আমি তোমার একখানি কৃপাপত্র (পোস্টকার্ড) পাইয়াছি, কিন্তু নানা কারণে যথা সময়ে উত্তর দিতে পারি নি—ক্ষমা করিও। ...তুমি আমার পত্র পাইবার পূর্বেই তাঁর (স্বামিজীর) পত্র পাইবে; সুতরাং আমাকে আর তাঁহার পক্ষ হইতে কিছু বলিতে হইবে না। তিনি পত্রাদি লিখতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিতেন বলিয়া আমি অনেক সময় লিখতে পারি নি; তবুও মধ্যে মধ্যে লুকিয়ে লিখেছি বোধ হয়। যাহা হ'ক তাঁর 'লেখা' পাওয়া এখন বোধ হয় বড় শক্ত হবে—তিনি আবার লেকচার করতে বেরিয়েছেন। সুখের বিষয় শরীর বেশ সেরে গেছে এবং ইহাই পরম লাভ। বড় একটা খবর-টবর দিবেন না বলেছেন; সত্যি সত্যি কি করিবেন তিনিই জানেন। যাই হ'ক, যেখানে থাকুন—এই প্রার্থনা। তোমার 'পত্র' বেশ চলছে শুনিয়া আনন্দিত হলাম। ...কালী বেশ ভাল আছে। সুশীলকে আমার ভালবাসা দিবে এবং তুমি আমার প্রণাম ও ভালবাসা জানিবে। কিমধিকমিতি— দাস—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

আমেরিকা

প্রিয় অ—,

তোমার পত্র পেয়ে সমাচার অবগত হলুম। কেন মানসিক ও শারীরিক

অসুখে ভুগছো? এ দেশে চলে এস, আপনাকে বিস্তার কর, একটা দেহে বন্ধ করো না। খালি আপনার ভাবনা আর ভেবো না। ঢের হয়েছে, এখন অন্যের ভাবনা ভাব—ঢের ভাল হবে। মনের মত চরিত্র কি আর কেউ গড়তে পারে? চরিত্র গড়ে যায় আপনি, মা গড়ে নেয়। মিছে খুঁৎ কেটো না, রাজী হয়ে যাও—আমি চেষ্টা দেখি। তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে বলে বলছি, নচেৎ আস্‌বার লোক ঢের আছে। সাহস ক্রমে হয়। দেখ নি আমাকে, যদিও আমার সাহস না হবার ঢের কারণ ছিল? তুমি তো তৈয়ারী মাল—চলে এসো।

রামচন্দ্র যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কচ্ছিলেন, এক সময় চাতুর্মাস্য কাটাবার জন্য এক পর্বতে স্থান নেন। সেখানে এক শিবালয় মাত্র ছিল। রাম সেই শিবের অনুমতির জন্য লক্ষ্মণকে তাঁর কাছে পাঠান। লক্ষ্মণ শিবালয়ে গিয়ে রামের আবেদন জানালেন। শিব কিছু না বলে অন্য মূর্তি ধারণ করলেন। মূর্তিটি নৃত্য-মূর্তি—নিজ লিংগ মুখে দিয়ে নৃত্য কচ্ছেন! লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে নিবেদন করায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, কিছু বুঝলুম না। রাম বল্লেন—লক্ষ্মণ, শিব সম্মতি দিয়েছেন। ভাব এই যে, লিংগ ও জিহ্বা সংযম করে যথা ইচ্ছা বিরাজ কর, আনন্দে থাকবে। গল্পটি বাল্যকালে শুনেছিলুম সাধু মুখে। এখন সাক্ষাৎ অনুভব করছি, অধিক আর কি বলবো। অ—, চলে এসো, তুমি হাঁ বললেই ভাড়া পাঠাই। দেখ, মা যা করবেন, তাই হবে। সকলকে আমার ভালবাসাদি দিবে ও তুমি নিজে জানবে। বুড়োকে আমার বহুত বহুত ভালবাসা দিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—তুরীয়ানন্দ

(১৭) ওঁ আমেরিকা

প্রিয়তম স্ব—,

তোমার ব্যাপার কি? অত কাঁদুনি কেন? হয়েছে কি? ঘুমুতে এত সাধ কেন? "শেতে সুখং কস্তু?—সমাধিনিষ্ঠঃ।"* "নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ"† অত

---

* কে সুখে নিদ্রা যান? (উত্তর)—সমাধিনিষ্ঠ পুরুষ।

—শঙ্করাচার্য-কৃত মণিরত্নমালা। ৪।

† শিবমানসপূজাস্তোত্র। ৪।

"আমার' 'আমার' করলে কি ঘুম হয় ? মন হাঁকুপাঁকু করে করতে দাও, করে করে চুপ করবে; শালার খবর নিও না; ঐ হচ্ছে উৎকৃষ্ট উপায়। নিজের অসারতা কি বুঝেছ ? নিজের নিজের করে অত ব্যস্ত কেন ? এখানে অনেক পিপাসী, আস্‌বে তো বল যোগাড় করি। কি ঘোড়ার ডিম আপনার ভাবনা ভাবছো বসে বসে ? ঠাট্টা নয়, এখানে অনেক কাজ আছে। যখন কোন কাজ থাকে না, তখনই মানুষ আপনার ভাবে, আর ভেবে কিছুই করতে পারে না। আর কতদিন আপনার ভাবনা ভাববে ? যেতে দাও, ঢের হয়েছে, এখন পরের ভাবনা একটু ভাবো। যদি রাজী হও তো আমি চেষ্টা করি। চলে এস, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার খবর কা—র ও মিসেস—র চিঠিতে পাবে। সকলকে আমার ভালবাসাদি দেবে ও তুমি জানবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—হরি মহারাজ

যদি যোগাড় করে পাঠাতে পার, সতীশ মুখুয্যের Works (গ্রন্থাবলী) কিংবা মন্মথ দত্তের যোগবাশিষ্ঠ translation (অনুবাদ) বড় কাজ দেয়। ইতি— হ

(১৮)* বৃন্দাবন—২৮।১২।০২

প্রিয় হরিমোহন,

তোমার প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি যথাসময়েই আসিয়াছিল। ইতিপূর্বেই উত্তর দিতে না পারায় দুঃখিত আছি। আশা করি কালুর মায়ের শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়াছে। মাঝে মাঝে মঠে যাও তো ? তোমরা যে সমিতি গঠন করিয়াছিলে উহা উত্তম চলিতেছে এবং ছেলেদের এখনও উৎসাহ আছে জানিয়া খুব খুশী হইয়াছি। আশা করি, শুদ্ধানন্দ উৎসাহ ও সাফল্যের সহিত সমিতির কার্য চালাইতেছে। প্রকৃত সহানুভূতি ও ভালবাসার দ্বারাই চরিত্র-সংশোধন হয়, পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধিমত্তায় বিশেষ কিছুই হয় না—এই কথা নিশ্চিত জানিও। অপরের প্রতি যদি তোমার সত্যই সমবেদনা থাকে এবং নিজের জীবন পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও স্বার্থগন্ধশূন্য হয় তবে মা তোমার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব করাইবেন। নতুবা মুখের কথা যত গম্ভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হউক না কেন, শুধু উহাতে কোন ফল হইবে না। ইহাই রহস্য। আমি কবে ফিরিব জানি

না। এখন পূর্বাপেক্ষা ভাল বোধ করিতেছি। তুমি ভুলে 'কালীবাবু' লিখিয়াছ—কালীবাবু নয়, কৃষ্ণলাল ভাল আছে। সব ছেলেদের আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাইবে। মা তাহাদের সকলের মঙ্গল করুন। তুমি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—তুরীয়ানন্দ

পুনঃ—নিকুঞ্জ ভাল আছে ও আনন্দে আছে।

(১৯) শ্রীরামকৃষ্ণো বিজয়েতে

শ্রীবৃন্দাবন—১৮।২।০৩

প্রিয় হরিমোহন,

অনেক দিন হ'ল তোমাদের কোন সংবাদাদি পাই নাই। আশা করি, তোমরা সব ভাল আছ। তোমাদের সভা কেমন চলিতেছে? তুমি এখন কি কর? আমার মধ্যে আবার একটু মাথার অসুখে কষ্ট দিয়েছিল—এখন অনেক ভাল আছি। ব্রজের গ্রামে যাইবার ইচ্ছা আছে। কুম্ভ সন্নিকট, পৃথিবীর বাবাজীরা শ্রীবৃন্দাবনে হাজির...। যমুনার তীরে রেতির উপর তাঁদের দেখতেই এখন কি বাহার! আর দিন কুড়ি বাইশে সব ভোঁ ভোঁ হয়ে যাবে। ফের হরিদ্বারে সমাগম হবে। তোমার কাকা কেমন আছেন? তুমি কোন নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত আছ না এমনই দিনাতিপাত করচ? যেন উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন করো না। ভগবান তোমায় অনেক সুবিধা দিয়েছেন, তুমি যেন তার সুব্যবহার করিতে বিরত বা শলথ হয়ো না। তুমি বুদ্ধিমান, তোমায় অধিক আর কি বলব? আপনার ইষ্টানিষ্ট তুমি খুব জ্ঞাত আছ। প্রভু তোমার মঙ্গল করুন। সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি দিবে। কৃষ্ণলাল ভাল আছে এবং তোমায় নমস্কারাদি দিতেছে। তুমি কৃষ্ণলালকে জান বোধ হয়। কৃষ্ণলাল আমার সঙ্গে আছে। নিকুঞ্জের নমস্কারাদি জানিবে। নিকুঞ্জ ভাল আছে। তোমাদের কুশলাদি লিখিবে। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২০) শ্রীহরিঃ শরণম্

হৃষীকেশ—১৯।১।০৬

ভাই শরৎ,

এইমাত্র তোমার কৃপাপত্র পাইলাম। তোমার দয়ার কথা আর কি বলিব? 'বন্ধুহীন লোক নিতান্তই দীন'—একথা একান্ত সত্য। মনুষ্যের এই বিষম সংসারে অন্ততঃ এমন একজন থাকা চাই যার নিকট প্রাণ খুলিয়া জুড়ান যায়। যার্ এমন লোকের অভাব, সে প্রকৃতই হতভাগ্য। আমি তোমাকে মনে করিয়া বস্তুতঃ এ বিষয়ে আপনাকে ভাগ্যবান জ্ঞান করি। পূজনীয়া যোগীন-মাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি জানাইবে। তুমি জান আমার দাদারা আমার বাস্তবিকই পিতৃস্থানীয়। আমি তোমাকে একাধিকবার ইহা বলিয়াছি। যদি তোমার পত্রে উক্ত নব্বই ডলার দ্বারা যৎকিঞ্চিৎও এ সময় মেজদাদার সাহায্য বোধ হয় তুমি তাঁহাকে উহা স্বচ্ছন্দে দিতে পার। আমার ইহাতে পূর্ণ সম্মতি। কেবল দয়া করিয়া আমার নামোল্লেখ করিও না, ভাই। ইহা তোমাদেরই দত্ত—এইরূপ জানিবে। ঐ অর্থ তোমার অথবা যোগীন-মার, আমার নহে। অধিক আর কি লিখিব।

এই সেই হৃষীকেশ যেখানে প্রথমে কত আনন্দ অনুভব করা গিছলো। আবার এই হৃষীকেশেই একদিন পাছে স্বামিজীকে হারাতে হয় এই চিন্তায় কতই না প্রবল উদ্বেগ বিষাদ! আর আজ কতদিন হইল স্বামিজী আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেছেন, আমরা কেবল তাহার দিন গণনা করিতেছি মাত্র—এমনই বিধাতার দারুণ নির্বন্ধ! আমার শরীর এখানে একরূপ মন্দ নাই; তবে অনিদ্রা প্রভৃতি ঠিক আছে। তোমাদের কুশল জানিয়া প্রীত হইলাম। সকলকে আমার প্রীতি সম্ভাষণাদি দিবে। তুমি আমার প্রণাম ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

দাস—শ্রীহরি

(২১) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীমান্—,

ভগবৎকৃপায় তোমার উত্তরোত্তর আরও উন্নতি হইবে এবং তাঁহাকেই জীবনের সার সর্বস্ব জানিয়া তাঁহাতেই প্রাণ মন সমস্ত অর্পণ করিয়া মানব-

জীবন সফল করিতে পার, ইহাই আমার সার কথা। প্রভু তোমায় আশীর্বাদ করুন। তুমি যে ঈশ্বরের পথে থাকিয়া তাঁহারই আরাধনায় জীবনাতিপাত করিতেছ ও তাঁহারই বিশেষভাবে সেবা করিবার ইচ্ছা রাখ, ইহা কম আনন্দ ও ভাগ্যের কথা নহে। তিনি যে তাঁহার আরাধনা করিতে অধিকার দেন, ইহাই পরম লাভ।

...প্রভু যেমন করিবেন, সেইরূপই হইবে। তাঁহার শরণাগত হওয়াই জীবনের প্রধান কর্তব্য। তাই করিতে পারিলেই শান্তি, অন্য কিছুতেই শান্তি নাই। প্রভু তোমায় আশ্রয় দিন; তাঁর শ্রীচরণেই শান্তি, অন্যত্র নাই। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২২) শ্রীহরিঃ শরণম্

গড়মুক্তেশ্বর—৪।২।০৮

শ্রীমান্—,

গতকল্য তোমার প্রেরিত এক বিস্তারিত পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। আমি পূর্বে—র নিকট হইতে তোমাদের বিষয় কথঞ্চিৎ বিদিত হইয়াছি। তোমরা কাশীধামে থাকিয়া প্রভুর কৃপায় যথাসাধ্য সাধন-ভজন করিতেছ ও বেশ ভাল আছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। শ্রীশ্রীমার কৃপালাভ করিয়াছ, সুতরাং আর ভয় কি? এখন আনন্দে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাক। বন্ধনাদি বাহিরে কোথাও নাই, সমস্তই ভিতরে থাকে। আপনার মনে বন্ধন, ভ্রান্তিবশতঃ বাহিরে অনুমিত হয় মাত্র। আপনার সুকৃতিফলে এবং ভগবৎকৃপায় যখন মন নির্মল হয়, ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বুঝিতে পারিলেও বন্ধন-মুক্ত হওয়া সহজ নহে। গুরুর কৃপায় ও নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা থাকিলেই তবে বন্ধনমুক্তি ঘটে। যাহা হউক, তোমরা ভাগ্যবান সন্দেহ নাই। সংসারের অনিত্যত্ব বুঝিয়া যে নিত্যধন লাভ করিবার জন্য সর্বত্যাগী হইয়াছ, ইহাই তোমাদের ভাগ্যের পরিচয় দিতেছে। পুনরায়, শ্রীশ্রীমার আশ্রয় লাভ করিয়াছ, সুতরাং তোমরা যে মহা ভাগ্যবান তাহাতে আর সন্দেহ কি? তোমার তীর্থভ্রমণ ও নির্জন স্থানে থাকিয়া সাধনের সংকল্প অতি উত্তম। মারও অনুমতি পাইয়াছ। তাঁর উপদেশ 'স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে' কখনও ভুলিও না। প্রভুকে হৃদয়ে রাখিয়া যেখানেই যাও, কোন ভয় নাই। সব দেশই

তাঁহার। এমন কোন দেশ আছে যেথায় তিনি নাই? সুতরাং চিন্তার অবসর নাই; অক্লেশে ইচ্ছামত তীর্থভ্রমণে ও নির্জনবাসে সাধনের ও ভজনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পার। ইহাতে কোন ওজর আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে কর্মে আবদ্ধ হইবার কথা যাহা লিখিয়াছ, আমার বোধ হয় ওরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই।

কর্ম করিতে হইবে বইকি? চিত্তশুদ্ধি হইবে কি প্রকারে? কর্ম করিবার কালেই তো আপনার পরীক্ষা হইবে। মনে কতটুকু ফলের আশা আছে, মন কতটুকু নিষ্কাম হইয়াছে, স্বার্থপরতা কত আছে ও কত কমিয়াছে—এ সকল জানিবার উপায় এক কর্মেতেই আছে। যখন হৃদয়ে প্রেম আসিবে, তখন আর কর্মেতে কর্মবোধ থাকিবে না; কর্ম তখন পূজা হইয়া দাঁড়াইবে। সেই হলো ঠিক ভক্তি। প্রথম প্রথম দুই-ই চাই, কর্মও করিতে হইবে এবং সাধন-ভজনও করিতে হইবে—অবশ্য উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া। পরে ঈশ্বরের কৃপায় এমন সময় আসিবে যখন সাধন-ভজন ও কর্মে পার্থক্য থাকিবে না—সবই তো তখন সাধন হইয়া যাইবে, কর্মে ও সাধন-ভজনে কোন ভিন্নতা-বোধ হইবে না; কারণ প্রভু সকলেতেই ওতপ্রোত। যাহা হউক, তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিয়া যেরূপ দৃঢ় বাসনা হইবে তাহাই করিবে; কারণ মঠে থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম করা অথবা তীর্থাদি নির্জন স্থানে সাধন-ভজন করা—ইহাদের কোনটাই মন্দ নহে, উভয় উত্তম। নিজেকে দুর্বল ভাবিও না। নিজে দুর্বল হইলেও যাঁহার শরণ লইয়াছ তিনি সর্বশক্তিমান্, সুতরাং তাঁর বলে আপনাকে বলী মনে করিবে। তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই, ইহাই স্থির ধারণা হইলে হৃদয়ে মহাবল প্রবেশলাভ করিবে। প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে তোমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক তাঁহাতে তোমরা একেবারে মগ্ন হইয়া যাও এবং মানবজন্ম-ধারণ সার্থক কর, ইহাই আমার প্রার্থনা। অধিক আর কি লিখিব। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৩) শ্রীহরিঃ শরণম্

গড়মুক্তেশ্বর

শ্রীমান্—,

গতকল্য তোমার একখানি পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। শিবানন্দ স্বামী অসুখে বড় কষ্ট পাইতেছেন শুনিয়া কষ্ট বোধ করিলাম। ঠাকুরের

কৃপায় শীঘ্রই পূর্ব স্বাস্থ্য লাভ করুন—এই প্রার্থনা। মঠে যাইয়া ভাল করিয়াছেন। আশা করি, সেখানে অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। যখন তাঁহাকে পত্র লিখিবে, তখন আমার প্রীতি-সম্ভাষণাদি জানাইবে।

তোমার কথা আমি শিবানন্দ স্বামীর নিকট হইতে পূর্বেই শুনিয়াছিলাম এবং তুমি যে সাংসারিক সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ভগবানের আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিয়াছ, ইহা শুনিয়া নিরতিশয় প্রীতি অনুভব করিয়াছি। ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুলতা খুব ভাল ও নিতান্ত আবশ্যক; তবে চিত্তবৃত্তি শান্ত হইল না বলিয়া উতলা ও নিরাশ হওয়া ভাল নহে। তাঁহার দিকে চাহিয়া পড়িয়া থাকিতে পাইলেও আপনাকে ধন্য জ্ঞান করা উচিত। তিনি যে সংসার হইতে টানিয়া আনিয়া আপনার ভজন করাইতেছেন, ইহা কি কম দয়া? এখন চিত্তবৃত্তি শান্ত করিয়া দেওয়া না দেওয়া তাঁর হাত, ভজন করাইতেছেন এই ঢের। যাহাতে তাঁহার ভজনে নিযুক্ত রাখেন, এই প্রার্থনা করিবে—চিত্ত-শান্তি আদি প্র্যার্থনা করিবে কেন?

ঠাকুর খানদানী চাষা হইতে বলিতেন। যে খানদানী চাষা, সে চাষ করাই চায়, হাজাশুকো মানে না। চাষ ছাড়া আর কিছু করেও না। সেইরূপ প্রভুর ভজন করিয়া যাও এবং ভজন করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে শিখ। তাঁর পায়ে সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি ফেলিয়া দাও। তিনি যেমন রাখেন, তাহা মঞ্জুর করিয়া লও। তিনি যেন তাঁর ভজন করান—এই মাত্র প্রার্থনা করিতে শিখ, তাহা হইলেই শান্তি আপনি আসিবে। শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে না। প্রার্থনা কেবল ভজনের জন্য। ভগবান কি শাক মাছ যে, দাম দিয়া লাভ করিবে? তাঁহার সাধনের কি ইতি আছে যে, এইরূপ করিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে? কেবল তাঁর দ্বারে পড়িয়া থাক তাঁর দিকে চাহিয়া—এই করিতে পারিলেই যথেষ্ট। তাঁর দয়া আপনা আপনি হইয়া থাকে। নাক টিপে কিংবা অন্য কোন সাধনে কেউ তাঁহাকে পায় না। যে পেয়েছে, সে তাঁর দয়াতেই পেয়েছে। তিনি যদি দ্বারে পড়িয়া থাকিতে দেন, তবে অসীম কৃপা জানিবে। সাধন-ভজন আর কি? মন মুখ এক করে তাঁকে ডেকে যাওয়া। ভাবের ঘরে চুরি হতে দিওনা। ব্যাস্। অন্য সাধন তিনি করাইয়া দিবেন—যদি দরকার হয়। ব্রহ্মচারীদের আমার শুভেচ্ছা দিবে। বসন্ত কে—আমি স্থির করিতে পারিলাম না। তিন

জন যুবককে আমার সম্ভাষণাদি জানাইবে। আমি এখন এখানেই শীতকালে থাকিব, পরে প্রভু যেমন করিবেন তেমন হইবে। তুমি আমার শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৪) শ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীমান্—,

তোমার প্রেরিত ১৮ই তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইয়াছি। আশা করি, তোমরা সব ভাল আছ এবং বেশ মনের সুখে ধ্যান-ভজন করিতেছ। ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই সকল গোল মিটিয়া যায়, মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। ইহারই জন্য সমুদয় যত্ন চেষ্টা নিয়োগ করিতে হয়। তাহা হইলেই যথাসময়ে প্রভুর কৃপা হইয়া থাকে এবং মানুষ তাঁহার কৃপা পাইয়া ধন্য হয়। তাঁহার দ্বারে কৃপাভিখারী হইয়া পড়িয়া থাকাই কাজ এবং ঐরূপ করিতে পারিলেই একদিন না একদিন সকল মনোরথ পূর্ণ হইবেই হইবে, সন্দেহ নাই। খুব প্রাণ ভরিয়া তাঁকে ভালবাসিতে পারিলেই অন্য সাধনার আবশ্যক নাই। 'প্রীতিঃ পরম্‌সাধনম্' ইহা অতিশয় সত্য। তাঁহাতে প্রীতি করিতে পারিলেই অন্য সকলে আপনা হইতেই প্রীতির উদয় হয়! হৃদয়ে প্রীতি আসিলে আর কি বাকী থাকে? অতএব কায়মনোবাক্যে যাহাতে ভগবানে প্রীতি হয় সেই চেষ্টা করাই কর্তব্য।—কে আমার ভালবাসাদি জানাইবে। শরীর তত ভাল নাই, ঠান্ডা লাগিয়াছে বোধ হয়। বড় বেদনা হইয়াছে। আজ এই পর্যন্ত। তুমি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং অন্য সকলকে জানাইবে। কিমধিকম্ ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৫) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীমান্—,

তোমার ১৯শে অগ্রহায়ণের পত্র পাইয়াছি, ইতিপূর্বেই স্বামী শিবানন্দের নিকট হইতেও এক পোস্টকার্ড পাইয়াছিলাম। আমি তাহাকে সমস্ত শীতকাল

মঠে থাকিতে পরামর্শ দিয়াছি। তাঁহার শরীর মঠে যাইয়া অনেক সুস্থ হইয়াছে জানিয়া প্রীত হইয়াছি। সেখানে বিশ্রাম করিলে তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যাইবে আশা করা যায়।—কে মনে হইল না, হয়ত কখন তাহাকে চিঠি লিখিয়া থাকিব। যাহা হউক, আশ্রমের সকলকেই আমার শুভাশীর্বাদ জানাইবে। প্রভুর কৃপায় তোমরা সকলেই তাঁর দিকে অগ্রসর হও, এই আমার তাহার নিকট একান্ত প্রার্থনা।

তুমি দেখিতেছি, আমার গত পত্রের মর্মগ্রহণে সমর্থ হও নাই। কোন সাধনা করিবে না, এরূপ আমার বলার উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু ভগবান যে সাধনলভ্য নহেন, কেবল তাঁহার কৃপাই যে তাঁহাকেই পাইবার উপায়—ইহাই সকল শাস্ত্র ও মহাজনের সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ সাধনের অভিমান যেন মনে স্থান না পায়—এই মাত্র বলাই উদ্দেশ্য। আর তাঁহাতেই সম্পূর্ণ নির্ভর করা চাই। পাছে চিত্ত অশান্ত হইয়া তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়, এরূপ ভীতির প্রয়োজন নাই। ঠাকুর বলিতেন, “পূর্বদিকে যত অগ্রসর হইবে, পশ্চিম ততই পিছে পড়িয়া থাকিবে।” যত ভজনে মন দিবে, অন্য ভাব ততই দূর হইয়া যাইবে। যে বিপদ উপস্থিত নাই, তাহাকে কল্পনা করিয়া ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? ভবিষ্যতে মরণ হইবে নিশ্চয়—তাহা বলিয়া কেহ কি ভয়ে আত্মহত্যা করেন? পাছে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় এই চিন্তায় চিন্তিত থাকিলে কার্য-হানি মাত্র, কোন লাভ নাই। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমি ভগবানের শরণ লইয়াছি। আমার বিঘ্ন বিপদ সব দূর হইয়া যাইবে। আমার আবার বিপদ? সবল দুর্বল অধিকারী যেই হউক না, নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমি তো এই জানি, ইহা ছাড়া যদি কিছু থাকে তুমি জান, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা করিতে পার। ভগবানের দিকে এক পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন—এই কথাই তো আজীবন শুনিয়াছি ও জীবনে কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছি। তুমি কিন্তু উল্টো লিখিয়াছ। এরূপ বড়ই বিসদৃশ। ভগবান অন্তর্যামী—তিনি সকল কথাই বুঝিতে পারেন, সকলই জানেন এই বিশ্বাস না থাকিলে সাধন-ভজন কি করিবে? আমি তো বুঝিতে পারি না। চিত্ত তাঁহাকে পাইবার জন্য খুব অশান্ত হউক; কিন্তু আর কিছুর আশায় যেন অশান্ত না হয়, দেখিতে হইবে। খানদানি চাষা চাষ হইতে আপনার গুজরান করে, অন্য ব্যবসা করে না।

"আর কারে ডাকিব শ্যামা? ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, মা বোলবো যাকে তাকে॥
মা যদি সন্তানে মারে, শিশু কাঁদে মা মা ক'রে,
গলা ধরে ফেলে দিলেও, তবু মা মা ব'লে ডাকে॥"

—এই ভাবই আমার মনঃপূত। জিজ্ঞাসা করিয়াছ—"প্রভুর ভজন করিয়া যাওয়া কি আয়ত্তাধীন?" আমার উত্তর—কিছুই নিজের আয়ত্তাধীন নহে। এইটি বুঝিলে নির্ভর ভিন্ন, কৃপা ভিন্ন আর অন্য উপায় থাকে না। তুমি বড়ই সব অসংলগ্ন বকিয়াছ, একটু চিন্তাশীল হইবে। পালতোলা ব্যাপার আর কিছুই নহে, কেবল ভজন করিয়া যাওয়া। মন যদি মুখের পানে তাকাইতে না চায় মনের কান মলিয়া দিবে অথবা অধিকতর দন্ড দিবে। অভ্যাস মানে একটি ভাব পুনঃ পুনঃ চিত্তে রাখিবার চেষ্টা এই চেষ্টা শ্রদ্ধা ও আদর সহকারে হওয়া চাই। নির্জনবাসে আপনার মনকে চিনতে পারা যায়, সুতরাং উপায়-অবলম্বনে সুবিধা হয়। সন্ন্যাস মানে তাঁহাতেই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ হইবে, ভাবের ঘরে চুরি থাকিবে না। ইহাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

মঠ, বেলুড়—২৮।১২।১০

শ্রীমান নেপাল,

তোমার পত্র পাইয়াছি। বাবুরাম মহারাজের পত্রও তাঁহাকে দিয়াছিলাম। তুমি ভাল আছ জানিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বেশ মন লাগাইয়া পড়াশুনা করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাঁহার শরণাগত থাকিয়া তাঁহারই সেবায় কালাতিপাত করিতে চেষ্টা করিবে। অধিক আর কি লিখিব? শ্রীবাবুরাম মহারাজ তোমাকে যেমন যেমন বলিয়া আসিয়াছেন সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিলে যে উন্নতি লাভ করিবে তাহা আর তোমায় বলিয়া জানাইতে হইবে না। তুমি নিজেই উহা অনুভব করিতে পারিবে। আমাদের শরীর এখানে ভাল আছে। চন্দ্র বোধ হয় একটু শারীরিক উন্নতিলাভ করিতেছে। তাহাকে এবং গিরিজা প্রভৃতি সকলকে আমাদের ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানাইবে। এখানে এখন উৎসবের কাজের খুব ভিড় চলিতেছে, কলিকাতা ও নিকটবর্তী অন্যান্য স্থান হইতে লোকের সমাগমও অত্যধিক হইতেছে। সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন।

আমি কাশীর মঠের জন্য মহারাজ ও স্বামী শিবানন্দকে যেমন বলিব বলিয়া আসিয়াছিলাম সেইরূপ বলিয়াছি; কিন্তু এখনও কোন ফল হয় নাই। মহারাজ টাকা পাঠাইতে যত্ন করিবেন এইরূপ বলিয়াছেন। আবার মনে করাইয়া দিব। চন্দ্রকে ও পরমানন্দকে ইহা জানাইও। সকলকে আমাদের ভালবাসাদি দিবে এবং তুমিও জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৭) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—কনখল, ২৫।৩।১২

প্রিয় সু—,

তোমার ৮ই মার্চের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। ইচ্ছা থাকিলেও নানা কারণে সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই। ...তুমি আপন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, আমার বোধ হয় রোগনির্ণয়ে তাহা ঠিক হইয়াছে। শুধু যে উহা তোমারই পক্ষে সত্য তাহা নহে, উহা সকলের পক্ষেই একরূপ। গণ্ডি কাটিয়াই আমরা আপনাদের উন্নতিপথ প্রতিরোধ করি। অবশ্য গণ্ডির আবশ্যক নাই, এরূপ কহিতেছি না। তবে কখন আবশ্যক আছে ও কখন নাই, ইহা জানা খুব আবশ্যক—

"আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥"* ইত্যাদি

যাহা একবার যত্ন করিয়া আবাহন করিতে হয়, তাহারই আবার সময়ান্তরে বিসর্জন অত্যাবশ্যক, অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ, এই আর কি। তবে ইহা ঠিক করা বড়ই কঠিন সন্দেহ নাই। প্রভুর হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে আর কিছুরই জন্য অনুশোচনা করিতে হয় না, ইহা নিশ্চয়। প্রভুর কৃপায় সকলই ঠিক হইয়া যাইবে—ভাবনা নাই। ভগবচ্ছরণম্, ভগবচ্ছরণম্। আমাদের ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

* "যে মুনি যোগাবস্থায় আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে কর্মই কারণ বলিয়া কথিত হয়: আবার তিনিই যখন যোগাবস্থায় আরোহণ করেন, তাঁহার পক্ষে শম অর্থাৎ কর্মত্যাগ উহার কারণ বলিয়া কথিত হয়।"—গীতা—৬।৩

(২৮)

প্রিয়—

পিতার সেবায় তৎপর থাকিবে; বলা নিষ্প্রয়োজন।
পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা॥*

ইহাই শাস্ত্রশাসন। তুমি সেবাধর্ম গ্রহণ করিয়াছ—জীবসাধারণের উপকার তোমার কর্তব্য, পিতার সেবার কথা কি! তোমার তেমন সঙ্গলাভ হইতেছে না অবশ্য কষ্টের কথা, কিন্তু কি করিবে? তোমার অন্তরে যে 'পাবনং পাবনানাং' রহিয়াছেন, এখন তাঁহার প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হইবার চেষ্টা করিও, তিনিই সকল সুবিধা করিয়া দিবেন।

তুমি দেশে গিয়া কেমন আছ? আত্মীয়-স্বজনেরা কিরূপ মনে করিতেছেন এবং তুমিই বা কিরূপ বুঝিতেছ? তাঁহাদের সহিত যেন সদ্ব্যবহার করিতে বিরত হইও না, তাহা হইলে সেবাধর্ম মিথ্যা হইয়া যাইবে। সর্বভূতেই প্রভু বিরাজমান ইহাই প্রধান লক্ষ্য। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৯) শ্রীহরিঃ শরণম্

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—কনখল, ৬।৪।৪২

প্রিয় শ্রী—,

তোমার ২৯শে মার্চের পত্র পাইয়াছি। তুমি শারীরিক ভাল আছ জানিয়া প্রীত হইলাম। তোমার মানসিক উদ্বেগ 'বড়ই একটী সমস্যা' পাঠে যুগপৎ বিস্ময় ও আক্ষেপ বা করুণ-রসে আপ্লুত হইয়াছি। বিস্ময় যে, পিতামাতাকে মহাগুরু বলা হয় কেন, ইহাও প্রশ্ন করিয়া জানিতে হয়! আক্ষেপ বা করুণা-উদ্রেকের কারণ এই যে, হিন্দুকুলে জন্মিয়া

---

* "পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, পিতাই পরম তপ—পিতা প্রীত হইলে সর্ব দেবতা প্রীত হন।"

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥"

—ইহাই জনে জনে অনুদিন উচ্চারণ করিয়া পিতামাতার উদ্দেশে জলদান করিয়া থাকে জানিয়াও পিতামাতাকে রাস্তার লোকের সঙ্গে সমান বোধ করিতে পারিয়াছ! হায়, আমাদের কি আধ্যাত্মিক অবনতি!! তুমি সাধারণ বুদ্ধির উল্লেখ করিয়াছ। সাধারণ বুদ্ধি অপেক্ষা মনুষ্যের একটু বিশেষ বুদ্ধি আছে এবং সেই জন্যই মনুষ্য পশু হইতে শ্রেষ্ঠ—

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষঃ
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"*

শরীরপ্রাপ্তি ও পিতামাতা দ্বারা লালিত-পালিত হওয়া এবং মমতাবশী-ভূত হইয়া পিতামাতার যন্ত্রবৎ সন্তানদিগের লালন-পালন করা পশুদিগের মধ্যেই বিশেষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু মনুষ্যের উহা হইতে স্বতন্ত্র। আর যা প্রতিদানের কথা বলিয়াছ, 'তাহার প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাদিগকে সেবা করা আমাদের কর্তব্য'—এই বুদ্ধি অবশ্য পশুতে নাই। তাই পশুদের মধ্যে শিশুরা যখন আপনা আপনি আহারাদি করিতে শিখে তখন পিতামাতা হইতে তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু মনুষ্যে তাহা হয় না। পশুদের মধ্যে শিক্ষাদান, ঐ খাইয়া আপনাকে বাঁচাইতে পারা পর্যন্ত—মনুষ্যগণ মধ্যে কিন্তু আজীবন এবং শুধু ইহকালের জন্যই নহে, পরন্তু পরকালের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই পরকালের জ্ঞানই মনুষ্যকে পিতৃভক্ত ও পুত্রবৎসল করায়—এই পরকালের জ্ঞান দিয়াই পরমপিতা আমাদিগকে কৃপা করিয়া শাস্ত্রবুদ্ধি-সম্পন্ন হইবার জন্য বেদাদির সৃষ্টি করেন—মনুষ্যের জন্যই শাস্ত্র। পশুর জন্য সাধারণ বুদ্ধি, অতএব আমাদের মনুষ্য হইতে হইলে শাস্ত্রবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া চাই, কেবল সাধারণ বুদ্ধিতে হইবে না। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

* "আহার নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—এইগুলিতে পশুগণের সহিত মানুষের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য; কিন্তু জ্ঞানেই মানুষের পশু হইতে বিশিষ্টতা। জ্ঞানহীন হইলে মানুষ পশুর সমান।"—হিতোপদেশ

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥"*

অবশ্য সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ হইতে পারেন না; তাই শাস্ত্রজ্ঞ গুরুজনে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের দরকার। এই শ্রদ্ধা-বিশ্বাস উৎপন্ন হইলেই শাস্ত্রফল অনায়াসে লাভ হইতে পারে। শ্রদ্ধাভক্তি ঈশ্বরের দান সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধুসংগ ও সেবা দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান আপনিই তাহা বলিয়া দিয়াছেন—

"তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"†

এ কথা সত্য বটে যে, যখন সর্বভূতে ভগবানদর্শন হয়, তখন তাহার পক্ষে আর বিশেষ থাকে না, তখন একবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিতামাতার সেবা ও রাস্তার লোকের সেবা সমান হইয়া যায়। কেননা সকলেতেই সেই এক ভগবান। কিন্তু সে বহু দূরের কথা। সে জ্ঞান এই পিতামাতা, গুরু, মহাত্মা-দের ঐকান্তিক সেবা থেকেই মিলে। সুতরাং সে জ্ঞানলাভের পূর্ব পর্যন্ত পিতামাতাকে মহাগুরু জানিতেই হইবে এবং জানিলেই লাভ; কারণ, তাঁহাদের কৃপাতেই আমরা সে পরম জ্ঞান লাভ করিবার যোগ্য হইতে পারিব। এখন বোধ হয় বুঝিলে পিতামাতা মহাগুরু কেন? এখন তাঁহাদের নিপাত হইলে সাবধান হওয়া চাই কেন, তাহা আর বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না! সাবধান মানে ঈশ্বরে অবহিত থাকা।

আজ এই পর্যন্ত। আমরা সেবাশ্রমেই আছি। কতদিন থাকিব জানি না—প্রভুই জানেন। তুমি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

*"যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া যথাভিরুচি কার্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি পায় না, সুখ পায় না, উত্তম গতিও পায় না। অতএব কোন্‌টি কার্য, কোন্‌টি অকার্য—এ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাবিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। এই শাস্ত্র-বিধান জ্ঞাত হইয়া কর্ম করা তোমার কর্তব্য।"
—গীতা ১৬।২৩-২৪

† "ব্রহ্মবেত্তা গুরুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক প্রশ্ন ও সেবা করিয়া আত্ম-জ্ঞান শিক্ষা কর। তত্ত্বদর্শী গুরুগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।"
—গীতা ৪।৩৪

(৩০) শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল, ২৫।৪।১২

প্রিয় শ্রী—,

তোমার ১৯শে এপ্রিলের পোস্টকার্ড পাইয়াছি। তোমার পিতা মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। তুমি আমার গত পত্র বেশ বুঝিতে পারিয়াছ কিনা জানি না, কিন্তু তুমি ও কি লিখিয়াছ? তুমি পশু হইতে অল্পই উন্নত হইতে যাইবে কেন? তোমার হৃদয়ে অত প্রেম, তুমি অনেক মনুষ্য অপেক্ষা ভাগ্যবান ও শ্রেষ্ঠ। আপনাকে ওরূপ মনে করিতে নাই। আপনাকে ভগবানের আশ্রিত, তাঁহার আপনার বলিয়া জানিবে—তাহা হইলেই উন্নতি হইবে। ঠাকুর বলিতেন, 'আমি কিছু নয়' 'আমি কিছু নয়' ভাবিলে 'কিছু নয়' হইয়া যায়। স্বামিজীও ঐরূপ উপদেশ করিতেন—কখনও আপনাকে হীন ভাবিতে বারণ করিতেন। ঠাকুর আমাদিগকে 'আমি তাঁর' করিতে শিক্ষা দিতেন। ভগবানে আপনার মন প্রাণ খুব অর্পণ এইরূপ মনে করিতে অভ্যাস করিবে—মঙ্গল হইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৩১) শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল, ২৯।৪।১২

প্রিয় শ্রী—,

তোমার ২১শে তারিখের পত্র পাইয়াছি।...যোগাশ্রমে কিছুদিন বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, উত্তম। কিন্তু চঞ্চল বোধ করিও না—বেশ স্থির ধীর ভাব অবলম্বন করিবে। সর্বদা ভিতরে প্রভু-স্মরণ জাগ্রত রাখিবে, যদিও ইহা অত্যন্ত কঠিন। ঘটনাপরম্পরা প্রভুস্মরণ হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে, তথাপি অবহিত হইয়া স্মরণ-অভ্যাস দৃঢ় করিতে উপেক্ষা করিও না, পরন্তু প্রাণপণে উহা ধারণ করিয়া রাখিবে। "ঝড়ে গাছ নড়ে যত, তরু বদ্ধমূল তত"—এই উপদেশ নিরন্তর মনশ্চক্ষুসম্মুখে ধরিয়া রাখিবে। যত বাধা-বিপত্তি ততই অধিকতর যত্ন ও প্রয়াস-অবলম্বন প্রয়োজন। প্রভু-কৃপায় নিশ্চয়ই সকল সুবিধা হইয়া যায়, কেবল ধৈর্য চাই, অচল অটল বিশ্বাস চাই, কোন ভয় নাই। প্রভুর শরণাগত থাকিয়া তাঁহারই স্মরণ-মননে দিন যাপন কর, শুভ হইবেই সন্দেহ নাই।

আমরা এখানে আরও দুই তিন মাস হয়তো থাকিব। তুমি ব্যস্ত হইও না, প্রভু যেখানে রাখিবেন সেই মঙ্গল। তিনি জানেন, কোথায় রাখিলে তোমার উপকার হইবে। সমস্তই তাঁহার হাতে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিবে, কেবল তাঁহাকে ভুলিবে না, এইমাত্র তোমার কর্তব্য। যেখানে রাখেন, যেমন রাখেন, যেমন করান, সে তাঁহার ভার—তুমি তাঁহাকে না ভুলিলেই হইল। কিছুদিন নিরন্তর এইরূপ অভ্যাস করিতে পারিলে সকলই সহজ হইয়া আসিবে। ইহার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করিবে—যেন তিনি সদাই তাঁহাকে স্মরণ-মনন করান। তিনি অন্তর্যামী—অন্তরের প্রার্থনা ঠিক ঠিক হইলে শুনিয়া থাকেন।

আমরা এখান হইতে ৺কাশী যাইব, এইরূপ সম্ভাবনা আছে। তুমি সেখানে যদি থাক, তাহা হইলে দেখা হইবে। ফলকথা, ইহার জন্য ব্যস্ত হইও না। যাহা বলিতেছি, মন দিয়া তাহা ধারণা ও অভ্যাস করিবার চেষ্টা কর, এই আমার প্রাণের ইচ্ছা ও অনুরোধ। ঠাকুর সকল ঠিক করিয়া দিবেন। এখানে এখন ভারী ভিড়। সকলে ভাল আছেন। আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৩২) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল, ৫।৫।১২

প্রিয় সু—,

তোমার ২৮শে তারিখের পত্র পাইয়াছি।...বেদান্ত সম্বন্ধে উপনিষদ্, গীতা ও শারীরক ভাষ্যই প্রস্থানত্রয়। ইহাতেই বিশেষ গতি থাকার প্রয়োজন, এ কারণ গ্রন্থও অনেক। সকল পুস্তক দেখা কঠিন। পঞ্চদশী, যোগবাশিষ্ঠ, বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থও খুব প্রসিদ্ধ। পঞ্চদশী বেশ ভাল করিয়া পড়িলে অদ্বৈতমতের মোটামুটি তথ্য বেশ ভাল জানা যায়। সর্বোপরি সাধনার বিশেষ অপেক্ষা। বেদান্ত-অনুভূতিই আসল। তাহা সাধনসাপেক্ষ। পঠন তাহার সহায়ক মাত্র। তে—কে আমার ভালবাসা। রা—কেও জানাইবে। তুমিও জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৩৩) শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল, ১০।৬।১২

প্রিয় শ্রী—,

অনেক দিন পরে আজ তোমার এক পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি।...সৎসঙ্গ তোমার হইতেই থাকিবে। ভিতরে যে সৎস্বরূপ আছেন, তাঁহার সঙ্গই বেশী করিতে চেষ্টা করিবে। তবে বাহিরেও চাই—তাহা তিনি মিলাইবেন। ভিতর হইতে অবশ্য গভীর ও আন্তরিক প্রার্থনা থাকা চাই। খুব প্রার্থনাশীল হইবে। তিনি রক্ষা করিবেন, কোন ভয় নাই। এখন যে কর্ম হস্তে পাইয়াছ, তাহাই সুচারুরূপে কর; আবার যখন প্রভু অন্যরূপ করিবেন, তখনও তাঁহারই আদেশ পালন করিবে। সকল কার্যেই তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি দেখিতে অভ্যাস করিবে। তাহা হইলে সকল চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে। অবসর মত লেখাপড়া, ধ্যান-ধারণায় মনঃসংযোগ করিবে বইকি। তোমার বিদ্যাভ্যাসের ইচ্ছা উত্তম, করিলে কল্যাণই হইবে। আমার শরীর পূর্ববৎই আছে।...তুমি আমার শুভেচ্ছা ভালবাসাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৩৪) কনখল, ১৮।৭।১২

শ্রীমান শ—,

গতকল্য তোমার এক পত্র পাইয়াছি। মহারাজকে উহার মর্ম শুনাইলাম। তিনি বলিলেন যে, যখন মঠে যাইবেন সেই সময় তুমি সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করিও। এখন যেরূপ সাধনভজন করিতেছ সেইরূপই করিয়া যাও। তাহাতে অমনোযোগ বা ঢিলা দিও না। মনের ওরূপ ভালমন্দ অবস্থা হইয়াই থাকে, তজ্জন্য ভজনে যেন গোল না পড়ে। ভজন করিতে করিতে আবার মন ভাল হইয়া যায়। তজ্জন্য চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। সর্বদা সৎচিন্তা ও সদালাপ করিবে। অসৎ বিষয় ক্ষণেকের জন্যও মনে আসিতে দিবে না। অল্প বয়স—এখন খুব সাবধানে থাকা দরকার। খুব বিনয় অভ্যাস করিবে—একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে না; আবার অবসন্ন থাকিবারও দরকার নাই। মোটের

উপর সদাসর্বদা ভগবানকে স্মরণমনন করিবে এবং তাঁহারই অনুগত থাকিয়া দিনাতিপাত করিবে। অধিক আর কি লিখিব? মহারাজ প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন। তোমাদের কুশল নিয়তই প্রার্থনীয়। আমাদের শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৩৫) শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল, ১১।৭।১২

শ্রীমান্ শ্রী—,

আজ এইমাত্র তোমার এক পত্র পাইলাম।...যদি মনঃসংযোগ করিয়া দেখ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কেহই কথা না কহিয়া এক মুহূর্তও থাকিতে পারে না—যদি অন্য কাহারও সহিত কথা না কহে তো মনে মনে কথা কহিবেই কহিবে। চিন্তা করা আর কি, আপনা আপনি কথা কহা ছাড়া? কথা না কহিয়া থাকিবারই জো নাই। যখন এমন হল, তা হলে আগড়ম্-বাগড়ম্ না বকে ভগবানের নাম করা কি ভাল নয়? যখন লোকের সহিত কথা কচ্ছি, তখন অবশ্য অনেক কথা কইতেই হবে, কিন্তু যখন আপনা আপনি একলা থাক্‌ব, তখন কেন মিছে অন্য ভাবনা? ভগবানের নাম করাই ভাল, সেটা দৃঢ় করবার জন্য জপ-অভ্যাসের প্রয়োজন।

জপ কিনা ভগবানের নামোচ্চারণ। জপের চেয়ে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ঠাকুর বলতেন—

"পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান।
ধ্যানসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার স্থান॥"

জপের সময় নাম-নামী-অভেদ ভেবে তাঁরই চিন্তা করতে হয়। যে নাম সেই নামী অর্থাৎ নাম করলেই যাঁর নাম তাঁকেই বোঝায়। ভিতরে সৎস্বরূপ আছেন, তাই ধ্যানে আনন্দ পাও; ক্রমে ঐ ভাব ঘনীভূত হইলেই অনুভব হইয়া যাইবে। সব শনৈঃ শনৈঃ, এক দিনে কিছুই হইবার নয়। ধ্যানে আনন্দ হয়, ইহা বড় কম কথা নয় জানিও। টাকাপয়সা-উপার্জনের চিন্তা হয়, বিচার করিবে—টাকা-পয়সায় কি হয়, অনেকের টাকা-পয়সা আছে, তাদের অবস্থা

কেমন, ইত্যাদি। ঠাকুর বলিতেন, "জড়ে জড় দেয়, সচ্চিদানন্দ দিতে পারে না," "টাকায় ডাল-ভাত, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দেয়, ভগবান দিতে পারে না"—এই সব বিচার করবে।

এবার এই পর্যন্ত। আমার শরীর একরূপ আছে, ভালবাসা শুভেচ্ছাদি জানিবে। প্রভুর দয়া হইলে নিশ্চয় সব হইয়া যাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

পুঃ—প্রভুর ইচ্ছায় যথাসময়ে সকলই হইবে। এখন তাঁহার শরণ লইয়া চলিয়া যাও, কোন ভাবনা করিও না। তোমার প্রার্থনা বেশ, ঐরূপ প্রার্থনা হওয়াই উচিত। প্রভু ভাল অছেন, তাঁহার উপর ভার দেওয়াই সর্বাপেক্ষা ভাল। যেমন চলিতেছে চলুক, আবার যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, অন্যরূপ করিবেন; কিন্তু সেও কল্যাণের জন্যই—ইহা স্থির নিশ্চয় রাখিবে। ইতি—

(৩৬) শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল, ৯।৮।১২

শ্রীমান্ শ্রী—,

তোমার ৪ঠা তারিখের পোস্টকার্ড গতকল্য পাইয়াছি এবং সমাচার অবগত হইয়া প্রীত হইয়াছি। নসীরাম দেখিয়া ভাল লাগিয়াছে—ভাল লাগিবারই কথা। গিরিশবাবু সব ঠাকুরের কথা ও ভাব নাটক-আকারে দেখাইয়াছেন। নসীরাম আমি পড়িয়াছি—নাটক দেখি নাই। পড়িয়া আমারও খুব ভাল লাগিয়াছিল।

তুমি বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। প্রশ্ন দেখিয়াই তোমার ভিতরের ভাব বুঝা যাইতেছে যে, তুমি ক্রমে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতেছ। প্রশ্নের উত্তর পত্রে লিখিয়া (বিশেষ এরূপ প্রশ্নের) বুঝান কঠিন, তথাচ চেষ্টা করিতেছি।

কুলকুণ্ডলিনী হইতেছেন আত্মার জ্ঞানশক্তি। চৈতন্যময়ী, ব্রহ্মময়ী ইত্যাদি নামে তিনি প্রতি জীবের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, তবে সকল জীবের মধ্যেই প্রসুপ্তভাবে আছেন—যেন ঘুমাইতেছেন। তাঁহার স্থান হইতেছে আধারপদ্মে—গুহ্যদেশে। শরীরে ছয়টি পদ্ম আছে—যোগীদের ধ্যান করিবার। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—তিন নাড়ীও শরীরাভ্যন্তরেই। সুষুম্নার

মধ্য দিয়া কুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত মিলিতা হইলেই পুরুষের জ্ঞান হয়। তিনি যখন জাগ্রতা হন, তখন অনেক দর্শনাদি হয়। উপাসনায় সন্তুষ্ট হইলেই জাগেন—ধ্যানাদির দ্বারাও জাগ্রতা হন। পরমশিবের স্থান মস্তিষ্কে। গুহ্যদেশ হইতে সর্পাকার শক্তি যখন জাগিয়া সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে উঠেন ও সেখানে যে পরমশিব আছেন তাঁহার সহিত মিলিত হন, তখনই জীবের চৈতন্য হয়। যোগের দ্বারা, উপাসনা দ্বারা, ধ্যানাদি দ্বারা—এইরূপ অনেক উপায় দ্বারা তাঁহাকে জাগান যায়। তিনি যখন জাগেন, তখন জ্যোতি-দর্শন, দেবমূর্তি-দর্শন প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি সব হইয়া থাকে। গুরুকৃপায় কখন কখন তিনি আপনা হইতে জাগিয়া থাকেন। গুহ্যে, লিঙ্গ-মূলে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে ও ভ্রূমধ্যে, ছয় পদ্ম অবস্থিত আছে। নাম—আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। শরীরের বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্না নাড়ী বর্তমান। সুষুম্নার রাস্তা বন্ধ—কুণ্ডলিনী জাগিলেই খুলিয়া যায়। আজ এই পর্যন্ত। আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৩৭) শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল—২৬।১০।১২

শ্রীমান্ শ্রী—,

তোমার ২২শে তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। ...তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, অবধান কর। শঙ্করাচার্যের 'প্রশ্নোত্তরমালা' পড়িলে দেখিবে এই প্রশ্ন আছে—

"কো বা গুরুর্যো হি হিতোপদেষ্টা।
শিষ্যস্তু কো যো গুরুভক্ত এব॥"

অর্থাৎ গুরু কে? না—যিনি হিতোপদেশ করেন। আর শিষ্য কে? না—যে গুরুভক্ত, কিনা গুরুর আদেশ প্রতিপালন করেন এবং সেবাদিতে তৎপর থাকেন। হিত মানে পরমার্থ, এবং অহিত মানে এই সংসার। যিনি ভগবানের দিকে লইয়া যান এবং বাসনারূপ সংসারের নিবৃত্তি করেন, তিনিই গুরু আর যে এইরূপ উপদেষ্টার কথা শোনে এবং তাঁহার পরিচর্যা করে,

সেই শিষ্য। গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ পারমার্থিক পিতা-পুত্র-ভাব। জন্মদাতা পিতা জন্ম দেন; গুরু জন্মমরণ হইতে উদ্ধার করেন—পরমপদ দেখাইয়া। পিতৃঋণ সন্তানোৎপাদন ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা শোধ করা যায়; কিন্তু গুরু অবিদ্যা হইতে পার করেন বলিয়া তাঁহার ঋণ শোধ করা যায় না—সর্বস্ব অর্পণ করিয়াও না।

যে শব্দ বা নাম মনকে বিষয় হইতে ত্রাণ করিয়া ভগবানের দিকে লইয়া যাইতে পারে, তাহাকে মন্ত্র কহে। মন্ত্রগ্রহণের তাৎপর্য, যে মন্ত্র গৃহীত হইবে তাহার অনুষ্ঠান সাহায্যে মনকে বিষয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে স্থাপন করা—ইহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। ইহা করিতে পারিলে নরদেহধারণ সার্থক ও ধন্য হয়, আর ইহা না করিতে পারিলে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় আহার, নিদ্রা ও মৈথুনাচরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের অধীন হইয়া কখন মানুষ, কখন পশু অথবা পক্ষী নয়ত গাছ, পাথর প্রভৃতি হইয়া এই মহামায়ার চক্রমধ্যেই—যাহাকে সংসার বলে—অনাদি অনন্ত কাল ভ্রমণ করিতে হয়। ভগবান গীতায় তাই কৃপা করিয়া উপদেশ করিয়াছেন—

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" *

—এই অনিত্য ও দুঃখময় সংসারে আসিয়া এক আমারই ভজনা কর; নতুবা দুঃখভোগ অনিবার্য। আজ এই পর্যন্ত। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৩৮) শ্রীহরিঃ শরণম্

অদ্বৈতাশ্রম, ২০।১১।১২

প্রিয় সু—,

অনেক দিন পরে তোমার এক পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই। আজ প্রাতেই তোমাকে লিখিতে ইচ্ছা হইল—তাই লিখিতেছি। কিন্তু তোমার প্রশ্নসকলের যথাযথ উত্তর দেওয়া পত্র দ্বারা বড়ই কঠিন। এ সব প্রশ্নের উত্তর সম্মুখে হইলেই ভাল হয়। তথাপি চেষ্টা করিতেছি।

---

* গীতা, ৯।৩৩

যেমন বীজে বৃক্ষের ভাবী উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এবং ফুলফলাদির আবির্ভাব নিহিত থাকে, সেইরূপ যে শব্দসহায়ে সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতির শক্তি উৎপন্ন হইয়া তাহাকে চরম উৎকর্ষপ্রাপ্তি করায়, তাহাই বীজমন্ত্র। মহাজন বলিয়াছেন—

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে ভক্তিবারি তায় সেঁচ না।
আপনি যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥
কালীনামে দেও রে বেড়া মন, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥"

মানব-জমি, গুরুদত্ত বীজ, বীজরোপণ, ভক্তিজল-সেচন আর কালীনামের বেড়া দেওন—এইরূপে সাধন করে আপনাকে পর্যন্ত নিবেদন—এই হ'ল সংকেত। ঠাকুর বল্‌তেন, 'রামপ্রসাদকে সংগে নেনা' এর মানে অহংবুদ্ধি—আমি রাম-প্রসাদ অথবা অমুক—এ পর্যন্ত ভুলে যাওয়া। একেবারে তন্ময়ত্বলাভ করা—এই হল সাধনের পর্যবসান। ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি. প্রকাশিত মূর্তিমাত্র—ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত, সাধকের অভীষ্টপূরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকাশিত সুতরাং বীজও ভিন্ন ভিন্ন হইবে না কেন? তন্ত্রশাস্ত্রে এবিষয়ের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবে।

সমস্ত হিন্দুমত এক বেদকেই আশ্রয় করিয়া স্থিত আছে; সুতরাং কোন মতই অর্থাৎ পুরাণ. তন্ত্র প্রভৃতি কিছুই অবৈদিক নহে। ইহাদের সকলেরই ভিত্তি বেদে। সাধকের বুঝিবার সুবিধার জন্য কেবল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঋষিরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও সাধনপদ্ধতি বাঁধিয়া দিয়াছেন—এই মাত্র। শাস্ত্রপ্রণেতারা বলেন, বেদেই তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ আছে। আমরা সমস্ত বেদ না পড়িয়া 'ওসব বেদে নাই'—এইরূপ বলিলে অন্যায় করিব, সন্দেহ নাই। শব্দমাত্রই যখন প্রণব-সম্ভূত, তখন সমস্ত বীজই যে প্রণবাত্মক, তাহাতে আর কথা কি? অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় শুনিয়াছি, বীজমন্ত্রও জ্যোতিঃ-অক্ষরে দৃষ্ট হয় ও কখন কখন শ্রুতও হইয়া থাকে। বীজ প্রণবে মিলিত হইয়া যায় কিনা জানি না। তবে মন্ত্র ও দেবতা অভেদ—ইহা শুনিয়াছি। মন্ত্র যেন দেবতার শরীরের অধিষ্ঠানস্বরূপ। এ সব ব্যাপার কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া

সিদ্ধান্তিত হয় না, সাধন করিতে হয় এবং গুরুকৃপায় ক্রমে উপলব্ধ হইয়া থাকে। ঠাকুরের কথা—সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে নেশা হয় না, সিদ্ধি আনিয়া তাহাকে ধুইতে, পরে বাঁটিতে হয়, তৎপর পান করিলে তবে নেশা হয়। তখন 'জয় কালী, জয় কালী বলে' আনন্দ কর। শাস্ত্রেও বলিয়াছেন, হেতুনিষ্ঠ হওয়া ভাল নহে। অবশ্য বুঝিবার জন্য কিছু কিছু প্রশ্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু সাধন করিতে করিতেই ক্রমে সকল প্রশ্ন আপনি উপরত হইয়া যায়। সাধন বিনা প্রশ্নের বিরাম অসম্ভব।

প্রশ্ন যেমন ভিতর হইতে হয়, সেইরূপ সাধন দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় হইলে ভিতরেই সকল সন্দেহের অবসান হইয়া যায় এবং ইহারই নাম শান্তি বা বিশ্রান্তিলাভ। ভগবৎকৃপায় যাহার হয়, জানিতে পারে। নচেৎ প্রশ্ন করিয়া কোন কালে কাহারও সে অবস্থা লাভ হয় না, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" *—ইত্যাদি শত শত শাস্ত্রবচন ইহার প্রমাণ। লেগে যাও খুব —প্রভুর কৃপা হবেই। তখন 'জয় কালী, জয় কালী' বলিয়া কেবলই আনন্দ করিবে। সম্প্রতি এখানে রাসে খুব আনন্দ হইয়া গেল। রাসধারীরা লীলা করিয়াছিল। মা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ধন্য নৃপেনবাবু ও তাঁহার পরিবার-বর্গ—মনের আনন্দে চুটিয়ে সেবাভক্তি করিয়া লইতেছেন। মহারাজ প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন। মা বোধ হয় দু-এক মাস থাকতে পারেন। মহারাজ ও আমরাও সেইরূপ। এখন প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে। তোমরা আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। এখন এই পর্যন্ত। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৩৯) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম, লাক্ষা, বেনারস সিটি ১৪।১২।১২

শ্রীমান্ শ্রী—,

তোমার ১০ই তারিখের পত্র পাইলাম। অনেক দিন তোমার কোন সংবাদ পাই নাই। যাহা হউক, এখন তুমি শারীরিক ভাল আছ জানিয়া সুখী

---

* "এই আত্মাকে বেদ অধ্যাপনা দ্বারা লাভ করা যায় না।"

—কঠোপনিষৎ, ১।২।২৩। বা মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৩

হইলাম। ভগবানের চিন্তা করিতে কখনই বিরত হইবে না। আনন্দ পাও বা না পাও, ধ্যান-ধারণা নিত্য নিয়মিতরূপে করিয়া যাইবে। এইরূপ যদি একনিষ্ঠ হয়ে করতে পার তো আবার আনন্দাদি হইবে। ব্যাসদেব বলিয়াছেন, পিত্তদোষ হইলে মুখে চিনি ভাল লাগে না, কিন্তু যদি রোজ আদরের সহিত কেহ চিনি খায়, তাহা হইলে তাহার পিত্তদোষ সারিয়া যায় এবং ক্রমে চিনিও ভাল লাগিতে থাকে। সেইরূপ অবিদ্যাদোষে ভগবানের ভজন ভাল লাগিতে দেয় না, কিন্তু যদি কেহ নিত্য আদর-সৎকারের সহিত তাঁহার নামজপ, ধ্যানধারণা প্রভৃতি সম্পন্ন করে, তাহা হইলে তাহার অবিদ্যাদোষ চলিয়া যায় এবং ভগবানে প্রীতিও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ধ্যানভজন হইতে কখনও বিরত হইবে না, পরন্তু অতি আদরযত্নের সহিত করিবেই করিবে, তাহা হইলে আবার উহাতে আনন্দ পাইবে।

ফলের দিকে অত দৃষ্টি কেন? কাজ করে যাও, সংসারের লোক পরিশ্রমের জন্য মজুরী দেয়, আর ভগবান কি না দিবেন? কাজ করে যাও—অত 'কিছু হল না', 'হচ্ছে না' করলে কি হবে? কিছু লাভ হবে কি? বরং চুপটী করে কাজ করে গেলে কালে আপনি ফল ফলবেই। রামপ্রসাদ বলেছেন—

"কর্মে যেন হবি চাষা।
মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা॥"

এই আর কি, ধৈর্য চাই—বীজ বুন্‌তে না বুনতেই কি ফল হয়? ধৈর্য চাই, বীজ রক্ষা করা চাই, জলসেঁচা, নিড়েন দেওয়া, পোকামাকড়-পাখী প্রভৃতি হ'তে রক্ষা করা, বেড়া দিয়ে ছাগল গরুর হাত থেকে বাঁচান প্রভৃতি কত হাঙ্গামার পর তবে ফসল-লাভ হয়। অধিক আর কি বলিব? আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং সকলকে জানাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৪০) শ্রীহরিঃ শরণম্

কাশী—২৯।১২।১২

প্রিয় শ্রী—,

তোমার ২২শে তারিখের পত্র হস্তগত। অবিদ্যাই কামক্রোধাদির ক্ষেত্র বটে —"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা"*—এই হল অ-

*পাতঞ্জল-দর্শন, সাধনপদ, ৫।

বিদ্যার সংজ্ঞা পাতঞ্জলে। অর্থাৎ সংসার যে অনিত্য তাহাতে নিত্যত্ববোধ, শরীরাদি যে অশুচি তাহাতে শুচিবুদ্ধি, বিষয়-ভোগাদি যে দুঃখময় তাহাতে সুখবুদ্ধি এবং স্ত্রী-পুত্রাদি যাহারা কেহই আপনার নহে, তাহাদিগকে যে আত্মীয়বোধ—এইসব যে অজ্ঞানের দ্বারা হয় তাহারই নাম অবিদ্যা। ইহা অনাদি—কবে আরম্ভ হইয়াছে তাহা ঠিক করবার জো নাই ও অনন্ত অর্থাৎ যত দিন না ভগবানের কৃপায় জ্ঞান হয় তত দিন পর্যন্ত স্থায়ী, নষ্ট হয় না। এই অবিদ্যাই ভগবানের পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। তবে ভগবান বলিয়াছেন, আমার যে শরণ লয়, সে এই অবিদ্যা অতিক্রম করে—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"† তাঁর শরণ নিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকা—এই হচ্ছে কাজ।

স্বামিজীর কথা সত্য—"প্রেমভক্তি সকলের ভিতরেই আছে, কামকাঞ্চনের আবরণ দূর করলেই প্রকাশিত হয়।" এই আবরণ দূর করবার চেষ্টাই হলো সাধন, আর আবরণ দূর হইলেই কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। নানা ভাবে মন এলোমেলো করলে কিছুই হবে না। একটাতে নিষ্ঠা করে, ইহারই সহায়ে আমি মুক্ত হব কি ভগবদ্ভক্তি লাভ করব, এইরূপ নিশ্চয় করে লেগে থাকতে হয়—তবে হয়।

বারম্বার এই কথা বলছি, তবু তুমি শুনবে না, তা হলে আর কি হবে বল? তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার। সাধনের ক্রম, গুরুনির্বাচন প্রভৃতি তুমি ইচ্ছামত অনায়াসে কর, আমাকে আর এ বিষয়ে প্রশ্ন করিও না—একাধিকবার আমি ইহার উত্তর দিয়াছি।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥"*

অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান, ভগবৎ-পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই জ্ঞানলাভের অধিকারী এবং জ্ঞানলাভ করিয়া শীঘ্রই পরা শান্তি লাভ করেন। কিন্তু

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥"†

—যে বলিলেও বুঝিবে না, যাহার শ্রদ্ধা নাই, যে নিয়তই সন্দেহপর, তাঁহার

† গীতা, ৭।১৫ * গীতা, ৪।৩৯, † গীতা, ৪।৪০

জ্ঞান হওয়া দুষ্কর; তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই, আর তাহার সুখ-লাভও হয় না—এই হচ্ছে ভগবদ্বাক্য। এখন যেমন অভিরুচি হয় কর। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং আর আর সকলকে জানাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৪১) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

*কাশী—২।১।১৩

প্রিয় সু—,

তোমার ২৯শে ডিসেম্বরের পত্র এইমাত্র পাইলাম। ৩০শে ডিসেম্বর এখানে খুব ঘটা করিয়া শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব হইয়া গেছে। সকলে বলিল যে, এরূপ আনন্দ এ আশ্রম হইয়া অবধি আর কখনও পূর্বে হয় নাই।...বাস্তবিকই সেদিন যেন আনন্দের ঢেউ খেলিয়াছিল। সকল বিষয়ই অতি পরিপাটিরূপে নির্বাহ হইয়াছিল।...এবার কোনও প্রশ্ন কর নাই। ঠিক বলিয়াছ—যতদিন না সমাধি হয়, ততদিন সম্পূর্ণ সন্দেহের অবসান হয় না। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বিনা, পড়িয়া বা শুনিয়া ঠিক ঠিক নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তবে বিচারের দ্বারা অনেক উপলব্ধি হয়। শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্র-পাঠ অনেক সাহায্য করে। সৎসঙ্গের ত কথাই নাই। আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৪২) শ্রীহরিঃ শরণম্

*কাশী, ১০।১।১৩

শ্রীমান্ শ্রী—,

মানুষ সাধারণতঃ মহা স্বার্থপর দেখিতেছি। কেবল তাহাদের জন্য করিয়া দাও—চেষ্টা-বেষ্টা করিয়া আপনি করিতে কেহই রাজি নহে। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে সকলেরই ইচ্ছা, এখনই সিদ্ধ হইয়া যাই—খাটে কে? ফলে কিন্তু ভাবে না যে, তাহাদের পশ্চাতে পূর্বকৃত কত অনর্থ রহিয়াছে—যাহারা আবরণস্বরূপ হইয়া স্ব-স্বরূপকে দেখিতে দেয় না। কত চেষ্টা-চরিত্র করিয়া তাহাদিগকে অপসারিত করিলে তবে জ্ঞানোদয় বা ভক্তি-প্রকাশ হয়। এখনই কেন হইতেছে না—এই-ই সকলের আবদার। যাহা হউক, তুমি আর আমাকে পত্রাদি লিখিয়া ওরূপ বিরক্ত করিও না—আমি তোমাকে ইহা স্পষ্ট

লিখিতেছি। প্রভু তোমার মঙ্গল করুন। আমি যথাসাধ্য তোমাকে যাহা বলিবার বা করিবার তাহা করিয়াছি জানিবে। আমি সত্য কথা কহিতেছি, বিরক্তভাবে নহে, নিশ্চয় জানিও। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৪৩) শ্রীহরিঃ শরণম্

অদ্বৈতাশ্রম—২০।২।১৩

প্রিয় সু—,

তোমার ৯ই তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। শরীর তত ভাল না থাকায় ও অন্যান্য নানা কারণে পত্র লিখিতে বিলম্ব হইয়াছে। আশা করি, তোমরা সকলে বেশ ভাল আছ। সী—মাদ্রাজে গিয়াছে শুনিয়া সকলেই খুব সুখী হইয়াছেন ও তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। সী—র দৃঢ়তা আছে, প্রভু তাহার সহায়। এখন সে যেরূপ সংকল্প করিবে, সেইরূপ করিতে পারিবে। বাধা বিঘ্নের সম্ভাবনা বাহির হইতে আর বড় হইবে না। সকলই সময়ের অপেক্ষা করে। বোধ হয় সী—র সুসময় আসিয়াছে। প্রভুর কার্যে প্রাণ মন অর্পণ করিয়া ধন্য হউক, ইহাই তাঁহার নিকট আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। তে—বেশ কাজ করিতেছে দেখিয়া আমরা মহাসুখী—বলাই বাহুল্য। তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইবে।

মানুষ যন্ত্রমাত্র, প্রভুই যন্ত্রী, ধন্য সেই যাহার দ্বারা তিনি আপন কার্য করাইয়া লন। সকলকেই এ সংসারে কার্য করিতে হয়, না করিয়া কাহারও যাইবার যো নাই; তবে যে আপনার নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্ম করে, তাহার কর্ম তাহাকে পাশ হইতে মুক্ত না করিয়া বন্ধন ঘটায়। আর তাঁহার জন্য কাজ করিয়া কুশলী পুরুষ কর্মপাশ ছিন্ন করিয়া থাকে। আমি নই, তিনিই কর্তা—এই বোধে পাশ ছিন্ন হয়। আর ইহাই অতিশয় সত্য। 'আমি কর্তা' বোধ ভ্রান্তিমাত্র। কারণ, আমিকে খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। কে আমি, বিচার করিলে ঠিক ঠিক আমি তাঁহাতেই পর্যবসিত হয়। দেহ মন বুদ্ধি এ সকলে আমি-বোধ অবিদ্যাকল্পিত ভ্রান্তিমাত্র। শেষ পর্যন্ত টেকে কৈ? কেহই তো আর বিচারে থাকে না। সব চলে যায়, থাকে মাত্র এক সত্তা—যাঁহা হইতে সমস্ত নির্গত হইতেছে, যাঁহাতে সমস্ত স্থিত এবং অন্তে যাঁহাতে সব লীন। সেই

সত্তাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, অহংপ্রত্যয়সাক্ষী, আবার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী, অথচ নির্লিপ্ত বিভু। তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া এই জগৎযন্ত্র তাঁহার শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতেছে। লীলাময় তাঁহার লীলা দেখিতেছেন ও আনন্দ করিতেছেন। যাহাকে ইহা বুঝাইতেছেন, সেই বুঝিতেছে। অন্য বুঝিয়াও বুঝিতেছে না—আপনাকে তাঁহা হইতে ভিন্ন ভাবিয়া মুগ্ধ হইতেছে। এই তাঁহার মায়া। তাঁহার শরণাগত হইয়া কর্ম করিলে এই মায়া অপগত হয়। কর্তা বোঝে যে, সে কর্তা নহে—যন্ত্রমাত্র। ইহার নাম—করিয়াও না করা, ইহাই অকর্তানুভূতি—ইহাই জীবন্মুক্তি। এই জীবন্মুক্তি-সুখ ভোগ করিবার জন্যই আত্মার দেহধারণ; নতুবা নিত্যমুক্ত আত্মার সংসার কামনা করিয়া জন্মধারণ, কোনরূপেই সঙ্গত হয় না। এই দেহ থাকিতেও অদেহ-বোধ লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ইহা লাভ করিতে পারিলেই মানুষ কৃতার্থ। প্রভুর নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা—এই জীবনেই যেন আমরা তাঁহার কৃপায় সেই জীবন্মুক্তি-সুখ লাভ করিতে পারি। এই জীবনই যেন আমাদের শেষ জীবন-ধারণ হয়, অর্থাৎ আর যেন আপনার স্বার্থসাধন জন্য দেহ ধরিতে না হয়। তাঁহার জন্যই যেন আমাদের জীবন, অন্য কিছুর জন্যই নহে—এই ধারণা, বিশ্বাস, অনুভূতি এই জীবনেই বদ্ধমূল হয়। প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। জয় শ্রীগুরুমহারাজকী জয়! তুমি আমার ভালবাসাদি জানিবে ও আর আর সকলকে জানাইবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৪৪) শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল ১৪।৫।১৩

প্রিয় সু—,

তোমার ৬ই তারিখের পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। সী—মাদ্রাজেই আছে ও ভাল আছে জানিয়া প্রীত হইয়াছি। তাহাকে আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানাইবে।

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"*

---

*"আত্মদ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে কখনও অবসাদগ্রস্ত করিবে না, যেহেতু আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু।"—গীতা, ৬।৫

অহাকে মনে করাইয়া দিবে—

"নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রো দারং ন জ্ঞাতিঃ ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥"†

ইহার যথার্থ উপলব্ধি করিতে বলিবে। প্রভু তোমাদের সহায়, কোন চিন্তা নাই, সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। খুব দৃঢ়, খুব অনুরক্ত থাকিবে—কোন ভয় নাই। তে—এখন কোয়ালালামপুরে গিয়াছে জানিয়া প্রীত হইলাম। তোমরা সকলেই আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৪৫) শ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম

কনখল ২৩শে মে ১৯১৩

প্রিয় সী—,

তোমার ১৭ই তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমি কনখলে আসিয়া কাশী অপেক্ষা একটু ভাল বোধ করিতেছি। তবে রোগের যে কিছু উপশম হইয়াছে তাহা মনে হয় না। রাত্রে অনিদ্রা, বারংবার মূত্রত্যাগ ও জলপান ইত্যাদি উপসর্গ সকলই রহিয়াছে। দিন দিন দুর্বলও হইতেছি সমানে, তবে এখনও ধিকি ধিকি চলিয়াছি এই মাত্র।

আমাদের যা হ'বার হলো, এখন তোমরা ওঠো আর মা'র কৃপায় তাঁর কাজ করিয়া ধন্য হও দেখি—এই বড় সাধ হয়। স্বামিজীর 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'* কথা সার্থক হউক। তোমার মন এখন বেশ ভাল ও সংকল্পে দৃঢ় হইয়াছে শুনিয়া প্রীত হইয়াছি। এই তো চাই। সৎ-সংকল্পে জীবনদান —এর বাড়া আর আছে কি? 'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।†'

---

† "পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি—ইহারা কেহই পরলোকে সহায়ার্থ থাকে না, কেবল ধর্মই থাকে।"

* 'নিজের মুক্তির জন্য ও জগতের কল্যাণের জন্য।'

† ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥

অর্থাৎ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্য ধন ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। যখন মৃত্যু অনিবার্য, তখন সদ্বিষয়ের জন্য প্রাণত্যাগই বরং ভাল।" —হিতোপদেশ, ৩য় অধ্যায়, বিগ্রহ।

—ইহা কি কেবল পুস্তকপাঠেই পর্যবসিত হবে?—জীবনে করিতে হইবে না? বেশ করেছ। সকল জেনে শুনে তোমরা যদি এ রকম না করবে তো বিদ্যাদি সব যে অবিদ্যামাত্র হবে। দুর্বলতা মূলে কাছে আসতে দেবে না। প্রভুর কৃপায় তাঁর ও স্বামিজীর দৃষ্টান্ত সামনে রেখে অকুতোভয়ে চলে যাও, কোনও চিন্তা নাই—মা স্বয়ং তোমায় রক্ষা করবেন। আর চিরকালই রক্ষা করে আসছেন—একটু ভাবলেই ইহা বেশ বুঝতে পারবে। তিনি ধ'রে না রাখলে, না আগলালে কি তুমি এতদিন রক্ষা পেতে? কখনই না। মা নিজেই পথ পরিষ্কার করে দিয়ে কেমন আপনার দিকে তোমায় এনেছেন, সুতরাং আর ভয় কি? এখন চল মা'র কাছে। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা বেশ পাকা করে নাও। একবার 'ঔর সঙ্গ সব তোড়ি' নিশ্চয় কর; তারপর মা'র কৃপায় মা-ই দেখিয়ে দেবেন যে, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। 'ঘট ঘট রাম রমৈয়া'—সকল ঘটে মা-ই বিরাজ করিতেছেন। মা দেখিয়ে দেবেন—'ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে পদে গঙ্গা গয়া কাশী।' এই হলেই হয়ে গেল। তখন আপনার-বোধ সব তিরোহিত হয়ে যাবে, সব মা-ময় বোধ হবে।

এখন কিন্তু যা বলেছ, তাঁর জনকেই আপনার মনে ক'রে আনন্দ করতে হবে—যারা তাঁর দিকে নিয়ে যাবে। আর যারা তাঁর থেকে দূরে নিয়ে যেতে চাইবে, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। এখন মাকে নিয়ে সম্বন্ধ—অন্য সম্বন্ধ নাই। এখন 'জেনেছি অন্তরে সার, আমি মা'র মা আমার'—ইহাই নিশ্চিত করতে হবে, তা যেমন করেই হোক। এতে যদি স্বহস্তে হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করতে হয়, তাও স্বীকার করতে হবে—এই আর কি। তুমি বুদ্ধিমান, তোমায় আর কি বলিব। মা-ই সব বলিয়া দিবেন। পুরীতে যখন মহারাজ আসিবেন, তখন তাঁহার নিকট যাইয়া থাকিলে খুব ভাল হইবে। তাঁহার সঙ্গ দুর্লভ ও অমোঘ—এ কথা আর তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে না। প্রভু তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন, তাঁহার নিকট আমাদের এই আন্তরিক অকপট নিবেদন। অধিক আর কি বলিব, প্রভুর সন্তান, প্রভুর দাস—এই ভাবে তন্ময় হইয়া যাওয়াই চরম ও পরম লাভ।

তে—বাহিরেও বেশ কাজ করিতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। তু—মহারাজের কাজেও আমরা খুব প্রীত। প্রভুর কাজ তিনি স্বয়ংই নির্বাহ করিয়া থাকেন, অন্যে নিমিত্তমাত্র হয়। ধন্য তাহারা যাহারা ঠিক ঠিক যন্ত্রস্বরূপ হইয়া তাঁহার

কাজ করিয়া যাইতে পারে। থিওজফিস্টদের এখন দুঃসময় পড়িয়াছে, বড়ই দুঃখের বিষয়। দুঃসময়ে দুর্বুদ্ধির উদয় হয়, ইহা আরও দুঃখদায়ক। উহাদের শুভবুদ্ধি হউক, এই আমাদের প্রার্থনা। রা—কে আমার ভালাবাসাদি জানাইবে। রু—কে ও সু—কে আমার শুভেচ্ছাদি ও ভালবাসা দিবে। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—শুভানুধ্যায়ী, শ্রীতুরীয়ানন্দ।

পুঃ—স্বামী শিবানন্দ ও অন্যান্য সকলে এখানে ভাল আছেন। অন্যান্য সংবাদ কুশল। মাস্টারমশাই এইখানেই আছেন ও ভাল আছেন, খুব তপস্যাদি করিতেছেন। তোমার পত্রের কথা তাঁহাকে জানাইয়াছি। তোমায় ধন্যবাদ দিলেন। ইতি— তু—

(৪৬) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

কনখল, জেলা সাহারাণপুর

রেলওয়ে স্টেশন—হরিদ্বার (ও, আর, রেল) ২৭শে মে, ১৯১৩

প্রিয় রুদ্র,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি তোমায় লিখি বা না লিখি তোমার শুভ চিন্তা সর্বদাই রাখি। মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিয়া পত্রাদি লিখিলে বরং সুখী হইব, বিরক্ত হইবার কারণ নাই। তোমার বন্দোবস্তে আজ তিন চার দিন হইতে রোজ 'হিন্দু' পাইতেছি...রামুর চিঠি মাস্টারমশাই সম্বন্ধে যাহা সে মঠে লিখিয়াছিল, আমি পড়িয়াছি। মাস্টার মহাশয় এখন এইখানেই আছেন। আঁহাকে সেই চিঠি পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি শ—কে তখনই এক পত্র লিখিয়াছেন; তাহাতে তামিল ভাষায় তাঁহার 'কথামৃত' অনুবাদ করিতে অনুমতি দিয়াছেন ও উহার সমস্ত আয় ঠাকুরের সেবায় মাদ্রাজ মঠে ব্যয় করিতে আদেশ করিয়াছেন। বেশ হইয়াছে। আমার শরীর একরূপ চলিতেছে। মহাপুরুষ ভাল আছেন; অন্যান্য সকলে ভাল। সকলেরই ভালবাসাদি জানিবে। অধিক আর কি লিখিব? আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং সু—ও সী—কেও জানাইবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী, শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৪৭) শ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম,
কনখল, ২১।৬।১৩

প্রিয় রুদ্র,

তোমার প্রেরিত পুস্তক ও একখানি পোস্টকার্ড পাইয়াছি। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। শ্রীযুত রামুকে আমার ভালবাসা জানাইও। আমি তাঁহার একখানি পত্র অনেক দিন হইল পাইয়াছি; কিন্তু এখনও তাঁহার উত্তর দিই নাই। শীঘ্রই তাঁহাকে পত্র লিখিব। বোধ হয় তে— এতদিনে মাদ্রাজ মঠে ফিরিয়াছে—তাহাকে আমার ভালবাসাদি দিবে। আমার শরীর একরূপ চলিতেছে, খুব খারাপ নহে। তবে ক্রমে দুর্বল হইতেছে। তোমার প্রেরিত 'হিন্দু' প্রায়ই রোজ আসিতেছে।...নিত্য পাঠাইবার দরকার নাই। দাম অনেক। তুমি বারণ করিয়া দিও—রোজ না পাঠায়। যে দিন কিছু বিশেষ থাকিবে সেইদিন পাঠাইলেই যথেষ্ট হইবে। তোমাদের কুশল সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হই—মধ্যে মধ্যে কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। এখানকার আর আর সংবাদ ভাল। কল্যাণ ও নিশ্চয়ানন্দ প্রভৃতিকে তোমার পত্র শুনাইয়াছি, সকলেই তোমাকে ভালবাসাদি জানাইতে বলিয়াছে। বদ্রিনারায়ণের যাত্রীরা সব ফিরিয়াছে ও কনখলে থাকিয়াই সাধন-ভজনাদি করিতেছে। আশ্রমের কাজ বেশ চলিতেছে। কেদার বাবা ও মাস্টার মহাশয় এইখানেই আছেন ও তপস্যায় মন দিয়াছেন। তোমার কথা তাঁহাদিগকেও বলিয়াছি। সী—কেমন আছে? সকলকে আমার ভালবাসাদি দিবে এবং তুমিও গ্রহণ করিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৪৮)* শ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা

কনখল—২৪।৮।১৩

প্রিয় মাস্টার মহাশয়,

গয়া হইতে আপনি আমায় যে প্রীতিপূর্ণ পোস্টকার্ডখানি লিখিয়াছিলেন, তজ্জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানিবেন। আশা করি আপনি এতদিনে আত্মীয়-স্বজনের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহারা ভাল আছে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কুশল সংবাদ এবং তিনি ইতিমধ্যে কলিকাতায় আসিয়াছেন কিনা জানিবার

জন্য আমরা আগ্রহান্বিত আছি। এক লাইন লিখিয়া তাঁহার শ্রীচরণকুশল-সংবাদ জানাইবেন। তাঁহার পাদপদ্মে আমাদের অজস্র সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিবেন। এখানে আমাদের শরীর একরূপ চলিয়া যাইতেছে। আপনি আমাদের প্রীতি নমস্কারাদি জানিবেন। ইতি—

প্রভুপদাশ্রিত তুরীয়ানন্দ

(৪৯) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল—৩১।৮।১৩

প্রিয় শ্রী—

তোমার ২৪শে তারিখের পোস্টকার্ড পাইয়াছি।—...তুমি বেশ স্বচ্ছন্দে নাই জানিয়া দুঃখিত হইলাম। ঁকাশীর সেবাশ্রমে চলিয়া আসিলে কেমন হয়? সেখানে তো তুমি এত অসুবিধা ও চাঞ্চল্য বোধ করিতে না। তাহারা তোমায় যত্নও করে এবং ভালবাসে। আমার মনে হয়, তুমি অধিক সুখ ও সুবিধা খুঁজিতে গিয়া এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছ। তাঁহার উপর নির্ভর করিতে হয়। অবশ্য সৎসঙ্গ অনুসন্ধান করা ভাল, কিন্তু ঁকাশীতে তো তোমার সৎসঙ্গের অভাব ছিল না। যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবে, আমি আর কি বলিব? সেবা-কার্যে জীবন-অর্পণ বড় কঠিন কাজ। আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যাহাদের অধিক দৃষ্টি, তাহারা সেবাধর্ম-পালনের উপযুক্ত হইতে পারে না। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে।...ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

পুঃ—দুঃস্থ ও বিপন্নদিগকে সাহায্য করা—এ তো অতি উত্তম কাজ। ঠিক ঠিক ভাবের সহিত করিতে পারিলে ইহাতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায় এবং হৃদয়ও উন্নত ও উদার হয়ে পড়ে। ইতি—

তু—

(৫০) * শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা

কনখল—৩১।৮।১৩

প্রিয় মাস্টার মহাশয়,

আপনার ২৭শে তারিখের সপ্রেম পত্রখানির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আপনি ইতিমধ্যে যথাস্থানে পোঁছিয়াছেন জানিয়া খুব আনন্দিত হইলাম। কলিকাতা

যাইবার প্রয়োজন কি ? এযাবৎ যেরূপ করিতেছিলেন সেইরূপ ঐ স্থান হইতেই আপনার পত্রদিগকে উপদেশ দিতে থাকুন। আপনি চলিয়া যাওয়ায় আমাদের বড়ই অভাববোধ হইতেছে। গঙ্গার ধারের কুটিয়া আপনার অপেক্ষা করিতেছে এবং মাষ্টারজী ও অপর সকলে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কবে পুনর্ব্বার আসিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিবেন। সৌভাগ্যক্রমে কেদার বাবা শ্রীশ্রীমায়ের একখানি কৃপালিপি পাইয়াছে; সুতরাং আমরা পূর্বেই তাঁহার কুশল অবগত হইয়াছি। মঠের ভাইরা এবং অপরাপর সকলে ভাল আছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। কল্যাণকে আপনার সংবাদ দিয়াছি। এখানে সকলে ভাল আছে। আশা করি শীঘ্রই আপনার পত্র পাইব। আমাদের প্রণাম ও আন্তরিক ভালবাসা জানিবেন। ইতি—

প্রভুপদাশ্রিত—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৫১) শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল—২৫শে ভাদ্র

শ্রীমান্—,

তোমার ১৮ই ভাদ্রের পোস্টকার্ড পাইয়াছি। তোমার শরীর বেশ ভাল ছিল না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা করি, ভগবৎকৃপায় এখন তুমি ভাল আছ এবং তোমার মাতাঠাকুরানী ও অপর সকলে সুস্থ বোধ করিতেছেন। আমার শরীর সেইরূপই আছে, অনিদ্রা বা অন্যান্য উপসর্গের বিশেষ কোন উপশম হইতেছে না। আমি কখনও আফিম ব্যবহার করি নাই। আমার ডাক্তার-বন্ধুরা অনেকেই উহার সেবনে উপকার হইবে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি আফিমের বশবর্তী হইতে একেবারেই অনিচ্ছুক। শরীর চিরস্থায়ী নয়, অকারণ কেন একটা কুৎসিত অভ্যাসের প্রশ্রয় দিব ? গত দ্বাদশীর দিন আমাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপাঠ সম্পূর্ণ হইয়াছে। আমি এক্ষণে পুনরায় বেদান্তদর্শন শাঙ্কর ভাষ্যের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তুমি গীতার সারমর্ম কি, আমাকে লিখিতে বলিয়াছ। আমাদের ঠাকুর পরমহংসদেব যাহা বলিতেন, তুমি জান বোধ হয়। তিনি বলিতেন, গীতা দু-চার বার উচ্চারণ করিলেই গীতার অর্থ-উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ গী-তা-গী-তা-গী-তা,

কি না, ত্যাগী ত্যাগী অর্থাৎ ত্যাগই গীতার সারমর্ম। বাস্তবিক, গীতা পাঠ করিয়া ইহাই বোঝা যায় যে, সমুদয় ভগবানে সমর্পণ—এই হচ্ছে গীতার নিশ্চিত শিক্ষা। কেহ বলেন, নিষ্কামভাবে সকল কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ দ্বারা স্বধর্মানুষ্ঠান—এই-ই হচ্ছে গীতার মত। আমি বলি, পারলে এর অধিক আর আছে কি? শ্রীভগবানই তো বলিতেছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥†

অর্থাৎ তুমি যা কিছু কর, হে কৌন্তেয়, সব আমাকেই অর্পণ কর। অর্থাৎ নিজের জন্য কিছুই রাখিও না। কিন্তু তাহা পেরে উঠা কি সহজ কাজ? অনেক কাঠ খড় চাই, এমনি হয় না। তবু নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। ভগবান বলছেন —"অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।" * এক জন্মে না হয় অন্য জন্মে হবে; উদ্দেশ্য ভুল না হয়। অভ্যাস করে যেতে হবে। এইরূপে একদিন হবেই হবে। শেষ জন্মে মানুষ দৈবী সম্পদ নিয়ে জন্মাবে, সকল সংস্কার ভাল থাকবে—সেই জন্মে ঈশ্বরলাভ নিশ্চয়। ভগবানে আত্মসমর্পণ—নিজ 'অহং' অভিমান সম্পূর্ণ ত্যাগ—এই-ই হচ্ছে গীতার সারমর্ম। ইহাই আমার অভিমত। সম্পূর্ণ তাঁর হয়ে যাওয়া, একটুও আপনার বা অন্যের উপর নির্ভর না করা—এই-ই হচ্ছে গীতার সার উপদেশ। যেরূপে হয় এইরূপ করিতে পারিলেই মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। তিনি বড়ই দয়ালু, তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে তিনি আর সমস্ত আপনিই করিয়া লন, গীতায় এ প্রতিজ্ঞা তিনি করিয়াছেন। গীতার সারমর্ম—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" *। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"†—ইহাও একটি গীতার সারতথ্য। আমার শুভেচ্ছা ভালবাসাদি জানিবে এবং বী— ও হে—কে দিবে। হে—র বিলাতযাত্রার কি হইল?—এখন কি করিতেছে, জানিতে ইচ্ছা হয়। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

† গীতা, ৯।২৭ *গীতা, ৬।৪৫

* "আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।" গীতা, ৯।৩১

† "হে তাত, কল্যাণকারী কেহ কখনও দুর্গতিলাভ করে না।" গীতা, ৬।৪০

(৫২) শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল—২৭।৯।১৩

প্রিয়—,

তোমার ৪ঠা আশ্বিনের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। তোমার শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল আছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। দুর্বলতার জন্য অল্প অল্প ব্যায়াম-অভ্যাস করিলে কেমন হয়? আমার বোধ হয় উপকার পাইবে। বেশী নয়, অল্প অল্প ওঠ-বস্ ও ডন প্রাতঃসন্ধ্যা নিয়মিত অভ্যাস করিলে শরীরে বলাধান হইবার সম্ভাবনা। করিয়া দেখিবে কি? হরি বা কালী পাওয়া কি লিখিয়াছ, আমি উহার কিছুই জানি না। তবে আন্দাজে বুঝিতেছি, এক রকম ভর হওয়া আছে, দেবতা বা উপদেবতার আবেশ—সেই রকম কিছু হবে বোধ হয়। সব সময় উহা ঠিক হয় না, তবে কখনও কখন উহারা আশ্চর্য রকম বলা-কওয়া করে বটে শুনিয়াছি, আমি কখনও কিছু দেখি নাই। ও সবে বিশ্বাস করে কি হবে? ভগবানে বিশ্বাস করাই হচ্ছে আসল। গীতার মর্ম যাহা লিখিয়াছি, তাহা পড়িয়া তোমার আনন্দ হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। 'যৎ করোষি যদশ্নাসি' শ্লোকের ভাব যাহা তুমি লিখিয়াছ, তাহাই বটে। আপনাকে যন্ত্র ও তাঁহাকে যন্ত্রিভাবে দেখা—এ এক ভাব। আর অন্য ভাবও আছে। যেমন তিনিই সব হইয়াছেন এবং সকলের ভিতর থাকিয়া তিনিই এই সকল খেলা খেলিতেছেন—এ আর এক ভাব। এইরূপ আরও অনেক ভাব আছে। তবে সকল ভাবেই এই ক্ষুদ্র অহং-এর অভাববোধ দরকার। এই ক্ষুদ্র অহং-ই যত অনর্থ ও অজ্ঞানের মূল জানিবে।

শরণাপন্ন হওয়া অর্থাৎ তিনি যেরূপ রাখেন তাহাতেই শুভবুদ্ধি করিয়া সন্তুষ্ট থাকা অভ্যাস করা, আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছায় মিশাইয়া দেওয়া, সুখ-দুঃখ লাভালাভ প্রভৃতিতে সমবুদ্ধি রাখার অভ্যাস করা—এই আর কি। অর্থাৎ মুক্ত হলেই ঠিক ঠিক শরণাপন্ন হওয়া হয়। তার পূর্বে অভ্যাসযোগ। ঠিক ঠিক ভগবানে নির্ভরের নামই মুক্তি। সরলভাবে নিষ্কপটে ঐ ভাব অভ্যাস করিলে তাঁহার কৃপায় একদিন উহা আসিয়াই যায়। ত্যাগের কথা যাহা লিখিয়াছ, ঠাকুর সে সম্বন্ধে বলিতেন, 'ঘরের বউ প্রথমে কত কর্ম করে যাতে খুব পরিশ্রম, কিন্তু যখন সে সসত্ত্বা হয়, তখন শাশুড়ী তাহার কর্ম ক্রমেই কমিয়ে দেয়, আর তত কাজ করতে দেয় না। পরে যখন সে সন্তান প্রসব করে, তখন একেবারে কর্ম

নাই। কেবল সন্তানকে লইয়াই থাকা, তারই লালনপালন করা, তার আনন্দেই আনন্দবোধ—এইমাত্র কাজ হয়।' সসত্ত্বা হওয়া কি না ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করা আর প্রসব হওয়া কি না সাক্ষাৎকার করা। তাঁহার কৃপার ভিখারী হইয়া পড়িয়া থাকা—ইহাও এক ভাব, ঠিক ঠিক হইলে তাঁহার কৃপা হইবেই। ইহাকে ঠাকুর বলিতেন—বেড়াল ছানার ভাব, মা যেখানে যেমন ভাবে রাখে সেইরূপেই থাকে, অন্য ইচ্ছা অন্য চেষ্টা নাই। কোন একটা ভাব ঠিক ঠিক হলেই হলো আর কি। তিনি অন্তর্যামী—সব জানেন, যেমন ভাব তেমনি লাভ হবেই হবে। আমার ভালবাসাদি জানিবে ও জানাইবে। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৫৩) * কনখল, ১৮।১০।১৪

প্রিয় মাস্টার মহাশয়,

আপনার ১৪ই তারিখের প্রীতিলিপির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। সুবোধের পত্রে আমি পূর্বেই আপনাকে যথাসময়ে আমার বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানাইয়াছি; বর্তমান পত্রে পুনর্বার প্রীতিসম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন জানাইতেছি। আপনি যখন শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে যাইবেন, তখন তাঁহার শ্রীচরণে আমার অজস্র সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিবেন। তিনি ক্রমে স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিতেছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শুনিতেছি, তিনি শীঘ্রই বায়ু পরিবর্তনের জন্য ৺কাশীধামে আসিবেন। উহা তো অতি উত্তম। কা—এর পত্রও পাইয়াছি। আমি তাহাকে লিখিয়া দিয়াছি যে, সে যেন আর অযথা দেরি না করিয়া মঠ বা কাশীতে পরিবর্তনের জন্য আসে। কিন্তু সে শুনিবে কি? আমার সন্দেহ আছে। আমি শুনিতেছি যে, সে শীঘ্রই কর্ম হইতে অবসর লইয়া মা—এর নিকট কোথাও বসিয়া পড়িবে। সেখানে মিসেস সে—একখণ্ড জমি কিনিয়াছেন। অবশ্য এত কথা সে লিখে নাই; তবে পূর্ব পত্রে সে আমাকে পরিষ্কার জানাইয়াছে যে, সে কর্ম হইতে অবসর লইয়া নির্জনে থাকিতে চায়। মা তাহার মঙ্গল করুন এবং তাহাকে সুখে রাখুন। বাবুরাম মহারাজের অসুখের সংবাদে বিশেষ দুঃখিত হইলাম; আশা করি, ইতিমধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছেন। অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম জানাইবেন।

পূজার কয়দিন এখানেও চণ্ডীপাঠ, ভোগরাগাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং সকলেই খুব আনন্দ লাভ করিয়াছে। এখানে সকলেই ভাল আছে। রা—আরোগ্য লাভ করিতেছ; তাহার কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছে। আমার স্বাস্থ্য আপনি যাইবার কালে যেরূপ দেখিয়া গিয়াছিলেন, প্রায় সেরূপই আছে। মাস্টারজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে আপনার সংবাদ দিয়াছি। তিনি বলিলেন যে, তিনি শীঘ্রই আপনাকে পত্র লিখিবেন। আপনার সুখসমৃদ্ধি হউক, ইহাই আকাঙ্খা। ইতি—

প্রভুপদাশ্রিত তুরীয়ানন্দ

পুঃ—পত্রমধ্যে যাহা ছিল তাহা জীবনকে দিয়াছি; সে উহা পাইয়া খুব খুশী হইয়াছে মনে হইল।

(৫৪) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল ১।১১।১৩

শ্রীমান্—,

গত কয়েক দিবস হইতে তোমার কথা আমার খুব মনে পড়িতেছিল। ভাবিতেছিলাম যে গত বারে তুমি পত্র পাইবার আশায় বোধ হয় দুইখানি এক পয়সার টিকিট পাঠাইয়াছিলে, আমি কিন্তু একখানি পোস্টকার্ড মাত্র লিখিয়াছিলাম—তাই হয়তো বিরক্ত হইয়া এতদিন আর পত্র লিখিতেছ না। আমি আজ নিশ্চয় পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম। যাহা হউক, তোমার কুশল সংবাদে আনন্দিত হইয়াছি। আমার লিখিত পত্রে যে তোমার যথেষ্ট উপকার হইতেছে, ইহাতে আমি অতিশয় সুখী এবং পরিশ্রম সার্থক মনে করিতেছি। ধর্মরাজ্যে শ্রদ্ধাই একমাত্র কল্যাণের কারণ। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"*—ইহা গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি। কঠোপনিষদে নচিকেতার শ্রদ্ধার উদয় হওয়ায় সত্যলাভ ঘটিয়াছিল। যোগশাস্ত্রেও শ্রদ্ধার বহুল প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—সর্বত্র এ কথা প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং তোমার শ্রদ্ধাই যাহা কিছু উপকার হইয়াছে, তাহার কারণ জানিবে।...

* "শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।" গীতা, ৪।৩৯

সর্বদা স্মরণ মনন করিবার চেষ্টা করিবে এবং ভিতর হইতে প্রার্থনা করিবে যেন তাঁহার চরণে মন থাকে, তাহা হইলে তিনি কৃপা করিবেন। জীবনে সুখ দুঃখ তো আছেই, যদি তাঁর চরণে ভক্তি থাকে তবেই মনুষ্যজন্ম সার্থক, নতুবা কর্মভোগ মাত্র। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৫৫) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা

*কাশী ১০।২।১৪

পরম প্রেমাস্পদেষু,

প্রিয়তম শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ, গতকল্য তোমার পত্রখানি পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। যখনই তোমার পত্র পাই ও পড়ি, কত যে আনন্দলাভ করি তাহা কি জানাইব! মনে হইতেছে ছুটে গিয়ে তোমাদের নিকট জুড়াই; কিন্তু পোড়া শরীর সে সাধে বাদী। *প্রয়াগ হইতে ফিরিয়া অবধি শরীর এমন দুর্বল বোধ করিতেছি যে, অধিকদূর বেড়াইতেও কষ্ট অনুভব করি। প্রতিদিন বৈকালে একটু জ্বর বোধও করিতেছিলাম। আজ দুইদিন হইতে তাহা আর হয় না। কিন্তু দুর্বলতা সমুহই রহিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম শিবরাত্রির পর কেদার বাবা যখন মঠে যাইবে তখন আমিও সেই সঙ্গে যাইব। কিন্তু তেমন সাহস হইতেছে না এবং আর সকলেও নিষেধ করিতেছে। অতএব এইখান হইতেই তোমাদিগকে স্মরণ করিয়াই এবার তৃপ্ত থাকিতে হইবে। তোমার সঙ্গে এখানে কি সুখেই দিন কাটিত! প্রভু আবার কৃপা করে কতদিনে সে শুভ সংযোগ ঘটাইবেন। তুমি কৃপা করিয়া তাঁহার কত কথাই না সে সময়ে হৃদয়ে উদয় করাইয়া দিতে; আলোচনা করিয়া মনপ্রাণ শীতল হইয়া যাইত। প্রভু তোমা দ্বারা তাঁহার নামের মহিমা ঘোষণা করাইতেছেন—আমরা শুনিয়া ধন্য হইতেছি। ধন্য এ যুগ, ধন্য তাঁহার কৃপা, ধন্য তাঁহার নাম! নৃপেনবাবু এখন কোন ঔষধই খান না, প্রভুর কৃপায় এমনি ভাল আছেন। ননি আসিয়াছিল, তাহার দ্বারা নৃপেনবাবুকে তোমার পত্রমর্ম তাঁহার সম্বন্ধে অবগত করাইয়াছি। মহাপুরুষ তত ভাল নাই। তিনি তোমাকে পত্র লিখিবেন বলিলেন। ফ্র্যাঙ্ক্ শরীর অসুস্থ বোধ করায় আলমোড়া চলিয়া গিয়াছে ও সেখানে ভাল আছে। চারুবাবু পশুপতিনাথ দর্শনে নেপাল গিয়াছেন। গুরুদাসের প্রতি তোমার

প্রসন্নতা তাহার মহাকল্যাণ সাধন করিবে। আমার প্রতিও দয়া রাখিবে—অধিক আর কি বলিব? শ্রীশ্রীমহারাজকে আমার প্রণাম ভালবাসা জানাইতেছি। তুমিও আমার প্রণাম ভালবাসা গ্রহণ করিবে এবং আমার সাদর সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছাদি মঠের সকলকেই জানাইবে। এখানকার অন্যান্য সকলে ভাল আছে। পুনরায় আমার প্রণাম ভালবাসা গ্রহণ কর। নিবেদন ইতি—

দাস শ্রীহরি

(৫৬) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

দেরাদুন, ১৪।৪।১৪

শ্রীমান্—,

আজ শ্রীযুত বাবুরাম মহারাজেরও এক পত্র পাইয়াছি। শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি আর কোথাও যাইতে পারিলেন না, শীঘ্রই মঠে প্রত্যাগমন করিবেন লিখিয়াছেন। প্রভুর ইচ্ছায় যাহা হইয়া গেল, সেই উত্তম হইয়াছে। তোমার শরীর তত ভাল যাইতেছে না জানিয়া দুঃখিত বোধ করিতেছি। উপায় তো করিতেছ, কিন্তু কোন ফল হইতেছে না—ইহাও কম আক্ষেপের বিষয় নহে। তবে ভজন করিয়া যাইতে ছাড়িও না। শরীর ভাল থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁহাকে ডাকিতে যেন ভুল বা অবহেলা না হয়। কারণ, "দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো"—এ ঠাকুরের উপদেশ। আনন্দময়কে যেন স্মরণ করিতে ভুল না হয়। যিনি মনে করেন যে, শরীর ভাল হ'ক তারপর ভগবানকে ডাকিব, তাঁহার আর কোন কালে তাঁহাকে ডাকা হইবে না। ব্যাসদেব বলিতেছেন—

"য ইচ্ছতি হরিং স্মর্তুং ব্যাপারান্তগতৈরপি।
সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছতি দুর্মতিঃ॥"

অর্থাৎ যে মনে করে এই গোলটা মিটে যাক্, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানকে স্মরণ মনন করব, তাহার দশা কিরূপ?—না, যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রতীরে

দাঁড়াইয়া বলিতেছে যে, তরঙ্গগুলো থামুক, তাহা হইলেই আমি স্নান করিয়া লইব। সমুদ্রে তরংগ থামা হইতেই পারে না। সুতরাং তাহাতে স্নান কিরূপে হইবে? যিনি তরঙ্গের মধ্যে স্নান করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহারই স্নান করা হইবে। সেইরূপে যিনি সুখ-অসুখ, রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতির মধ্যেই ভগবানকে ভজন করিয়া লইতে পারিবেন তাঁহারই ভজন হইবে, নচেৎ যিনি বলিবেন যে, আগে সুযোগ আসুক তবে ভগবানকে ডাকিব, তাঁহার আর ভগবানকে ডাকা হইবে না। কারণ, জীবনে সম্পূর্ণ সুযোগ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা তো জীবনে লাগিয়াই থাকিবে। তাঁহাকে যে কোন অবস্থাতেই হ'ক না কেন, যে ডাকিতে পারিবে, তাহারই তাঁহাকে ডাকা হইবে। নচেৎ হওয়া বড়ই সুদুষ্কর।

আমার শরীর সেইরূপই চলিতেছে। মধ্যে একটু অধিক দুর্বল বোধ করিয়াছিলাম। এখন সেটা একটু কমিয়াছে এই মাত্র। শরীর, সকলে বলিতেছে, অনেক কৃশ হইয়া গেছে। এখানকার জল-বায়ু ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছে। বিশেষ এখানে গরম আদৌ মনে হইতেছে না। সে একটা পরম লাভ বলিতে হইবে। কাশী হইতে মহারাজ আমার নিকট একজন ব্রহ্মচারী পাঠাইয়াছেন। এক পত্রও লিখিয়াছেন যে, আমি যেন দেরাদুনে একটী ছোট বাটী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে গ্রীষ্মের কয়মাস অতিবাহিত করি। ইহাতে যাহা খরচ হইবে তাহার জন্য চিন্তা নাই—তিনি স্বয়ং সে সমস্ত বহন করিবেন। আমার প্রতি তাঁহার খুবই স্নেহ ও ভালবাসা। কিন্তু কিরূপ হইয়া উঠিবে, এখনও ঠিক বলিতে পারিতেছি না। প্রভুর যেমত ইচ্ছা, সেইরূপ হইবে। আমি এখানে যাঁহার নিকট রহিয়াছি, তিনি অনেককে হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করেন। আমাকে অনুরোধ করায় আজ ৫।৬ দিন হইতে আমি তাঁহার ঔষধ সেবন করিতেছি। উপকার কি হইতেছে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। আমি বুঝিতেছি না। যাহা হউক, আরও কিছুদিন খাইয়া দেখিব। তোমার শরীরের জন্য চিন্তিত রহিলাম। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা, সুস্থ শরীরে তাঁহার ভজনাদি করিতে পার, এইরূপ করুন। তবে তিনি মঙ্গলময়—সর্বদা মঙ্গলই করিতেছেন। আমরা ইহা বুঝি আর নাই বুঝি—এ বিশ্বাস যেন তিনি অচল অটল রাখেন, এই তাঁহার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৫৭) ওঁ

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কনখল পোঃ, ১৮ই মে, ১৯১৪

শ্রীমান্—,

তোমার ১৬ই বৈশাখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি।...প্রারব্ধ ভোগ কিছুতেই মিটে না, তবে শরীরে তত মন না দিয়া ভগবানের চিন্তা করাই বুদ্ধিমানের কার্য, সন্দেহ নাই। ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি—দেখিয়াছি বলিতেছেন—"দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো" অর্থাৎ হে মন, শরীরের অসুখাদির জন্য যদি কষ্ট হয়, তাহাতে তুমি অধীর হইও না, সে শরীরের যেমন ভোগ তেমনিই হইবে, তুমি আনন্দে অর্থাৎ সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবানে চিত্ত সমাধান কর, শরীরের জন্য ভাবিও না; শরীরের যাহা হয় হউক, তুমি তাহার জন্য যেন ভগবানকে ভুলিয়া যাইও না। আমরাও যেন তাঁহার প্রদর্শিত এই পথে চলিয়া আপনাকে ধন্য করিতে পারি, এই তাঁহার নিকট আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।...ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৫৮) শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল, ১৮।৫।১৪

শ্রীমান্—,

তোমার ২৮শে বৈশাখ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম।...তুমি এখানে আসিতে ইচ্ছা করিতেছ, অতিশয় আনন্দের কথা। তবে বদ্রিনারায়ণ যাত্রা কতদূর হইয়া উঠিবে, তাহা বিবেচনার বিষয় সন্দেহ নাই। কারণ, উহা অতীব কষ্টসাধ্য। বেশ মজবুত-শরীরযুক্ত লোককে দেখিয়াছি—যখন যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, যেন আর সে শরীর নাই, জীর্ণশীর্ণ হইয়া গেছে। সুতরাং তোমার ন্যায় কোমল শরীর যাহার, তাহার কিরূপ হইবে, বুঝিতেই পারিতেছ। তবে কি আর অমন কেহ যায় না, তাহা নহে। কষ্ট হইলেও একটা আনন্দও যে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং চাই কি, এই তীর্থযাত্রার পর অনেকের শরীর একেবারে রোগমুক্তও হইয়া যায়।...যেখানেই থাক, প্রভুর শরণাগত হইয়া থাকিলে আর কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না। তাঁহার স্মরণ মননে দিন অতিবাহিত হইলেই মঙ্গল, নচেৎ আর কিছুতেই মঙ্গল নাই।

তাঁহাকেই মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, সুহৃৎ, স্বজন বলিয়া জানিতে হইবে, তিনিই একমাত্র আপনার—এইরূপ নিশ্চয় করিতে পারিলেই সকল ভয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ এবং শান্তি সুখ লাভ হয়, আর অন্য উপায় নাই। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আপনাকে একেবারে অর্পণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আর কোন চিন্তা থাকিবে না। সম্পূর্ণ তাঁর হইয়া যাইতে না পারিলে হইবে না। তাঁহার কৃপায় সমস্তই হইতে পারে। সর্বদা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে এবং প্রার্থনামত কার্য করিতেও যথাসাধ্য যত্ন করিবে, তাহা হইলেই তিনি দয়া করিবেন। তাঁহার দয়া তো রহিয়াছেই, আমরা উহা বুঝিতে পারি না, এই যা। তিনি মঙ্গলময়, আমাদের মঙ্গলই করিতেছেন—এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে সকল যন্ত্রণার অবসান হয়। আমার শরীর পূর্ববৎই চলিয়াছে। কল্যাণানন্দ ও আর সকলেই ভাল আছে। তোমার কল্যাণ সর্বদা প্রার্থনীয়। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৫৯) শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল ১৪।৬।১৪

শ্রীমান্—,

তোমার ৯ই তারিখের পত্র প্রাপ্তে আনন্দিত হইয়াছি। শরীর ঐরূপই হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য মহাপুণ্যফলে লাভ হয়।

"রোগশোকপরিতাপবন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাম্ ফলান্যেতানি দেহিনাম্।"*

এই শাস্ত্রকথা। তবে ভগবানের শরণাগত হয়ে "দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো" বলে তুড়ি দিতে পারলে অনেক বেঁচে যাওয়া যেতে পারে। কারণ হা হুতাশ করে তো কোন ফল হয় না, কেবল কষ্ট-ভোগই সার, আর পরমার্থ ভুলিয়ে দেয়—এই উপরি লাভ। ভোগের ইচ্ছা ভেতরে থাকলেই শরীর ভাল না থাকলে বড়ই কষ্টবোধ, নচেৎ ভজনের জন্য মন ভাল থাকবার প্রয়োজন, শরীর ভালর তত দরকার নেই। মন দিয়ে ভজন করতে হয়। যদি শুদ্ধ কর্ম করা যায়, তাহা হইলেই মন ভাল থাকে। তা শরীর যেমনই থাকুক

---

* "রোগ, শোক, দুঃখ, বন্ধন ও ব্যসন—এই সকল মনুষ্যের নিজের অপরাধরূপ বৃক্ষের ফল।"—হিতোপদেশ।

না। সেই জন্য কর্ম যাতে শুদ্ধ থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। শরীর তো একটু একটু করে রোজ নাশের দিকে চলেছে, তা তো আর কেউ বন্ধ করতে পারবে না। কিন্তু মন অনন্তকাল স্থায়ী অর্থাৎ শরীর কত যাবে হবে, মন কিন্তু যতদিন না পূর্ণজ্ঞান লাভ হচ্ছে, ততদিন থাকবে আর বারম্বার শরীরধারণ করাবে। অতএব মনের শুদ্ধির জন্য যত্ন করাই হচ্ছে আসল কাজ।

দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি যাই বল না কেন, সব এই মনকে নিয়ে। আত্মভাব অর্থাৎ আমি আত্মা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে অদ্বৈত আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। আর শরীর মন থাকলেই দ্বৈত। যদি আপনাকে আত্মা জ্ঞান হয় তখনই দ্বৈত চলে যায়। তখন এক চৈতন্যসত্তা বিরাজ করেন। যত গোল উপাধি নিয়েই তো? আমি অমুক, অমুকের ছেলে, অমুক জাতি, আমার এই গুণ ইত্যাদি ইত্যাদি তো দ্বৈতভাব উদ্দীপন করে। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমি আত্মা, শুদ্ধমপাপবিদ্ধং সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ—এইরূপ ভাবতে পারলে আর দ্বৈত কোথায়? কিন্তু খালি মুখে বললেই তো হবে না, উপলব্ধি করা চাই, তবে তো হবে। এখন যেমন নিজের নামে দৃঢ় বুদ্ধি আছে যে এই নাম আমি বা আমার, সেইরূপ দৃঢ় বুদ্ধি যখন আত্মাতে হবে, তখনই অদ্বৈত প্রতিভাত হবে। সেই অদ্বৈতভাব আনিবার জন্যই দ্বৈতভাবের উপাসনা। কারণ, দ্বৈতভাব আমাদের অভ্যস্ত আছে। ইহাকে ক্রমে শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর করিতে হইবে ভগবানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ করিয়া। এখন সম্বন্ধ আছে জগতের সঙ্গে, এইটে ভেঙ্গে সম্বন্ধ করতে হবে ঈশ্বরের সঙ্গে। আর সেইটি পূর্ণভাবে করতে পারলেই দ্বৈত আপনি ছুটে যাবে। কেবল ঈশ্বর, কেবল পরমাত্মা থেকে যাবেন। এই ক্ষুদ্র 'আমি'র তিরোধান হবে। এই হলো উপাসনা দ্বারা দ্বৈতের মধ্য দিয়া অদ্বৈতলাভ।

আর এক রকম আছে, 'নেতি নেতি' বিচারের দ্বারা অদ্বৈতভাবে পেঁছান। এখনই এক মুহূর্তে সব অস্বীকার করা। যেমন আমি শরীর নই, আমি মন নই, আমি বুদ্ধি নই, আমি আত্মা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। শরীর নাশ হইলে হইলে আমি নাশ হই না। সুখ-দুঃখ সব মনের ধর্ম, আমার নয়। আমি অবাঙ্-মনসোগোচর পরিপূর্ণ আত্মা, এক, দ্বিতীয়রহিত। ইহা নিশ্চয় করিতে পারিলে অদ্বৈতভাব হয়। কিন্তু এ কি সোজা কথা? বললেই হল? তা নয়। ঠাকুর বলিতেন, "কাঁটা নয় খোঁচা নয়, কাঁটা নয় খোঁচা নয়, চোখ বুজিয়ে বললে কি

হবে? হাত দিলেই কিন্তু বেঁধে। আমি 'খ' বললে কি হবে? টেক্‌স দেবার বেলা প্রাণ বেরোয়।" সুতরাং একেবারে অদ্বৈতভাব লাভ সকলের জন্য নয়। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, "অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।" *

অতএব "যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥" †

তাঁর উপর ঠিক ঠিক নির্ভর করতে পারলে এই সাহায্য মেলে যে, তিনি আপনি সব ঠিক করে দেন। কিন্তু এও কি সোজা? এও কি অমনি যে সে পারে? তা নয়। এও সেই ভগবানের কৃপা হলে কোন সাধু মহাত্মার সঙ্গ হলে তবে হতে পারে। নচেৎ নয়। শুধু বকলে কি হবে? আপনার মনের ভিতর দেখতে শিখতে হবে—কি ভাব রয়েছে। আর সেই ভাব শুদ্ধ করে নিরন্তর ভগবানে অর্পণ করতে হবে। একি সোজা? সমস্ত জীবনব্যাপী পরিশ্রমেও যদি কারুর এরূপ ভাব হয়ে উঠে, তা হলেও সে ধন্য হয়ে যায়। মোট কথা হচ্ছে, তামাসা নয়। দ্বৈত বল আর অদ্বৈত বল, কোন ভাব ঠিক ঠিক আদায়-আয়ত্ত করা অতীব কঠিন। ভগবান শঙ্কর বলছেন যে, দ্বৈত ও অদ্বৈত বিষয়ে প্রভেদ কি না—

"তবাস্মীতি ভজন্ত্যেকে ত্বমেবাস্মীতি চাপরে।
ইতি কশ্চিদ্ বিশেষোঽপি পরিণামঃ সমো দ্বয়োঃ॥" *

অর্থাৎ দ্বৈতবাদী বলেন, আমি তোমার, আর অদ্বৈতবাদী বলেন, আমি তুমিই —এই অল্প বিশেষ থাকিলেও উভয়ের পরিণাম একই অর্থাৎ অজ্ঞান ও দুঃখের

---

* "যেহেতু দেহাভিমানী ব্যক্তি অতিকষ্টে অব্যক্ত (নির্গুণ ব্রহ্ম)-বিষয়িনী নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।"—গীতা, ১২।৫

† "হে পার্থ যাহারা কিন্তু সমুদয় কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য-যোগে আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করে, সেই আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণকে আমি শীঘ্রই মৃত্যুর আকর সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি।"—গীতা, ১২।৬-৭

* বোধসার, ভক্তিযোগ, ৬

নাশ উভয়েরই হইয়া থাকে। তাহাতে কোন ভিন্নতা নাই। তা যার যে ভাব ভাল লাগে, সে সেই ভাব অবলম্বন করতে পারে।

তবে ভাব শুদ্ধ হওয়া চাই। 'হরিও বলবো আর কাপড়ও গুটাবো' তা হলে হবে না। যদি আমার অদ্বৈতভাব হয়, তা হলে শরীর মন বুদ্ধি সব অস্বীকার করতে হবে। যেমন বলবো যে 'আমি আত্মা' অমনি সুখদুঃখ-বোধ সব চলে যাওয়া চাই। একেবারে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ * তখনই হয়ে যাবে, আর যদি আমি বলি যে, আমি তাঁর সন্তান বা তাঁর দাস, তা হলে তিনি যেমন করেন যেমন রাখেন তাই আমার সম্পূর্ণ কল্যাণের জন্য—এই বিশ্বাস দৃঢ় স্থির রেখে একমাত্র তাঁর দিকেই চেয়ে পড়ে থাকতে হবে। দুই-ই বড় কঠিন। দুই-ই সাধন করতে হয়। তবে দুইয়েরই ফল এক—সংসারনিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি। ইহাতে আর সন্দেহ নাই। যার পক্ষে যেটা অনুকূল, সে সেইটা অবলম্বন করুক কিন্তু সর্বান্তঃকরণে করতে হবে। মনঃপ্রাণ এক করে করতে হবে। তা নইলে কোনটাই হবে না।

ভগবান উদ্ধবকে একাদশ স্কন্ধ ভাগবতে যোগের উপদেশ করবার সময় কে কোন্ যোগের অধিকারী তাহা বেশ স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। আমি তোমার অবগতির জন্য এখানে তাহাই লিখিতেছি—

"যোগোস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্নচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥" †

অর্থাৎ মনুষ্যের কল্যাণ ইচ্ছা করিয়া আমি জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—এই তিন প্রকার যোগ উপদেশ করিয়াছি। যাহাদের মন বিষয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ উপদিষ্ট হয়। আর যাহাদের চিত্ত বিষয়ে লিপ্ত,

* "যিনি অংশরহিত, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অনিন্দনীয় ও নির্মল।"

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১৯

† শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ২০শ অধ্যায়, ৬-৮ শ্লোক।

তাহাদের জন্য কর্মযোগ প্রয়োজন, আর যাহারা বিষয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত নহে অথচ ভগবৎকথায় যাহাদের শ্রদ্ধা আছে বলিয়া বিষয়ে অতিশয় আসক্তিও নাই, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদান করিয়া থাকে। ইহা আপন মনে উত্তম-রূপে আলোচনা করিলে কে কোন্ যোগের অধিকারী, তাহা অনায়াসে স্থির করিয়া লইতে পারিবে। বিষয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যা বড় অধিক নয়। সুতরাং জ্ঞানযোগের অধিকারীও বড়ই কম। অত্যন্ত বিষয়পরায়ণ যাহারা, তাহাদের কর্ম না করিলে চলিতেই পারে না। অতএব যাহারা মধ্যপন্থী অর্থাৎ একেবারে বিরক্ত নহে কিম্বা খুব বিষয়ে লিপ্তও নহে, ভগবানে শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করিলে শীঘ্রই জ্ঞান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই অধিক সহজসাধ্য ও আশুফলপ্রদ। আর দ্বৈতভাবেই উহার সাধনারম্ভ। পরে প্রভুর কৃপায় ইহা পরিপক্ক হইলে অদ্বৈতবোধ আপনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আজ এ বিষয়ে এই পর্যন্ত। আমার শরীর সেইরূপই আছে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৬০) শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল ১৭।৬।১৪

প্রিয় সু—,

তোমার ৮ই তারিখের পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি।... এখানকার সংবাদ একরকম ভালই বলিতে হইবে। তবে সম্প্রতি এখানে আগুন লাগিয়া আমাদের এখানকার আশ্রমের পার্শ্ববর্তী একটী চামারদের পল্লী একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আহা! বেচারাদের যে অবস্থা, তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব। মহা গরীব লোক, দিন আনে দিন খায়, তাহাদের এই বিপৎপাত যে কত কষ্টকর ও ভয়াবহ, তাহা অনায়াসেই অনুমান করিতে পার। তাহাদের সাহায্যের জন্য আমরা এখানে চাঁদা করিয়া যদি কিছু করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এখানকার লোকদের যেরূপ ভাব অর্থাৎ তাহারা এই নীচ জাতিদের যে প্রকার ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাহাতে বিশেষ কিছু সাহায্য করিবে এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, এরূপ কার্যে মিশন হইতেও সাহায্য করা হয়—সেইজন্য শরৎ মহারাজকেও লেখা হইয়াছে, যদি তিনি ফণ্ড হইতে কিছু সাহায্য করেন। অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদিগকেও সাহায্যের জন্য লিখিতেছি।

আন্দাজ চারিশত টাকা যোগাড় করিতে পারিলে এই দুঃস্থ, নিরুপায় ও আশ্রয়-হীন দরিদ্রদিগের আশ্রয়নির্মাণকল্পে যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারিবে। দেখা যাক্, প্রভু কতদূর করিয়া দেন। ইহাদের কষ্ট দেখিলে মহা নিষ্ঠুরেরও দয়ার উদয় হয়। একেবারে আকাশের তলে থাকিয়া ইহারা রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করিতেছে ও কতদিন যে এইরূপ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। কারণ, ইহাদের এমন সঙ্গতি নাই যে, শীঘ্র আবার পূর্বের ন্যায় গৃহ নির্মাণ করিয়া লয়। আমরাও চেষ্টা করিতেছি, এখন সফল হওয়া না হওয়া প্রভুর হাত।...তোমরা সকলে আমাদের ভালবাসাদি জানিবে। খুব মন লাগাইয়া প্রভুর কার্য কর—তিনিই সর্বপ্রকারে রক্ষা করিবেন। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৬১) শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল—২৭।৭।১৪

প্রিয়—,

তোমার ৫ই শ্রাবণের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। কেবল তুমিই যে আমার গত পত্র পাও নাই তাহা নহে—এখন দেখিতেছি, সে দিন যাহাকে যাহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাদের কেহই ঐ পত্র পায় নাই। সুতরাং যে গোলযোগ হইয়াছে তাহা এখান হইতেই নিশ্চয় হইয়াছে। যাহা হউক, অতঃপর আর যাহাতে এরূপ হইতে না পায়, আমি সে বিষয়ে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিব। গত পত্রে বাস্তবিকই অনেক কাজের কথা ছিল। প্রভুর ইচ্ছা যা হবার হইয়াছে। এখন তোমার উপস্থিত পত্রের উত্তর দিবার চেষ্টা করা যাউক।

লিখিয়াছ—"কর্মযোগস্তু কামিনাম্" * ইহা কিরূপ কর্ম ? প্রথমেই দেখিতে পাইতেছি বলিতেছেন "কামিনাম্" অর্থাৎ যাহাদের কামনা আছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যাহাদের কামনা আছে তাহাদের নিষ্কাম কর্ম কিরূপে হইবে। তাহাদের কর্ম অবশ্যই সকাম, কিন্তু সকাম হইলেই দোষের হইবে না। যদি অশাস্ত্রীয় হয়, যদি অসৎ হয় তবেই দোষের। যাহাদের চিত্তে ভোগবাসনা অত্যন্ত প্রবল, তাহাদের সেই বাসনা-পরিতৃপ্তির জন্য সকাম কর্ম করিতেই হইবে। নিষ্কাম কর্মের উপদেশ করিলে তাহাদের তাহা উত্তম-

---

* "সকামদিগের জন্য কর্মযোগ।" —শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২০।৭

রূপে ধারণাই হইবে না। সেই হেতু শাস্ত্র তাহাদের জন্য সকাম কর্মের উপদেশ করিয়া থাকেন। গীতা যে কেবল নিষ্কাম কর্মেরই উপদেশ করিয়াছেন এমন নহে। "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ঠ্ব"† ইত্যাদি দ্বারা সকাম কর্মের কথাও বলিয়াছেন।

মোটের উপর কথা হইতেছে যে, খালি উপদেশে কি কাজ হয়? আর উপদেশ কি এক প্রকারের? ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য উপদেশের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যে যেরূপ উপদেশের অধিকারী তার সেইরূপ উপদেশ মনে ধরে এবং তাহা শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়া সে কল্যাণও লাভ করিয়া থাকে। তাই ভগবান বলিতেছেন, "স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।" * আপনাপন অধিকারযোগ্য কর্ম করিয়া প্রকৃতিকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে—ইহাই শাস্ত্রধর্ম। যে প্রকৃতিতে ভোগেচ্ছা অত্যন্ত প্রবলা তাহাকে কিছু ভোগ দিতেই হইবে। জোর করিয়া খালি উপদেশ দিয়া তাহার ভোগেচ্ছা-নিবৃত্তি কখনই হইবে না। তবে ভোগের সহিত সদসৎ বিচার থাকার বিশেষ প্রয়োজন, কারণ ভোগদ্বারা তৃপ্তি তো হইবার নয়। ঘৃতে অগ্ন্যাহুতির ন্যায় উহা আরও বাড়িয়াই যায়। তাই ভোগের সময় বিচারও সঙ্গে থাকা চাই। তাহা হইলে বিচরের সহায়ে কালে চৈতন্য হইতে পারিবে। যেমন রাজা যযাতির হইয়াছিল। নিষ্কাম কর্মে অবশ্য লক্ষ্য থাকা চাই কিন্তু গায়ের জোরে তো আর তাহা হইতে পারে না। বাস্তবিক বলিতে গেলে নিষ্কাম কর্ম তো হইতেই পারে না। জ্ঞান না হইলে তো কেহ আর নিষ্কাম হয় না। জ্ঞান হইবার পূর্বেই যে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান, তাহা যেমন "অকামো বিষ্ণুকামো বা" অর্থাৎ ভগবানলাভ-কামনায় যে কর্ম করা হয়, তাহা অকাম। যেমন ঠাকুর বলিতেন, ভক্তিকামনা কামনা নয়, হিঞ্চেশাক শাক নয়, মিশ্রির মিষ্টি মিষ্টি নয়, লেবুর টক টক নয় ইত্যাদি। অর্থাৎ ভক্তিকামনা বন্ধনের কারণ হয় না। এই ভাবে ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম করিলে সে কর্ম নিষ্কাম। নতুবা যথার্থ নিষ্কাম কর্ম এক জ্ঞানীরাই

---

† সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্তিষ্টকামধুক্॥

অর্থাৎ "পূর্বকালে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাবর্গকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাদ্বারা তোমরা অভ্যুদয় লাভ কর, ইহা তোমাদের অভীষ্ট কাম্যপ্রাপ্তির উপায় হউক।" —গীতা, ৩।১০

* "মানুষ নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম করিয়া সম্যক্ সিদ্ধলাভ করে।" —গীতা, ১৮।৪৫

করিতে পারেন। কারণ জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের সকল কামনা বিনষ্ট হইয়া গেছে। জ্ঞানী ছাড়া আর কাহারও নিষ্কাম কর্ম করিবার শক্তি নাই। তবে ঐ যেমন বলিয়াছি—জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে কর্ম করিলেও, জ্ঞানলাভ হউক এই কামনা থাকিলেও উহাকেই নিষ্কাম বলা যাইতে পারে। কর্ম-বিচার বড়ই কঠিন। তাই তো ভগবান বলিয়াছেন—"গহনা কর্মণো গতিঃ"।† "কিঃ কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োপ্যত্র মোহিতাঃ"* ইত্যাদি। আর তাইতো আমাদের ঠাকুর অত গোলমালে না গিয়া বলিতেছেন, "মা, এই নাও তোমার কর্ম, এই নাও তোমার অকর্ম, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য—আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও" ইত্যাদি। এমন সহজ, সকলেরই পক্ষে উপযোগী, ভগবানলাভের সরল উপায় আর কেহই তো এমন করিয়া উপদেশ করেন নাই। "যেমন খোলের আছড়া দিতে গাভী সব রকমের জাবই উদরস্থ করিয়া ফেলে, তেমনি ভক্তির আছড়া থাকলে ভগবান সকল প্রকারের কর্মোপাসনাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।"—এই-কথা বলিয়া আমাদের ঠাকুর কি চমৎকার ইঙ্গিতই করিয়া গেছেন! কোনরূপে যো সো করিয়া তাঁহাতে সকল অর্পণ করিতে পারিলেই, তাঁহাকে এক আপনার মনে করিতে পারিলেই, সকল কর্ম সকল ভাবনা তাঁহার উদ্দেশে করিয়া যাইতে পারিলেই মানুষ কৃতার্থ হয়, একথা ঠাকুর যেমন বলিয়াছেন, গীতাকার শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে তাহাই পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলেরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥"*

---

† "কর্মের গতি বুঝা বড়ই কঠিন।" —গীতা, ৪।১৭

* "কর্ম কি এবং অকর্মই বা কি—এ বিষয় পণ্ডিতেরাও ঠিক বুঝতে পারেন না।" —গীতা, ৪।১৬

* "হে অর্জুন, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা খাও, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর—তাহা আমাতে অর্পণ কর। এইরূপে শুভাশুভফলপ্রসূ কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে এবং সন্ন্যাসযোগে যুক্তচিত্ত ও বিমুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে।"—গীতা, ৯।২৭-২৮

এমন সরল এমন সহজ উপদেশ লাভ করিয়াও আমরা তাহা জীবনে সম্পন্ন করিতে পারি না—ইহাই অতিশয় পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহার চিত্ত বিষয়ে লিপ্ত, সে যথাশাস্ত্র সকাম কর্ম করিয়া ও স্বধর্মাচরণ দ্বারা ক্রমশঃ শুদ্ধচিত্ত হইয়া নিষ্কামতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া ইহাকে কর্মযোগ বলা হইয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্রবিধিরও এত আদর—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।"†

ইহা শ্রীভগবদ্বাক্য, কিন্তু যো সো করে ভগবানে সব সমর্পণ করতে পারলে আর কোন চিন্তা, কোন ভয়-ভাবনাই থাকে না। অত শাস্ত্রহাঙ্গামাও পোহাইতে হয় না। অত খুঁটিনাটি কিছুই গোলমালের ধার ধারিতে হয় না। প্রভু আমাদের সুমতি দিন, আমরা যেন তাঁর প্রদর্শিত পথে চলিয়া অনন্ত শান্তির অধিকারী অতি সহজেই হইতে পারি। যেন সম্মুখে প্রতিহত পবিত্র গঙ্গাবারি ছাড়িয়া কুপোদকে প্রত্যাশা না করি। প্রভু আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। তুমি বেশ নিয়মমত জপাদি করিয়া আনন্দ পাইতেছ জানিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমার শরীর একভাবেই চলিয়াছে, তবে ক্রমে অধিকতর দুর্বল করিতেছে ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এখন আর ছাতু খাই না। রাত্রে ওটমিল খাইতেছি। তৈল ও মকরধ্বজ এখনও আছে, আবশ্যক হইলে লিখিয়া জানাইব। এখানেও বৃষ্টি অল্পই হইয়াছে, এখনও অনেক বৃষ্টি প্রয়োজন। প্রভু যেমন করিবেন সেইরূপই হইবে। এখানকার অন্যান্য কুশল। তোমার কুশল লিখিয়া মধ্যে মধ্যে সুখী করিবে। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৬২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কনখল, ১০।৯।১৪

শ্রীমান্—,

এবার অনেক দিন তোমার পত্র না পাওয়ায় মধ্যে মধ্যে খুব চিন্তা হইত।

---

† "যিনি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া ইচ্ছামত কর্ম করেন, তিনি সিদ্ধি বা সুখ বা শ্রেষ্ঠা গতি কিছুই লাভ করিতে পারেন না।" —গীতা, ১৬।২৩

কয়েক দিন হইতে বিশেষই উদ্বিগ্ন ছিলাম। গতকল্য তোমার পত্র পাইয়া সমাচার অবগতে প্রীত হইয়াছি।...আমার শরীর মধ্যে খুব খারাপ হইয়াছিল। এক নূতন ধরনের চিকিৎসা করাইতে গিয়া বিপরীত ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহাই মঙ্গলকর। আমাদের চেষ্টা অনেক সময় অন্যরূপই হইয়া যায়।

তুমি কর্মযোগ সম্বন্ধে অনেক নূতন ভাব জানিতে পারিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। ভাব হচ্ছে, সকাম নিষ্কাম যা হ'ক—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।"*

এই ভাবটা নিরন্তর মনে জাগরূক রাখিতে হইবে। আমার ভিতরে তুমি বাহিরে তুমি, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, যেমন চালাও তেমনি চলি। এই আর কি! এ কি একবারে হবে? অভ্যাস করতে হবে। করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে। সত্য সত্যই তখন তিনি যন্ত্রিস্বরূপ হয়ে দেহ যন্ত্রটাকে চালাবেন। "কোন্ কলের ভক্তিচোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে"—একথা নিশ্চিত। সমস্তই তিনি করছেন, আমরা বুঝতে পারি না বলে ভাবি আমরা কচ্ছি আর তাই কর্মের দ্বারা বদ্ধ হই। ভাতের হাঁড়িতে আলু পটোল লাফাচ্ছে, ছেলেরা মনে করে আলু পটোল আপনাআপনি লাফাচ্ছে। কিন্তু যারা জানে তারা বলে, নীচে আগুনের তেজে ওরা লাফাচ্ছে। আগুন টেনে নাও, সব ঠান্ডা—সেইরূপ আমাদের ভিতর চৈতন্যশক্তিরূপে, ক্রিয়াশক্তিরূপে তিনি থেকে সব কচ্ছেন। আমরা বুঝতে না পেরে বলি আমরা কচ্ছি। এ সংসারে আর কি কেউ আছে? একমাত্র তিনি নানা ভাবে বিরাজ করছেন, আমরা বুঝতে না পেরে তাঁকে না দেখে অন্য নানা দেখছি। তাঁকে দেখতে পারলে আর নানা দেখতে হয় না—ভুগতেও হয় না। সকলের ভিতর তিনি। সব তিনি। এই জ্ঞান পাকা হইলেই ছুটি। 'ব্যাধগীতা'য় ব্যাধ পূর্বজন্মেই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম থাকায় ব্যাধশরীর লাভ হয়। সুতরাং আপন জাতীয় কর্ম কর্তব্যবোধে করিতেন। তবে স্বয়ং হিংসাদি করিতেন না। অন্যের নিকট হইতে মাংস গ্রহণ করিয়া বিক্রয় করিতেন। মহাভারতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আর "যস্য

---

* ২৭।৭।১৪ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য।

নাহংকৃতো ভাবো”* ইত্যাদি যাহা লিখিয়াছ একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, অহংকার অর্থাৎ ‘আমি কর্তা’ এই বোধ যদি না থাকে, তাহা হইলে বন্ধন হইবে কোথা হইতে? ‘আমি’তে তো বন্ধন করে। “মুক্তি হবে কবে? আমি যাবে যবে”—‘আমি’ই নেই তো বন্ধন কোথা? নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু। যার ‘আমি’ যায় সে কেবল তাঁকেই দেখে; সুতরাং তার বন্ধন কি? ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৬৩) শ্রীহরিঃ শরণম্ কনখল, ২৩।৯।১৪

শ্রীমান্—,

তোমার ১লা আশ্বিনের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। আমার শরীর সেই একরূপই চলিতেছে, নূতন করিয়া বলিবার কিছু বিশেষ নাই। তবু মুখে গলায় মাথায় আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক বাহির হইয়া কষ্ট দিতেছে ও দিয়াছে—এই যা। ইহা বহুমূত্রেরই ফ্যাসাদ বই আর কিছু নয়। এইরূপে কারবাংকল হইয়া থাকে। হইলেই বা আর কি করিতেছি? প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে। তাঁহার পাদপদ্মে পূর্ণ মতিগতি থাকিলে কোন ভয়-ভাবনাই থাকে না, নচেৎ বিশেষ মুশকিল। পূজা আসিল। মহামায়ীর আরাধনা করিতে পারিলেই মঙ্গল। মা আপনি হৃদয়ে আসিলেই সব গোল মিটিয়া যায়—তা না হলে নিজের চেষ্টায় কিছু হওয়া শক্ত! তবে মন প্রাণ অর্পণ করতে না পারলে তাঁর দয়া হবে কেন? একবার তাঁকে পেলে তারপর সংসার-টংসার আর কিছুই করতে পারে না। সংসারেও তাঁকেই দেখতে পাওয়া যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, ‘তুমি কর্ম ধর্মাধর্ম মর্মকথা বোঝা গেছে।’ তিনিই যে সব হয়েছেন তখন বেশ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ছাড়া আর কিছুই থাকে না, সুতরাং সব আপদ মিটে যায়। দিন রাত খেতে শুতে উঠতে বসতে তাঁকে ডাক, তাঁর চিন্তা কর। একবার প্রাণভরে এইরূপ করে নাও দেখি। তারপর সব সোজা হয়ে যাবে দেখতে পাবে। শরীর ভাল থাকুক মন্দ থাকুক তাঁকে ডাকার বিরাম

---

* “যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥”

অর্থাৎ “যাহার অহং-ভাব নাই, যাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সে এই সমুদয় লোককে হনন করিলেও প্রকৃতপক্ষে হনন করে না, বদ্ধও হয় না।”—গীতা, ১৮।১৭

না হয়। বলবে ‘দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।’ এসব অভ্যাস করতে হয়, তবে তো হয়। অধিক আর কি লিখিব, আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে ও আপন কুশল জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৬৪) শ্রীহরিঃ শরণম্ কনখল—১।১০।১৪

শ্রীমান্—,

তোমার ১১ই আশ্বিনের এক পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। তুমি আমার ॰বিজয়ার আশীর্বাদ ও প্রীতিসম্ভাষণাদি জানিবে। এখানে ॰পূজার কয়দিন শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ঠাকুরের পূজা ভোগরাগ প্রভৃতির একটু পারিপাট্য থাকায় বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল। মহাষ্টমীর দিন প্রায় স্থানীয় সকল বাঙালী একত্রিত হইয়া আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ॰বিজয়ার রাত্রে মার নামগান প্রভৃতি করিয়া সকলেই নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করেন। ...আমি কিছুদিন পরে হৃষীকেশে যাইব মনে করিতেছি। ...এবার কিন্তু সাধুর ভাবে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে। দেখি, মা কি করেন। গতবারে রজঃপ্রধান ভাবে থাকিয়া তেমন সুখ হয় নাই। সাত্ত্বিক ভাবে থাকিতে পারিলে মনে একটা বিমল আনন্দ হয়। ...তোমার শরীর ভাল থাকে না জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইতে হয়। খুব ভজন করে যাও। মার কৃপায় সব উপদ্রব কাটিয়া যাইতে পারে। ভজন করা চাই। শরীর সুস্থ থাকুক আর অসুস্থই থাকুক ভজন বন্ধ করিবে না। পরে দেখিতে পাইবে, সকল বিঘ্ন দূর হইয়া গেছে। চেপে কিছুদিন নিরন্তর ভজন কর দেখি, শরীর টরীর সব ভাল হয়ে যাবে। মন শুদ্ধ হলেই শরীরও নীরোগ হয়ে যায়। ভজনই কেবল মন শুদ্ধ করিতে পারে। ভজন কর, ভজন কর। নিষ্কাম ভজনই ভজনের সার। তাঁতে প্রীতি ভক্তি ভালবাসা করিতে হবে। তা হলেই অন্য সব জিনিস থেকে মন আপনিই উঠে যাবে। শরীরের জন্য তখন আর তত চিন্তা থাকবে না। মার চিন্তাই কেবল প্রবল থাকবে। আর তা হলেই আনন্দ। অধিক আর কি বলিব? আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৬৫) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ৬।১১।১৪

শ্রীমান্—,

তোমার ১লা তারিখের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। তুমি আজকাল একটু ভাল আছ ইহা জানিয়া আমার অতিশয় আহ্লাদ হইল। প্রভুর কৃপায় এইরূপ সুস্থ থাক ও তাঁহার ভজনে মন নিয়োগ কর—তাহা হইলেই মঙ্গল। সুখ দুঃখ সংসারে লাগিয়াই থাকে, কোথায় কাহাকে কবে ইহাদের হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত দেখিয়াছ? তা হইবার জো নাই। সংসার দ্বন্দ্বময়। কেবল সেই পরমাত্মার ভজন দ্বারাই জীব দ্বন্দ্বমুক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ সুখ দুঃখ হইবে না এমত নহে, পরন্তু উহা তাঁহার কৃপায় তাঁহাদিগকে অধীর করিতে পারিবে না। সেই জন্যই ভগবান বলিতেছেন, "তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।"* কই, সুখ দুঃখ হইবে না এমত তো বলিলেন না? বরং বলিলেন, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেই সুখ দুঃখ হইবে; তবে তাহারা চিরস্থায়ী নহে—হইবে আবার চলিয়া যাইবে; সুতরাং তাহাদিগকে সহ্য কর। সহ্য করা ভিন্ন আর অন্য উপায় থাকিলে ভগবান নিশ্চয়ই তাহা তাঁহার অর্জুনের ন্যায় প্রিয় ভক্ত ও শিষ্যকে বলিতেনই বলিতেন। সুতরাং পরমহংসদেবও বলিয়াছেন, "শ ষ স অর্থাৎ সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর"; যেন মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছেন যে, ইহা ছাড়া আর উপায় নাই। কারণ আবার বলিতেছেন, "যে সয় সে রয়, যে না সয়, সে নাশ হয়।" অতএব আমাদের সহ্য করিতেই হইবে। সহ্য করাই বাহাদুরি। দুঃখ কষ্ট তো হইবেই—তবে আর হায় হায় করিয়া কি ফল?

সহ্য করিয়া লইলে বরং ঐ হায় হায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি। তাই মহাজ্ঞানী ও ভক্ত শ্রীযুক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"দেহ ঘরকি দন্ডাহি সব কাহুকা হোয়।
জ্ঞানী ভোগ্‌তে জ্ঞানসে মূরখ ভোগ্‌তে রোয়॥"

অর্থাৎ দেহধারণ করিলে সকলকেই দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, জ্ঞানী অজ্ঞানীর ইহাতে ভেদ নাই; তবে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী ঐ দুঃখ জ্ঞানপূর্বক অর্থাৎ ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য জানিয়া স্থিরভাবে ঐ দুঃখ ভোগ করেন, আর মূর্খ অজ্ঞানী যে সে ইহা বুঝিতে না পারিয়া কাঁদাকাটা হায় হায়

---

* হে অর্জুন, সেইগুলি সহ্য কর। —গীতা, ২।১৪

করিয়া কাতর হয়। সর্বদা ঠাকুরের কথা মনে করিবে যে, "দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো"—তাহা হইলে আর দুঃখ কষ্টে মুহ্যমান হইতে হইবে না। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৬৬) শ্রীহরিঃ শরণম্ কনখল, ১১।১০।১৪

প্রিয় গিরিজা,

অনেকদিন পরে আজ সকালে তোমার একখানি পোস্টকার্ড পাইয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। মধ্যে মধ্যে অবশ্য তোমাদের সংবাদ না পাইতাম এমন নহে—তবে সাক্ষাৎ তোমাদের নিকট হইতে পাইলে যতটা আনন্দ হয় তেমন কি আর অন্যের নিকট হইতে শুনিলে হয়? যাহা হউক, তোমরা বেশ ভাল আছ জানিয়া প্রীত হইলাম। কাল রাত্রে শ্যা—এখানে আসিয়া পেঁৗছিয়াছে ও প্রাতে তাহাকে দেখিয়াছি ও তাঁহার প্রমুখাৎও তোমাদের বিষয় সব শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। শ্যা—আজই মঠাভিমুখে রওয়ানা হইবে বলিতেছে। এবং তাহাই ভাল। কালিকানন্দ প্রভৃতি কেহই এখনও এখানে আসিয়া পেঁৗছায় নাই। কেদারবাবা একমাসের উপর হইল মিরাট গিয়াছে। প্রায়ই তাহার পত্র আসিয়া থাকে। সেখানে যাইয়া তাহার শরীর বেশ ভাল হইয়াছে। তবে সেখানে যে আর অধিক দিন থাকিবে তাহা বোধ হয় না। আমার শরীর ভাল নাই, ক্রমেই অধিকতর দুর্বল করিতেছে। একটা পরিবর্তন করিতে পারিলে ভাল হইত। মহাপুরুষ আলমোড়া যাবার জন্য লিখিয়াও ছিলেন; কিন্তু সম্মুখে শীত বলিয়া অনেকে এখন পর্বতে যাইতে নিষেধ করিতেছে। দেখি কিরূপ হয়—এখনও কিছু নিশ্চয় করিতে পারি নাই। ওখানকার স্বাস্থ্যও অল্প দিনের মধ্যেই বেশ ভাল হইয়া যাইবে এবং হৃষীকেশে যাইবার দিনও আগতপ্রায়। মার মনে যা আছে হইবে এবং ভালই হইবে সন্দেহ নাই। তোমরা শীঘ্রই উত্তর-কাশী ত্যাগ করিয়া দেশের দিকে আসিবে জানিয়া খুশী হইয়াছি। এখন সেখানে ক্রমেই অত্যন্ত শীত পড়িতে থাকিবে। অনেক সাধুই সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। ইচ্ছা করিলে নবরাত্র তোমরা সেখানে অক্লেশে করিয়া আসিতে পারিবে। আহারাদির কোন কষ্ট হইবে না। ভজনই সার, খুব ভজন কর, মন তাঁতে মগ্ন হোক—এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীশ্রীমা শুনিতেছি এবার শীতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিবেন এবং শ্রীমহারাজও নাকি 'পূজার

পর ঐরূপ করিবেন। তবে সঠিক খবর পাই নাই। অন্যান্য সংবাদ কুশল। নলিন ও ফণিকে আমার শুভেচ্ছাদি জানাইবে ও তুমি নিজে জানিবে। কিমধিকমিতি।

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৬৭) শ্রীহরিঃ শরণম্ ৺কাশী, ১৯।১১।১৪

প্রিয়—,

তোমার ৯ই তারিখের পোস্টকার্ড যথাসময়ে পাইয়াছিলাম।...কর্ম না করিয়া থাকা তোমার স্বভাবে ভাল লাগিবে না; সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সাধারণের কল্যাণচেষ্টায় কর্ম করিলে তুমি ভালই থাকিবে এবং তাহাতে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব যথাসাধ্য কর্ম করিয়া ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিতে যত্নপর থাকিবে। কর্ম না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভগবানের চিন্তা করা অতিশয় কঠিন এবং তাহা সকলের জন্য নহে। মনকে স্থির করিয়া নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবাকার্যে নিযুক্ত থাক, ইহা হইতেই তোমার সমস্ত মঙ্গল হইবে। তবে আপনাকে যন্ত্রস্বরূপ জানিবে এবং তিনি যন্ত্রী—এ বিশ্বাস দৃঢ় রাখিবে। তাহা হইলে আর কোন গোল থাকিবে না। সর্বদা প্রার্থনাশীল হইবে। হাতে কর্ম করিবে এবং মনে মনে প্রার্থনা করিবে যে, তিনি যেন সর্বদা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরিচালিত করেন। তাহা হইলে কোন ভয় থাকিবে না। তিনি অন্তর্যামী ও মংগলময়, সকল মঙ্গল বিধান করিবেন—নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার প্রিয় কর্ম করিয়া যাও। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৬৮) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা ৺কাশী, ৩১।১২।১৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

প্রিয়তম মহারাজ, শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু (মুন্সেফ) খৃষ্টমাসের ছুটিতে তাঁহার পিতামাতাকে দর্শন করিতে ৺কাশীধামে আসিয়াছিলেন। যতদিন এখানে ছিলেন রোজ আমাদের নিকট আসিতেন। এখান হইতে যাইবার দুই কি তিন দিন পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় এবং বিনানুরোধে তাঁহার পুস্তকের স্বত্ব আমাদের নামে লিখিয়া দিয়া গেছেন। আমি উহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিতেছি। আমি তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেও তিনি বলিলেন যে, তাঁহার শাস্ত্র বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছা নাই এবং যদি ইহা দ্বারা আমাদের কিছু

সেবা হয় তাহা হইলে তিনি এ বিষয়ে তাঁহার সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিবেন। তিনি এস. কে. লাহিড়ী কোম্পানিকে এক পত্র লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং আর একখানি পত্র আমাদের নিকট দিয়াছেন। এই পত্র লইয়া যে কেহ তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের নিকট গচ্ছিত পুস্তক লইয়া আসিতে পারিবে। ডাকযোগে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতেও এই কথা লেখা আছে। আমি তাঁহার দুইখানি পত্র এই পত্রের সহিত পাঠাইলাম। আপনি যেমন ভাল বুঝিবেন সেইরূপ করিবেন। তাঁহার তৃতীয় পুস্তকখানিও তিনি সম্পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে দিবেন। সেখানি তাঁহার মনোমত আমাদিগকে ছাপাইয়া লইতে হইবে, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গেছেন। আমার শরীর দুর্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসায় অনেক ভাল বোধ হইতেছে। রোজ যে জ্বর হইত তাহা আর হয় না এবং কাশিও নাই বলিলেই হয়। প্রস্রাবের পীড়ার জন্যও ঔষধ দিয়াছেন ও বলিতেছেন উহাও আরোগ্য হইয়া যাইবে। এখন প্রভু যা করেন। মহাপুরুষ ভাল আছেন এবং এখানকার অন্যান্য সকলে ভাল। সকলেই আপনি আবার কতদিনে এখানে আসিবেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। আপনি মঠে শারীরিক ভাল আছেন—এ সংবাদে আমরা সকলেই বিশেষ আনন্দিত এবং তজ্জন্য প্রভুকে প্রার্থনা জানাইতেছি। মঠে স্বামিজীর উৎসবের জন্য নিশ্চয়ই খুব আয়োজন হইতেছে। এখানেও তাহার জন্য আয়োজন চলিতেছে। অন্যান্য সংবাদ কুশল। শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম জানাইতেছি। আপনি আমার প্রণাম ও হৃদয়ের ভালবাসা গ্রহণ করিবেন। ইতি—

দাস, শ্রীহরি

(৬৯) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ৬।১।১৫

শ্রীমান্—,

...এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥"* ইত্যাদি

শ্রীভগবান্ গীতায় জীবের এই স্বরূপ বলিয়াছেন—জীব তাঁহার অংশ, এই

* গীতা, ১৫।৭

শরীরে থাকিয়া বিষয় ভোগ করেন এবং মৃত্যুকালে মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে সঙ্গে করিয়া দেহ হইতে নির্গত হইয়া যান। পরে যথাকর্ম যথাজ্ঞান ভোগ-অন্তে আবার শরীর ধারণ করেন—কর্মফল ভোগ করিবার জন্য। এইরূপে যাবৎ জ্ঞান লাভ না হয়, ততদিন জন্মমরণ-ভোগ। মন ইন্দ্রিয়ের রাজা, ইহার সাহায্যেই সকল ইন্দ্রিয় কর্ম করিয়া থাকে, আর প্রাণ জাগ্রত থাকিয়া মন নিদ্রিত হইলেও শরীরকে ধারণ করিয়া থাকেন। প্রাণ হইলেন দেহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাঁহার অবর্তমানে এই শরীর মৃত এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। জীব, মন, প্রাণ ইহারা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন; সৃষ্টিতত্ত্ব সাংখ্যদর্শনে ব্যাখ্যাত আছে, মহাভারতে অনেক স্থানে দেখিতে পাইবে, বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতিতে তো আছেই। গীতাতেও আছে, মনঃসংযোগপূর্বক দেখিলেই দেখিতে পাইবে। সৃষ্টির ক্রম সকলের মতে একরূপ নহে। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। মূলে সকলেরই ঐকমত্য আছে। যোগবাশিষ্ঠে সকল কথা খুব স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। পড়িয়া দেখিলে অনায়াসে বোধগম্য হইবে। স্বামিজীর উৎসব আগতপ্রায়। অন্যান্য সংবাদ কুশল; আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৭০) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ২০।১।১৫

শ্রীমান্—,

তোমার ১৫ই তারিখের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি।...তোমার কার্যের প্রসার ও প্রসিদ্ধি হইতেছে—ইহাতে আমি ভারী খুশী। প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া কার্য করিলে সিদ্ধি হইবে—তবে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমচিত্ত হইয়া কার্য করাই আদর্শ ও লক্ষ্য, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার অধীন হইয়া তাঁহার প্রীত্যর্থে তাঁহারই সেবা করিতেছ—এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া কার্য করিলে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভজন হইতেছে জানিবে। কার্য সুচারু ও যথাযথ করিবার জন্য তাঁহার ধ্যান-জপের প্রয়োজন, তাহাও করিতে ভুলিবে না। কাজ করিয়া যাও, যেমন করিতেছ—কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই।...শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৭১) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ১৯।২।১৫

শ্রীমান্ দে—,

...স্বাস্থ্য ভাল না থাকার দরুনই বোধ হয় মন তত ভাল থাকিতে পায় না। উভয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত সন্নিকট, তথাপি যাহাতে ঈশ্বর স্মরণ করিতে পার, স্বতঃপরতঃ সে চেষ্টা করা চাই। আপনার কল্যাণ আপনি না করিলে অন্য কেহ করিতে পারে না।

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্ নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"*
"জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্।
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু॥"†

—ইত্যাদি অভ্যাস করিতে হয়। শুষ্ক বিচারের কর্ম নয়, ভগবৎকৃপার প্রার্থনা করিতে হয়, তবে হয়। প্রার্থনা প্রাণ মন এক করিয়া করিতে হয়। ভিতরের প্রার্থনাই প্রার্থনা। ভগবান অন্তর্যামী—অন্তরের সকল কথাই জানেন। সরল প্রাণে তাঁহার শরণ লইতে হয়। তুমি সকলই জান এবং আমিও অনেক বলিয়াছি। অধিক আর কি বলিব। সকল বিষয়েরই সময়ের অপেক্ষা আছে। প্রভু বড়ই দয়ালু। তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিলেও কাজ হয়। এক্ষণই না হইলেও কোন সময় হইবেই ইহাতে সন্দেহ নাই। দ্বারে পড়িয়া থাকিতে পারিলেই মঙ্গল। সর্বদা প্রার্থনা করিবে, যাহাতে তাঁহার প্রতি ভক্তি হয়। তাঁকে ভালবাসতে পারলে অন্য বিষয়ের আসক্তি আপনি দূর হইয়া যায়। একবার যদি তাঁহার প্রতি ভক্তির আস্বাদ মিলে তো আর অন্য রস ভাল লাগে না। যাহাতে সেই ভক্তিলাভ হয়, তজ্জন্য প্রাণ মন উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা না হইলে এমনি কি হইতে পারে? আপনি না করিলে অন্য কেহ কিছু করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি— শ্রীতুরীয়ানন্দ

* "আপনি আপনার উদ্ধার করিবে, আপনাকে অবসন্ন করিবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু।" —গীতা, ৬।৫

† "জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখরাশির প্রতি দোষদর্শন, বিষয়সমূহে অপ্রীতি, পুত্র, পত্নী ও গৃহ প্রভৃতিতে অনাসক্তি।" —গীতা, ১৩।৯-১০

(৭২) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ৭।৩।১৫

শ্রীমান্—,

স্বামী শিবানন্দ মহারাজ এখনও মঠ হইতে এখানে প্রত্যাগমন করেন নাই। গতকল্য তাঁহার পত্র পাইয়াছি। তিনি রাঁচির উৎসব দর্শন করিয়া মঠে ফিরিয়াছেন। পাঁচ সাত দিনে এখানে আসিতে পারেন। রাঁচির উৎসব বিশেষতঃ সেখানকার ভক্তদিগের ভাব ও কার্য দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

ক্রমেই তাহাদিগের সদ্ভাবের বৃদ্ধি হইতেছে এবং তাহাদিগের দৃষ্টান্তে অন্যান্য অনেকেরই উন্নতি হইতেছে। হইবে না-ই বা কেন? ভগবানে ভক্তি করিলে এইরূপই হইয়া থাকে। তিনি স্বয়ং গীতায় ইহা বলিয়াছেন,

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥"*

—হে পার্থ, আমাকে যাহারা আশ্রয় করে তাহারা যেমনই কেন হউক না, মহা পাপযোনি হইতে উৎপন্ন অথবা স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র যে কেহ হউক, আমাকে আশ্রয় করিলে উত্তম গতি লাভ করিবেই করিবে। আর উত্তম যোনি হইতে যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমার শরণ লইলে যে উদ্ধার পাইবে তাহাতে আর সংশয় কি? এইরূপ বলিয়া পরে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া বলিতেছেন,

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।"†

—অনিত্য ও দুঃখময় জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল আমারই ভজনা কর। কারণ, ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আমার ভজন ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই।

আমি তোমার সিদ্ধান্ত কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই। তুমি লিখিয়াছ, "গীতায় দেখিতে পাই—'ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্।'—বহু আয়াস-যুক্ত যে কর্ম তাহা রাজসিক কর্ম এবং রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ।" এই পর্যন্ত লিখিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়াছ—"আমার এ সিদ্ধান্ত ঠিক কি না লিখিবেন।" ইহার মানে কি আমি এই বুঝিব যে, বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইয়া কষ্ট পাইতে হয়, অতএব বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইবার প্রয়োজন নাই, উহা রাজস সুতরাং উহার ফল দুঃখ? এই তোমার সিদ্ধান্ত নাকি?

---

* গীতা, ৯।৩২ † গীতা, ৯।৩৩

তুমি গীতা হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছ, তাহা শ্রীভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে গুণভেদে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা তিন প্রকারের—ইহা দেখাইবার জন্য উহা বলিয়াছেন। তুমি মাত্র অর্ধশ্লোক উঠাইয়াছ, তাহাতে তাৎপর্য বুঝিবার বাধা হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক কর্ম দেখাইয়া রাজস কর্ম দেখাইবার জন্য বলিলেন,

"যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসম্ তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥"*

অর্থাৎ যে কর্ম সকামভাবে অথবা অহঙ্কারের সহিত বহু কষ্টে কৃত হয়, তাহা রাজস কর্ম। বহু আয়াস অর্থাৎ চেষ্টা যত্ন করিয়া আয়োজন করিতে হয়, এমন কর্ম হচ্ছে রাজস কর্ম। নতুবা ভজনে দুঃখ আছে, অতএব উহা রাজস, সুতরাং উহা করা উচিত নয়—এই যদি তোমার সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে আমি আর কি বলিব?...

আবার লিখিয়াছ, "এত দিন কত দেখিলাম শুনিলাম তথাপি কেন যে মন সত্য বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় না ইহাই দুঃখের বিষয়।" তুমি আর কত দিন দেখিলে শুনিলে? যযাতি দশ হাজার বৎসর পুত্রের যৌবন লইয়া বিষয়-উপভোগান্তে অতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥"* ইত্যাদি

অর্থাৎ আগুনে ঘৃতাহুতির মত কাম্যবস্তুর উপভোগে কামনার শান্তি না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে, ইত্যাদি। অতএব "তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ" অর্থাৎ তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ এবং তাহাতেই সুখ। ইহাই হচ্ছে শাস্ত্রানুযায়ী সিদ্ধান্ত। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৭৩) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ১০।৩।১৫

প্রিয়—,

তোমার ৪ঠা তারিখের পোস্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি...তুমি [illegible] এবং আপনার কাজে স্থির থাকিতে মনস্থ করিয়াছ জানিয়া প্রীত

---

* [illegible]

* [illegible] ১০।১২; অথবা মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ১৪

হইয়াছি। ঐ কার্যে উন্নতি করিবার চেষ্টা কর। ঠাকুরের কৃপায় অবশ্য সফল হইবে। স্বাধীনভাবে কাজ করিবার তোমার ইচ্ছা জানিয়াই তো আমি তোমাকে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতে কহিয়াছি। আপনার মনের মত কাজ করিতে পারিলে লোকে যত স্বচ্ছন্দ বোধ করে, তেমন কি আর অন্যের অধীনে থাকিলে হয়? প্রথম প্রথম একলা বোধ করিলেও ক্রমে অভ্যাস হইয়া যাইবে, এবং অন্যে তোমার সহিত যোগ দিতে পারিবে। লেগে থাকাই হ'ল কাজ এবং বড় শক্ত। কিন্তু যেমন করে হ'ক লেগে পড়ে থাকতে পারলে শেষে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হওয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

শ্রাদ্ধে বা বিবাহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর না—ইহা ভালই কর। ঠাকুর বলিতেন, শ্রাদ্ধান্ন গ্রহণ করিলে ভক্তি দূর হইয়া যায়। লোকে যখন জানিবে যে, তুমি শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর না, তখন আর তাহারা তোমাকে জিদ করিবে না, অথবা ইহার জন্য ক্ষুণ্ণও হইবে না। শ্রাদ্ধান্নাদি গ্রহণ না করাই ভাল।

যত পার লোকের উপকার করিবার চেষ্টা করিবে, তদ্দৃষ্টান্তে আরও কত লোক উহা শিক্ষা করিবে। কোন কামনা মনে রাখিবে না, নারায়ণসেবা ভিন্ন অন্য কোন ভাব হৃদয়ে স্থান দিবে না, তাহাতে সর্বপ্রকার কল্যাণ হইবে। নাম যশ ইত্যাদি সব ভগবানে অর্পণ করিবে। শরীর মন দ্বারা যে সেবা করিতে পারিতেছ, ইহার জন্য প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বারম্বার তাঁহার চরণে প্রণতি জানাইবে এবং তিনি হৃদয়ে থাকিয়া সর্বদা চালিত করুন, অকপট ভাবে এই প্রার্থনা করিবে।

সমস্ত স্ত্রীজাতিতে ব্রহ্মময়ী জগজ্জননীর প্রতিমূর্তি জানিয়া তাঁহাদের যথাশক্তি সেবা করিলে কোন ভয় থাকিবে না। মাতৃভাব ব্যতিরেকে যেন কদাচ অন্য ভাবের উদয় না হয়—সাবধান। তোমার ব্যবহার যখন সকলে জানিতে পারিবে, তখন আর কেহই দুঃখিত বা বিরক্ত হইবে হইবে না, বরং প্রীত হইবে। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৭৪) * শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ২২।৩।১৫

শ্রীমান্—,

এবারও তোমার ধারণা আমার সমীচীন মনে হইতেছে না। সুতরাং যেমন বুঝি তেমনি লিখিতেছি, মনে করিও না যে অসন্তুষ্ট হইয়াছি। সত্ত্বগুণ

অনাময় অর্থাৎ নিরুপদ্রব, শান্ত ইত্যাদি সত্য। কিন্তু সকলেই তো সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন নয়। যিনি তমোগুণে আছেন, তাঁহাকে রজোগুণের মধ্য দিয়া সত্ত্বে পেঁছিতে হইবে এবং রজোগুণযুক্ত পুরুষও রজঃকে অভিভূত করিয়া সাত্ত্বিক হইতে পারিবেন। শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অনাময়, রজোগুণ শ্রমাত্মক ও তমোগুণ মোহাত্মক এইমাত্র জানিলেই হইবে না। আপনাতে সত্ত্বোদ্রেক করিতে হইবে তো? সাধন-ভজনাদি কর্মও যদি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া করা যায় তাহা হইলে উপকার না হইয়া অপকার করিতে পারে সত্য। সেইজন্য গীতাদি শাস্ত্রে "শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ,"* "যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু"† ইত্যাদি উপদেশ।

অতিরিক্ত পরিশ্রম করা ভাল নহে, তাই বলিয়া গয়ংগচ্ছও যে ভাল, একথা ঠিক নয়। বরং আমি এই শরীরেই মুক্ত হব, এইরূপ উৎসাহ করিতে ঠাকুর উপদেশ দিতেন। কোন ব্যক্তিবিশেষকে শীর্ণ দেখিয়া ঠাকুর কি বলিতেছেন, তাহা সকলের জন্য প্রযুক্ত মনে করা ঠিক নয়। নিয়মিত ভজন-সাধন করাই, স্বামিজীর কেন, সকলেরই অভিমত। বুদ্ধদেবের কথা কি বলিব? তিনিই বলিয়াছিলেন, "ইহাসনে শুষ্যতু যে শরীরম্ ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।"* ইত্যাদি অর্থাৎ এই আসনেই আমার শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক্ অস্থি মাংস প্রলয় হউক, বহুকল্পদুর্লভা বোধি লাভ না করিয়া আমি আর এই আসন হইতে বিচলিত হইব না। বুদ্ধদেবের কঠোরত্বের কথায় আর কাজ কি? এইরূপ অনেকেরই অর্থাৎ যাঁহারা কিছু লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রাণপাতী সাধন না করিয়া পান নাই। "সনাতন, কৃষ্ণধন কি সহজে মেলে?"—শ্রীচৈতন্য-দেবের বাক্য। হরিদাস প্রভৃতির নাম-সাধন জান? কি ভাবে দিন রাত কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে! সনাতন গোস্বামীর ভজনপরিপাটি পড়িয়া দেখ, দেখিবে

---

* "ধীরে ধীরে উপরত হইবে"।—গীতা, ৬।২৫

† "পরিমিত আহারবিহারপরায়ণ, কর্মসম্বন্ধে নিয়মিতচেষ্টাসম্পন্ন"।—গীতা, ৬।১৭

* "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥" ললিতবিস্তর।

ভগবানের জন্য কি করিতেছেন। শরীর তো চিরস্থায়ী নয়, একদিন যাইবেই। ভজন-সাধনে যায় তো অহো ভাগ্যং! তবে না পারলেই ঐ কথা—"সর্বমত্যন্ত-গর্হিতম্।"†

পারি নি বলে যে, যা তা বলা, তা কেমন করে হয়। ভগবদ্ভজনে শরীর-পাত করতে পারলে, তার বাড়া আর নাই—একথা একশ বার বলিব।

"ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ"*—পাতঞ্জল যোগসূত্রের সমাধিপাদে আছে।

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচকৈব।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সেবয়ৈব
স্বাদী পুনর্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥"

কৃষ্ণনাম-চরিতাদি সিতা কি-না শর্করা, যাহাদের জিহ্বা অজ্ঞানরূপ পিত্তদোষ-দুষ্ট তাহাদিগের ভাল না লাগিতে পারে; কিন্তু আদরপূর্বক রোজ রোজ উহা সেবন করিলে ক্রমে উহা স্বাদু বোধ হয় এবং উহাতেই ঐ পিত্তরোগও দূর হইয়া যায়। অন্যান্য সংবাদ কুশল। তোমার কুশল প্রার্থনীয়।...

প্রভুর কৃপায় তোমরা তাঁহার কার্যে প্রাণ মন অর্পণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে তাঁহাতেই মগ্ন হইয়া যাও, জীবন ধন্য হউক, তাঁহার নিকট ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

তোমরা কেন চিন্তা কর? প্রভু তোমাদের সব ঠিক করিয়া দিবেন। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

† অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্॥

"যে কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা যায়, তাহার পরিণাম অনিষ্টকর।"

—চাণক্য শ্লোক, ৪৮

* "ব্যাধি, চিত্তের কার্যকারিতাশক্তির অভাব, সংশয়, সমাধির উপায়ের অনুষ্ঠান, আলস্য, সর্বদা বিষয়তৃষ্ণা, ভ্রান্তি, সমাধিভূমির অপ্রাপ্তি এবং সেই সমাধিভূমি প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে চিত্ত স্থির না হওয়া—এই সকল অন্তরায়। ইহারা চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায়।"

—সমাধিপাদ, ৩০

(৭৫) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৪।৫।১৫

শ্রীমান—,

...শরীর থাকিলেই সুখ-দুঃখ লাগিয়া থাকিবে—"ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি।"* ইহা বেদবাক্য। তবে শরীর শরীর করিয়া জীবনকাটানও ভাল নহে, ইহাও বেদই আজ্ঞা করিয়াছেন। "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।"† অর্থাৎ এই শরীরের মধ্যেই আত্মা অশরীরী আছেন, তাঁহাকে প্রিয় অপ্রিয় কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। আমি শরীর—এই ভাবনা করিয়াই তো সুখ-দুঃখে জর্জরীভূত। আমি শরীর নহি, আমি অশরীরী আত্মা—এই ভাবনা করিয়া সুখ দুঃখের পারে যাইবার যত্ন করিতে চেষ্টা করা মন্দ নয়। ইহাতে অনেক কষ্টের লাঘব হয়, সন্দেহ নাই।

এ সংসারে সমস্তই চিন্তার ফল। যে যেরূপ চিন্তা করে, সে সেইরূপ হয়। সর্বদা শরীর-ভাবনার চেয়ে অন্ততঃ সময় সময় অশরীর চিন্তা করা অভ্যাস করিলে বহু কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা। প্রভু যীশু বলিয়াছেন, "He that has, to him shall be given. He that has not, from him shall be taken even what he has"—অর্থাৎ যাহার আছে তাহাকে আরও দেওয়া হইবে। আর যাহার নাই তাহার কাছ থেকে যাহা আছে তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইবে। ভারি সত্য কথা। আমাদের ঠাকুরও বলিতেন, "যে সর্বদা বলে 'আমার কিছু হলো না', 'আমি পাপী' ইত্যাদি, তাহার কিছু হয়ও না এবং সে পাপীই হইয়া যায়।"

অতএব হতাশ হইতে হইবে না বরং এই ভাব আনিবার চেষ্টাই করিতে হইবে যে, আমি ভগবানের নাম করিতেছি আমার ভয় কি? তাঁর কৃপায় আমার সকল বালাই চলিয়া যাইবে। 'জয় মা কালী' বলে তাল ঠুকে তাঁর নাম, তাঁর চিন্তা করতে লেগে যাবে। তা হলে বল আসবে। পড়ে থাকলে আরও পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে। একবার তেড়ে-ফুঁড়ে উঠতে পারলে আর পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয় না, তখন আবার বেড়াতে ইচ্ছে হয় এবং জোরও আসে। তাই যীশু ঐ কথা

* "সশরীর ব্যক্তির (অর্থাৎ যাহার দেহে আত্মবুদ্ধি আছে এমন ব্যক্তির) প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ ভালমন্দের হাত হইতে অব্যাহতি নাই।"—ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৮।১২।১

† ছান্দোগ্য, ঐ

বলিয়াছেন যে, যার আছে তাকে দেওয়া হবে, যার নেই তার কাছ থেকে যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে। খুব উৎসাহ চাই। ঠাকুর মিনমিনে ভাব পছন্দ করতেন না, ডাকাত-পড়া ভাব ভালবাসতেন। তাই স্বামিজী অকাতরে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"* ইত্যাদি প্রচার করে গেছেন। কিছু ভয় নাই, তাঁকে ডাকো—তিনি সব ঠিক করে দেবেন। তিনি তো আর পর নন। তিনি আপনার হতে আপনার—এইটি ঠিক ঠিক ভিতর থেকে জেনে তাঁকে প্রার্থনা করো, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। শরীর এই আছে এই নেই, তিনি কিন্তু চিরদিনের, তাঁকে আপনার করা চাই।

...নিরুৎসাহ হইও না, খুব মনের বল আনিবে এবং সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করিবে। তিনিই সকলের আশ্রয়। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হও। ভয় ভাবনা আপনি চলিয়া যাইবে এবং হৃদয়ে নব বলের সঞ্চার হইবে। জয় গুরু মহারাজজী কী জয়! আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। কিমধিকমিতি শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৭৬) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৩।৬।১৫

প্রিয়—,

আমাকে দু-এক লাইনে পত্রের উত্তর দিতে লিখিয়াছেন। কথিত আছে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী য—রী র—লা ই—রং ন—য় এই কয়েকটি অক্ষর লিখিয়া এক ব্রাহ্মণের হস্তে তাঁহার ভ্রাতা সনাতনকে এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতেই সনাতন তাঁহার ভ্রাতা রূপের হৃদ্গতভাব অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমার সে প্রকার শক্তি কোথা? য—রী র—লা ই—রং ন—য় ইহার সমস্ত অর্থ এই—

য—রী=যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
র—লা=রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ই—রং=ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনঃ স্থিরং
ন—য়=ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥*

* "(অজ্ঞাননিদ্রা হইতে) উত্থিত হও, জাগ্রত হও, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ-সমীপে যাইয়া সম্যক্ জ্ঞানলাভ কর।"—কঠ উঃ, ১।৩।১৪

* "শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী এখন কোথায়, রামচন্দ্রের অযোধ্যাই বা কোথায়, ইহা চিন্তা করিয়া নিজের মন স্থির কর, এই জগৎ নিত্য নহে, ইহা নিশ্চয় কর।"

এই কয়েক ছত্রই অবশ্য রূপের ভ্রাতার পক্ষে যথোচিত ও পর্যাপ্ত হইয়াছিল। কারণ তিনি বিষয়মদে মত্ত থাকিয়া জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন। কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র। যেহেতু আপনি নিশ্চয় জানিয়াছেন যে, সংসারটা ছেলেখেলা মাত্র। ইহাতে সার কিছুই নাই। কেবল প্রভুই ইহার সার সর্বস্ব। আর তাঁহার ভজন করাই যে জীবের একমাত্র কর্তব্য ইহাও তাঁহার কৃপায় আপনার স্থির ধারণা হইয়াছে। অতএব "ন সদিদং জগদিত্যবধারয়" আর আপনাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্"*—একথা যে মাথার দিব্য দিয়া যেন ভগবান গীতায় বলিয়াছেন ইহা আপনি বিশেষই অবগত আছেন।— তবে—

"অশ্বত্থমেনম্ সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং॥"†

এইটা প্রাণভয়ে করতে পারছেন না বলে যে এই আক্ষেপ ও অনুযোগ তাহা বুঝিতে পারিতেছি। পূর্বে পূর্বে অনেক মা-র সন্তানেরা যে এরূপ করিতেন তাহা শ্রীরামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি মহাজনদিগের গীত হইতে দেখিতে পাই। কিন্তু ইহাও আবার দেখিতে পাই যে, মা যেমন রাখেন সেই ভাল, একথাও তাঁহারা বারম্বার বলিয়াছেন। তাঁহারা চাহিতেন কেবল মাকে মনে রাখিতে—তা যে অবস্থাতেই মা তাঁদের রাখুন না কেন। ঠাকুর গাহিতেন—

"যখন যে ভাবে কালী রাখ মা আমারে।
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে॥
ভস্মবিভূতিভূষণ কিম্বা মণিকাঞ্চন।
তরুতলে বাস কিম্বা রাজসিংহাসনোপরে॥"

এবং বলিতেন, "বেড়ালছানাকে তাহার মা কখন ছাইগাদায় কখনও বা গদির উপর রাখে; ছানার কিন্তু মা মা ভিন্ন অন্য বোল নাই।" আরও বলিতেন, "মা জানে কোথা রাখলে ছানার ভাল হবে।" মঙ্গলময় তিনি যা করেন সব ভালরই

* "(অতএব তুমি) অনিত্য অসুখকর এই লোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা কর।" —গীতা, ৯।৩৩

† "তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা এই দৃঢ়মূল সংসার-বৃক্ষকে ছেদন করিয়া তাহার পর সেই পরমপদকে অন্বেষণ করিবে।"—গীতা, ১৫।৩-৪

জন্য। ভক্ত কিছু চান না। তাঁহারা সালোক্য সামীপ্য প্রভৃতি "দীয়মানম্ ন গৃহ্ণন্তি"।* পরন্তু তাঁহারা কেবল প্রভুর সেবা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। একথা আপনার ভালই জানা আছে। আমাদের ঠাকুর 'পাপ' কথাটা সহ্য করতে পারিতেন না। কাহাকেও পাপী ভাবিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিতেন। বরং এইরূপ শিক্ষা দিতেন ভাবতে যে, আমি তাঁর নাম করেছি আমার আবার কিসের ভয়, কিসের ভাবনা। "ওরে মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় ভীত?" আপনি ঐটি আসল কথা বলেছেন যে, একমুহূর্তে তিনি ভেঙে চুরে সব নূতন করে গড়ে নিতে পারেন। পারেন কি—নিয়েছেন—নিচ্ছেন। ইহা আপনি নিজ হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উত্তমরূপে অনুভব করছেন। ইহা পাগলের খেয়াল নয়। ইহা অতিশয় সত্য। তাঁর কাছে কি না আছে? অনন্ত করুণাসিন্ধু তিনি। সকল কেন-র বাইরে। আর ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তিনিই আমাদের ভূত, ভাবী ও বর্তমান। অন্য ভাবী কিছু আমরা কেন মানিব?

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥"*

এই ভগবদ্বাক্যই আমাদিগের প্রমাণ, আশ্রয় ও এক অবলম্বন। সুতরাং কেন না বলিব—

জানি তুমি মঙ্গলময়। প্রতি পলকে পাই পরিচয়॥
সুখে রাখ দুখে রাখ যে বিধান হয়, তুমি মঙ্গলময়॥
আর যাহা কর প্রভু, মোরে ত্যাজিবেনা কভু,
এই ভরসা আছে। এস প্রভু এস প্রভু
হৃদয় মাঝে, শুভ হইবে নিশ্চয়॥

তিনি যেমন রাখেন সেই-ই ভাল—ইহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। তবে

---

* সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

(কপিলরূপধারী শ্রীভগবান তাঁহার মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন, "যথার্থ ভক্তগণকে) আমি সালোক্য (একলোকে বাস), সমান ঐশ্বর্য, সামীপ্য, সারূপ্য, এমন কি, একত্ব দিতে চাহিলেও তাহারা আমার সেবা ব্যতীত কিছু চাহে না।" —শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।২৯।১৩

* "হে অর্জুন, আমি সর্বভূতের হৃদয়ে চৈতন্যস্বরূপে রহিয়াছি, আমিই সর্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশস্বরূপ।" —গীতা, ১০।২০

আমাদের তরফ হইতে প্রার্থনা এই, যেন তাঁর পাদপদ্মে ষোলআনা, পাঁচসিকে পাঁচআনা মন থাকে। আর আমরা যদি ভুলি, তিনি যেন আমাদের না ভুলেন। আর আমাদের পূর্ণ বিবেক বৈরাগ্য দিন, কারণ "একং বিবেকং প্রৌঢ়ং আদায় সঙ্কটেষু ন মুহ্যতি।"† ইত্যোম্...

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৭৭) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৫।৬।১৫

শ্রীমান্ দে—,

সর্বদা প্রভুর স্মরণ মনন করিবে। একবার অভ্যাস হইয়া যাইলে ইহা অতি সহজ। আর ইহাই সকল কল্যাণের মূল জানিবে। আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৭৮) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৪।৭।১৫

শ্রীমান্ দে—,

তোমার ২৬শে জুনের পত্র পাইয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। প্রভু তোমাদের হৃদয়ে থাকিয়া সর্বদা তোমাদিগকে সচেতন রাখুন এবং তাঁহার প্রেমভক্তির অধিকারী করিয়া বিমল-সুখভোগে মনুষ্যজীবন ধন্য করিতে সক্ষম করুন, তাঁহার নিকট আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা।

বহু পুণ্যবলে এই মানবদেহ-লাভ হয়। মনুষ্যদেহ-লাভ হইলেই একবার মুক্তিদ্বার উদ্ঘাটিত হয়। যদি এমন দেহ পাইয়াও মুক্তির জন্য যত্ন করা না হয়, তাহা হইলে আবার কবে এমন সুযোগ হইবে কে বলিতে পারে? অতএব যাহাতে এই জন্মেই চৈতন্য হয়, তাহার চেষ্টা করা সর্বতোভাবে বিধেয়। শাস্ত্রে তাই বলিয়াছেন—

"মহতা পুণ্যপুঞ্জেন ক্রীতোঽয়ং কায়নৌস্ত্বয়া।
পারং দুঃখোদধের্গন্তুং তব যাবন্নভিদ্যতে॥"*

---

† "একমাত্র দৃঢ় বিবেক অবলম্বন করিয়া বিচরণ করিলে সংসার-সঙ্কটে আর মুগ্ধ হয় না।"

* "অনেক পুণ্যফলে দুঃখরূপ সমুদ্র পার হইবার জন্য তুমি এই দেহরূপ নৌকা পাইয়াছ—যতদিন না তোমার এই দেহ নষ্ট হইতেছে (ততদিন ইহার উপযুক্ত ব্যবহার কর)।"

আরও বলিয়াছেন—

"যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ॥"†

আসক্তি—ধনজনগৃহাদিতে বা স্বদেহে এই আসক্তিই—মুক্তিদ্বারে উঠিলেও মনুষ্যকে পুনঃ অধঃপাতিত করে, তাই সব ছেড়ে ভগবানের পাদপদ্মলাভে আসক্তি কর্তে হয়। তাঁতেই রতিমতি, তাঁতেই প্রীতি, তা হ'লেই নিষ্কৃতি। নতুবা আর অন্য উপায় নাই।

তিনি কিন্তু বড়ই দয়ালু, তাঁর দিকে এক পা এগুলে তিনি একশ পা—হাজার পা—এগিয়ে আসেন। ইহাই প্রকৃত সত্য। খালি—করে দেখবার জিনিস, মুখে বলবার নয়। কেউ যদি একবার মনপ্রাণ ঐক্য করে সর্বান্তঃকরণে বলতে পারে যে, প্রভু, আমি তোমার চরণে শরণ নিলাম, আমার আর কেউ নাই, প্রভু তাহাকে গ্রহণ করেনই করেন, অন্যথা নাই। বলতে হবে, জানতে হবে—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥"*

তা হলে কি প্রভু না নিয়ে পারেন? কে এখন বলছে, কেই বা ভাবছে—সেই হচ্ছে কথা। তাই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন যে—

"এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি।
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।"†

---

† যিনি উদ্ঘাটিত মুক্তিদ্বারস্বরূপ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া (পূর্ববর্ণিত) পক্ষীর ন্যায় গৃহে আসক্ত হন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে আরূঢ়চ্যুত (কোন উচ্চ পদবীতে আরূঢ় হইয়া তাহা হইতে পতিত) বলিয়া জানেন।"—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।৭।৭৪

* "তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধন, হে দেবদেব, তুমিই আমার সব।" —প্রপন্নগীতা, গান্ধারী-উক্তি

† নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি—
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

"হে প্রভু, তোমার এত দয়া কিন্তু আমার কি দুর্দৈব, এমন যে কৃপাময় তুমি তোমাতে আমার অনুরাগ হলো না। অনুরাগ চাই—অনুরাগ, টান—তবে তো হবে। টান দাও, অনুরাগ দাও, ঠাকুর,—বলে প্রার্থনা কর্তে হবে, তা'হলেই তিনি দিয়ে দেবেন। প্রার্থনা—খুব প্রার্থনা, প্রাণভরে প্রার্থনা করবে। প্রভু প্রসন্ন হবেন। প্রভু প্রসন্ন হলে আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকবে না, তখন প্রেম-ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হবে, জন্ম সফল হয়ে যাবে।" তখন—

"ইন্দ্রাদি সম্পদ সব তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়॥"

এই কথার রসাস্বাদ করতে পারা যাবে। তোমাদের কুশল প্রার্থনীয়। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৭৯) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৭।৭।১৫

প্রিয় বি—বাবু,

...আপনি শান্তি আসার কথা লিখেছেন। আপনি তো জানেন, পূর্ণশান্তি তাঁহারই—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমান্ চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ...॥"*

এবং "আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামাঃ যং প্রবিশন্তি সর্বেঃ
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥" †

"হে ভগবন্, তোমার অনেক নাম। সেই সকল নামে তোমার সমুদয় শক্তি অর্পণ করিয়াছ। ঐ সকল নাম স্মরণ করিবার নির্দিষ্ট কালও নাই। তোমার এইরূপ কৃপা—কিন্তু আমার এরূপ দুর্দৈব যে, তোমার প্রতি আমার অনুরাগ হইল না।"—শিক্ষাষ্টকম্

* "যে পুরুষ সমুদয় কামনা ত্যাগ করিয়া 'আমি'-'আমার'- ভাবশূন্য হইয়া নিস্পৃহভাবে বিচরণ করেন।" —গীতা, ২।৭১

† "যেমন পরিপূর্ণ অচল সমুদ্রে জলরাশি প্রবেশ করে, তদ্রূপ কামনাসমূহ যাঁহাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ কামনাসমূহ যাঁহার অন্তরে বিলীন হয়, তিনিই শান্তিলাভ করেন, কিন্তু যিনি কাম্যবস্তুসমূহ কামনা করেন, তিনি শান্তিলাভ করেন না।" —গীতা, ২।৭০

তবে পূর্ণ না হউক, আংশিক শান্তি অবশ্যই আপনার আছে। প্রভুকৃপায় যত তাঁহাকে হৃদয়ে আনিয়া মমাহঙ্কার-ভাব দূর করিতে পারিবেন, ততই অধিকতর শান্তির অধিকারী হইবেন, অন্যথা নাই। তিনি সকল করিতেছেন, আমরা তাঁহার হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলি—যত এই ভাব তাঁহার কৃপায় আয়ত্ত হইবে, ততই 'আমি' ও 'আমার'-বোধ তিরোহিত হইয়া যাইবে, বিশ্রাম ও শান্তির উদয় হইয়া হৃদয় শীতল হইবে; 'পঞ্চদশী' জ্ঞানপ্রধান গ্রন্থ, তাই উহাতে নির্গুণ সাধনের উপদেশ বিহিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥"‡

কি সরস! কি সুখালয়! কি মধুর!! আর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সংসারী লোকের কি সমাধি হয়? তা যদি না হইবে, তবে ভগবদ্বাক্য সত্য হইবে কিরূপে?

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ॥" *
"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥" **

পরাগতি—বিনা সমাধি হইতে পারে কি? আর যোগাঙ্গ অভ্যাস না করিয়াও সমাধি হয়, পাতঞ্জল যোগসূত্রের "সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" † সূত্রেই ইহা ব্যক্ত আছে। অপি চ "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা"‡ এই সূত্রেও ইহা পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার ব্যাসদেব এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিতেছেন—

---

‡ "আমাতেই মন ধারণ কর, আমাতেই বুদ্ধি স্থাপন কর—তাহা হইলে দেহত্যাগান্তে আমাতেই বাস করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" —গীতা, ১২।৮

* অতিশয় দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্তে আমাকে ভজনা করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়াই বুঝিতে হইবে, কারণ তাহার চেষ্টা যথার্থ পথেই প্রধাবিত হইয়াছে।" —গীতা, ৯।৩০

** ৭।৩।১৫ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।

† "ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরে সমস্ত ক্রিয়া ও তৎফল সমর্পণ করিলে সমাধি হয়।" —সাধনপাদ, ৪৫

‡ "অথবা ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেও (সমাধিলাভ হয়)।" —সমাধিপাদ, ২৩

প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাদাবর্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাত্যভিধ্যানমাত্রেন। তদভিধ্যানমাত্রাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলং চ ভবতি ইতি।"‡ অতএব যোগাঙ্গ অভ্যাস না করিলেও সমাধি হইতে পারে, এ বিষয়ে ইহাই বিশিষ্ট প্রমাণ। এ সম্বন্ধে ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত কাচিৎ গোপীর গুণময় দেহত্যাগে ভগবদ্গতিলাভও স্মরণ করিবার বিষয়—

"কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহং ঐক্যং সৌহৃদমেব বা।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥"§

তন্ময়ত্বলাভ এবং সমাধিতে কি কিছু ইতরবিশেষ আছে? তাৎপর্য এই—ভাব ও উপায়ের ভিন্নতা, নচেৎ বস্তুলাভ ও তাহার ফল একই।

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"†

দ্বাদশ অধ্যায়েও ঠাকুর সগুণ নির্গুণ উপাসনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বর্ণনা করিয়া সগুণ উপাসনাই যে সহজ ও সুখকর এবং তিনিই যে ভক্তকে স্বয়ং উদ্ধার করেন, ইহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা এমন দয়াল প্রভুকে ছাড়িয়া অন্য আবার কাহার শরণ লইব এবং কেনই বা লইব, তাহা তো ভাবিয়া পাই না। আপনি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবেন। ইত্যোম্

শুভানুধ্যায়ী শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৮০) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১১।৭।১৫

প্রিয় গিরিজা,

অতুলের পত্রমধ্যে বহুদিন পরে গত পরশ্ব তোমার একখানি পত্র পাইয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। বেশ চালাইতেছে—চালাও এইরূপ। "সঙ্গী জোটে

---

‡ "ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থাৎ ভক্তিবিশেষ দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বর ইচ্ছামাত্রেই তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন। তাঁহার ইচ্ছা দ্বারাও যোগীর সমাধিলাভ ও তাহার ফল খুব শীঘ্র হইয়া থাকে।"

§ "যেহেতু মনুষ্যগণ শ্রীহরির প্রতি সর্বদা কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, সম্বন্ধ ও ভক্তি প্রয়োগ করিলে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়।" —ভাগবত, ১০।২৯।১৫

† "জ্ঞানযোগের দ্বারা যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, কর্মযোগের দ্বারাও সেই স্থান লাভ হয়। যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে এক বলিয়া দেখেন, তিনি যথার্থ দর্শন করেন।" —গীতা, ৫।৫

না জোটে একাই কর মেলা”—স্বামিজীর এই পুরানো কথা ছাড়িও না। আবার কার মুখ চাহিবে? ঠাকুর বলিতেন, “আমি আছি আর আমার মা আছেন।” বস্ আর কাহাকে চাই? পড়িয়া থাকাই হইতেছে কাজ। পড়িয়া থাকিতে পারিলে ক্রমে সব সুবিধা হইয়া যায়। ঠাকুরকে লইয়া পড়িয়া থাক—দেখিবে পরে কি হয়। ঠাকুর বলিতেন, “সোলার আতা দেখলে আসল আতা মনে হয়।” তেমনি তাঁহার ফটো তাঁহাকেই মনে করাইবে। তাঁহাকে ফটোতে প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যজ্ঞানে তাঁহার সেবা পূজা সব করিয়া যাও—দেখিবে সত্য সত্যই তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যাইবে। মনকে স্থির করিয়া লাগিয়া যাও দেখি। যাহার যেদিকে ইচ্ছে যাউক, তুমি স্থির হইয়া বসিয়া থাক আপনার ঠাকুরকে লইয়া। তাঁহাতেই প্রাণমন মজাইয়া ফেল দেখি। বৃথা ঘোরাঘুরি করিয়া কি করিবে? দিন চলিয়া যাইতেছে—আর ফিরিবে না। আসল কাজ ভুলিও না। তাঁহাকে আপনার করিয়া লও। তাহার পর সব আপনি হইয়া যাইবে। তাঁহার ভজন সাধন করিবে বলিয়া যে আসিবে, অবশ্য আমাদের ঠাকুরের শরণাগত, তাহাকেই তোমার কাছে রাখিবে। ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তাহাতে আর হানি কি? অতুল ঠিক বলিয়াছে—প্রথম প্রথম বাটীর জন্য কত জেদ; তাহার পর বাটী হইল তো লোক নাই থাকিবার! কিন্তু আবার হয়তো এমন হইবে লোক ধরিবে না, থাকিবার জায়গা হইবে না। সকল জিনিসেরই অবস্থা আছে যাহার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। খুব ধৈর্য থাকা চাই। ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেই কিছুদিন পরেই সমস্ত অনুকূল হইয়া যায়। মানুষ ধৈর্য ধরিতে পারে না বলিয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। নতুবা আর কোনও অন্য কারণ নাই। ধৈর্য ধরিলে সিদ্ধি হইবেই হইবে। আমার এখন কনখল যাইবার কিছু স্থিরতা নাই; কিন্তু তাই বলিয়া আমার সহানুভূতির কোন অভাব নাই জানিবে। আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। মাস্টার মহাশয় মাসে মাসে ভাড়া দিয়া যাইবেন, অন্যথা হইবে না। তুমি নিঃশঙ্কে সমস্ত প্রাণমন লাগাইয়া ভজন করিয়া যাও। যে যাহা বলে শুনিয়া যাও মাত্র। আপনার ভাব হইতে বিচলিত হইও না। তুমি পারিবে আমার বিশ্বাস আছে। জয় গুরুমহারাজজী কী জয়। কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও। জয় প্রভু! অ—এর উত্তর শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। যাক্‌গে, এখন আর অন্য ভাবনায় কাজ নাই। প্রভুর ইচ্ছা যাহা হয় পরে হবে। এক বৎসর তুমি তো এইভাবে কাটাইয়া দাও—দেখিবে ইহার

মধ্যে তাঁহার ইচ্ছায় কত কি হইয়া যাইতে পারে কে জানে? অতুলকে আমি পরে চিঠি লিখিতেছি। প্রি—কে আর আলাদা পত্র লিখিলাম না। তুমি প্রি—কে আমার শুভেচ্ছাদি জানাইবে। দিবাকর খুব স্থিরবুদ্ধি, তাহাকে খুব ভজন করিতে বলিবে। হ'লই বা গৃহস্থ-পল্লী—এদিক ওদিক দেখিবার প্রয়োজন কি? যদি পার মহিমানন্দকে টানিয়া লইবে। সকলকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানাইবে। তুমি আমার ভালবাসাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

আমার শরীর পূর্ববৎই আছে। মহাপুরুষ ভাল আছেন। অন্যান্য সংবাদ ভাল। তোমাদের কুশল প্রার্থনীয়। আগামী পত্রে তোমার বাটীর ঠিকানা লিখিও। কল্যাণ, নিশ্চয়, মহিমানন্দ এবং আর আর সকলকে ভালবাসা দিও।

(৮৯) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২১।৭।১৫

শ্রীমান্—,

তোমার ১৪ই তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। তোমার শরীর ভাল আছে জানিয়া অতীব প্রীত হইয়াছি। শরীর ভাল থাকিলে ভজন-সাধন, স্মরণ-মনন অতি সহজেই হয় সুতরাং "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্"* এ কথা বেশ অনুভব করা যায়। আজকাল প্রভু যে তোমায় উত্তম স্মরণ-মনন করাইতেছেন, এ সংবাদে আমি যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। তাঁকে চিন্তা করা অপেক্ষা আর কি চাই? আর সকলেই তো এইখানকার—এইখানেই থাকিয়া যাইবে। তাঁকে আপনার করিয়া লইতে পারিলে ইহ পর উভয় কালের কাজ হইবে। কারণ তাঁহার সম্বন্ধ নিত্য—এই দশ বিশ বৎসরের জন্য কেবল নহে।

যিনি ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া চলিতে চেষ্টা করেন, তুমি তাহার লক্ষণাদি জানিতে চাহিয়াছ। ইহা অতি উত্তম কথা কিন্তু লক্ষণ জানার চেয়ে শরণাপন্ন হওয়াই আসল কথা। তাহা হইলে লক্ষণ আপনি প্রকাশ পাইবে। তথাপি লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা হওয়া মন্দ অভিপ্রায় নহে। লক্ষণ সাধারণতঃ দুই প্রকার হইয়া থাকে। প্রথম স্বসংবেদ্য ও দ্বিতীয় পরসংবেদ্য। স্বসংবেদ্য অর্থাৎ নিজেই জানিতে পারা যায়—ভিতর হইতে, ইহাই সর্বোত্তম। আর পরসংবেদ্য

* শরীরই ধর্মের প্রথম সাধন।

অর্থাৎ অন্যের দ্বারা জ্ঞাত। পরে দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, হাঁ, এই লোকের জ্ঞান হইয়াছে বটে। তবে পরসংবেদ্য যাহা তাহাতে ভুল হইতে পারে। কারণ বাহ্য লক্ষণ প্রকৃত নাও হইতে পারে; জ্ঞান ভিন্ন অন্য কারণেও হইতে পারে। সুতরাং উহা নির্ভুল নহে। আর আপনার অনুভবসিদ্ধ যাহা তাহাতে ভুল হইবার জো নাই। সুতরাং তাহাই প্রকৃত। পেট ভরিয়াছে কি না, নিজে যেমন বোঝে পরে তেমন নয়। মনে কর, মুখে রাগাদি দেখিয়া বাহিরের লোকে ক্রোধ হইয়াছে জানিতে পারে, ইহা হইল পরসংবেদ্য। কিন্তু ইহাতে ভুল হওয়া সম্ভব। কারণ ক্রোধ না হইয়াও ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়। অন্য কারণেও ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। খালি দেখাইবার জন্য লোকে ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু যথার্থ ক্রোধ হইয়াছে কি না, যে ব্যক্তির ক্রোধ হয় সে নিঃসন্দেহ উহা উপলব্ধি করে। ইহা তাহার স্বসংবেদ্য। অথচ সে ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ নাও করিতে পারে। সুতরাং স্বসংবেদ্য লক্ষণই প্রকৃত ও নির্ভুল। যাহা হউক তুমি যে সকল লক্ষণ লিখিয়াছ তাহা বেশ সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার শরণাগত হইলে অন্য কাহারও অপেক্ষা থাকে না, ভিতর হইতে নির্ভয় ভাব উদয় হয়। কারণ তাঁহার কৃপা উপলব্ধি হয়, তিনি সর্বদা রক্ষা করিতেছেন ইহা সাক্ষাৎকার হয়, অসৎচিন্তা হৃদয় হইতে চলিয়া যায়, সদা সদ্ভাবেরই স্ফুরণ হইয়া থাকে, অন্তর শান্তিময় হইয়া যায়—এ সকল স্বসংবেদ্য। অন্যে দেখে যে, তিনি নিশ্চিন্ত ও শান্ত, সকলে প্রেমপূর্ণ ও সর্বদা সন্তুষ্ট ইত্যাদি ইহাই পরসংবেদ্য লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণও আছে। অন্যান্য যাহা তুমি লিখিয়াছ পাঠ করিয়া খুব প্রীত হইয়াছি! সকলই সত্য বলিয়াছ। প্রভু তোমাকে সুবুদ্ধি দিন এবং তাঁহাকে ভালবাসিয়া ধন্য হইয়া যাও। অধিক আর কি লিখিব।...তোমার কুশল প্রার্থনীয়। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৮২) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৪।৭।১৫

প্রিয়—,

আমার ইচ্ছায় বড় কিছু হয় না—"দেব-ইচ্ছা প্রবর্ততে।" আপনার আমার নিরাময় প্রার্থনায় আমি আপ্যায়িত। তজ্জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনার ভগবদ্দর্শনের সাধ অতীব সমীচীন।

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি।
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ॥"*

—এই শরীরেই তাঁকে লাভ করিতে পারিলে মঙ্গল নচেৎ মহান অনর্থ সন্দেহ নাই। যে তাঁকে চায় সেই পায় "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"† "খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।" প্রভুকে অতি সহজে পাওয়া যায়! তিনি বড়ই দয়ালু। তাঁকে চায় কে—সেই হচ্ছে কথা। "খোঁজোগে তো আমিলুঙ্গা পলভরকী—তল্লাসমে" তাঁকে ঠিক খুঁজলে এক পলের মধ্যে আসিয়া দেখা দিবেন—প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। কিন্তু খোঁজে কে? এমনি মহামায়া! আর আর সব জিনিসের জন্য এমন ব্যস্ত করে রেখেছেন যে তাঁকে খোঁজবার প্রবৃত্তি আর হয় না। ঠাকুরের সেই চালের গোলায় ঠেকের কথা—"বাইরে কুলোর ওপর খই মুড়কি রাখা আছে; ইঁদুর তারই সোঁদা গন্ধ পেয়ে তাই খেয়ে পেট ভরিয়া ফেলে বড় বড় ঠেকে যে চাল আছে তার সন্ধান পায় না—অথচ সেই খানেই চাল রয়েছে।" সেইরূপ জীব স্ত্রী পুত্রাদির সুখেই মত্ত। ভগবৎসুখের অনুসন্ধান নেই। অথচ তিনি অন্তরেই রয়েছেন। এম্নি মহামায়া!

"এম্নি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জান্তে পারে॥
বিল করে, ঘুনি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
যাওয়া আসার পথ খোলা তবু মীন পলাতে নারে॥
গুটিপোকায় গুটি করে কাটলে সে তো কাটতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি আপনার নালে আপনি মরে।"

এম্নি মহামায়ার মায়া! এম্নি মহামায়ার মায়া!! তবে অভয়বাণী আছে এই যে—

---

* "মানুষ যদি ইহলোকে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে সত্যলাভ হইবে, আর যদি না জানিতে পারে তবে মহা অনিষ্ট হয়।"—কেনোপনিষদ্, ২।৫

† "যিনি ইঁহাকে বরণ করেন তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন।"—কঠোপনিষদ্, ১।২।২৩

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"*
"তমেব শরণম্ গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।"†

শ্রদ্ধা চাই—প্রভুর কৃপায় শ্রদ্ধার উদয় হইলে আর ভয় থাকে না।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানম্ লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥"‡

লোকের কথায় কি আসে যায়—এ যে স্বানুভূতি। ভিতরে যে বোধ হয়। স্বসংবেদ্য—পরের কথায় কি ইহার ইতর বিশেষ হয়? ভিতর আনন্দে পূর্ণ থাকে। "ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি"—প্রভুর কৃপায় ইহা লাভ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে। এক হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর এক মুহূর্তে একটা দেশ্লায়ের আলোয় আলোময় হইয়া যায়। ঠাকুর বলিতেন, "সব শিয়ালের এক রা।" অর্থাৎ জ্ঞান হলে সকলেরই সমান অনুভূতি। তাঁহাদের উক্তিতে বিরোধ থাকে না। তাঁহারা সকলেই মার সন্তান। নানা মত নানা পথ, কিন্তু সকলে যায় এক জায়গায়—গন্তব্য এক।

"রুচীনাম্ বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"*

"চাঁদা মামা সকলেরই মামা"—এতে কি আর ভুল আছে? আপনি কেন দুর্বল-চিত্ত হতে যাবেন? মার সন্তান আপনি অনন্তশক্তিসম্পন্ন। "ওরে, মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত?" প্রসাদ বলেছেন—

---

* "যাহারা আমাকেই আশ্রয় করে, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করে।"
—গীতা, ৭।১৪

† "হে ভারত (অর্জুন), সর্বপ্রকারে তাঁহার শরণ লও, তাঁহার কৃপায় পরম শান্তিময় নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে।"
—গীতা, ১৮।২৬

‡ "শ্রদ্ধাবান্, একনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্রই পরম শান্তি লাভ করে।"
—গীতা, ৪।৩৯

* "জল যেমন নানা পথে গমন করিলেও এক সমুদ্রেই আশ্রয় লাভ করে, সেইরূপে লোক সরল বা কুটিল যে কোন পথেই গমন করুক—সাক্ষাৎরূপে তোমাকেই প্রাপ্ত হয়।"
—মহিম্নঃ স্তোত্র

"কালীনামের গণ্ডি দিয়ে আমি আছিরে দাঁড়ায়ে।
কটু কবি সাজা পাবি শমন মাকে দিব কয়ে॥
কৃতান্ত-দলনী শ্যামা বড়ই খ্যাপা মেয়ে।
শোনরে শমন তোরে কই আমি তো আটাসে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে॥
এ যে ছেলের হাতের মোয়া নয়
তুই খাবি ভোগা দিয়ে।"

মার ছেলের বলের অভাব? তাঁর কৃপায় আপনার অনন্তশক্তি বাঁধা আছে। ঠাকুর বলতেন, "এতো পাতান মা নয়, এ সতিকারের আপনার মা।"

মা "ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে, পদে গয়া গঙ্গা কাশী।"

"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥"*

এই ব্রহ্মময়ী আমাদের মা; আমাদের কিসের ভয়, আমরা কেন দুর্বল হতে যাবো? যে আপনাকে দুর্বল ভাবে সে দুর্বল হয়ে যায়; আপনি মার সন্তান—কেন দুর্বল হতে যাবেন? আপনি মহাশক্তিধর। মার কৃপায় আপনার অসাধ্য কি? আপনার 'আমি' 'আমার' জ্ঞান যেতে কতক্ষণ লাগে? মার কৃপায় এক মুহূর্তে তিনি চৈতন্য করে দিতে পারেন—দেন সত্য। ইতি— শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৮৩) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৭।৭।১৫

প্রিয় সু—,

অনেক দিন পরে গত পরশ্ব তোমার একখানি পত্র পাইয়া অতিশয় প্রীতি-লাভ করিয়াছি।

কিছুদিন পূর্বে বাঙালোর হইতে অ—র এক পোস্টকার্ড পাই। তাহা হইতে তে—র তথায় প্রায় একমাস স্থিতি ও তদ্বিষয়ে তাহার সেখানে শারীরিক

---

* "তুমি অত্যন্তবীর্যশালিনী বৈষ্ণবী শক্তি, সংসারের কারণস্বরূপা, পরমা মায়াস্বরূপা হে দেবি, তুমি সমস্ত মোহিত করিয়া রাখিয়াছ, তুমি প্রসন্ন হইলে এই জগতে মুক্তির কারণ হও।"
—চণ্ডী, ১১।৫

উন্নতি প্রভৃতি অবগত হইয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। মাদ্রাজে আসিয়া তে—আবার কার্যে লাগিয়াছে জানিয়া নিরতিশয় প্রীত হইলাম। প্রভু তোমাদের দ্বারা তাঁহার কার্য করাইয়া লউন, তোমরাও ঐ কার্য প্রাণ মন দিয়া সম্পন্ন করিয়া ধন্য হও, ইহা অপেক্ষা আর কি চাহিবার আছে?

'এ পর্যন্ত কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না' বলিয়া কি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ? 'নিরানন্দেই বা দিন কেন কাটিতেছে?' লিখিয়াছ, কিছুই ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যদি ভগবান্ লাভ হইল না বলিয়া সত্য সত্যই নিরানন্দ বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার শুভ দিনের সমুদয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। যত ঐরূপ বোধ ঘনীভূত হইবে, ততই প্রভুর কৃপা সন্নিকট জানিবে। আর যদি অন্য কোন বাসনা অভ্যন্তরে থাকিয়া এইরূপ নিরানন্দ ভাবের সৃষ্টি করে, অবিলম্বে তাহাকে মন হইতে দূরে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিবে, কোন মতে অবহেলা করিবে না, কারণ উহাই পরমার্থপথে প্রধান পরিপন্থী জানিবে। সর্বদা যোগ্যতালাভ করিবার প্রযত্ন করিবে, তাহা হইলেই ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া সকল সুখের অধিকারী করিয়া দিবেন। "গুরু কা ঘরমে গো য্যায়সা পড়া রহনা"—ইহাই স্বামিজী কোন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের* নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ উহা শুনাইয়াছিলেন। আর একটি পরম হিতোপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই—"গুরুভাই কো গুরু য্যায়সা জাননা।" প্রভুর দ্বারে পড়িয়া থাকাই আসল কাজ। পড়িয়া থাকিতে পারিলে তাঁহার দয়া হইবেই হইবে, নিরানন্দ ঘুচিয়া মহানন্দ দেখা দিবে। আমাকে তিনি তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিতে দিলেই তাঁহার মহাকৃপা। যিনি উহা উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি শীঘ্রই প্রভুর পূর্ণ কৃপা লাভ করেন সন্দেহ নাই। সমস্ত প্রাণ মন দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিবে। আপনার আনন্দ নিরানন্দ সন্ধান কেন? তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি যেমন রাখেন তাহাই মঙ্গল—এই ভাব যাহাতে হৃদয়ে বদ্ধমূল ও সদা জাগরূক থাকে, তাহার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিবে। তাহা হইলেই সকল মঙ্গল হইবে। ...ইতি—

শুভানুধ্যায়ী শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

* গাজিপুরের পওহারী বাবা।

(৮৪)

প্রিয়—

...তুমি মন চঞ্চল করিও না। যথাসময়ে প্রভু আপনিই সব ঠিক করিয়া দিবেন। প্রাণ ভরিয়া তাঁহার ভজন করিয়া যাও দেখি। এখানে ওখানে গিয়ে কি হবে? হৃদয়ে তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা কর, পূর্ণ চৈতন্য হইয়া যাইবে।...

খুব পরিশ্রম করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবে, ধ্যান-ভজনেও অবহিত থাকিবে। ভজনই সার—শাস্ত্র তাহার সহায়ক মাত্র জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৮৫) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৯।৭।১৫

শ্রীমান্—,

...যেখানে থাক খুব প্রাণ ভরিয়া ভজন কর, তাহা হইলেই প্রভুর কৃপায় চিত্ত স্থির হইয়া যাইবে, নহিলে যেথায়ই যাও সব সমান, বিনা ভজনে কোথাও শান্তি পাইবে না, ইহা স্থির জানিবে। রিলিফ-কার্য যদি চলে তাহা হইলে তোমাদের যাত্রা নিষ্ফল হইবে না।...তাহাকে আমার শুভেচ্ছা জানাইয়া বলিবে যে, প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। মানুষ আর কি করিবে? তবে তাঁহার ইচ্ছায় আপনার ইচ্ছা অর্পণ করিয়া শরণাগত ভাবে থাকতে পারলে কোন ভয় ভাবনা থাকে না, সমস্ত মঙ্গলই হইয়া থাকে। ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।...কিমধিকমিতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৮৬) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১২।৮।১৫

শ্রীমান্ দে—,

তোমাদের ওখানে অনেকের জ্বর হইতেছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। প্রভুর কি ইচ্ছা, এবার পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানেই অনেক উপদ্রব হইয়াছে ও হইতেছে। তিনি মঙ্গল করুন, এই তাঁহার নিকট আন্তরিক নিবেদন ও প্রার্থনা। তোমার শরীর কিছু ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। স্মরণ-মনন যত পার করিবে। অভ্যাস হইলে সকলই সহজ হইয়া যায়, ইহা নিশ্চয়। ধীরে ধীরে অভ্যাস ও তাঁহাতে প্রেম করিতে হইবে। সমস্ত অনিত্য ও অসার জানিয়া একমাত্র তাঁহাতেই পূর্ণভাবে প্রাণ মন অর্পণ করিতে পারিলেই হৃদয়ে প্রেমের উদয়

হইবে। তাঁতে একবার যথার্থ প্রেম হইলে আর ভয় থাকিবে না। তাঁহার শরণ লইলে তিনিই সকল করিয়া লন।...আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে।

ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৮৭) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১৪।৮।১৫

প্রিয়—,

...শরীর এইরূপই হইয়া থাকে—"শীর্যতে বয়োভিঃ কৌমারং যৌবনং বার্ধক্যাদিভিঃ।" (অর্থাৎ বয়স দ্বারা বাল্যকাল এবং বার্ধক্যাদির দ্বারা যৌবন ক্ষয় হইয়া যায়।) দিন দিন শীর্ণই হইতেছে। "চিরস্থায়ী কভু নয় মানবের কায়", "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?" ইত্যাদি। তবে শরীরের সহিত সন্তপ্ত না হইতে পারিলে অহো ভাগ্য বটে। আপনাকে শরীর হইতে ভিন্ন জানা কম কথা নয়। প্রভুর কৃপায় তাহা হইলে পরমানন্দ।

আপনি কেন স্ত্রীপুত্রের ভাবনাতে ব্যস্ত হইবেন? প্রভুর কৃপায় আপনি তাঁহাতে সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হউন, আমি এই বলিয়াছি। স্ত্রীপুত্র ইত্যাদি সকলই তাঁর। আপনার উপর কেবল তাহাদের পালনের ভার—এই মাত্র। ঠাকুর তো বলিয়াছেন—বড় মানুষের বাড়ীর দাসী বাবুর ছেলেকে "ও যে আমার হরি" ইত্যাদি জ্ঞানে লালনপালন করিতেছে কিন্তু নিশ্চয় জানে যে, তাহার বাটী বর্ধমানে। আপনাদের অন্তরে ত্যাগ—সংসার ভগবানের জানিয়া নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান। প্রতিবন্ধ আপনাদের জন্য নাই, উহা বিচারপন্থীর। আপনাদের জন্য প্রভু বলিতেছেন—

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥" *
"তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥" †
"অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি।" ‡ ইত্যাদি।

---

* "তাহাদের প্রতি কৃপা করিবার জন্য আমি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকার নাশ করিয়া দিই।" —গীতা, ১০।১১

† "হে অর্জুন, যাহারা আমাতে চিত্ত নিবেশিত করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি অচিরাৎ মৃত্যুপূর্ণ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।" —গীতা, ১২।৭

‡ "আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।" —গীতা, ১৮।৬৬

আপনাদের জন্য প্রভু স্বয়ং সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আপনারা ভাগ্যবান। আপনি যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানমার্গীদিগের জন্য—যাহারা জন্মগ্রহণে ভীত। প্রভুর ভক্তেরা প্রার্থনা করে। তাহারা বলে—

"কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃপিশাচমনুজেষ্বপি যত্র যত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব ত্বৎপ্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরচলাঽব্যভিচারিণী চ॥" *

ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন—"যাহারা নির্বাণ প্রার্থনা করে, তাহারা হীনবুদ্ধি—কেবল ভয়ে ভয়ে সারা। যেমন দশ পঁচিশ খেলায় কেবলই চিক খুঁজছে, কিসে ঘরে উঠে যায় সেই চেষ্টা। পাকালে, ঘুঁটি আর নামাতে চায় না। একে বলে কাঁচা খেলোয়াড়। আর পাকা খেলোয়াড় মার পেলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেয়। আবার তখনই কচে বারো বলে পাশা ফেললেই আবার উঠে গেল। তাদের পাশা হাতের বশ। যেমন বলে, তেমনি পড়ে। সুতরাং ভয় নেই—নির্ভয়ে খেলে।" আমি বললুম, "এমন সত্যি কি হয়?" প্রভু বললেন, "হয় বই কি—মার কৃপায় ঠিক হয়। মা যে খেলে তাকে ভালবাসেন। যেমন চোর চোর খেলায়। বুড়ি যে দৌড়ে খেলে তার উপর খুসী। হলো কখন কখন তাকে হাতটা এগিয়ে দেয়। তাকে ছুঁলে আর চোর হয় না। কিন্তু যে কাছে কাছে থাকে, তার উপর বুড়ী তত খুসী নয়। সেইরূপ যারা নির্বাণ চায়, খেলা ভেঙ্গে দিতে চায়, মা তাহাদের উপর তত খুসী নন। মা খেলতে ভালবাসেন। তাই ভক্তরা নির্বাণ চায় না। তারা বলে—"চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।"

ঠাকুর আরও কতবার বলেছেন—এ কথা সকলেই জানে—বলতেন যে, শাস্ত্র-ফাস্ত্র কি? কেবল হাতচিঠির ফর্দ বই তো নয়; মিলাইয়া দেখিবার জন্য—জিনিষ এসেছে কি না। ইহাদের আর কোন অধিক প্রয়োজন নাই।

---

* "হে কেশব, কীট, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, রাক্ষস, পিশাচ, মানুষ—যে শরীরেই জন্ম হউক, তোমার কৃপায় তোমার প্রতি যেন আমার অচলা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে।"
—প্রপন্নগীতা, দ্রুপদোক্তি

জিনিষ এসে গেলে ফর্দ ফেলে দেয়। ঘর ঝাঁট দিতে দিতে একখানা কাগজ পেয়ে বল্লে, 'দেখি দেখি।' দ্যাখে তাতে লেখা আছে, 'পাঁচসের সন্দেশ, একখানা কাপড়' ইত্যাদি। তাই দেখে বল্লে, 'ও সব পাঠান হয়ে গেছে—ফেলে দে'। শাস্ত্রও সেইরূপ—জ্ঞান হলে, ভক্তি হলে কিরূপ হয় তাই তাতে লেখা আছে। তাই দেখে মিলিয়ে নিতে হয়। যদি জিনিষ না এসে থাকে, তা হলে বস্তু-লাভের চেষ্টা করতে হয়। আর যদি এসে গিয়ে থাকে তো ফেলে দিতে হয়। তাই বলেছেন—"ব্রহ্মজ্ঞানে তৃণং শাস্ত্রং।" ঠাকুর বলতেন, মা তাঁকে বেদ শাস্ত্র পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত পুস্তকাদিতে কি আছে, তা সব দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই তো তিনি নিরক্ষর হয়েও মহা মহা পন্ডিতদেরও জ্ঞান-গর্ব খর্ব করে দিতেন। বলতেন—মা বাগ্‌বাদিনীর এক বিন্দু রশ্মি এলে আর সকল জ্ঞান ফিকে হয়ে যায়। তার কোন জ্ঞানের অভাব থাকে না।

জ্ঞাননিধি-লাভের জন্য প্রাণান্তপরিচ্ছেদ করছেন। আর ভক্তিনিধি সংগ্রহ করে তাঁকে ভালবাসছেন। নিধিও—আমাদের পরম সৌভাগ্যবলে অথবা তাঁহার অহেতুক দয়াপ্রভাবে যেরূপেই হ'ক, নিধিও—আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং আমাদের সেই নিধিতেই এখন প্রাণ মন অর্পণ ক'রে ভালবাসা চাই। তা হলেই সমস্ত আপনি হয়ে যাবে। তাঁকে ভালবাসতে পারলে জগৎ তো ভুল হয়েই যাবে। আবার তাঁহার কৃপায় দেহবুদ্ধিও চলে যাবে। বিচার তপস্যা দ্বারা কিছু হওয়া (যার হয় তার হ'ক)—আমরা তো সে বিষয়ে নিরাশ হইয়া তাঁহার চরণকমল আশ্রয় করেছি। এখন তিনি যা করেন, তাই সার ভেবে তাঁর দ্বারে পড়ে আছি। আমি জানি, আপনারও তিনিই শরণ্য, সুতরাং কোন ভয় নাই। মহাপুরুষ ভাল আছেন এবং সী—ও ভাল। অন্যান্য সংবাদ কুশল। আপনার কুশল প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৮৮) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৩।৯।১৫

প্রিয় গিরিজা,

তোমার ২৬শে আগষ্টের এক পোষ্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। ইতঃপূর্বে প্রি—মগরা হইতে এক পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিল; কিন্তু তাহার সেখানে থাকার স্থিরতা ছিল না বলিয়া তাহাকে উত্তর দিতে পারি নাই। যাহা হউক,

তোমরা বেশ কাজ করিতেছ জানিয়া প্রীত হইলাম। যথাসাধ্য মন প্রাণ লাগাইয়া কাজ করিতে পারিলে ইহ পর উভয় লোকেরই কাজ করা হয়। অন্তর্যামী সকল দেখিয়া থাকেন এবং যথাযোগ্য বিধান করেন। "যেমন ভাব, তেমনি লাভ"— ঠাকুরের এই পরম বাক্য সর্বদাই মনে রাখিতে যত্ন করিবে। প্রভুর অভিপ্রায় কাহারো বুঝিবার সাধ্য নাই। তিনি মহা অমঙ্গলের মধ্য দিয়াও মঙ্গলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে এই সব মহা অনর্থের হইলেও তাঁহার উদ্দেশ্য অবশ্যই কল্যাণকারী, কারণ তিনি মঙ্গলময় ও করুণাসিন্ধু। এবার বঙ্গ-দেশের উপর প্রকৃতির কোপদৃষ্টি প্রবলা, আবার বাঁকুড়ায় অনাবৃষ্টির জন্য অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। উড়িষ্যায়ও রিলিফ-কার্য আরম্ভ হইবার প্রয়োজন হইবে শুনিতেছি। প্রভুর মনে যাহা আছে হইবে। আমাদের দ্বারা আমাদের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিব। মহাপুরুষ আলমোড়া হইতে তোমাদের কার্যের সাহায্যার্থে ভিক্ষা-দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং বাগবাজারে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি ৭০্ সত্তর টাকা পাঠান হইয়াছে, পরে আরও কিছু হইবে এইরূপ আশা আছে। খুব কাজ কর। সকলকে আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানাইবে। কানাই শ্রীবৃন্দাবনে রহিয়াছে, মহিনবাবুর পত্রে ইহা অবগত হইয়াছি। যাইবার পূর্বে কানাই আমাদের বলিয়াছিল; সুতরাং পলাইয়া গিয়াছে একথা বলা ঠিক হয় নাই। আমরা তাহাকে যাইবার জন্য সম্মতি জানাইয়াছিলাম। সে শ্রীবৃন্দাবনে ভাল আছে। এখানে মহাপুরুষ সী—, ফ্র্যাঙ্ক ও আমি ভাল আছি। অতুল ও খু—আলাদা একটি বাটী ভাড়া করিয়া এখান হইতে কিছুদূরে রহিয়াছে। তাহারা প্রায় তিন সপ্তাহ এখানে আসিয়াছে। অতুল অনেক ভাল আছে। খু—ও ভাল আছে। আমার শরীর কখন ভাল কখন খারাপ এইরূপ চলিতেছে। আর সকলে ভাল। প্রি—, অ— প্রভৃতি সকলকেই শুভেচ্ছাদি জানাইবে এবং তুমি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৮৯) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া ১২।৯।১৫

প্রিয়—,

এবার আপনার চিঠি একগঙ্গা। কিন্তু অত লিখলে কি হবে? আমার পক্ষে ও ঠিক সেই ঠাকুরের 'পাঁজি নিঙ্গড়ুনর' মত হইয়াছে। "পাঁজিতে বিশ

আড়া জল লেখা থাকলে কি হবে? নিঙড়ুলে এক ফোঁটাও পাওয়া যায় না।" শাস্ত্রে তো জীবন্মুক্ত পরমহংস প্রভৃতি নানা অবস্থার কথা বহুত লেখা আছে। জীবনে তাহা অনুভূত বা পরিলক্ষিত না হইলে—

"পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্।"*

—বইতো নয়। নিধি লাভ হলে কি আমার এই দশা হ'তো। তবে হাঁকুপাঁকু করে কিছু হয় না—এটা একটু যেন বুঝতে পেরেছি। তাঁর দয়া, তাঁর কৃপা বিনা তাঁকে লাভ অসম্ভব—এইটা যেন স্থির সত্য এই মনে হয়। পরমহংস অবস্থা বলে কেন, কোন অবস্থায়ই তাঁহার পদাম্বুজ ছাড়া যে আর কোনও গত্যন্তর আছে—একথা তো কেহ কোন স্থানে বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

রামং চিন্তয় চিত্তবর্ব্বর চিরং চিন্তাশতৈঃ কিং ফলম্
কিং মিথ্যা বহুজল্পনেন সততং রে বক্ত্র রামং বদ।
কর্ণ ত্বং শৃণু রামচন্দ্রচরিতম্ কিং গীতবাদ্যাদিভিঃ
চক্ষুস্ত্বং রামময়ং নিরীক্ষ সকলং রামাৎ পরং ত্যজ্যতাম্॥†

এই হচ্ছে আসল খাঁটি কথা। এ কথা ধারণা করতে পারলে বাঁচা যাবে। নইলে নিরন্তর জন্মমরণ-দুঃখভোগ অনিবার্য। "চাঁদা মামা সকলেরই মামা।" "খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।" তাঁর ভজনে সকলেরই অধিকার। তিনি সকলেরই আপনার মা, 'পাতান' মা নন। কেউ বানের জলে ভেসে আসে নি। আপনি 'ছাগল গরু' কেন হতে যাবেন? আপনি মার সন্তান। আপনারা আসল সন্তান। তাছাড়া আর কিছু নয়। সত্যই মার ছেলেদের কোন ভয় নাই। অতএব আপনারও কোন ভয় নাই, আমারও না। তিনি যেমন রাখবেন তেমনি আমরা থাকবো এই পর্যন্ত—ভাল-মন্দ বুঝি না, বুঝতে পারি না, এ বুদ্ধিতে কুলায় না। "তুমি ভাল-মন্দর পার, আমাকেও উহাদের পারে লইয়া যাও"—এই

---

* "যে বিদ্যা কেবল পুস্তকেই আবদ্ধ এবং যে ধন পরহস্তগত, কার্যের সময় উপস্থিত হইলে সেই বিদ্যা বা ধনে কোন ফলই হয় না।" —চাণক্যশ্লোক

† "রে বর্বরচিত্ত, সর্বদা রামকে চিন্তা কর, অন্য শত শত চিন্তাতে কি ফল? রে মুখ, সর্বদা রামনাম কর মিথ্যা বহু অনর্থক কথায় কি ফল? রে কর্ণ তুমি রামচন্দ্রচরিত শ্রবণ কর, গীতবাদ্য শুনিয়া কি হইবে? চক্ষু, তুমি সকল জিনিস রামময় দেখ, রাম ভিন্ন অন্য সব ত্যাগ কর।"

আমার প্রাণের প্রার্থনা। কোন্ দিক দিয়ে কেমন করে নে'যাবে তা জানি না, কিন্তু নিশ্চয় বিশ্বাস আছে—তুমি নিয়ে যাবে। প্রভু বলেছেন, "কেউ অভুক্ত থাকবে না—সকলেই খাবে। তবে কেউ সকালে, কেউ দুপুরে, কেউ সন্ধ্যায়।" তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, ইত্যোম্। ব্রহ্মবিৎ দূরের কথা—অতশত বুঝি না। আমি তো আপনাকে বলেছি—"তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।" * ইহাই আমার অবলম্বন। "অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।"† মূঢ় আমি —দেহাত্মবুদ্ধি যায় না; সুতরাং আমার পক্ষে অক্ষয় অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞান নিতান্তই দুরূহ। তবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হলেও যে একেবারে নিরুপায় তাহা নয়। প্রভুবাক্যে এ বুদ্ধি নিশ্চয় হইয়াছে বলিয়া মনে আশা হয়। একদিনের কথা বলি—দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়াছি। আরও অনেকে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বেদান্তে খুব পণ্ডিত, তিনিও আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, কিছু বেদান্ত শুনাও। পণ্ডিত অতি শ্রদ্ধার সহিত প্রায় এক ঘন্টাকাল ধরিয়া উত্তম বেদান্ত ব্যাখ্যা করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া খুব প্রীত। সকলেই আশ্চর্য। পরে কিন্তু ঠাকুর তাঁহার খুব সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন, "আমার কিন্তু বাপু অতশত ভাল লাগে না। আমার মা আছেন আর আমি আছি। তোমাদের ও বড় বড় জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, ধ্যান-ধ্যেয়-ধ্যাতা ইত্যাদি ত্রিপুটি প্রভৃতি বেশ খুব ভাল। আমার হচ্ছে কিন্তু 'মা আর আমি'—আর কিছু নাই।" এই কটি কথা এমনি করে বললেন যে, 'মা আর আমি' যেন সকলের হৃদয়ে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য বিশেষ ভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেল। যেন বেদান্ত-সিদ্ধান্ত সমস্ত ফিকে বোধ হল। বেদান্তের ঐ সব ত্রিপুটির চেয়ে যেন ঠাকুরের 'মা আর আমি' অতি সহজ সরল ও মনোজ্ঞ বলিয়া মনে হইল। সেই অবধি বুঝিলাম 'মা আর আমি' ইহাই অবলম্বনীয়।

পুঃ—উপাসনা জপ তপ সব মানসী ক্রিয়া, একথা অতিশয় সত্য। কিন্তু অনুভব মানসী ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ উপাসনা তবে বৈষয়িক মন নহে। জপ তপ প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত শুদ্ধ মনের ক্রিয়া এই মাত্র। 'উপাসনাদির

---

* "আমি তাহাদিগকে মৃত্যুপরিপূর্ণ সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।"
—গীতা, ১২।৭

† "দেহাভিমানীর পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর।" —গীতা, ১২।৫

তাৎপর্য বস্তুলাভে'—মানে আর কিছু নয়, মনকে শুদ্ধ করা এবং শুদ্ধ মন হইলেই বস্তুর দর্শন হয়। বস্তুলাভ মানে বস্তুকে কোথাও হইতে আনা নহে। বস্তু তো আছেই, কেবল আবৃত আছে, সেই আবরণ দূর হওয়া। আবরণও মনের। বস্তুকে কেহ আবৃত করিতে পারে না। বস্তু স্বয়ংপ্রকাশ—নিত্যসিদ্ধ। তাই চমীকর ন্যায়ের দৃষ্টান্ত। গলায় হার রহিয়াছে, মাত্র ভুল হইয়াছে, মনে নাই—তাই ইতস্ততঃ অন্বেষণ। পরে কোনও উপায়ে জানিতে পারিলেই উহার লাভ। যখন বস্তুর জ্ঞান ছিল না তখনও বস্তু ছিল। কেবল উহার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হইলে বলা গেল বস্তুলাভ হইল, নতুবা উহা নিত্যপ্রাপ্ত। শুদ্ধ মনেই ইহা জানা যায়। শুদ্ধ মনও আর কিছু নয়—

"বিষয়েষ্বতিসংরাগো মানসো মল উচ্যতে।
তেষ্বেব হি বিরাগোঽস্য নৈর্মল্যং সমুদাহৃতম্ ॥"*

এই মন বিষয় ছেড়ে ভগবানে অনুরক্ত হলেই শুদ্ধ মন হয়।

এই বেড়াল বনে গেলে বনবেড়াল হয়। এই imagination (কল্পনা) পাকা হইলেই realisation (সাক্ষাৎকার) হয়। আজকার imagination কালকের realisation। শ্রদ্ধা দৃঢ় হওয়া চাই। আগে imagine করলে পরে realisation হতে পারে, imagination না থাকলে realisation কোথা থেকে হবে? আত্মা প্রথমে শ্রোতব্য, পরে মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য, তৎপরে সাক্ষাৎকৃত হলে** realisation এই আর কি।

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৯০) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৯।৯।১৫

প্রিয়—,

আপনার ২১শে তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট দয়া; তজ্জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার শরীর এখন একটু ভাল যাইতেছে। কিন্তু কিছুই বিশ্বাস নাই। কাল

---

* "বিষয়ে অতিশয় আসক্তিকেই মানস মল বলিয়া থাকে, আবার সেই সকল বিষয়ে বৈরাগ্য হইলেই তাহাকে মনের নৈর্মল্য বলা হয়।"

** "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি।"—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।৪।৫ বা ৪।৫।৬। "হে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে এবং তাহার উপায়স্বরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।"

আবার হঠাৎ যেমন খারাপ তেমনি খারাপ হইতে পারে। এইরূপই অনবরত হইতেছে দেখিতেছি। প্রভুর ইচ্ছায় যেমন হয় হউক, আমি আর কি করিতে পারি? অহিফেন সেবন করিতে অনেক দিন হইতে ডাক্তার-বন্ধুগণ পরামর্শ দিতেছিলেন। এ বৃদ্ধ বয়সে আমার আর অধিক কোন ব্যসনের অধীন হইবার ইচ্ছা হয় না। তাই উক্ত বন্ধুদিগের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছে। এখন প্রভু যা করেন, সেই ভরসা। দেহ চিরস্থায়ী নয়। একদিন ইহার অবসান হইবেই। সুতরাং ইহার জন্য কেন আবার একটা কুৎসিত অভ্যাসের বশবর্তী হওয়া। প্রভুপদে ঐকান্তিকী মতি থাকাই এখন একমাত্র প্রার্থনীয়। তাঁহার কৃপায় ইহা যদি হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ হই। অন্য বাসনা আর বড় নাই।

আমি বেদান্ত উড়িয়ে দেই নাই। বেদান্ত কি উড়াইয়া দিবার জিনিস? বেদান্ত আমাদের প্রাণ। কিন্তু সেই বেদান্ত কি?—সেই হ'চ্ছে কথা। আপনি সুন্দর বিচার করিয়াছেন। ইহাতে আমার বলিবার কিছুই দেখি না। তবে কোন উপাসকই জড়ের উপাসনা করে না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহই সকল উপাসকের ইষ্ট ও উপাস্য—এই মাত্রই আমার বক্তব্য। স্বর্গাদি ভোগসামগ্রী সকাম কর্মি-গণই প্রার্থনা করিয়া থাকে—

> "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
> ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
> এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
> গতাগতং কামকামা লভন্তে॥" *

এ হল যজ্ঞাদিকর্মকারীদিগের জন্য। সুতরাং স্বর্গ আদি উপাসকের লক্ষ্য নয়, জ্ঞানীর তো নয়ই। এখন কথা হচ্ছে আত্মা সম্বন্ধে—যিনি সচ্চিদানন্দঘন, চৈতন্যময়। উপাসকেরা এই আত্মাকে অথবা ব্রহ্মকেই নিজেদের সংস্কার মত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাস্যরূপে দেখিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে পূর্ণ ও আপনাকে অংশ, কেহ বা আপনাকে তাঁহার সহিত অভেদ দেখেন। আর কেহ তাঁহাকে মহান্ প্রভু এবং আপনাকে তাঁহা হইতে ভিন্ন ভাবেন। কিন্তু তিনিও আপনাকে

---

* "তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে। এইরূপে বেদত্রয়বিহিত ধর্মের অনুষ্ঠানকারী সকামিগণ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকে।"
—গীতা, ৯।২১

জড় ভাবেন না, পরন্তু চেতনই ভাবিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা গেল, উপাসক সম্বন্ধে জড়ের প্রসঙ্গ কুত্রাপি নাই। উপাসক ও উপাস্য উভয়ই চেতন, কেবল সংস্কারানুসারে উহাদের ভাব ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমান সম্বন্ধে একটি অতি উপাদেয় উপাখ্যান বর্ণিত আছে, এই স্থানে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে না। সেটি এই—কোন সময়ে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার ঋষি-মুনি-সেবিত সভামধ্যে হনুমানকে সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহার সকল প্রকার ভক্তদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই প্রশ্ন করিলেন—"হনুমন্, তুমি আমাকে কিভাবে অবলোকন করিয়া থাক? 'বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ' হনুমান মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, প্রভু সর্বান্তর্যামী—সমস্ত অবগত থাকিয়াও যখন এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাঁহার কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া হনুমান বলিলেন—

"দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽহস্মি তে জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহং ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥"*

ইহাদ্বারা হনুমান সকল উপাসকদিগের ভাবই ব্যক্ত করিয়াছে। ইহাই সর্ব-বেদান্তসিদ্ধান্ত। ইহাতে কাহাকেও নিরাশ করা হয় নাই। প্রত্যুত সকলকে তাহাদের ঠিক ঠিক নির্দিষ্ট স্থান দান করা হইয়াছে। যাহারা 'আমি দেহ' এই ভাব হইতে উচ্চে উঠিতে পারে নাই, তাহাদের জন্য দাসভাব—তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। যাহারা আপনাকে জীবভাবে দেখিয়া থাকে, দেহভাব হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে কিন্তু পূর্ণভাব আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তাহাদের জন্য অশাংশী ভাব—তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ। আর যাঁহারা আপনার আত্মভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের অভেদভাব—ত্বমেবাহং—তুমি আর আমি এক, সেখানে আর ভিন্নতা নাই। এই হচ্ছে তিন ভাব—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার সভায় উপস্থিত, সকল ভাবের ভক্তদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য ভক্তচূড়ামণি শ্রীহনুমানের মুখ দিয়া এই তিন ভাবের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করাইলেন। ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্তের চরম ব্যাখ্যান।

---

* "যখন আমার দেহবুদ্ধি থাকে তখন আমি তোমার দাস, নিজেকে জীবাত্মা বলিয়া বোধ হইলে আমি তোমার অংশ এবং আত্মস্বরূপ বোধ হইলে আমি তুমিই—ইহাই আমার নিশ্চিত বুদ্ধি।"

কাহাকেও হতাশ হইতে হইবে না। যে যেমন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সকলেই সেই একের উপাসনা করিতেছে এবং তাঁহার সহিতই সম্বন্ধ আছে।

"সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥"*

সেই এক চেতন সত্তা পরম পুরুষ সর্বময় সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছেন। তিনিই সকল বেদের বেদ্য, তিনিই বেদান্তকর্তা, তিনিই বেদজ্ঞ। এই জানতে পারলেই বেদান্ত জানা হয়। আর যদি এ অনুভব না হয়, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র গুলে খেলেও বেদান্তের ঠিক ঠিক সত্য কিছুই জানা হয় না। আমি এইরূপই বুঝিয়াছি। ঠাকুরের "আমি আছি আর আমার মা আছেন"—ইহার অর্থও আমি এই ভাবে বুঝিয়াছি যে, তিনি জড় চেতনের কথা বলেন নাই। সব চেতনের কথাই বলিয়াছেন—"উপাস্য চেতন, উপাসকও চেতন। সন্তান-ভাব। ছেলে মা বই আর জানে না—অনন্যভক্তি।" তিনিই সব

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" **

তিনিই তাঁহার এক অংশের দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন আর তাঁহার তিনপাদ নিত্যমুক্ত সর্বাতীত। বেদও গাহিয়াছেন—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"†

এই হলো ব্রহ্ম সম্বন্ধে। আর জীব সম্বন্ধে—জীবের দেহবুদ্ধি থাকিলে তিনি প্রভু, আমি দাস। জীববুদ্ধি হলে তিনি পূর্ণ আর আমি তাঁর অংশ। আর যখন জীবের 'আপনি আত্মা' এই বুদ্ধি হয়—যা হলে আর ভেদবুদ্ধি

---

* "আমি সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট রহিয়াছি। আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং তদুভয়ের অভাব হইয়া থাকে। সমুদয় বেদের দ্বারা আমিই বিদিত হই। আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদবেত্তা।" —গীতা, ১৫।১৫

** অথবা "হে অর্জুন, এই সকল বহু জানিয়া তোমার কি ফল? আমি আমার একাংশ দ্বারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি।" —গীতা, ১০।৪২

† "সমুদয় ভূত তাঁহার এক পাদ, আর তিন পাদ স্বর্গে নিত্যমুক্তভাবে অবস্থান করিতেছে।" ঋগ্বেদ, ১০।৭।৯০।৩

থাকে না—তখন সে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া বলে 'ত্বমেবাহং'—তাঁহাতেই জীবের পর্যবসান। ইহাই সর্বসম্মত বেদান্তজ্ঞান। তিনিই সব। প্রমাণ প্রমেয় প্রমাতা তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। আত্মা জীব জগৎ সব তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। যে বলে তিনি ছাড়া আর কিছু আছে, তাহার মোহ বিগত হয় নাই। সে 'নিদ্রিতবৎ প্রজল্পঃ'—ঘুমের ঘোরে কি বলছে যেমন সে অবগত নহে, সেইরূপ।

"অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চতে।" * এই ভাবে শ্রুতি "এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ** ইত্যাদি বলিয়াছেন। নতুবা বাস্তব সৃষ্টির জন্য নহে।

"ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্তো ইত্যেষা পরমার্থতা॥" †

ইহাই হইতেছে সিদ্ধান্ত পক্ষ। সালোক্য সামীপ্যের কথা শঙ্কর আর কি বলিবেন? আপনি তো জানেন, ভগবান ভাগবতে "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি" ‡ বলে আপনার ভক্তের নিঃস্পৃহভাব ঘোষণা করিয়াছেন। স্বাধ্যায় জপ-তপ ধ্যান-ধারণা সমাধিকে কেহই goal (চরম লক্ষ্য) বলে না।

---

* "অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা যে ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চের লেশমাত্র নাই, তাহা প্রপঞ্চ-স্বরূপে প্রতীত হইয়া থাকে।" (অধ্যারোপ অর্থে যে বস্তু যাহা নহে, তাহাতে তাহার আরোপ। অপবাদ অর্থে তাহার বিপরীত)।

** "এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে।"

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ১

† "প্রলয় বা উৎপত্তি নাই, বন্ধ কেহ নাই, সাধকও কেহ নাই, কেহ মুমুক্ষু নাই, মুক্তও কেহ নাই—ইহাই পারমার্থিক সত্য।—মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ গৌড়পাদীয় কারিকা, বৈতথ্যপ্রকরণ, ৩২ শ্লোক।

‡ সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

৩।৬।১৫ তারিখের পত্রের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" †

ইহাই বেদান্তবাক্য। আর গীতামুখে প্রভু বলিয়াছেন—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"*
"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥[১]
"গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥"[২] ইত্যাদি

সুতরাং তিনিই যে জীবের সর্বস্ব, তা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। আঁব খেতে এসে আঁব খাওয়াই ভাল। অন্য খপরে বিশেষ প্রয়োজন কি? প্রভু যাহাদের আচার্যের কার্য দিবেন, তাহারাই অপরের সম্বন্ধে চিন্তা করিবে—কোন্ ধর্ম দ্বারা কার ক্ষতি বা বৃদ্ধি হইবে? আমরা আম খাইতে পারিলেই ধন্য হইয়া যাইব। প্রভু আপনাকে 'বাগানের বাবুর' সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দিন, এই তাঁহার নিকট আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা। শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৯১) শ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীমান্ শ—,

তোমার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। এমনই উৎসাহ ও ব্যাকুলতা তোমাকে যেন পরিত্যাগ না করে। উন্নত হইবার জন্য, জীবন বিশুদ্ধ রাখিয়া ভগবানে ভক্তিলাভ ও মনুষ্যজীবন সার্থক করিবার জন্য সকলেরই একান্ত আগ্রহ থাকার

---

† "তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, মুক্তির আর অন্য পথ নাই।"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৩।৮

* "হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক হইতেও লোক পুনরায় ফিরিয়া আসে, কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করিলে পুনর্জন্ম হয় না।

—গীতা, ৮।১৬

১ "হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন, আমি সকল প্রাণীর অন্তরে অবস্থিত আত্মা। আমি প্রাণিগণের আদি, মধ্য ও অন্ত।" —গীতা, ১০।২০

২ "আমি ফলস্বরূপ, পোষণকর্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভদ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্তা, স্রষ্টা, সংহর্তা, আধার, লয়স্থান ও অবিনাশী বীজস্বরূপ।" —গীতা, ৯।১৮

প্রয়োজন। তোমার যে এইরূপ প্রাণের টান ইহা জানিয়া বড়ই আহ্লাদ হইল। প্রভু তোমাকে হৃদয়ে বল দিন, তাঁহার নিকট এই সানুনয় প্রার্থনা। জিতেন্দ্রিয় হওয়া অতীব কঠিন, কিন্তু না হইলেও উপায়ান্তর নাই। কোন্ ইন্দ্রিয় প্রথম জয় করিতে হয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ; কিন্তু ভগবান বলিতেছেন, সকল ইন্দ্রিয়ই বশে আনিতে হইবে। "তানি সর্বাণি সংযম্য,"* ইত্যাদি। মনু বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি একটিও অবশে থাকে, তাহা হইলে যেমন চর্মনির্মিত জল-পাত্র (ভিস্তি) হইতে অজ্ঞাতসারে সমস্ত জল বেরিয়ে যায়, সেইরূপ সমস্ত জ্ঞান ঐ ইন্দ্রিয় হরণ করিয়া লয়—

"ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্ ॥"ইতি †

সুতরাং সর্বেন্দ্রিয় জয় করিতেই হইবে। তবে সমস্ত ইন্দ্রিয় বলবান হইলেও জিহ্বা ও উপস্থই সর্বপ্রধান, সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভগবতেও আছে যে, সকল ইন্দ্রিয় জয় করিলেও যিনি রসনা জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে না, যথা—

"তাবৎ জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাৎ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েৎ রসনং যাবৎ জিতং সর্বং জিতে রসে ॥" ‡

সুতরাং রসজয়ই সর্বপ্রথম কর্তব্য। কিন্তু ভগবান আর একভাবে বলিয়াছেন যে—

"বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্টবা নিবর্ততে ॥"*

অর্থাৎ কঠোর করিয়া আহারাদি ত্যাগ করিয়া উপাসনাদি করিলে বিষয় সকল

---

* "তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥"

"যোগী ব্যক্তি সেই সমুদয় ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া উপবেশন করিয়া থাকেন। যেহেতু ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহার বশীভূত, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।" —গীতা, ২।৬১

† মনুসংহিতা—২য় অধ্যায়, ৯৯

‡ শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, অষ্টম অঃ, ২১ শ্লোক

* গীতা, ২।৫৯

নিবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু বিষয়ে যে আসক্তি থাকে, তাহা দূর হয় না; বিষয়াসক্তি কেবল ভগবদ্দর্শন হইলেই নিবৃত্ত হয়। যেমন আমাদের ঠাকুর বলিতেন, "যে জন মিছরির পানা খেয়েছে, তার চিটে গুড় ছ্যা হয়ে যায়।" অর্থাৎ ভগবানে ভালবাসা হইলে আর মানুষের ভালবাসাদি ভাল লাগে না। তাঁতে ভালবাসা হওয়া চাই। তাহা হইলে বিষয় আর ভাল লাগবে না। সব তুচ্ছ বোধ হয়ে যায়। যেমন "যত পূর্ব দিকে এগুবে ততই পশ্চিমদিক পেছনে পড়ে থাকবে," সেইরূপ যত ভগবানের দিকে এগুবে বিষয়ও ততই পেছিয়ে পড়বে আপনা হতে, বিষয় ছাড়বার চেষ্টা করতে হবে না। এই হলো সঙ্কেত। ভগবানের ভজন করাই সার। লালসা আর ইন্দ্রিয়জয়ের চেষ্টা করতে হবে না, তারা আপনিই জিত হয়ে যাবে।

ভগবানের ভজন মানে মন প্রাণ সব তাঁতে অর্পণ করা। তিনিই হবেন সকলের চেয়ে বেশী প্রাণের জিনিস। তাঁর জন্যই হবে প্রাণের ষোল-আনা টান। তাঁকে পেলুম না, তাঁতে ভালবাসা হলো না বলে কাঁদতে হবে, তবেই তিনি তাঁর প্রতি ভালবাসা দিবেন। তাঁর কৃপা চাই, তাঁর কৃপা ভিন্ন কিছুই হবে না। তবে ঠাকুর বলতেন যে "তাঁর দিকে এক পা এগুলে তিনি একশ পা এগিয়ে আসেন, তিনি পরম দয়ালু।" এই যা ভরসা। প্রাণ মন সব তাঁকে দিয়ে ভাল্‌বাসতে চেষ্টা কর। দেখবে তাঁর কত কৃপা। খাওয়াপরার জন্য বড় কিছু আসে যায় না। অল্পস্বল্প ইচ্ছার জিনিস সেরে নিলে দোষ হয় না, তবে বিচার চাই। যেন বিশেষ আসক্তি ভগবানে ভিন্ন আর কিছুতে না হয় এইটি দেখতে হবে। সৎসঙ্গ, সৎপুস্তক—যাতে ভগবদ্বিষয়ক কথা আছে সেইরূপ পুস্তকপাঠ, অসৎসঙ্গ থেকে দূরে থাকা, এই সব হলো প্রয়োজন ভক্তি হবার পক্ষে। এলাহাবাদে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ আছেন—তাঁর কাছে যাবে, আর...আছেন, তাঁহার সহিত খুব আলাপ করবে। তাঁহারা তোমাকে যাহা ভাল তা'ই উপদেশ দেবেন। এইরূপে প্রভুর দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে কোনও ভয় থাকবে না। তাঁহার শরণ লইলে সকল চিন্তা বিপত্তি হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবদ্বাক্য—"তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।"* অতএব অধিক আর কি লিখিব। তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর,

* তাঁহার অনুগ্রহে পরম শান্তি—অক্ষয় স্থান পাইবে।—গীতা, ১৮।৬২

সর্বানন্দ লাভ করিবে। আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৯২) শ্রীশ্রীদুর্গাসহায় আলমোড়া, ১৯।১০।১৫

প্রিয় গিরিজা,

অনেকদিন পরে গত পরশ্ব তোমার একখানি পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। তোমার শরীর ভাল আছে জানিয়া প্রীত হইয়াছি। কালিকানন্দকে আমার শুভেচ্ছাদি জানাইবে। তুমি প্রভুর কার্য করিতে যাইবে, ইহা অতীব আনন্দের কথা। ভাব থাকা চাই। "যেমন ভাব তেমন লাভ"—ইহা প্রভুর উক্তি। হৃষীকেশী সাধু কি মন্দ? ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে হৃষীকেশের সাধুর বিশেষ প্রশংসা শুনিয়াছি। বলিতেন, সাধুদের মধ্যে বিচারে অব্যবস্থা হইলে হৃষীকেশের সাধুরা যাহা ধার্য করিয়া দিতেন তাহাই মান্য হইত। স্বামিজী হৃষীকেশের গুণগানে উন্মত্ত হইতেন। মহারাজ কনখলে থাকিতে হৃষীকেশের সাধুদিগকে কত যত্ন করিয়া আহারাদি করাইতেন ও স্তুতি করিতেন দেখিয়াছি। সুতরাং হৃষীকেশের সাধু মন্দ কেমনে বলিব? যেখানেই থাক প্রভুকে না ভুলিলেই হইল। তাঁহাকে নিয়েই কথা। জায়গায় কি আছে? তাঁকে নিয়েই সব। আমরা কোথায় যাব বা থাকব তাহা আমি অবগত নহি। প্রভু যাহা করিবেন তাহাই হইবে—এইমাত্র জানি। আমার আবার আদেশ কি? যদি কিছু থাকে তাহা এই—প্রভুকে অবলম্বন কর, তাঁকেই আপনার কর, তাঁকে ভুলিও না—ইহা ছাড়া আর কিছু নাই। তাঁকে ধরিয়া থাকিলে কোনও ভয় নাই। খুঁটি ধরে ঘুরলেই পড়বার ভয় নাই। সৎসঙ্গ অবশ্য অত্যন্ত প্রয়োজন; কিন্তু তাও তাঁকে মনে করায় ব'লে। নচেৎ সৎসঙ্গের অন্য আর কি বিশেষত্ব। কনখলের বিশেষ খবর জানি না। ইচ্ছাও বড় নাই জানিবার—যেমন হয় হ'ক —প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হ[illegible] এবং তাহাই ভাল। অতুল ভাল আছে। আমার শরীর ভালয় মন্দয় ধিকি [illegible]ক চলছে। অতুলের দাদা এখানে আসছেন, গোপাল-বাবুও এসেছেন। পূর্ব হইতে আমরা পাঁচ ছয় জন ছিলাম। আবার পঞ্চমীর রাত্রে কানাই আসিয়া হাজির। সুতরাং প্রভুর কৃপায় আমরা অনেকগুলি একত্রে পূজার সময় আনন্দ করিবার অবসর পাইয়াছি; নবমীর দিন মধ্যাহ্নে

অতুলের বাটীতে খুব ভোজ হইয়াছিল। ৺বিজয়ার দিন সন্ধ্যাকালে আমাদের এখানে খুব মা'র নামগান, পায়েস ও মিষ্টান্ন ভক্ষণ ইত্যাদিতে ৺বিজয়া-কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ধন্য প্রভু, ধন্য তাঁর দয়া—অমন সুদূর পর্বতেও তাঁহার ভক্তসঙ্গে আনন্দলাভ! শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজকে আমাদের ৺বিজয়ার প্রণাম আলিঙ্গন প্রভৃতি নিবেদন করিবে। তোমরা সকলে আমাদের ৺বিজয়ার সম্ভাষণাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৯৩) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৩।১০।১৫

প্রিয় ভ—,

অনেক দিন পর গতকল্য তোমার একখানি পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। তুমি ভাল আছ ও বেশ কাজকর্ম করিতেছ জানিয়া প্রীত হইলাম। প্রভুর ইচ্ছা কি তাহা তিনিই জানেন। উহা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। তবে শাস্ত্র ও মহাপুরুষদিগের নিকট হইতে আমরা শিক্ষা পাই যে, তিনি মঙ্গলময়। আমাদের দৃষ্টিতে মহাভয়ঙ্কর ও বিসদৃশ হইলেও ইহার মধ্য হইতেই তিনি মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। এই বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারিলে চিত্তে শান্তি থাকিতে পারে, নহিলে মহা অশান্তি ও যাতনা অপরিহার্য। "ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি"* —তিনি সকলের সুহৃৎ, কল্যাণকারী ইহা জানিতে পারিলেই শান্তিলাভ হয়—ইহা গীতাবাক্য। তোমার বর্ণনাপাঠে আমাদের হৃদয় ক্লিষ্ট; কিন্তু এক কথা মনে হয় যে, এই সময় প্রাণভরে প্রভুর সেবা করিবার মহান সুযোগ। কারণ স্বামিজীর কথা মনে আছে তো যে, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের ঠিক ঠিক যথাসাধ্য সেবা করিতে পারিলে তাঁহারই সেবা করা হইবে সন্দেহ নাই। ধন্য তোমরা! প্রভু তোমাদের এমন সুযোগ দিয়াছেন—প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়া লও ও জীবন সার্থক কর। অধিক আর কি বলিব। ভাবের সহিত সেবা করিতে পারিলে মন ঠিক হইয়া যাইবে।

---

*"(কর্তা ও দেবতারূপে) আমি যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সর্বভূতের মিত্র—এই প্রকারে আমাকে স্বীয় আত্মারূপে জানিয়া যোগী শান্তি লাভ করেন।"—গীতা, ৫।২৯

করিয়া দেখ সত্য কি না। না করিলে বুঝিতে পারিবে কি করিয়া? কাম-ক্রোধ সব কোথায় চলিয়া যাইবে। কাম তো দুর্বলতা বই আর কিছুই নয়। যেমন অগ্নিতে ইন্ধন (কাষ্ঠ) না থাকিলে উহা আপনিই নির্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ কাম হইলে উহার ভোগ না করিলে আপনিই উহা শান্ত হইয়া থাকে। ঐ সময় খুব ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে ও কাঁদিবে; তাহা হইলে দেখিবে উহা আর দেখা দিবে না। ধ্যান জপ যতটুকু পার নিত্য করিবেই। আর কাজকে কাজ মনে করিবে কেন? প্রভুর পূজা মনে করিবে। "যৎ যৎ কর্ম করোমি তদ্ তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।"† "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"‡—কর্মে যে কৌশল তাহার নামই যোগ। এই কাজকে ভগবৎ-অর্পণ করিয়া পূজারূপে পরিণত করিতে পারিলেই যোগ হইল। ইহাই বাহাদুরি। তাঁহার অধীন হইয়া অহংবুদ্ধি না করিয়া কাজ করিলেই সে কাজ পূজা। এইটি মনে রাখিতে পারিলেই হইল আর কি! একেবারে না পারিলে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিবে। তাহা হইলেই হইবে। মহাপুরুষ তোমাকে তাঁহার আশীর্বাদ জানাইতে বলিলেন। তিনি ভাল আছেন। সী—ও ভাল। কানাই সপ্তমীর রাত্রে হঠাৎ শ্রীবৃন্দাবন হইতে এখানে আসিয়া হাজির। ভাল আছে। আমার শরীরও একরূপ চলিতেছে। তুমি এবং আর সকলেই আমার বিজয়ার কোলাকুলি প্রভৃতি জানিবে। মহাপুরুষ কিছুদিন পরে নীচে যাইবেন এইরূপ ইচ্ছা করিতেছেন। আমি কি করিব এখনও স্থির করিতে পারি নাই। প্রভু যেরূপ করিবেন সেইরূপই হইবে। অধিক আর কি লিখিব? তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৯৪) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৫।১০।১৫

শ্রীমান—,

...বাঁকুড়ার দুর্দশার কথা পড়িয়া অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি।—তাহার পত্রে ইহার হৃদয়বিদারক বর্ণনা করিয়াছে। কোথায় তোমরা এই সময়ে প্রাণ ভরিয়া সাধ্যমত দুঃখিতদের সেবা করিয়া ধন্য হইবে, তা না হইয়া তুমি এক বিপরীত

---

† "হে শম্ভো, আমি যে কোনও কর্মই করি না কেন, সেই সমস্তই তোমার আরাধনা।" —শিবমানসপূজনস্তোত্রম্

‡ গীতা, ২।৫০

বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছ। আমি পড়িয়া অবাক ও মহাদুঃখিত হইয়াছি। এই কাজ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমাকে আশীর্বাদ করিতে বলিয়াছ; কিন্তু এ কাজ হইতে মুক্ত হইয়া কি কাজ করিবে? ঈশ্বরসেবা? "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"* এ কথা কি ভুলিয়া গেলে? স্বামীজী তোমাদের জন্য মুক্তির এমন সহজ উপায় করিয়া গেলেন, তোমরা ইহারই মধ্যে তাহা বিস্মৃত হইতে লাগিলে—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" "ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।" † কর্ম না করিয়া কিরূপে কর্ম হইতে মুক্ত হইবে। এরূপ বিপরীত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া তমোগুণের অধীন হইতে চেষ্টা করিও না। বরং প্রাণ ভরিয়া কাজ করিয়া—কাজ কেন, পূজা করিয়া—(কারণ, জীবসেবা কাজ নহে যথার্থ ঈশ্বর পূজা—এই প্রকৃত পূজা করিয়া) আপনাকে ধন্য কর। এমন অবসর সর্বদা হয় না, সত্য জানিবে। কিমধিকমিতি—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৯৫) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৩১।১০।১৫

প্রিয় বি—বাবু,

আপনার ২ খানি rough sketch সম্বলিত ২৭শে মে তারিখের এক-খানি পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। পূর্বেও আমি থিওজাফিকেল সোসাইটি হইতে প্রকাশিত এবং আরও দু-এক জনের নির্মিত এইরূপ ধরনের চক্র দেখিয়াছি। কিন্তু সকলের অপেক্ষা সেরা এই দেহচক্র—যাহাতে পড়িয়া ব্রহ্মা-বিষ্ণুও খাবি খাচ্ছেন। তাই ঠাকুর গাইতেন—

"কালী মা কি কল করেছে, শ্যামা মা কি কল করেছে,
চৌদ্দপোয়া কলের মধ্যে কতই রঙ্গ দেখাতেছে॥
আপনি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘোরায় ধ'রে কলের ডুরি,
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে॥
যে কলে জেনেছে তাঁরে, কল হ'তে হবে না তারে।
কোনও কলের ভক্তির ডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে॥"

---

* স্বামী বিবেকানন্দের 'সখার প্রতি' নামক কবিতা।

† "নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে নিষ্ক্রিয় অবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না।"—গীতা, ৩।৫

এই দেহকলের ভিতর তিনি রয়েছেন, তাঁরে জানতে পারলেই তবে কল হতে বাঁচা যাবে। নতুবা ঘোরপাক—"চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"-র মধ্যে থাকতেই হবে। তাই রামপ্রসাদ বলচেন—"খুলে দে মা চক্ষের ঠুলি, হেরি মা তোর ওই অভয় পদ।"

মা কৃপা করে আমাদের চক্ষের ঠুলি খুলে দিন—এই তাঁহার নিকট একান্ত প্রার্থনা।...ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৯৬) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২।১১।১৫

প্রিয় গিরিজা—,

তোমার ২৮শে অক্টোবরের পোস্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। কালিকানন্দ চলিয়া গিয়াছে—ভালই হইয়াছে। কাহারও উপর জোর করিয়া কিছু করান ভাল নয়। তোমারও যদি ভিতর হইতে ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে আমার বোধ হয় তুমিও ছুটি লইতে পার; কিন্তু এমন সুঅবসর ও সংযোগ ঘটিয়া ওঠা বড়ই দুর্লভ। এই সময় যদি প্রাণ ভরিয়া 'নারায়ণসেবা' করিয়া লইতে পারিতে তাহা হইলে বাস্তবিকই ধন্য হইয়া যাইতে পারিতে। কার্য যতদিন বাঁচিবে করিতেই হইবে; কারণ "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।"* কিন্তু যদি কৌশল করিয়া কাজ করিতে পার তো উহা কাজ না হইয়া যোগ হইয়া যাইত। "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।" সেই কৌশল হচ্ছে আপনাকে কর্তা বোধ না করিয়া আপনাকে প্রভুর অধীনমাত্র যন্ত্র জানিয়া কার্য করা এবং সকল ফল তাঁহাতেই অর্পণ করা। অথবা কাজকে কাজ না জানিয়া তাঁহার পূজা মনে করিয়া করিলেও উহা পূজার তুল্য চিত্তশুদ্ধিকর হইয়া কর্তাকে মুক্ত করিয়া দিয়া থাকে। স্বামিজী তোমাদের জন্য এমন 'নারায়ণসেবারূপ' কাজ দেখাইয়া গেলেন; কিন্তু তোমরা তাহার সুব্যবহার যদি না করিতে পারিলে তাহা হইলে মহাদুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। দেখ, যেমন তোমাদের ভাল বোধ হয় সেইরূপই কর। বাবুরাম মহারাজ তোমাদের কল্যাণের জন্যই প্রয়াস করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয় শীতকাল এইখানেই থাকিতে হইবে। কারণ পথশ্রম আমার সহ্য হইবে না। শিবানন্দ স্বামী এইমাত্র

---

* "কর্ম না করিয়া কেহ কখনও এক ক্ষণও থাকিতে পারে না।"—গীতা, ৩।৫

আলমোড়া সহরে গেলেন কুলি ঠিক করিবার জন্য। যদি কুলি পান তাহা হইলে আগামী পরশ্ব এখান হইতে রওনা হইয়া ৺কালীপূজার দিন বৈকালে ৺কাশী যাইয়া পৌঁছিবেন। ৺কাশী হইতে তাঁহাকে তার করিয়াছে। সেখানে ৺কালী-পূজা হইবে। সী—ও কানাই ভাল আছে। যদি পার তো এমন 'নারায়ণ-সেবা' ত্যাগ করিও না। ইহাতে মঙ্গলই হইবে। ঠিক ঠিক ভাবের সহিত করিয়া দেখ হয় কি না। ভাব থাকা চাই, নইলে সবই বৃথা। তোমরা সব ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে অতুল ও খু—ভাল আছে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৯৭) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৩।১১।১৫

শ্রীমান্—,

...ওখানে ভয়ানক অন্নকষ্ট পাঠ করিয়া ব্যথিত হইতেছি। প্রভুর ইচ্ছা কি তিনিই জানেন, তবে তোমরা যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া যাও, কার্যে ত্রুটি না হয়। তোমার যুক্তি-তর্ক আমার ভাল লাগে নাই, কোন কর্মেরই যুক্তি নয়। Cut the coat according to the cloth (কাপড় যতটা আছে, সেই বুঝিয়া জামা কর অর্থাৎ আয় বুঝিয়া ব্যয় কর)—একটা কথা আছে জান তো? যেমন তোমাদের কাছে মাল থাকিবে, সেইরূপই দান করিবে। ইহার অন্যথা হইতে পারে না; কিন্তু সেই দান শ্রদ্ধার সহিত এবং সহৃদয়ভাবে হওয়া না হওয়া তোমাদের হাতে এবং তাহাতেই তোমাদের ভাব প্রকাশ পাইবে। তোমরা কারুর চাকর নও যে official duty (অফিসের কর্তব্য কাজ) করবে, তোমরা ধর্মকার্য করিতেছ ইহা মনে রাখিয়া কার্য করিয়া যাইবে। অবশ্য উপরিওয়ালারাও যথা আয় তথা ব্যয় করিতে বাধ্য, তাহাদের যথেষ্ট ফন্ড না থাকিলে কি করিবে? অতএব তোমরাও যেমন পাইবে সেইরূপ খরচ করিবে, ইহাতে তো কোন গোল নাই। গোল খালি ভাবের। যা আছে তাই অন্নপূর্ণার ভান্ডার জানিয়া ব্যবহার করিতে পারিলেই সার্থকতা, নতুবা যাহা নাই তাহার উল্লেখমাত্র করিয়া কি ফল? পড়িয়া থাকিবে হয়তো—কোন General-এর (সৈন্যাধ্যক্ষের) পুত্র তাহার পিতাকে তরবারি ছোট বলিয়া শত্রু নিপাত করিতে পারিতেছে না বলিয়া অনুযোগ করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "Add a step to it" (ইহার উপর এক পদক্ষেপ যোগ দাও)। ইহাই হচ্ছে আসল উপদেশ, নয় তো 'দেশে

নাই যা ছেলে চায় তা', 'উঠানের দোষ তারাই দেয়, যারা নাচতে জানে না', 'যারা খেলতে জানে, তারা কানা-কড়িতে খেলে' ইত্যাদি। প্রভুর ভাব কি ভুখা?—বিদুরের ক্ষুদ খেয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে কলার খোসা খেয়েছিলেন। এসব মধুময় (প্রসিদ্ধ) কথা সকলেই জানে ও বলে। কথা হচ্ছে ভাব লইয়া, মন ষোল আনা লাগাতে হবে, তবে তো হবে; অন্যে যা করুক না কেন, তা দেখতে হবে না, আপনাকে দেখতে হবে—নিজে কিরূপ কচ্ছি? আপ ভালা তো জগৎ ভালা, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। ইতি— শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৯৮) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১৯।১১।১৫

প্রণয়াস্পদেষু,

আপনার ১৫ই তারিখের একখানি পোস্টকার্ড পাইয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। আপনার সংবাদ প্রায়ই পাইয়া থাকি। চিন্তা তো সর্বদাই করিয়া থাকি।

"জল বিচ্ কুমুদ বসে, চন্দা বসে আকাশ
যো যাকে হৃদ্ বসে, সো তাকো পাস।"*

—ভক্ত তুলসীদাস অতি সত্যই বলিয়াছেন। হৃদয় আপনাদের নিকট, সুতরাং এই সুদূর পর্বতে থাকিয়াও আপনাদিগকে নিকটেই মনে করিতেছি।

প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। এ বিষয় অধিক আর কি বলিবার আছে? আপনি ভাল আছেন ও নারায়ণসেবায় অধিকতর চিত্তনিবেশ করিয়াছেন জানিয়া যারপরনাই সুখী হইয়াছি। "নারায়ণ ভাবিয়া জড় হইবার ভয় নাই"—ইহাই স্বামিজীর প্রতি ঠাকুরের ইঙ্গিত, যখন স্বামিজী তাঁহাকে জড়ভরতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি অধিক স্নেহপ্রকাশে অনুযোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং আপনার স্নেহাদির ভয়ে আশঙ্কিত হইবার কোন কারণই দেখিতেছি না। আপনি গোবিন্দভজন করিতেছেন, 'ডুকৃঞ্‌করণ' আপনার

---

* জলের মধ্যে কুমুদ বাস করে, চাঁদ আকাশে বাস করে, (তথাপি উভয়ের মধ্যে ভালবাসার হানি হয় না) তদ্রূপ যিনি যাহার হৃদয়ে বাস করেন, তিনি তাহার নিকটেই বাস করেন।

বহিরাবরণ মাত্র। কারণ ইহা "ন হি ন হি রক্ষতি"† আপনি তাহা বিশেষ অবগত আছেন। "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"‡—ইহা ভগবদবাক্য, সুতরাং আপনার উল্টা বুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কোথা? অন্যান্য সংবাদ কুশল। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবেন। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৯৯) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা আলমোড়া, ২০।১১।১৫

পরমপ্রেমাস্পদেষু,

প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ, বহুদিন পরে গত পরশ্ব তোমার একখানি প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া কত যে আনন্দলাভ করিয়াছি, পত্র দ্বারা তাহা কি জানাইব। আমার প্রতি তোমার এতাদৃশ অনুগ্রহ অনুভব করিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হই। আমি তোমাকে কতদিন পত্র লিখিতে পারি নাই। মহাপুরুষের নিকট হইতে কিন্তু প্রায়ই তোমার সংবাদ অবগত হইতাম। মহাপুরুষ কালীপূজোপলক্ষে 'কাশী গিয়াছেন। আমার শারীরিক অস্বচ্ছন্দতার ভয়ে যাইতে সাহস হয় নাই। এখানে আসিবার সময় পথশ্রমে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলাম। শোধরাইতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। সুতরাং ঐ ব্যাপারের পুনরভিনয় দেখিতে আর ইচ্ছা হইল না। এখন কিন্তু এক একবার মনে হইতেছিল যে, যাইলে ভাল হইত—তোমাদের সঙ্গসুখ লাভ করিতে পাইতাম। যাহা হউক, তোমার পত্র পড়িয়া মনে আশার সঞ্চার হইতেছে যে, যদি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় এখানে থাকিয়াই হয়তো তোমার দর্শনলাভ করিতে পাইব। প্রভুর কৃপায় যদি ইহা সম্ভব হয় তাহা হইলে আমার সমূহ ভাগ্যোদয় বলিতে হইবে। তাঁহার

---

† প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে।
ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞকরণে॥

—শঙ্করাচার্যকৃত চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র

"মৃত্যু সন্নিহিত হইলে 'ডুকৃঞকরণে' রক্ষা করিতে পারে না।" উদ্ধৃতাংশটির অর্থ—'কৃ' ধাতুর অর্থ করা; সংস্কৃত ব্যাকরণে 'কৃ' ধাতুকে 'কৃ' না বলিয়া 'ডুকৃঞ' বলা হয়, কার্যকালে পূর্ব ও পরবর্তী অংশের লোপ হইয়া 'কৃ' অবশিষ্ট থাকে। তাৎপর্য এই, মৃত্যুকালে ব্যাকরণাদিশাস্ত্রজ্ঞান অনর্থক—কোন কার্যকর নহে।

‡ "হে বৎস, সৎকর্মকারী কেহ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।"—গীতা, ৬।৪০

নিকট সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, তোমার মিরাট আগমন সফল হউক; সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর। এই সুন্দর পর্বতে থাকিয়া মনে মনে ইহার কল্পনা করিয়াও আনন্দ অনুভব করিতেছি। গত বৎসরের ‘কাশীর স্মৃতি অতিশয় সুখপ্রদ সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমার সঙ্গের সকল অতীত স্মৃতিই আমার বিশেষ আরামদায়িনী। কেনই বা এরূপ না হইবে? তোমাতে প্রভু ভিন্ন অন্য কিছুর তো আর স্থান নাই। মনে পড়ে মঠের এক-দিনের কথা। সে সময় মঠ আলমবাজারে ছিল। তুমি কথাচ্ছলে সেদিন দৃষ্ট সকল পদার্থ হইতেই প্রভুর স্মৃতি জাগরিত করিতে লাগিলে। সেদিন দেখিয়া-ছিলাম তোমার “যথা যথা দৃষ্টি যায় তথা কৃষ্ণ স্ফুরে” বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল; এমন বস্তুটি দেখিলে না যাহা হইতে প্রভুকে স্মরণ না করিলে। তোমার মনে আছে কি না জানি না। আমার কিন্তু উহা চিরদিনের জন্য হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে। সেদিন আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ইহারই নাম তাঁহাতে (ডাইলিউট) মগ্ন হইয়া যাওয়া। ঠাকুর ইহা কৃপা করিয়া দেখাইয়াছেন; সুতরাং আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা কেন? তোমার সংসার ঠাকুরের সংসার, ‘ঘোর’ সংসার নয়। ওতে ‘এঁড়ে’ গরুটা পর্যন্ত থাকতে পারে; কিন্তু কামিনীকাঞ্চনের স্থান নাই। ইহা কেবল প্রেমের।...কা—কে চিঠি লিখো। তোমার চিঠিতে তার হুঁস হয়ে যাবে হয়ত; কারণ ভালবাসায় সব সম্ভব হয়। স্বামিজী বলিতেন, “Love is omnipotent” (প্রেম সর্বজয়ী)। স্বামিজীর আদর্শ কি আর অনেক হয়? তিনি একশ্চন্দ্রঃ। তাঁহার তুলনা তিনিই। অন্যে সম্ভবে না। অবশেষে নিবেদন—আমার প্রতি যেন এইরূপ দয়া থাকে। আর মনোযোগ করে যাহাতে মিরাটে আসা হয় তাহার চেষ্টা যত্ন করিতে ত্রুটি করিও না। আমরা তোমার আসা-পথ চাহিয়া থাকিব। আশা দিয়া নিরাশ করিও না—এইমাত্র প্রার্থনা। খু—কে তোমার পত্র দিয়াছি। অতুল তোমাকে এক পত্র লিখিয়াছে। এই পত্রমধ্যে তাহা পাঠাইতেছি। তাহারা সব ভাল আছে। সা-জীর বড় কষ্ট হইয়াছে। ছেলেটি গতবার বি-এ ফেল হওয়ায় এবারও তাহাকে পড়াইতে হইতেছে। তত অর্থ-সচ্ছলতা নাই; কোনরূপে নির্বাহ করিতেছে। তোমাকে পত্র লিখিতেছি জানিয়া সা-জী তোমাকে তাহার দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইতে বলিল। সী—ও কানাই ভাল আছে ও তোমাকে প্রণাম জানাইতেছে। আমার প্রণাম ও ভালবাসা গ্রহণ কর। ইতি— দাস শ্রীহরি

শুনিয়া থাকিবে মহাপুরুষ এখানে একটি কুটির নির্মাণের উদ্যোগ উদ্যম করিয়া গেছেন। মোহনলাল তার তদ্বির বন্দোবস্ত করিতেছে। কুড়ি টাকা দাম দিয়া একখন্ড জমি শ্রীমহারাজের নামে খরিদ হইয়াছে। সেই স্থান সাফ্, সুধারা করিয়া কুটিয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাতে এক দেউল উঠিয়াছে। কার্য চলিতেছে—যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, তিন-চারি মাসের মধ্যে দুটি ছোট ঘর তৈয়ার হইয়া যাইবে। এই কার্যে প্রায় এক সহস্র মুদ্রা খরচ হইবে হিসাব হইয়াছে। মোহনলালের নিকট মাত্র চার শত টাকা জমা মজুত আছে। মহাপুরুষ কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে টাকা যোগাড় করিবেন বলিয়া গেছেন। এখানে আসিলে ঐ স্থান দেখিয়া পবিত্র করিবে। মহারাজকে মহাপুরুষ এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থানটি তৈয়ার হইলে মন্দ হইবে না। এখন দয়া করিয়া একবার এস, আমরা তোমাকে দেখিয়া শীতল হই। ইতি— দর্শনাকাঙ্ক্ষী, শ্রীহরি

(১০০) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৫।১১।১৫

প্রিয়—,

আপনার ১৮ই তারিখের পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। ছুটিতে ৺কাশীবাস, সাধুসঙ্গ করিয়া আবার নিজের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা অতীব সুখের কথা। এখানে আপনাকে দেখিতে পাইলে বড়ই আনন্দিত হইতাম। সকলই প্রভুর ইচ্ছামত হইয়া থাকে, ৺কাশীতে শ্রীযুত লাটু মহারাজের সঙ্গ করিতেন, শিবানন্দ স্বামীকেও অল্প সময়ের জন্য দেখিয়াছেন এবং অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছেন, এই সংবাদে আমিও অতিশয় প্রীত। মগ্নু ব্রহ্মচারী এখন আর ব্রহ্মচারী নহেন, তিনি স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন--বিদ্বৎসন্ন্যাস। তাঁহার সুখ্যাতি অনেক শুনিয়াছি। ৺কাশীতে বহু বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছেন, গতবার যখন ৺কাশীতে ছিলাম তাঁহার অসুখ হওয়ায় দুর্গাচরণবাবুর সহিত তাঁহাকে দু-তিন বার দেখিতেও গিয়াছিলাম, বেশ উত্তম সাধু বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কায়স্থ শুনিয়া বিদায় দেওয়া উদারতার পরিচায়ক নহে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম খুব ভাল যদি ব্রহ্মজ্ঞানে নিষ্ঠা থাকে, নচেৎ "দ্বিজঃহপি স্বপচাধমঃ"*

যদি হরিভক্তিবিহীন হয়। ভগবানে ভক্তি প্রীতি থাকিলে "স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং"†—এই কথাই শাস্ত্রসঙ্গত এবং এই ভাবই আমরা প্রভুর নিকট দেখিয়া শুনিয়া শিখিয়াছি। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয় নাই বলিয়া ব্রহ্ম আপনার নিকট sealed book (অনধিগম্য গ্রন্থের তুল্য) এ কথা স্বীকার করিতে রাজি নহি। বরং যাঁহারা ব্রাহ্মণেতরের ভগবান লাভ হয় না বলেন, তাঁহারা শাস্ত্রমর্ম অবগত নন এই কথাই মনে হয়! সাধুসঙ্গ ছাড়া কিছু আপনার ভাল লাগে না শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। ইহা যদি অহঙ্কার হয় তাও ভাল; কেন না ইহাকেই তো "ভবার্ণবতরণে নৌকা"‡ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। সকল তপস্যা একদিকে এবং এককক্ষণ সাধুসঙ্গের ফল একদিকে রাখায় তুলাদণ্ড সাধুসঙ্গফলের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল—শাস্ত্রমুখে ইহা অবগত হইয়াছি।

Brain-এর (মস্তিষ্কের) অন্য জিনিস receive (গ্রহণ) করিবার ক্ষমতা decline করিবে (কমিয়া যাইবে) কেন? ভালমন্দ-বিচারের ক্ষমতা বরং বাড়িয়াছে, তাই যাহা মন্দ তাহা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না। আপনার বিনয় প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশ বৎসর পূর্বে যেমন ছিলেন এখন ঠিক তেমনি আছেন, এ কথা সমীচীন মনে করি না। তবে আত্মা সম্বন্ধে মনে করিয়া যদি বলিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্য ঠিকই বলিয়াছেন; কারণ আত্মা একরকম। সাধুর লৌকিক ও ঐশ্বরিক উভয় বিষয় ব্যবহারযোগ্য হইলেও লৌকিক তাঁহার শোভাদায়ক নহে, সাত্ত্বিক ভাবই সাধুর পক্ষে ভাল দেখায়। আপনার ঐ impatience (অধৈর্য) ভাব বরাবর থাকিবে না, একটু অধিক অন্তর্মুখ হইলে উহা চলিয়া যাইবে। অভ্যাস ধীরে ধীরে, ক্রমশঃ হওয়াই ভাল। আপনার তাই হইবে। ঠাকুর বলিতেন, "সংসারে থেকে ভগবানের চিন্তা, কেল্লা থেকে লড়াই করার মত। ওখানে অনেক সুবিধা আছে। আর

† "স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র—তাহারাও পরমগতি লাভ করে।"—গীতা, ৯।৩২

‡ ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

"এই সংসারে ক্ষণকালের জন্যও সাধুসঙ্গই ভবসমুদ্র পার হইবার একমাত্র নৌকাস্বরূপ।"
—শঙ্করাচার্যকৃত 'মোহমুদ্গর'

অন্যের ময়দানের লড়াই, সকলের পক্ষে উহা নহে।” কথাটা হচ্ছে—মনটা ভগবানে রাখতে হবে, তা যে উপায়েই হউক। তা হইলেই জীবন সফল হবে, বৃথা যাবে না। খাওয়া-পরা তো আছেই, উহা তো “আশরীরধারণাবধি।”* কিন্তু প্রসাদ বলেন, “আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে।” এঁদের যুক্তিই শুনতে হবে। তা হলে অনায়াসে প্রভুপদে মতি হবে, গানটী এই—

“মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে।
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে॥
যত শোনো কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্রবটে।
কালী পঞ্চাশত বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে বিরাজ করে॥
আনন্দে রামপ্রসাদ রটে মা বিরাজে সর্বঘটে।
তুমি নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ দেই শ্যামা মারে॥”

এর অধিক ব্রহ্মজ্ঞান আর কিছু হইতে পারে কি? সর্বত্র, সর্বকার্যে, সর্বজীবে, সর্বভাবে ব্রহ্মদর্শন। কেবল যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি কেন, অনেক ধর্মশাস্ত্রে, যোগশাস্ত্রে, পুরাণে, তন্ত্রে ঐ কথা দেখিতে পাইবেন। মহানির্বাণতন্ত্র গৃহস্থদিগের ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রামাণিক গ্রন্থ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া রাজা রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্ম-সমাজ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ভগবানই গুরু, তিনিই আবশ্যক মত সকল উপায় করিয়া দেন। আপনি তাঁহাকে অন্তরের কথা জানান, তিনি যাহা প্রয়োজন তাহা করিয়া দিবেন।

ঠিক বলিয়াছেন, কৃপা ব্যতিরেকে সাধন দ্বারা কেহ কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। তবে আন্তরিকভাবে সাধনাদি করিলে তাঁহার কৃপার উদয় হইয়া থাকে। ভগবানই গুরু। তিনি অন্তর্যামী, তাঁহার নিকট অকপটভাবে প্রার্থনা করিলে যথাসময়ে সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। যত ব্যাকুলতা বাড়বে

---

* ওঁ লোকোঽপি তাবদেব ভোজনাদিব্যাপারস্ত্বাশরীরধারণাবধি। “ভক্তিতে যতদিন না সিদ্ধ হওয়া যায়, ততদিন যেমন শাস্ত্রীয় শাসন মানিয়া চলিতে হয়, তদ্রূপ লৌকিক নিয়মও ভক্তিতে সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্তই মানিতে হয়, ভোজনাদি করা কিন্তু যতদিন শরীর ধারণ করিতে হইবে, ততদিন চলিবে।” —নারদভক্তিসূত্র, ১।১৪

ততই তাঁর কৃপা সন্নিকট হবে। খুব ব্যাকুলতা হোক আপনার, এই আমার তাঁহার নিকট আন্তরিক প্রার্থনা। উপস্থিত আমার শরীর একরূপ চলিতেছে; উপসর্গ সবই রহিয়াছে, বিশেষতঃ...বড়ই কষ্ট দিতেছে, প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ব্রহ্মচারী কা—ও সী— উভয়েই ভাল আছেন। আপনি তাঁহাদের শুভেচ্ছাদি জানিবেন। আপনার চিঠি পড়িতে আমার আনন্দ হয়, কষ্ট কেন হইবে? মধ্যে মধ্যে পত্র দিয়া সুখী করিবেন। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবেন। কিমধিকমিতি, শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১০১) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৬।১১।১৫

প্রিয় গিরিজা,

তোমার ২১শে তারিখের একখানি পোস্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। ম্যালেরিয়া জ্বরে খুব ভুগিয়াছ শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, এখন যে অল্পে অল্পে সারিয়া উঠিয়াছ ইহাই মঙ্গল। শীঘ্র ও স্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছ—ইহা খুব ভাল। কারণ ম্যালেরিয়া একবার হইলে পুনঃ পুনঃ হইবার সম্ভাবনা। স্থানপরিবর্তন করিলে কিন্তু অনেক সময় উপকার হইয়া থাকে। ঢাকা স্থান মন্দ নয়। যদি কর্তৃপক্ষরা তোমাকে ঢাকা কেন্দ্রের ভার লইতে অনুরোধ করেন, আর যদি ইহা তোমার মনঃপূত হয়, তা হইলে স্বীকার করিলে হানি কি? চারুর কথায় অবশ্য তুমি রাজি হইবে কেন? অহঙ্কার যদি বাড়াবার হয় তাহা হইলে এমনিই বেড়ে থাকে। দেখিতে পাও না, যাহার অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই সেও অহঙ্কার করিতে ছাড়ে না। তাঁর কৃপায় আবার কারুর মহা অহঙ্কারের কারণ থাকিতেও দীনভাবে থাকিতে দেখা যায়। তাঁর শরণাগত হয়ে প্রাণমন তাঁতে অর্পণ করে যেখানে থাক তিনিই রক্ষা করিবেন; নচেৎ আপনি আপনাকে রক্ষা করা বড় কঠিন সমস্যা। আলমোড়া আসিতে ইচ্ছা হয় আসিতে পার, কিন্তু আমাদের এখানে থাকা তত সুবিধার নহে; একে স্থানাভাব, দ্বিতীয়তঃ ভিক্ষাদিরও অসুবিধা।...সী—...আর এক মাস পরে অন্যত্র চলিয়া যাইবে স্থির করিয়াছে। প্রি—ও এখানে আসিতে চায়। সে বোধ হয় মাধুকরী করিবে; কিন্তু তাহাও বেশ সুবিধা বলিয়া মনে হয় না। তবে কোনরূপে চলিতে পারে। শ্যা—এর এক পোষ্টকার্ড পাইয়াছি; তাহাকে আমার ভালবাসাদি জানাইবে। আমার

শরীর একরূপ চলিতেছে। রোগ সারে নাই। কানাই ও সী—এবং অতুল ও খু—ভাল আছে। তুমি আমার ভালবাসাদি জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি—

মঠের ঠিকানায় পত্র লিখিতে বলিয়াছ, তাই এই পত্র মঠের ঠিকানায় পাঠাইলাম। শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও নমস্কার দিবে।

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১০২) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১০।১২।১৫

প্রিয় ল—,

তোমার ৩রা তারিখের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি।...জীবে নারায়ণবুদ্ধি একেবারে ঠিক ঠিক বোঝা বড় কঠিন, জ্ঞান না হলে তাহা পুরোপুরি সম্ভবে না। তবে কথা হচ্ছে, ভগবান সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত আছেন—প্রত্যেক জীবেই তিনি আছেন—ইহা জানিয়া জীবমাত্রে যে সেবা তাহা তাঁহারই সেবা এই বিশ্বাস এই ধারণা করিয়া যে তাহাদের সেবা করা, তাহারই নাম নারায়ণ-সেবা। সর্বান্তঃকরণে এবং কোন ফল কামনা না করিয়া এইরূপ বুদ্ধিতে সেবা করিতে পারিলে ভগবানের কৃপায় একদিন উপলব্ধি হইয়া যায়—যথার্থ নারায়ণসেবাই এই জীবসেবা; কারণ তিনি প্রত্যেক জীবে বিভুরূপে বিরাজমান, বাস্তবিক তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই।

পবিত্রতা অপবিত্রতা আর কিছুই নয়, ভাবের বিভিন্নতা মাত্র। যাহা বিষয়াসক্তি তাহাই মলিনতা; আর যাহা ঈশ্বরে আসক্তি তাহাই পবিত্রতা। মানুষের ভিতর আসল বস্তু হচ্ছেন ঈশ্বর; আর তাছাড়া মানুষ কেবল হাড় মাংস ইত্যাদি বইতো নয়। মানুষের যে চৈতন্য তাহাই ঈশ্বরের অংশ, তাহাই নির্মল; আর সব মলিন। হৃদয়ে যে সদ্ভাব তাহা ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়; আর অসদ্ভাব যাহা তাহা তাঁহা হইতে দূরে রাখে এ সব ক্রমে বুঝিতে পারা যায়, প্রথমে শুনিয়া রাখিতে হয়। শুভ চরিত্রের যে আকর্ষণ তাহা প্রভুর কৃপাতেই হইয়া থাকে। সকল শুভের আকর তিনি; সুতরাং তাঁহাকে পাইলেই সকল অশান্তির নিবৃত্তি হইয়া পূর্ণ শান্তিলাভ হইয়া জীব ধন্য হইয়া যায়। তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিতে পারিলেই সব হয়—তিনিই সব জানাইয়া দেন। সর্বদা হৃদয়ে সদ্ভাব পোষণ করিবে। তিনি সৎস্বরূপ, তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিতে পারিলে আর কিছুরই অভাব থাকিবে না। তিনিই মা,

তিনিই বাপ, তিনিই বন্ধু, তিনিই সখা, তিনিই বিদ্যা তিনিই ধন এবং তিনিই সর্বস্ব—এইভাবে তাঁকে একমাত্র আপনার করিতে পারিলে জীবন মধুময় হইয়া যাইবে।

তুমি অনেক প্রশ্ন করিয়াছ, সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আর দিলেও তুমি যে বুঝিতে পারিবে, এমন মনে হয় না। তবে ইহা নিশ্চয়, যত তাঁর দিকে অগ্রসর হইবে, ততই আপনা হইতে সকল বিষয় পরিষ্কার হইয়া যাইবে, সকল প্রশ্নের সমাধান হইবে। নিজের মধ্যে ভাব হওয়া চাই, তা নইলে কোন ভাব বোঝা যায় না। সর্বদা প্রভুকে হৃদয়ে দেখবার চেষ্টা করবে। যখন যাহা জানবার ইচ্ছা হবে, প্রাণভরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে। তিনি হৃদয়ের মধ্যে থেকেই সকল বিষয় যথাযথ জানাইয়া দিবেন, সকলকেই তিনিই সব জানাইয়া দিয়া থাকেন। তিনি না জানালে শত চেষ্টাতেও কেউ জানতে বা জানাতে পারে না। তাঁর কৃপায় এখন যাহা মহারহস্যময় বোধ হচ্ছে, অতি সহজে সে রহস্য ভেদ হয়ে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। ক্রমে সব হবে, উতলা হবে না। প্রভুকে প্রাণভরে ডাকো এবং তাঁকেই এক আপনার করে নেবার যত্ন চেষ্টা কর। হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে ইহার জন্য প্রার্থনা কর। তিনি অন্তর্যামী—সকলের হৃদয়ের ভাব জানিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা করেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১০৩) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা আলমোড়া, ১২।১২।১৬

পরমপ্রেমাস্পদেষু,

শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ, তোমার ১লা তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। পাঠ করিয়া কত যে আনন্দ হইয়াছিল বলিবার নয়। পার্শেল আসিতে দেরী হওয়ায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে। গতকল্য বৈকালে পার্শেল পাওয়া গেছে। একটা ঝুনা নারিকেল, কিছু নূতন গুড়, গুটি দশেক পাতিলেবু ও বড়ি পার্শেলের মধ্যে ছিল। বড়ি বোধ হয় শান্তিরাম পাঠাইয়াছেন। দেখিয়াই এইরূপ মনে হইয়াছে। কানাই বলিল, বড়ির জন্য আর কাহাকেও আর বলিতে হইবে না। এই বড়িতে আমাদের ছ-মাস চলিবে। শান্তিরাম অল্প কিছুই ভালবাসে না। প্রভু তাহার আরও শ্রীবৃদ্ধি করুন। প্রভুর কৃপায় গ্রীষ্মের প্রারম্ভে তোমার দর্শন পাইতে পারিব, এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া

রহিলাম। মহাপুরুষ মহারাজ আসিলে মঠে যাইবেন লিখিয়াছেন। যখন তিনি ফিরিবেন সেই সঙ্গে আসিলেই বেশ হইবে। মঠে যাইয়া তোমাদের দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিল কৈ? প্রভু যদি কৃপা করেন এবং তোমাদেরও যদি কৃপা হয় তাহা হইলে এইখানে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। মহারাজকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও প্রণাম জানাইও। মহাপুরুষের উদ্যোগ ও উদ্যমে এখানে একটি কুটিরনির্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। কতদূর হইয়া উঠিবে প্রভুই জানেন। সাধু হরিদাস শরীরত্যাগের পূর্বে দুইশত টাকা আমাকে দিবার জন্য তাহার ভাইকে কহিয়া গিয়াছিল। সেই টাকা এবং বেলগাঁর...এক ডাক্তারের দেড়শত টাকা—এই লইয়া কার্য আরম্ভ হইয়াছে। মোহনলাল সা প্রথমে বলিয়াছিল, পাঁচ ছয় শত টাকায় কুটির তৈয়ার হইয়া যাইবে। এখন কিন্তু বলিতেছে, হাজার টাকার কমে হইবে না। সুতরাং বুঝিতেছ, উহা বিশ বাঁও জলে পড়িয়াছে। মহাপুরুষ বলিয়াছেন, কলিকাতা যাইয়া তিনি উহার জন্য চেষ্টা করিবেন। আমাকেও এক আধ জনকে অর্থ-সাহায্যের জন্য লিখিতে বলিয়াছিলেন, তাই লিখিয়াছি। এখন প্রভুর যেমন ইচ্ছা সেইরূপ হইবে। কুটিয়া হইলে কিন্তু মন্দ হইবে না। কারণ এখানকার জলবায়ু সুন্দর—অনেকের উপকার হইতে পারিবে তবে অতি ছোট স্থানের চেষ্টা হচ্ছে। মাত্র দুইটি ঘর হইবে। অল্প আরম্ভ। তাঁহার ইচ্ছা হইলে আরও হইতে পারিবে। শুনিলে হয়তো হাসবে—কুড়ি টাকায় জায়গা খরিদ হইয়াছে। তাহা চৌরস করিয়া সেইখানে ঘর হইবে। চৌরস হইয়া গেছে। পাথরসংগ্রহ সুরু হইতেছে। কাঠের কাজও আরম্ভ হইয়াছে। শীঘ্রই ইমারতের কাজ সুরু হইবে। কেবল টাকা আসিয়া পড়িলেই হয়। নুন নেবু সব আছে, বাকি কেবল অন্নের। মহারাজের নামে জায়গা খরিদ হইয়াছে। এইত গেল কুটিয়ার ইতিহাস। এসব রজের খেলা; সত্ত্বের খেলা যে কোথা তা প্রভুই জানেন। আর প্রভুর তোমরা যদি কৃপা করে দেখাও তা হলেই দেখা হয়। শরীর ক্রমশই অপটু হইয়া পড়িতেছে। এখানে আসিয়া তবু একটু ভাল বোধ হইতেছে; কিন্তু রোগশান্তি কিছুই হয় নাই। কারণ সকল উপসর্গই বর্তমান। প্রভু যেমন রাখেন সেই-ই ভাল। সা-জীর বড়ই কষ্ট, দেখিলে অত্যন্ত দুঃখ হয়। দানী লোক কষ্টে পড়লে যেমন হয়। তার ছেলের জন্যই বেচারার বিশেষ কষ্ট সব শুনে থাকবে। তার...জন্য জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলের সহিত মনান্তর। এখন

আবার ভাইরাও চটিয়াছে—ছেলেটাই বাপকে সারলে। গতবারে বি-এ ফেল হইয়াছে। তাই এবারও এলাহাবাদে পড়তে গেছে। মাসে মাসে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা খরচ যোগাতে হয়। দেনা করে সা-জী চালাচ্ছে; কিন্তু বলে, "আর চলে না।" এবার যদি ফেল হয় তা হলে সা-জী হয়তো মারা পড়বে। সা-জী বলছিলো, তোমরা যদি মিস্ ম্যাকলাউডকে বলে আমেরিকান কন্সাল কিম্বা আর কোনও তাঁর আলাপী বড় লোকের দ্বারা লাট কিম্বা কোন বড় অফিসারকে সুপারিশ করে তার ছেলের একটি কর্ম করিয়ে দিতে পার তা হলে সে এ যাত্রা রক্ষা পায়। আমি তোমাদের লিখব বলেছি। যদি কিছু সম্ভব হয়—একবার চেষ্টা করে দেখবে কি? সা-জী আমাদের পরম আত্মীয়, ঠাকুরের ও স্বামিজীর একান্ত অনুগত। আশা করি কা—কে এতদিনে পত্র লিখে থাকবে। তোমার পত্রে তার কিছু মন ভিজতে পারে। ভালবাসার বড় জোর সন্দেহ নাই। লোকের জন্য কল্যাণকামনা, কিসে তারা শান্তি পাবে, আনন্দের সন্ধান পাবে—এ বাসনা, যদি বন্ধনের হয় তা হলে প্রেমের বন্ধন; সে বন্ধনে ভববন্ধন-মোচন হয়ে লোক অমৃতত্ব লাভ করে ধন্য হয়। আশীর্বাদ করো আমরা যেন তার বিন্দুমাত্রেরও অধিকারী হইতে পারি। আমার উপর কৃপাদৃষ্টি রেখো। অধিক আর কি বলব? তোমার শরীর ভাল আছে জেনে অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। এখানে অতুল বেশ ভাল আছে। ডাক্তার বলছে, আরও একবছর এখানে থাকলে একেবারে নির্দোষ হয়ে যাবে। খু—ও বেশ ভাল আছে। সী—ও কানাইও ভাল। খুব শীত পড়েছে। সামনে পর্বতে বরফ কি সুন্দর দেখাচ্ছে! অন্যান্য সংবাদ ভাল। মধ্যে মধ্যে কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে এবং আর সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি দিবে। ইতি—

দাস শ্রীহরি

(১০৪) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা আলমোড়া, ১৯।১২।১৫

পরমপ্রেমাস্পদেষু,

শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ, গতকল্য আমরা এখানকার পাতালদেবী দর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানে খুব আনন্দ হইয়াছিল। তোমার প্রেরিত টাকায় মার পায়সান্ন-ভোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং পার্শেল হইতে একটি নারিকেলও পূজার নৈবেদ্যরূপে নিবেদিত হয়। স্থানটির শোভা ও একান্ততা অতীব

রমণীয়। দুইটি নাগা সাধু তথায় ছিলেন। তাঁহারা ও আরও তিন-চারটি ব্রাহ্মণকুমারও প্রসাদ পাইয়াছিলেন। আমরাও পাঁচ-ছয় জন ছিলাম। বদ্রি সা-জী আমাদের সঙ্গে থাকায় সকল বিষয়েই বেশ সুবিধা হইয়াছিল। অতুল তোমার পার্শেলের প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছে। সে দেখিতে পায় নাই. পার্শেলের মধ্যে নূতন গুড়ের পাটালি ছিল। আজ সকালে কানাই আমাকে উহা দেখাইয়াছে। প্রভুর কৃপায় শ্রীমহারাজ মঠে আসিয়া শারীরিক ভাল আছেন জানিয়া আমরা অতীব আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহাকে আমার আন্তরিক ভাল-বাসা ও প্রণাম দিবে। শিবানন্দ স্বামী বোধ হয় এইবার মঠে আসিবেন। প্রভুর ইচ্ছায় তোমাদের কত আনন্দই হইবে। মিরাট হইতে আবার তোমাকে তথায় শুভাগমনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তবে এই শীতে মিরাট আসা সম্ভব হইবে না মনে হয়। মিরাটে বড় কম শীত নহে। এক সময়ের মিরাটের স্মৃতি আমাদের মনে খুব জাগরূক রহিয়াছে। পুণ্যস্মৃতি স্বামিজী হৃষীকেশে অসুখের পর এই মিরাটে পরিবর্তন করিয়াই আবার পূর্ব স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় প্রায় ছয়মাস কাল আমরা তাঁহার সঙ্গ-সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই সময়েই কনখলে আমরা মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তখন হইতে অন্যূন ছয় বৎসরকাল তাঁহার সহিত একত্রে যাপন করিয়াছিলাম। মিরাটের অবস্থান যে কি সুখের হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। স্বামিজী আমাদের জুতা-সেলাই হ'তে চণ্ডী-পাঠ পর্যন্ত সব শিক্ষা সেই সময় দিতেন। এদিকে বেদান্ত, উপনিষদ, সংস্কৃত নাটকসকল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন, ওদিকে...রান্না শিখাইতেন। আরও কত কি যে করিতেন তাহা তুমি অনুমানই করিতে পারিতেছ। এই সময়ের একদিনের ঘটনা চিরদিনের মত হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। ...একদিন পোলাও প্রভৃতি রান্না করিয়াছেন। ...সে যে কি উপাদেয় হলো তা আর কি বলব? আমরা ভাল হয়েছে বলায় সব আমাদের খাইয়ে দিলেন। নিজে দাঁতে কাটলেন না। আমরা বলায় বলিলেন, "আমি ওসব ঢের খেয়েছি—তোমাদের খাইয়ে আমার বড় সুখ হচ্ছে। সব খেয়ে ফেল।" বোঝে! ঘটনা সামান্য, কিন্তু চিরতরে হৃদয়ে গাঁথা আছে। ...কত যে যত্ন, কত যে ভালবাসা, কত গল্প, কত বেড়ান—সব স্মৃতি-পটে জ্বল জ্বল করছে। এইখান হতেই স্বামিজী একাকী চলে যান। এবং যদিও দিল্লীতে আবার একবার দেখা হয়েছিল এবং একসঙ্গে প্রায় একমাস

থাকা গেছলো, কিন্তু তারপর আট বৎসর পরে একেবারে জগৎজয়ী হয়ে মঠে ফিরেছিলেন। ইহার মধ্যে আর একবার বোম্বেতে মহারাজ ও আমার সহিত কিছুদিনের জন্য দেখা হইয়াছিল মাত্র। এখন স্বামিজী প্রভুর নিকট আছেন। তাঁহার স্মৃতি আমাদের জীবনসঙ্গী হইয়া রহিয়াছে। ইহাই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান, ইহাই আমাদের জপ-তপ, আলাপন। তাই বলিতেছিলাম, মিরাটে বড় শীত। শীতকালে তোমার সেখানে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। কিন্তু গ্রীষ্মের প্রারম্ভে প্রভুর ইচ্ছায় যদি আসা হয়, তাহা হইলে এখানে আমাদের দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতে অবহেলা করিও না। আমরা তোমার পথ চাহিয়া থাকিব। তোমার শরীর এখন ভাল আছে জানিয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। মঠে এখন অনেক লোক—সকলকেই আমার যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ ভালবাসাদি জানাইতেছি। যাহাদের ভাগ্যোদয় হইবে তাহারাই তোমাদের সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইবে। অনেকে আসিতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইতেছে। তারা সব তোমার 'আবল-তাবল' শুনে নিশ্চয়ই অবাক হইয়া প্রেম-ভক্তি-ভালবাসার অপূর্ব দৃষ্টান্ত সন্দর্শন করিতেছে। আমি ইহার ভাগী হইতে পারিলাম না তজ্জন্য ক্ষোভ হইতেছে। নলিনের এক পোস্টকার্ড পাইয়াছি। তাকে আমার ভাল-বাসাদি দিবে। আমি তাহাকে আর আলাদা পত্র দিলাম না। তুমি আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও প্রণাম গ্রহণ কর। নিবেদন। ইতি দাস শ্রীহরি

অতুল, খু—, সী—, কানাই ও সা-জীরা সকলেই ভাল আছে। আমার শরীরও সেই পূর্ববৎ চলিয়াছে। কুটিরের কাজ ধীরে ধীরে চলিতেছে। অন্যান্য সংবাদ কুশল। তোমাদের কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। ইতি

(১০৫) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১৯।১২।১৫

প্রিয়—,

আপনার ১২ই তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। দিন কয়েক হইতে আপনার কথা মনে হইতেছিল। ছুটির পর খুব কাজ পড়িয়াছে। আবার ছুটি হইবে. ফের কাজ করে আবার বিশ্রাম পাবেন; এইরূপ প্রভুর কাজও চলিতেছে। আমার শরীর সেই পূর্ববৎই চলিয়াছে—ভালয় মন্দয় এক-রূপ কাটছে, রোগের উপশম হইতেছে না। এই ভাবেই বোধ হয় যাবে। প্রভুর ইচ্ছা যেমন সেইরূপই হবে। আপনার ব্যাকুল ভাব দেখিয়া অতিশয় আনন্দ

হইতেছে। ঠাকুর বলতেন, এই ব্যাকুলতা যত বাড়বে ততই তাঁহার কৃপা অধিক হইতে অধিকতর হইবে। তাঁতে প্রেম-ভক্তি ভালবাসা হলেই সব হ'ল। ভক্ত অধিক আর কিছু প্রার্থনা করেন না। দর্শনের ইচ্ছা হয় বটে; সে কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। অর্জুন বলিলেন—"দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।"* বলিয়াই কিন্তু যেন অপ্রতিভ হইয়া বলিতেছেন—

"মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্।" **

এই হচ্ছে কথা। যদি তাঁর ইচ্ছা হয় তবেই দেখান, নহে তো মুশকিল। কারণ, দেখিয়াও স্বস্তি নাই। মহা ব্যাকুল হয়ে 'আর দেখতে চাই না' বলে কাতর হয়ে ফের প্রার্থনা করতে হচ্ছে যে, 'তোমার স্বাভাবিক রূপ দেখাও প্রভু' এবং তাই দেখে তবে প্রকৃতিস্থ হয়ে বাঁচেন—

"দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥†

অতএব দর্শনাদির ইচ্ছা না করিয়া ভক্ত তাঁহার প্রেম-ভক্তি-ভালবাসারই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। প্রেম ভক্তি ভালবাসা থাকলে আর কিছুরই অভাব থাকে না।

"মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"‡

তাঁহার প্রীত্যর্থে কর্ম করা, তাঁহাকেই এক প্রাণের জিনিস বলিয়া জানা, তাঁকেই ভালবাসা, অন্য সব আসক্তি ত্যাগ করা এবং কাহারও উপর কোন অসদ্ভাব না রাখা—এই হচ্ছে তাঁকে প্রাপ্ত হবার বিশিষ্ট উপায়। কেবল এক—ভালবাসা;

---

* "হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।" —গীতা, ১১।৩

** "হে প্রভো, আমাকে যদি তোমার রূপদর্শনের যোগ্য মনে কর তবে হে যোগেশ্বর, আমাকে তোমার সেই অবিনাশী নিত্যরূপ দেখাও।" —গীতা, ১১।৪

† "হে জনার্দন, তোমার এই প্রশান্ত মানুষরূপ দেখিয়া আমি এখন প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়াছি।" —গীতা, ১১।৫১

‡ "হে অর্জুন, যে ব্যক্তি আমার কর্মের অনুষ্ঠান করে, আমিই যাহার পরম পুরুষার্থ-স্বরূপ, যে আমার ভক্ত, সর্বপ্রকার আসক্তিশূন্য ও কোন প্রাণীর প্রতি যাহার বৈরভাব নাই, সে আমাকে পায়।" —গীতা, ১১।৫৫

এক ভালবাসতে পারলেই সব হয়ে যায়। ভালবাসতে আমরা জানি না এমন নয়—স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, ধন, জন প্রভৃতিতে আমাদের ভালবাসা অভ্যাস আছে। সেইটে তাঁতে দিতে হবে; কারণ তিনি ছাড়া আর সব এই আছে এই নাই, চিরস্থায়ী টেকসই নয়। আর কেউই পরম প্রীতির আস্পদ নাই। সব পুরানো হয়ে যায়, তেতো হয়, একরূপ থাকে না। মাত্র তাঁতে যে প্রীতি, তাহাই প্রতিক্ষণ বর্ধমান ও অনন্ত। "তদেব রম্যং রুচিরম্ নবং নবং।"* অন্য সমস্তের ভোগেরই পর অবসাদ, অরুচি। তাই ভক্ত বলেন—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু।"†

তাঁতে এই প্রীতি হলেই আর তাঁর দর্শনের অপেক্ষা থাকে না; আর তার পক্ষে আবশ্যক হলে প্রভু স্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়াও দেখা দিয়া থাকেন। 'পরাবরের' যে দৃষ্টি তাহা চক্ষুর বিষয় নয় যাতে হৃদ্‌গ্রন্থিভেদ হয়, সে—হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" "সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য।" ‡

তবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি যে দর্শনের বিষয় হন না তেমনও নয়। অবশ্য উপনিষদ্ বলেন—

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"§

---

* "তাহাই (সেই প্রেমই) সুন্দর, মনোহর ও নিত্যনূতন।"

† "অবিবেকীদিগের বিষয়ে যেরূপ অবিচলিত প্রীতি হইয়া থাকে, তোমার স্মরণ করিতে করিতে আমার হৃদয় হইতে তদ্রূপ অবিচলিত প্রীতি যেন দূর হইয়া না যায়।"
—বিষ্ণুপুরাণ, ১।২০।২৩

‡ "হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি ও সম্যকদর্শনরূপ মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হন।" —শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৪।১৭
"হে প্রিয়দর্শন, তিনি অবিদ্যাগ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হন।" —মুণ্ডকোপনিষদ্, ২।১।১০

§ "তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নন, কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না; যাঁহারা হৃদয় ও মনন দ্বারা ইঁহাকে হৃদয়স্থিত বলিয়া জানেন, তাঁহারা অমর হন।"
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৪।২০

সব হৃদয়ের কথা। প্রাণটা যত তাঁতে থাকবে তিনিও তত প্রাণে থাকবেন। তিনি 'সাচ্চা দিলকা মিতা' (খাঁটি হৃদয়ের বন্ধু)। তিনি তো সর্বদাই হৃদয়ে রহিয়াছেন। আমরা দেখি কই, আমাদের দৃষ্টি যে অন্য সব জিনিসে আবদ্ধ রেখেছি। তা না হলে কি তাঁকে পেতে দেরী হয়? ভক্ত সত্যই বলিয়াছেন—

মৈকো কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে ময় তো তেরা পাসমো।
খোঁজোগে তো আমিলুঙ্গা পলভরকে তল্লাসমো॥
ন দেওলমে ন মসজিদমে ন কাশী কৈলাসমে।
ন হ্যায় মে আউধ দ্বারকা মেয়া ভেট বিশ্বাসমো॥ *

তিনি সঙ্গেই রহিয়াছেন, তাঁহাকে কোথায়ও খুঁজতে যেতে হয় না। 'খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি'—একক্ষণ তল্লাস করলেই তিনি এসে হাজির হন। তল্লাস করে কে? আমাদের সব মুখের কথা বই তো নয়? অন্তরের হলেই তবে হবে—তিনি যে অন্তর্যামী! আমরা শাস্ত্রে পড়ি কিন্তু বিশ্বাস করি কই? "সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো।" † এ কি মিথ্যা কথা? "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ‡ এ কথা তো মিথ্যা নয়, কিন্তু আমাদের কাছে যেন মিথ্যার মতই হয়ে রয়েছে। কারণ কি? আমরা ইহা পড়ি মাত্র, ইহাতে বিশ্বাসও নাই, ইহার তল্লাসও নাই; সুতরাং আমাদের এই দশা। একটা কথা ঠাকুর বলিতেন—

"গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তিনের দয়া হল।
একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল॥"

অর্থাৎ সকলের দয়া হলেও নিজের প্রতি নিজের দয়া হওয়া চাই। "আত্মৈব

---

* "আমাকে কোথা খুঁজিতেছ—আমি তো তোমার নিকটেই রহিয়াছি। আমাকে যদি খুঁজ তো এক পলমাত্র খুঁজিলেই পাইবে। আমি দেবমন্দির বা মসজিদে নাই, অথবা কাশী বা কৈলাসেও নাই, অথবা আমি অযোধ্যা, দ্বারকাতেও নাই, বিশ্বাসেই আমার সহিত মিলন হয়।"—কবীর

† আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছি।—গীতা, ১৫।১৫

‡ সংসারে কর্তাভোক্তারূপে প্রসিদ্ধ জীব আমারই সনাতন অংশ। —গীতা, ১৫।৭

হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।” “অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।”* তাই নিজের প্রতি নিজের দয়া না হলে অন্যের দয়া বড় কাজে আসে না। আপনার নিজের উপর দৃষ্টি পড়েছে—প্রভু আপনাকে কৃপা করিবেনই, খুব ব্যাকুল হউন। প্রভু আপনার সাধ পূর্ণ করুন। তাঁহার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।...

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১০৬) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৩১।১২।১৫

প্রিয় ভ—,

তোমার ২৭শে তারিখের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। শ্রীশ্রীস্বামিজীর উৎসবের সময় যদি দরিদ্র এবং ক্ষুধিত নারায়ণদিগকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইতে পার তাহা হইলে কতই আনন্দ হইবে। আয়োজন কিন্তু বড় সোজা নহে। একশত মণের অন্ন—অনেক লোকের প্রয়োজন সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য। পূর্ব হইতে সে সকলের যোগাড় করিতে হইবে। ব্যাপার বড়ই গুরুতর ও দুরূহ। তবে “আগে ভাবি কার্যের মনন। কে না জানে হয় তার শুভ-সম্পাদন।” যে কার্য করিতে হইবে সুন্দররূপে এখন হইতে তাহার অনুশীলন বিচার করিলে তাহা নিশ্চয় সুনিষ্পন্ন হয়। সে দিনেরও আর দেরি নাই। মাত্র আর একমাস আছে। এখন হইতেই সব যোগাড়যন্ত্র করিতে থাক—প্রভুর ইচ্ছায় সব আনন্দপূর্বক নির্বাহ হইয়া যাইবে। শিবানন্দ স্বামী শীঘ্রই মঠে যাইবেন লিখিয়াছেন। আমি আর কই যাইতে পারিলাম? আমার শরীর পূর্ববৎই আছে। রোগের কোন উপশম হয় নাই। এখনও ঔষধ খাইতেছি। কানাই ও সী—বেশ ভাল আছে। এখানে এখন খুব শীত পড়িয়াছে; কিন্তু এখানকার স্বাস্থ্য এখন খুব ভাল। আর শীত অধিক বলিয়া আমাদের কিন্তু কোন অসুবিধা এ পর্যন্ত বোধ হয় নাই। আরও শীত পড়িবে; তখন কিরূপ হইবে প্রভু জানেন। রাম বেশ সারিয়া গেছে। ডাক্তার বলিয়াছেন আর কোন ভয় নাই। তবে আরও দুই এক বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে একেবারে নিশ্চিন্ত

---

* “আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু।” “যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ সে আত্মাই বাহ্যশত্রুর ন্যায় আত্মার পরম শত্রু।”—গীতা, ৬।৫, ৬

হইয়া যাইবে। খু—ও এখন বেশ আরাম হইয়া গেছে। রোজ দুপুরবেলা এখানে গীতাপাঠ করিতে আসিয়া থাকে। এখনও এখানে বসিয়া আছে। দুর্ভিক্ষ-সংবাদ বড়ই শোচনীয়। প্রভু লোকদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন, এই তাঁহার নিকট আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা। তোমরা সেবা করিয়া ধন্য হইতেছ, ইহা কম ভাগ্যের কথা নহে। প্রাণভরিয়া সেবা করিয়া লও। অধিক আর কি বলিব? মঠ হইতে শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজের পত্র প্রায়ই পাইয়া থাকি। আজকাল সেখানে খুব জনসমাগম। রোজই প্রায় উৎসব হইতেছে। অন্যান্য সমস্ত সংবাদ কুশল। এখানেও একরূপে চলিতেছে। তোমাদের কুশল প্রার্থনা করিতেছি। কেমন দরিদ্রনারায়ণদের স্বামিজীর উৎসবের সময় সেবা হয়, আমাদের লিখিয়া জানাইও, ইহার জন্য আমরা উৎসুক থাকিব। বড় সোজা কথা নয়—দশ বার হাজার লোককে খাওয়ান! কিন্তু একটি দেখিবার জিনিস। খুব সাবধান হইয়া সকল কার্য করিবে এবং সর্বদা তাঁহাকেই স্মরণ করিবে—তাহা হইলেই নির্বিঘ্নে সমস্ত সম্পন্ন হইবে। আমার ভালবাসাদি জানিবে। ইতি— শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১০৭) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২২।১।১৬

প্রিয় বিহারীবাবু,

অনেক দিন পরে গতকাল আপনার একখানি পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। আপনার পিতার লোকান্তরগমনের কথা শ্রীযুক্ত শিবানন্দ স্বামীর পত্রে অবগত হইয়াছিলাম। লিখি লিখি করিয়া আপনাকে এতদিন পত্র লিখিতে পারি নাই। ... ...

আশ্চর্য-দর্শনের উল্লেখ করিয়া আপনি আমাকেও বিস্মিত করিয়াছেন। আমার মনে হয় ঐ সুন্দর 'আলোর কায়া' কোন দেবযোনিবিশেষ হইবেন; আপনাকে আপনার মৃত পিতার উত্তম গতি হইয়াছে, ইহা জানাইবার জন্য কৃপা করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। অমানব পুরুষ পথপ্রদর্শনের জন্য আসিয়া থাকেন এবং সুকৃতিবান্ পুরুষকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট লোকে লইয়া যান—ইহা বেদান্তশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে। অথবা উহা আপনার পিতৃ-দেবের সূক্ষ্ম শরীর, তাহাও হইতে পারে। যাহাই হউক আপনি নিঃসন্দেহ খুব ভাগ্যবান্, এমন অপূর্ব দর্শন লাভ করিয়াছেন।

আমাদের স্বামীজী বলিতেন যে, যদি কেহ ভূতযোনি দর্শন করিয়া থাকে, তাহার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা একজন মহাপণ্ডিত বা সাধারণ সাধক হইতে অনেক অধিক। কারণ পরলোক সম্বন্ধে ভূত-দ্রষ্টার নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান হইয়া থাকে। পণ্ডিত বা সাধকের জ্ঞান পুস্তক মধ্যেই মাত্র বদ্ধ রহিয়াছে। অলৌকিক দর্শনের এমনই বিশেষত্ব, আর আপনি তো দেব-দর্শন করিয়াছেন। কারণ 'আলোর কায়া' দেবতাদেরই হইয়া থাকে। এ দর্শন কখনই বিফল হইবে না, জানিবেন।

পিতাকে হারাইয়া আপনার পুরাতন পুত্রশোক উদ্দীপিত হইয়াছে দেখিয়া মহামায়ার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইলাম। আপনি এত বিচারবান্‌ শাস্ত্র-দর্শী ও সাবহিত, তথাপি চিত্তে শোকস্মৃতির উদয় হইয়া ক্ষণকালের জন্যও অভিভূতের ন্যায় হইতে হইয়াছে। ঠাকুর পুত্রশোকের দৃষ্টান্তে বলিতেন যে, রাবণবধের পর লক্ষ্মণ রাবণের নিকট যাইয়া তাঁহার মৃতদেহ দেখিয়া শ্রীরামের বাণের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন; বলিলেন যে, রামের বাণের কি শক্তি, উহা রাবণের অস্থিভেদ করিয়াছে। তাহাতে রাম বলিয়াছিলেন যে, 'ভাই, উহা আমার বাণ নহে, উহা রাবণের পুত্রশোক'—পুত্রশোকের এমনি প্রভাব যে, উহা অস্থি পর্যন্ত জর্জরিত করে। তবে আপনি প্রভুর শরণাগত হইয়াছেন, আপনার রক্ষা তিনিই করিবেন।

'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'—ইহা কবিকল্পনা বা প্ররোচক বাক্য নহে, ইহা শ্রীভগবদ্‌বাক্য। ভক্ত প্রারব্ধভয়ও রাখেন না, কারণ ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, যেখানে শূল-আঘাত হইবার কথা, প্রভুর কৃপায় তাহা সামান্য কণ্টক মাত্রে পর্যবসিত হয়।

গিরিশবাবুর কি অদ্ভুত জ্ঞান-বিকাশ ও দূরদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যথার্থ কবিই ছিলেন। চিত্ত যত শুদ্ধ হয় ততই ঐ কথাই বিশেষ উপলব্ধ হয় যে, আর কোথাও কিছু নাই, সমস্তই আপনার মধ্যে। ভগবান-দর্শনে প্রতিবন্ধ মাত্র মনের মলিনতা।

'ছাড়় যদি দাগা বাজি, কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি।' ঠাকুর বলতেন, সরলতা হলেই জানবে ভগবান সন্নিকট। অনেক জন্মের তপস্যা দান ধ্যান প্রভৃতি থাকলে তবে মানুষ সরল হয়। সরল হলেই তো সব পরিষ্কার হয়ে যায়। যত প্যাঁচ ততই গোল, ততই ভগবান দূরে। 'দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ।'

এ কেবল সারল্য ও কাপট্যের ভেদে হইয়া থাকে। শুধু Ethics—আপনার কোন কাজেই আসবে না, যদি হৃদয় সরল না হয়। ঐ পোড়া Ethics-এর কত মানে কত ব্যাখ্যা কত মতভেদ বেরুবে, এখন যদি সোজাসুজি না উহা বুঝি। ঐ আসল কথা বলিয়াছেন—'নিতান্ত-নির্মলঃ শান্তঃ' হওয়া চাই। সেটা ঐ 'দাগাবাজি ছাড়া।' মেয়েলি কথায় বলে—'স্বামীর নাম সকলেই জানে, কেবল লজ্জায় বলে না মাত্র'। কথাটা একেবারে ঠিক। আমাদের কিসে ধরে রেখেছে, ভগবানকে পেতে দিচ্ছে না—তা কি আমরা জানি না? খুব জানি, সর্বদা না হোক সময় সময় ঠিক জানতে পারি। কিন্তু জানলে কি হবে—আসক্তি প্রবল ব'লে আমরা জেগে ঘুমুই, জাগি না।

একটা বেশ গল্প আছে। কোনও রাজা একদিন হঠাৎ সভামধ্যে বলে ফেলল যে, আমায় যে মুড়ি কেমন ক'রে হয় বুঝিয়ে দিতে পারবে, আমি তাকে আমার অর্ধেক রাজত্ব দেব। রাজা সভা শেষ ক'রে যখন অন্দরে গেলেন, রাণী বললেন যে, তুমি আজ কি বোকামি করেছ, অর্ধেক রাজ্য এবার গেল। রাজা বললে, ক্ষেপি কেন ভাবছ? দেখবে এখন কি হয়। পরদিন অনেকে রাজাকে বোঝালে মুড়ি এইরূপে হয়; কিন্তু রাজা বললেন, উঁহু আমি বুঝতে পারলুম না। তারপর কেউ চাল এনে যেমন ক'রে মুড়ি তৈয়ার করে সেইরূপ ক'রে সব তাঁর সামনে ক'রে বেশ বুঝিয়ে দিলে যে এইরূপে মুড়ি তৈয়ার হয়। কিন্তু রাজার সেই এক কথা, উঁহু বুঝলাম না। মানে কি? 'বুঝেছি', বললে অর্ধেক রাজত্ব যে যায়! তাই বুঝেও বলতে হচ্ছে বুঝলাম না। আমাদের সকলেরই হয়েছে তাই। বুঝলে যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তাই জেগে ঘুমুতে হয়। ঐ যা বলেছেন এ দুর্দিনে তাঁর পাদপদ্ম আঁকড়ে ধরে থাকা ভিন্ন অন্য উপায় আর নাই। 'মামেকং শরণং ব্রজ'—এই হ'ল একমাত্র উপায়।

আমার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছে। তবে 'জীবনে মরণে বাপি' তিনিই এক অবলম্বন, কৃপা ক'রে এই বুদ্ধি যদি রাখিয়ে দেন, তাহা হইলে আর কোনও ভয় ভাবনা থাকিবে না। সীতাপতি কানাই প্রভৃতি সকলে ভাল আছে। আপনি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবেন এবং মধ্যে মধ্যে আপনার কুশল সংবাদ জানাইয়া সুখী করিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১০৮) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৪।২।১৬

প্রিয় দে—,

তোমার মনের অবস্থা অনেক ভাল বলিয়া মনে হইতেছে। এই তো চাই। "দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো"—ঠাকুরের এই ভাব অবলম্বন করিতে পারিলে তবে মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। সকল সময় সেই পরমাত্মার প্রতি মনের গতি রাখা—ইহাই আনন্দে থাকা। দুঃখাদি তো জীবন-ধারণে হইবেই, তা বলিয়া প্রভুকে ভুলিবে কেন? দুঃখাদি চিরস্থায়ী নয়—হয়, আবার যায়; কিন্তু প্রভু চিরদিনের সহায় ও অবলম্বন। শরীর দুঃখ সুখ যা হয় ভোগ করুক। মন দ্বারা তাহা স্বীকার না করিয়া তাহাকে আনন্দময় পরমাত্মার চিন্তনে নিযুক্ত রাখিবার যত্ন করাই উত্তম কার্য।

ঠিক বলিয়াছ—এরূপ করা কিন্তু তাঁহার প্রতি পাকা বিশ্বাস না থাকিলে সুদুষ্কর। তবে সৎসঙ্গ, সদ্বিষয়ের ভাবনা, সৎশাস্ত্রাদিঅবলোকন প্রভৃতি দ্বারা অনেক সাহায্যলাভ হয় এবং ক্রমে মন অভ্যাসের গুণে পরিপক্কতাও লাভ করিতে পারে। তাঁর শ্রীচরণ অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকা—এই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় শ্রীশ্রীমহারাজ ও শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজের দর্শন ও সঙ্গ-সুখলাভ করিতেছ জানিয়া তোমাকে বিশেষ ভাগ্যবান মনে করিতেছি। তাঁহাদের সঙ্গ দুর্লভ ও অমোঘ—এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, তুমি স্বয়ংই উহা অনুভব করিতেছ। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম নিবেদন করিও। তাঁহাদের দর্শনে যে মহানন্দ হইবে এবং আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিবে, ইহা পূর্ব পুণ্যফলেই হইয়াছে নিশ্চয় জানিবে এবং যে পর্যন্ত তাঁহাদিগকে ভাগ্যক্রমে তথায় উপস্থিত দেখিতে পাইতেছ, প্রাণভরিয়া যথাসাধ্য সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে যেন বিস্মৃত হইও না। এমন সংযোগ সর্বদা মিলিবে না নিশ্চয় জানিও। মহারাজ কেমন আছেন, আমাকে জানাইয়া সুখী করিবে। আশা করি, এখন তিনি বেশ সুস্থ বোধ করিতেছেন। আমার সম্বন্ধে তোমাকে সব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন জানিয়া অতিশয় আনন্দিত বোধ করিতেছি। তাঁহাকে আমার বহু বহু প্রণাম দিবে।

আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১০৯) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীচরণভরসা আলমোড়া, ১০।২।১৬

প্রিয় ভূ—,

আজ সকালে তোমার প্রেরিত এক রেজিস্টার্ড পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভু তোমাদের আনন্দে রাখুন; তোমরা তিনটি বন্ধু এক প্রকৃতির হওয়ায় যে সকল প্রকার সুখের হইয়াছে ইহাতেই শ্রীঠাকুরের পরম দয়া তোমাদের প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। সংসারে সকল জিনিসই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রভুপদে মতি-গতি হওয়া বড়ই দুর্লভ! এবং তাহা না হইলে আর যতকিছু লাভ হউক না কেন সবই বৃথা; কারণ কিছুই কোন কাজে আসে না। একথা সকলেই জানে ও বুঝিতে পারে। তাঁহাতে ভক্তি হ'লেই জীবন মধুময় হইয়া যায়। নতুবা ভারবহন মাত্র। কিন্তু প্রভু তোমাদের ভক্তিধনও দিয়াছেন—ইহাতে আমরা মহা সুখী। তাঁহার পদে মন রাখিয়া এবং তাঁহার জনদিগের সঙ্গ ও সেবা করিয়া কালাতিপাত করিতে পারিলেই জীবনধারণ সার্থক হয়। প্রভুর কৃপায় তোমাদের মতিগতি এইরূপই হইয়াছে, ইহা অল্প ভাগ্যের কথা নহে। পরম ভক্ত তুলসী দাস বলিয়াছেন, ধনজন ঐশ্বর্য প্রভৃতি পাপীরও হইয়া থাকে; কিন্তু হরিভক্তি ভক্তসঙ্গ যথার্থ ভাগ্যবানেরই হয়। সকল মহারাজরাই যে তোমাদের স্নেহযত্ন করেন, ইহা আশ্চর্য নহে; কারণ যাহারা প্রভুর শরণাগত হয় তাহারা যে পরম প্রিয় ও আত্মীয়। তাঁহাদের সম্বন্ধ শ্রীভগবানকে লইয়া, মায়িক সম্বন্ধ তো তাঁহাদের নাই। মঠে স্বামিজীর উৎসব-বিবরণ পূর্বেই অবগত হইয়াছি। এখন সর্বত্রই দিন দিন ইহার বৃদ্ধি হইতে চলিল। যত দিন যাইবে ততই লোকে ইঁহাদের প্রচার হইবে। যত ইঁহাদের বিষয় লোকে জানিবে বুঝিবে ততই অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা প্রকৃত সত্য হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং বিমল আনন্দের অধিকারী হইয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবে। ধন্য প্রভুর দয়া, ধন্য মহিমা।

...প্রভুর যেরূপ ইচ্ছা তাহাই মঙ্গল। তাঁহার পাদপদ্মে মন রাখিতে পারিলে আর ভয় ভাবনার কারণ থাকে না। কৃপা করিয়া তাঁহার চরণে মন রাখিতে দিন, এইমাত্র তাঁহার নিকট ঐকান্তিকী প্রার্থনা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী, শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১১০) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১৬।২।১৬

প্রিয় ভ—

তোমার ৫ই তারিখের পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীস্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে অত লোকের সেবা করিতে পারিয়াছিলে জানিয়া যে কত আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা জানাইবার নহে। "যে দেয় তার হাত ধন্যি"—একটা মেয়েলী কথা আছে। কিন্তু মেয়েলী বলে অগ্রাহ্য নয়—অতি সত্য কথা। তোমরা দিয়ে ধন্য হয়েছ। উদ্বৃত্ত হইয়াছে জানিয়া বুঝিতে পারা যায় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। যাহাদের জন্য আয়োজন তাহাদিগের মধ্যেই এই উদ্বৃত্ত বস্তু বিতরিত হইবে—আমি তো এইরূপই সৎ সংকল্প বলিয়া মনে করি। কর্তৃপক্ষ যেরূপ ভাল বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দিবেন সেইরূপই করিও। প্রভুর নামে কি না হইতে পারে, সকলই সম্ভব—কার্য করিয়া যদি এই বিশ্বাস উপার্জন করিতে পার তাহা হইলে তোমাদের এই পরিশ্রম বৃথা হইবে না, পরন্তু সার্থকই হইল জানিবে। বড় বড় কাজ করিলে এইরূপ বড় বড় ভাব অন্তরে জাগরূক হইয়া মানুষকে যথার্থ বড় করিয়া তোলে। তাই বলে—মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল। এই বৃহদ্ব্যাপার সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিয়া নিশ্চয়ই হৃদয়ে আনন্দ ও বল লাভ করিয়া থাকিবে। ভবিষ্যতে এই সংস্কার বিশেষ উপকারে আসিবে দেখিতে পাইবে। এখানকার সংবাদ একরূপ কুশল। তোমাদের কুশল প্রার্থনীয়। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—শ্রীতুরীয়ানন্দ

কানাইএর মা কানাইএর জন্য ৺কাশীতে অপেক্ষা করিতেছেন; তাই কানাই তাহার মাকে তীর্থদর্শন করাইবার জন্য গত পরশ্ব ৺কাশী গিয়াছে।

(১১১) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৪।৩।১৬

প্রিয় দে—,

তোমার ১৭ই ফাল্গুনের পত্র আজ পাইলাম। মহারাজরা মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ও সকলে ভাল আছেন সংবাদ পাইয়াছি। তোমরা তাঁহাদের

সৎসঙ্গে এত আনন্দ ও উপকার পাইয়াছ জানিয়া কত যে সুখী হইয়াছি, তাহা আর কি বলিব। বিশেষ ভাগ্যোদয় না হইলে ইঁহাদের সঙ্গলাভ হয় না। এখন যাহাতে তাঁহাদের কৃপা অক্ষুণ্ণ থাকে ও উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়, সেইরূপ করিবার চেষ্টা করিবে।...তাঁহাদের সঙ্গলাভজনিত সুফল স্থায়ী করিবার যত্ন কর, ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ; অর্থাৎ ভগবচ্চিন্তা যেন বেশ চলে, সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। সৎসঙ্গের ইহাই পরম লাভ যে, চিত্তের গতি অসৎ হইতে পরমার্থ পথে নিয়োজিত করিয়া দেয়। যাঁর সঙ্গে ভগবানের ভাব উদয় হয়, তিনিই প্রকৃত সাধু। সাধু চিনিবার ইহা এক প্রকৃষ্ট উপায়। তুলসী মহারাজ তাই বলিয়াছেন—

> "সঙ্গত করিয়ে সাধু কী হরে আউর কী ব্যাধি।
> ওছি সঙ্গত নীচ কী আটো পহর উপাধি॥"

অর্থাৎ সাধুসঙ্গই করিবে, উহাতে অপরের ব্যাধি দূর করিয়া দেয়, কিন্তু নীচ ব্যক্তির সঙ্গ হইতে অষ্টপ্রহর উপাধি, কিনা উপদ্রবই ঘটিবেই ঘটিবে।...আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী, শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১১২) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা আলমোড়া, ১৪।৩।১৬

পরমপ্রেমাস্পদেষু,

শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ, গতকল্য তোমার একখানি প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। উৎসবের পর আমি তোমাকে পত্র লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পূর্বেই তুমি দয়া করিয়া আমায় মনে করিয়াছ। মৈমনসিংহ হইতেও তোমার একখানি কৃপাপত্র পাইয়াছিলাম। ঢাকা হইতেও তোমাদের কুশল সংবাদ মধ্যে মধ্যে আসিয়াছিল। সেখানকার কিছু কিছু ব্যাপার অবগত হইয়া কতই যে আনন্দ হইত তাহা আর কি জানাইব। তোমরা যেখানে শুভাগমন করিবে, প্রভুর কৃপায় সেইখানেই আনন্দের স্রোত বহিবে, ইহাতে আর কথা কি? "নিত্যোৎসবং ভবত্যেষাং নিত্যং শ্রীর্নিত্যমঙ্গলং। যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনো হরিঃ॥"* তোমাদের হৃদয়ে প্রভু বিরাজমান—

---

* "যাঁহাদের হৃদয়ে মঙ্গলময় শ্রীহরি বিদ্যমান, তাঁহাদেরই নিত্য উৎসব, নিত্য শ্রী, নিত্য মঙ্গল হইয়া থাকে।"
—পাণ্ডবগীতা

নিত্য উৎসব আনন্দ হবে, এর আর কি আশ্চর্য! যারা জানে না তারা যা খুশি বলুক, তাতে কিছু আসে যায় না। তাদের প্রতি কৃপা করো—তারা কৃপার পাত্র। স্বামিজী বলিতেন—"মঠং ভিত্ত্বা পটং ছিত্ত্বা গত্বা পর্বত-মস্তকে। যেন কেনাপ্যুপায়েন প্রসিদ্ধঃ পুরুষো ভবেৎ॥"†

কিন্তু করলে কি হবে? প্রভু না দয়া করলে শুধু পরিশ্রম সার, প্রসিদ্ধ হওয়া যায় না। ঢাকায় তোমায় একঘেয়ে বলে—এতে কি হবে। এবার ঢাকা খুলে গিয়ে সকলে জেনেছে তুমি এক ভিন্ন আর কিছু জান না। একজন লিখেছে, "শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজের কাছে গেলে, পর থাকবার জো নেই, তিনি আপনার করে নেবেনই নেবেন" ইত্যাদি। সুতরাং অন্যের কথায় কি যায় আসে? বিদ্রূপ করা তো আমাদের স্বভাবের অংগ। করাও গেছে ঢের। সওয়াও গেছে ঢের। তাতে আর কিছু হয় না। এখন "লোকের কথা শুনবো না আর, সার ভেবেছি এবার মনে"। এই নিশ্চয় করলেই গোল চুকে যায়। দেখেছি—সত্য সত্য কত লোক শান্তি পেয়েছে, উৎসাহ পেয়েছে, ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়েছে। বিদ্রূপে তো আর এদিক ওদিক হবে না। প্রভু তৃণকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করাতে পারেন। আর তোমাদের দ্বারা এই সব করাবেন, এর আর কোন সংশয় হতে পারে কি? তোমাদের দেহস্থিতি প্রভুর মহিমা প্রচারের জন্য, ইহাতে ভুল কি? প্রভু তো আপনার কর্ম আপনি করেন, তথাপি আধারবিশেষ দিয়ে উহা সম্পন্ন করেন—ইহা সিদ্ধান্তবাক্য। মহারাজের অকাতরে কৃপা-বিতরণ শুনে বড়ই আনন্দ হচ্ছে। ধন্য প্রভু, ধন্য মহিমা। তুমিও কি কম ব্যাপার করেছ? সাক্ষী আমার কাছেই রয়েছে। খু—কে সাধু করা এক দৈবশক্তির প্রকাশ। ঈশা এক জেলেকে বলিলেন, "আয় আমার সংগে", আর সে সুড়সুড় ক'রে তাঁহার অনুগমন করল—ইহা আমরা বাইবেলে পড়ি। আর একদিন সকালে বাবুরাম মহারাজ একজনের বাড়ী গিয়ে বললেন, "চল মঠে" আর সে সুড়সুড় করে মঠে এসে জীবন পরিবর্তন কল্লে—এ চাক্ষুষ দেখিতেছি। জীবন কি রকম—তা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। যাক, আমার উপর একটু দয়া রেখো—অধিক আর কি বলিব? শ্রীযুক্ত শিবানন্দ স্বামীর মঠে

---

† মঠ ভাঙিয়া, পট ছিঁড়িয়া অথবা পর্বতশিখরে উঠিয়া—যে কোন উপায়েই হউক না কেন, মানুষ প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।

পোঁছান-সংবাদ পূর্বেই তিনি জানাইয়াছেন। কালও তোমার পত্রের সহিত তাঁরও এক পোস্টকার্ড পাইয়াছি। ইহাতে যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর পূর্ব পত্রেই দিয়াছি। তাঁহাকে আমার প্রণাম ও ভালবাসা জানাইতেছি, তাঁহাকে কহিবে। শ্রীশ্রীমহারাজকে আমার প্রণাম ও ভালবাসা জ্ঞাপন করিও। আমার শরীর সেই পূর্বের মতই আছে। শীত চলে গেল, গরম পড়েছে। বোধ হয় ক্রমে আরও খারাপ হইবে। প্রভুর ইচ্ছা যেমন আছে হইবে, তার জন্য চিন্তা নাই। জীবনে মরণে তিনিই আমার একমাত্র গতি। অতুল বেশ ভাল আছে। খু—ও ভাল। কানাই তার মাকে তীর্থ-দর্শন করাইবার জন্য এখান হইতে চলিয়া গেছে। খু—সেই অবধি আমার নিকট রহিয়াছে। সী—গত বৃহস্পতিবার খাওয়া দাওয়া করে এখান হইতে সুখীডাঙ্গে গেছে। সেখানে মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে দেখা শুনা করিয়া কনখলে তপস্যা করিতে যাইবে, এইরূপ কহিয়া গেছে—ইহা আমি মহাপুরুষকে পূর্বে জানাইয়াছি। সী—র পত্রাদি এখনও আসে নাই। বোধ হয় দুই একদিনে আসিবে। এবার পাহাড়ে বৃষ্টি হয় নাই—তাই সকলে মহাভীত হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বহু অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছে। প্রভু যেমন করিবেন সেইরূপ হইবে। কুটির এখনও শেষ হয় নাই। করোগেট সিট দুই একদিনে আসিবে শুনিতেছি। তাহাতে ছাদ হইবে। দ্বার জানালা তৈয়ার হইতেছে। আরও অনেক কাজ বাকী আছে। সম্পূর্ণ হইতে দেড় দুই মাস লাগিবে। প্রভুর ইচ্ছায় যদি একবার এদিকে আসা হয় তাহা হইলে বড়ই আনন্দ হয়। সব তাঁর হাত। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে এবং সকলকে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি জানাইবে। ইতি—

দাস শ্রীহরি

সা-জী বলিতেছে যে, তাহার চিঠিলেখা আসে না—কৃপা করে সকল মহারাজরা তাহার দন্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিবে।

(১১৩) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা আলমোড়া, ১৮।৩।১৬

প্রিয় মহাপুরুষজী,

মঠে যাইয়া আপনি উপর্যুপরি তিনখানি পোস্টকার্ড আমাকে লিখিয়াছেন। প্রথমখানির উত্তর আমি তখনই দিয়াছিলাম। দ্বিতীয়খানির উত্তর প্রথম-খানিতেই ছিল, তাই শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহাতেই

উহার প্রাপ্তিস্বীকার মাত্র করিয়া আপনাকে আমার প্রণামাদি জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। তৃতীয় পোস্টকার্ডে নারায়ণ আয়াঙ্গার একশত টাকা পাঠাইয়াছে এবং আপনি উহা ভুবনদের দিয়া দিয়াছেন জানিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। যাহা হউক, চৈত্র মাসের মধ্যেই অন্ততঃ অর্ধেক টাকা দিতে পারা গেল—ইহা বড়ই সন্তোষের বিষয়। ভূষণের নিকট হইতে সেদিন এক পত্র পাইয়াছি। ভূষণও মিহিজামে সপরিবারে গিয়াছে। আহা! ভূষণের আপনাদের প্রতি কি ভক্তি ও ভালবাসা!! মিহিজামে আপনাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারে নাই ও আপনার সেখানে যাতায়াতে কত কষ্ট হইয়াছিল—এই ভাব প্রকাশ করিয়া পত্রে কি দৈন্য ও দুঃখের লক্ষণ অভিব্যক্ত করিয়াছে, তাহা আর আপনাকে কি বলিব! আমার বড়ই ভাল লাগিল। প্রভু উহাদের খুব উন্নতি করিতেছেন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলাম। বেশ, খুব ভাল; করোগেট সিটের সংবাদ লইয়াছিল। আমি লিখিয়া দিয়াছি, করোগেট সিট মাত্র গত পরশ্ব এখানে আসিয়াছে—তাহাও আবার সব নহে, অর্ধেক আসিয়াছে। বাকী সমস্ত তিন চারি দিনে আসিয়া যাইবে—রেল-বাবু এইরূপ অনুমান করেন। যাহা হউক, এই অর্ধেক আমরা আনাইয়া লইয়াছি ও তাহারা কাজে লাগিয়াছে। এ মাসে কুটিরের জন্য খরচ আসে নাই বলিয়া মোহনলাল স্ফূর্তিহীন। কাজকর্মে তত উৎসাহ নাই। প্রায় চার মাস হইয়া গেল এখনও কুটিরের বিশেষ কিছুই হইল না। আরও দুই মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ। মানে—টাকা না পাইলে কাজ করিতে চায় না। একশত টাকা নিজের কাছ থেকে কাঠের দেনা শোধ করিয়াছি। এখন যেমন টাকা পাইবে সেইরূপ কাজ করিবে—এইরূপ ভাব। আমি কিছুই বলি না। যেমন করে করুক আমরা উহাকে আজ পর্যন্ত ছয় শত টাকা দিয়াছি। করোগেট সিট প্রভৃতিতে ভুবনরা দুই শত একত্রিশ টাকার বিল দিয়াছে। করোগেট সিট প্রভৃতির জন্য রেলভাড়া ও মুটেখরচ বাবদ প্রায় পঞ্চাশ টাকা লাগিয়াছে। যেরূপ কাজ এখনও হইবে তাহাতেও অন্ততঃ আরও তিনশত টাকা খরচ করিলে কুটির বাসোপযোগী হইতে পারিবে। প্রভুর ইচ্ছায় যেমন হয় হইবে। আপনি যত শীঘ্র পারেন এখানে আসিলে খুব ভাল হয়। সকলেই আপনি কবে আসিবেন জিজ্ঞাসা করিতেছে ও আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আজ বাবুরাম মহারাজের আর একখানি পত্র পাইয়াছি। তাঁহার অশেষ করুণা আমার প্রতি। উৎসব সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা করিয়া সংবাদ দিয়াছেন,

আনুষঙ্গিক অন্যান্য খবরও আছে। প্রভুর কৃপায় সেখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি। মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতি সকলকেই আমার সপ্রেম সম্ভাষণ ও নমস্কারাদি জানাইতেছি। আশা করি, গঙ্গাধরের শরীর এখন অপেক্ষাকৃত ভালই আছে। জয়গোপাল-বাবুর নিকট হইতে বাস্কেট পাওয়া যায় নাই। আমি তাহা ‘কাশীতে কালী-বাবুকে যথাসময়ে জানাইয়াছি। কালীবাবু বোধ হয় তাহার জন্য লেখাপড়া যাহা আবশ্যক তাহা করিতেছেন। সা-জী বেচারা কোমরে বেদনা হইয়া বড় কষ্ট পাইয়াছে—এখনও বেশ আরাম হইতে পারে নাই। আর আর সকলে ভাল আছে। সী—আজ দশ দিন এখান থেকে গেছে। গরমি খুব তেজ হইতেছে। জলের নাম নাই। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইবার আশঙ্কা খুব—সকলেই বলিতেছে। প্রভু রক্ষা করিলেই মঙ্গল। সা-জী প্রভৃতি সকলের প্রণাম আপনি জানিবেন ও মঠের সকলকেই জানাইবেন—তাহারা বারংবার ইহা নিবেদন করিতেছে। অতুল বেশ ভাল আছে। খু—ও এখানে এসে খুব ভাল বোধ করিতেছে। অন্যান্য সংবাদ ভাল। মঠের সকলকেই আমার ভালবাসা সাদর সম্ভাষণাদি জানাইতেছি। আপনি আমার প্রণাম ও ভালবাসা গ্রহণ করিবেন। ইতি—

দাস শ্রীহরি

আমার শরীর সেই পূর্বের মতই চলিতেছে। গরমি বাড়িতেছে, ভয় হইতেছে। প্রভু যেমন করিবেন সেই-ই মঙ্গল।

(১১৪) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা আলমোড়া, ২৯।৩।১৬

পরম প্রেমাস্পদেষু,

শ্রীবাবুরাম মহারাজ, আজ দিন দশ বারো হল তোমার একখানি কৃপাপত্র পাইয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। কয়েক দিন হইতে জ্বর হইতেছিল, তাই কোন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই। বিশেষ দক্ষিণ কাঁধে একটা বেদনা হইয়া অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছিল। ঠান্ডা লাগিয়া বোধ হয় ঐ বেদনা হইয়াছে। আজকাল এখানে দিনে গরম ও সকাল সন্ধ্যা বেশ ঠান্ডা থাকে। তাই সাবধান হতে না পারলে অনেকেই এইরূপ বেদনায় কষ্ট পায়। আজ বেদনাটা একটু কম, তাই লিখিতে পারিতেছি। জ্বর তেমন তেড়ে-ফুঁড়ে হয় না। ঘুস-ঘুসে জ্বর একদিন অন্তর হয়। বেশিক্ষণ থাকে না। এইরূপ চার পাঁচ বার হইয়াছে। একটু কুইনাইন

খাইব মনে করিতেছি। তা হলেই বন্ধ হইয়া যাইবে। ভাত খাই না। রুটি খাইতেছি। কখন বা দুধ সাবু ইত্যাদি খাই। সাবধানে আছি, শীঘ্র ভাল হইয়া যাইবে। খু—বেশ যত্ন করিয়া দেখাশুনা করিতেছে। অতুল ভাল আছে। তার বাড়ী ছাড়িতে হইবে। একটি স্থান দেখিতেছে। দুচার দিনে স্থির হইয়া যাইবে। প্রি—কনখল হইতে কিছুদিন হইল এখানে আসিয়াছে। তাহার শরীর ভাল নয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন এখানে থাকিলে সারিয়া যাইবে। এরি মধ্যে অনেকটা ভাল বোধ হইতেছে। সী—এখন সুখীডাঙ্গে রহিয়াছে। চিঠি লিখিয়াছে—এখন সেইখানেই থাকিবে। 'মাদার' বোধ হয় মঠে ভাল আছেন। বেচারা এই দুর্দিনে আবার ইংলণ্ড চলিল! প্রভু তাঁহাকে রক্ষা করুন, অধিক আর কি বলিব? অতুল কাল কৃষ্ণলালের এক চিঠি পেয়েছে। আমাকে আজ তাহা শুনাইল। উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ শুনে বড়ই আনন্দ পেলুম। তোমরা সকলে ভাল আছ জেনে কতই যে সুখী হলুম, তাহা আর কি জানাইব? মহাপুরুষ অ—ও আরও দু-এক জনকে লইয়া মিহিজামে গেছেন। সুবোধ প্রভৃতি রাঁচি গিয়াছে। আরও নানা স্থান হইতে উৎসবের জন্য আহ্বান নিমন্ত্রণাদি আসিতেছে অবগত হইয়া প্রাণ উৎফুল্ল হইতেছে। প্রভুর ভাবে সকলে ভাবিত হইতেছে, এর চেয়ে আনন্দ আর কিসে হবে? শুধু বঙ্গদেশেই এ ভাব আবদ্ধ নাই—ক্রমে ভারতময়, ভারত কেন বলি, এখন জগৎময় তাঁর মহিমা প্রচার হতে চলিল। ভগবান ছাড়া আর কিছুতেই কিছু নাই, আগে তিনি তারপর আর সব—প্রভুর এই ভাব সমস্ত জগৎই গ্রহণ করিবে। তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বেশ উপলব্ধি হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশের মহারণ সে দেশে এই ভাব আনয়নে বিশেষ সহায়তা করিবে—সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই ইহা ব্যক্ত করিতেছেন। ধন্য স্বামীজী, যাঁহার কৃপায় প্রভুর ভাব পাশ্চাত্য দেশের সর্বত্রই ওতপ্রোত হইয়াছে। ধন্য তোমরা, যাঁহাদের জীবনধারণ কেবল প্রভুর মহিমা-বিকাশের জন্য, আর অন্য উদ্দেশ্য নাই।

শ্রীশ্রীমহারাজকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম জানাইতেছি। গঙ্গাধর একটু ভাল আছে জানিয়া প্রীত হইয়াছি। তাহাকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও নমস্কার। —ভাই তোমার পত্রের জবাব দিলে না! নাই দিলে, তাতে কি? ভাল থাকুক এই প্রার্থনা আমরা করিব। 'তবু সে ঠাকুরের' তাতে আর কথা কি? আর সেও তো সেই বলেই আপনাকে বলীয়ান মনে করিয়া থাকে। তোমাকে

দর্শন করিতে পাইব এই আশায় কতই না সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলাম। প্রভু কি ইহা সত্যে পরিণত করিবেন? ইচ্ছা হইলে তিনি সবই করিতে পারেন—এই ভাবনায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া রহিলাম। মহাপুরুষ কি করিবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তো তাঁহাকে শীঘ্র এখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছি; কিন্তু তাহার উত্তর তিনি এখনও কিছু দেন নাই। এখানকার প্রভুর কুটির প্রায় হইয়া আসিল। যাহা বাকী আছে অল্পদিনের মধ্যে হইয়া যাইতে পারিবে। বাসোপযোগী হইতে বিশেষ বিলম্ব নাই। অন্যান্য আবশ্যক অংশ ক্রমে ক্রমে হইবে। এখন তোমরা আসিয়া উহার অনুমোদন করিলে সকল যত্ন সফল হয়। মোহনলাল ও গাঙ্গী সা কত পরিশ্রম ও উদ্যোগ করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করিয়াছে! তাহারা এইরূপ না করিলে কিছুতেই ইহা সম্ভব হইত না। সা-জীর শরীর মধ্যে খারাপ হইয়াছিল। এখন অনেক ভাল। সা-জী ও মোহনলাল এবং গাঙ্গী সা তোমাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করিতেছে। তুমি আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও প্রণাম গ্রহণ কর। মঠের সকলকেই আমার যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণাদি জ্ঞাপন করিতেছি। আমার প্রতি দয়া রাখিও। অধিক আর কি বলিব? ইতি—

দাস শ্রীহরি

(১১৫) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৯।৩।১৬

প্রিয় বিহারীবাবু,

গতকল্য আপনার ২৩শে তারিখের পোস্টকার্ড পাইয়া প্রীত হইয়াছি। তবে আপনি বিশেষ ভাল নাই জানিয়া দুঃখিত হইতে হইল। আমার জ্বর হইয়া কয়েকদিন হইতে কষ্ট দিতেছে; তার উপর দক্ষিণ স্কন্ধে একটা বেদনার মত হইয়া নেহাতই ব্যথিত করিয়াছে। ঠাণ্ডা লাগিয়া বোধ হয় এই বেদনা হইয়া থাকিবে। আজকাল এখানে বেলা দশটার পর হইতে বেশ গরম হয়, আবার সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা আরম্ভ হইয়া সমস্ত রাত্রি, পরদিন সকাল তক বেশ ঠাণ্ডা থাকে। সুতরাং বেশ সাবধান না থাকিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া অনেকেরই এইরূপ ব্যথা হইয়া থাকে। আজ একটু ব্যথাটা কম। জ্বরও তেমন তেড়েফুঁড়ে হয় না ঘুসঘুসে জ্বর—একদিন অন্তর হয়; এইরূপে চার পাঁচটা আক্রমণ হইয়া গেছে। আর প্রস্রাবের উপদ্রব তো আছেই। প্রভুর ইচ্ছা যেরূপ হয় হইবে। ইহা ছাড়া আমাদের আর বলিবার কিছু নাই। স্থান-পরিবর্তন করিতে পারিলে বোধ

হয় ভাল হইত; কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে যাইবার আর সময় নাই। অনেক বিলম্ব হইয়া গেছে। নীচে এখন অত্যন্ত গরম। শরীর অত্যন্ত দুর্বল না হইলে মায়াবতী যাইতে চেষ্টা করিতাম। যেমন হয় হইবে। অন্য সকলে ভাল আছেন। আপনার কুশল লিখিয়া সুখী করিবেন। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবেন। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১১৬)

প্রিয়—,

...কি করিলে তাঁহার হাতের যন্ত্রস্বরূপ হওয়া যায় যদি জানিতাম, তাহা হইলে কি আনন্দই হইত! তবে একথা বিশ্বাস করিবেন সর্বান্তঃকরণে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আবার তাঁহার কৃপা না হইলে ঠিক ঠিক প্রার্থনা হওয়াও মুশ্‌কিল—একথাও খুব সত্য, সন্দেহ নাই। তাঁহার শরণাগত হইলে সকল জ্বালার নিবৃত্তি হয় এবং তিনিই তাহার সকল ভার গ্রহণ করেন, গীতামুখে এবং ভক্তসঙ্গে একথা জানিতে পারা যায়। আপনারা প্রভুর শরণ লইয়াছেন; সুতরাং আপনাদের কোন ভাবনাই নাই। কারণ ইহা প্রভুর প্রতিজ্ঞা— "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"* নিজের মনের দিকে দেখিলেও এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। কেমন তিনি ধীরে ধীরে আপনাকে তাঁহার দিকে লইয়া যাইতেছেন —কেমন আপনাপনি অন্য সকল বাজে চিন্তা হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে এবং তাহাদের স্থানে প্রভুর চিন্তাই প্রবেশ-লাভ করিতেছে—এই সত্যের অনুধাবন করিলেই মনে বল, উৎসাহ এবং বিশ্বাস-ভক্তি স্বতই না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। যখন এতদূর করিয়াছেন তখন যে আরও করিবেন, সে বিষয়ে কি আর সংশয় থাকিতে পারে? তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকাই একমাত্র উপায়। তিনি সময়ে সকল বাসনা পূর্ণ করিবেন। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১১৭) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২১।৪।১৬

প্রিয় সু—,

বহুদিন পরে কাল তোমার একখানি পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। ...কিছুদিন পূর্বে অ—র এক পত্র পাইয়াছিলাম। অসুখের জন্য তাহার উত্তর দেওয়া

* "হে, কৌন্তেয়, তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না।" —গীতা, ৯।৩১

হয় নাই। অ—কে এই কথা বলিবে। তাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, ঠিক ঠিক উহা পালন করিয়া মনুষ্যজীবন ধন্য করিবার শক্তি যেন তিনি দেন, নতুবা শুধু নামে সন্ন্যাস লইলে যথেষ্ট হয় না। সন্ন্যাস বড় কঠিন সমস্যা। ঠাকুর বলিতেন, যাহারা গাছের উপর হইতে হাত পা ছাড়িয়া পড়িতে পারে, তাহারাই সন্ন্যাসের অধিকারী। বড় সোজা কথা নয়। সম্পূর্ণ ভগবানে নির্ভর না হইলে আর ওরূপ করা সম্ভব হয় না।...তোমরা সকলে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি— শুভাকাঙ্ক্ষী, শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১১৮)

প্রিয়—,

...বাঁকুড়ার সংবাদও মধ্যে মধ্যে পাই। সেখানে বড়ই কষ্ট, প্রভুর ইচ্ছা কি তিনিই জানেন। তোমরা কিন্তু নারায়ণসেবা করিয়া ধন্য হইবার এক প্রকৃষ্ট অবসর পাইয়াছ, প্রাণভরিয়া সেবা করিয়া ধন্য হইয়া যাও। যেখানেই থাক, নারায়ণসেবায় নিযুক্ত আছ, ইহা কি কম ভাগ্য? প্রভুর চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছ। তিনি যেখানে রাখিবেন, সেইখানে থাকিয়া শুদ্ধ তাঁহারই কার্যে জীবনপাত করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিও, ইহা হইতে অধিক কিছু বুঝিতে চাহিও না। তিনি সকলের একমাত্র আশ্রয়।

“ব্রহ্ম-নিরূপণের কথা সেটা কেবল দে'তোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে, পদে গয়া গঙ্গা কাশী॥”

ভগবানকে বুঝিবার দরকার হয় না—তিনি নিত্যপ্রকাশ। দে'তোকে যেমন হাসিতে হয় না—দাঁত বেরিয়েই আছে।...ইতি— শুভাকাঙ্ক্ষী, শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১১৯) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৪।৪।১৬

প্রিয় গিরিজা,

অনেক দিন পরে তোমার একখানি পোস্টকার্ড পাইয়া খুশী হইয়াছি। দিবাকর আমাকেও পূর্বে লিখিয়াছিল। আমি তাহার উত্তরও দিয়াছিলাম। আবার সম্প্রতি প্রি—এখান হইতে কনখলে ফিরিয়া যাইবার সময় তাহার দ্বারাও দিবাকরকে বলিয়া পাঠাইয়াছি। আমি অমনোযোগী নহি। কনখলে বাটীভাড়া লওয়া তোমাদের সুবিধার জন্যই হইয়াছিল। তোমাদের উহা প্রয়োজন নাই।

সুতরাং বাটী রাখিবার আবশ্যক নাই। মে মাসের পরই উহা ছাড়িয়া দেওয়া হউক—দিবাকরকে আমি ইহা একাধিক বার বলিয়াছি। দিবাকরও নিষ্কৃতি পা'ক। তারপর যদি মাস্টারমশাই অথবা আর কোন ব্যক্তির বাটী রাখিবার ইচ্ছা হয়, তাহারা যা ইচ্ছা করুক। দিবাকর ছেড়ে দিয়ে খালাস হ'ক। আমি এ কথা দিবাকরকে জানাইয়াছি। তুমিও যা হয় তাহাকে এই কথা লিখিয়া জানাইও। অতুল ছয় সাত দিন হতে চিলকাপিটাতে আসিয়া রহিয়াছে। তাহার বাটীর মেয়াদ ফুরাইয়াছে। বাড়ীওয়ালা আর দিতে রাজী নহে। এখন season (মরসুম), অন্য বাটী পাওয়া কঠিন। এখন এইখানেই থাকবে। কোন কষ্ট নাই। আছে ভাল। খু—ও ভাল আছে। আমার শরীর এক রকম চলছে। বৃষ্টি না হওয়ায় এখানেও শস্যের অবস্থা একেবারে আশাহীন। দেশ থেকে সব জিনিস আসছে বলে লোকে খেয়ে বাঁচছে। এখনও বৃষ্টি হল না। কি যে হবে প্রভুই জানেন। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি— শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১২০) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৩।৫।১৬

প্রিয় নি—,

তোমার একখানি পোস্টকার্ড পাইয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। আমি পূর্বেই তোমার ৺কাশী আগমন অবগত হইয়াছিলাম এবং তোমার মহদুদ্দেশ্য সফল হউক, এই কথা স্বতই প্রভুকে জানাইয়াছিলাম মনুষ্যজীবনে ভগবান লাভ করাই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। আর মনুষ্যজীবনেই ভগবানলাভ সম্ভব বলিয়া মনুষ্য-জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন। ইন্দ্রিয়সুখভোগাদি যাহা কিছু তাহা অন্য অন্য জীবনেও হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবানলাভ এক মনুষ্যজীবন ছাড়া আর কোন জীবনেই হইবার নয়। দার্শনিকের ভাষায় সকল দুঃখের নিবৃত্তি ও পরম আনন্দপ্রাপ্তিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য—এই কথা বলা হয়। কিন্তু বলিবার প্রথা ভিন্ন হইলেও বস্তুগত্যা কোন পার্থক্য নাই। ভক্তের ভাষায় ভগবান বলিতে যাহা বুঝায়, যোগী তাঁহাকেই পরমাত্মা শব্দে লক্ষ্য করিয়া থাকেন এবং তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্ম শব্দে তাঁহাকেই নির্দেশ করেন। সুতরাং ভগবানলাভ, জ্ঞানলাভ বা মুক্তিলাভ একই কথা এবং ইহাই জীবমাত্রের অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রের চরম লক্ষ্য সন্দেহ নাই। তোমরা পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান; অতএব তোমাদের যে এই অবস্থা লাভ করিবার প্রবৃত্তি হইবে, ইহা অতিশয় স্বাভাবিক ও সমীচীন।

যে যা চায় সে তা পায়, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। আন্তরিক আগ্রহ—টান হইলেই প্রার্থিত বস্তুলাভ হইয়া থাকে। অনুরাগ হইলেই—তাঁহাকে না পাইলে প্রাণ বাঁচে না, এইরূপ অনুরাগ হইলেই—তাঁর দর্শন হয়, এ সব শুনিয়াছ। এখন জীবনে তাহা ঘটাইতে পারিলেই কাজ হইয়া যাইবে। তদ্‌গতান্তরাত্মা হওয়া চাই। ঠাকুর বলিতেন, "ডাইলিউট হয়ে যাও।"

"মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"*

জপ-ধ্যান আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেই যে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, তাহার নিশ্চয় নাই। তাঁর কৃপাই তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়, অন্য উপায় নাই। স্বামিজী বলিতেন, "এ কি শাক মাছ যে এত দাম দিলুম, আর নিয়ে এলুম! ভগবানের কি দাম আছে যে, এত জপ এত তপ করে তাঁকে লাভ করবে?" তাঁর কৃপা হলে তাঁকে পাওয়া যায়। তার দ্বারে ঠিক ঠিক পড়ে থাকতে পারলে তাঁর কৃপা হয়। আমি নিরুৎসাহ করবার জন্য এরূপ বলিতেছি না। জপ-তপ খুব কর; কিন্তু প্রাণভরে আত্মসমর্পণ করতে পারলেই সে সকলের সাফল্য—এই কথা বলিতেছি। তাঁকে সব দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—এই কথাই বলিতেছি। চল তাঁর দিকে যত পার। তারপর তিনিই সব করিয়ে নেবেন। মধ্যে মধ্যে তোমার কুশলসংবাদ পাইলে সুখী হইব। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

পুঃ—তাঁর দ্বারে পড়িয়া থাকিলে তিনি সময়ে সকল আশা পূর্ণ করেন। কিন্তু নিরাশ হইয়া থাকিতে পারিলে তিনি অধিকতর সুখী হন। "আছে মাত্র জানাজানি আশ, তাও প্রভু কর পার।"†—স্বামিজী এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন। ইতি—

শ্রীতু—

---

* "হে অর্জুন, যিনি আমার কার্য করেন, আমাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানেন, যিনি আমারই ভক্ত, যাঁহার বিষয়ে আসক্তি নাই এবং কোন প্রাণীতে শত্রুবুদ্ধি নাই, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।" —গীতা, ১১।৫৫

† 'বীরবাণী'—'গাই গীত শুনাতে তোমায়' নামক কবিতা।

(১২১) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৫।৫।১৬

প্রিয় বিহারীবাবু,

আপনার ২৯ এপ্রিলের পত্র গত পরশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার শরীর বেশ ভাল নাই জানিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। বিশ্রাম লইলে বোধ হয় অনেকটা ভাল হইতে পারিত। কারণ অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমই আপনার ওরূপ অসুস্থ বোধ করিবার কারণ বলিয়া মনে হইতেছে। আপনি অবশ্য ভালই বুঝিতেছেন কিরূপ করা কর্তব্য। তবে আরও অধিক খারাপ না হয়, এই কথা মনে হয়। প্রভু আপনাকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখুন, তাঁহার নিকট সর্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা। আমার শরীর এখন অনেক ভাল আছে; তবে প্রস্রাবের পীড়া পূর্ববৎই রহিয়াছে। স্বামী শিবানন্দ এখনও এখানে আসেন নাই। শীঘ্র আসিবেন লিখিয়াছেন। ব্রহ্মচারীরা সব ভাল আছেন। অনাবৃষ্টিতে এখানে সমূহ শস্যহানি হইয়াছে, স্বাস্থ্যও তত ভাল নহে। সব প্রভুর ইচ্ছা। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবেন। ইতি— শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১২২) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৬।৫।১৬

শ্রীমান্—,

তোমার ২৯শে তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। তুমি যে আমার পত্র পাঠ করিয়া অনেক ভাল বোধ করিতেছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত খুশী। উৎসাহই তো চাই। আর যত প্রভুকে আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারিবে, যত তাঁহাকে খুব সন্নিকটে দেখিতে পারিবে, ততই সংসারজ্বালা অপনীত হইয়া যাইবে এবং ততই বিমল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারিবে। ঠাকুর বলিতেন, "যত পূর্ব দিকে অগ্রসর হইবে, পশ্চিম দিক ততই পিছাইয়া পড়িবে।" ঈশ্বরের দিকে যাইতে পারিলে সংসার আপনা হইতে দূর হইয়া যাইবে।

তিনি তো অন্তরে রহিয়াছেনই, কেবল তাঁহার দিকে মনোযোগ রাখিতে পারিলেই হয়। তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ, তাঁহার কৃপাতেই আমরা জীবিত থাকিয়া প্রাণযাত্রা নির্বাহ করিতেছি, সুতরাং তিনিই সর্বাগ্রে আমাদের ভালবাসার পাত্র, ইহা না জানিয়াই তো আমাদের যত কষ্ট। তাঁহাকে এইরূপ জানিতে পারিলেই সকল যন্ত্রণার অবসান হয়। প্রভু করুন, তোমার

এই ভাব যেন সর্বদা হৃদয়ে জাগরূক থাকে। তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। ভগবান যেন মাথার দিব্য দিয়া গীতায় বলিয়াছেন যে, আমার ভজন কর, ইহাই একমাত্র সার; এ সংসার অনিত্য ও অসুখকর, ইহাতে যদি আসিয়াছ তো আর কিছু লক্ষ্য না করিয়া কেবল আমারই ভজনা কর; তাহা হইলে নিস্তার পাইবে, নতুবা নিস্তারের অন্য উপায় নাই—

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।"*

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"†

এমন অভয় ও নিশ্চয় বাণী থাকিতেও আমরা তাঁহার দিকে দেখি না, ইহা অপেক্ষা দুর্দৈব ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? সুখ দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নহে। তাই ভগবান দুয়েরই পারে যাইতে বলিতেছেন। তাহা কেবল তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিলেই হইবে, অন্য কোন উপায়ে হইবার নহে। তাই সর্বদা তাঁহাকেই হৃদয়মধ্যে ভাবনা করিবে, তিনি সকল ঠিক করিয়া লইবেন।

"রামং চিন্তয় চিত্তবর্বর চিরং চিন্তাশতৈঃ কিং ফলম্।

কিং মিথ্যা বহুজল্পনেন সততং রে বক্ত্র রামং বদ॥

কর্ণ ত্বং শৃণু রামচন্দ্রচরিতং কিং গীতবাদ্যাদিভিঃ

চক্ষুস্ত্বং রামময়ং নিরীক্ষ সকলং রামাৎ পরং ত্যজ্যতাম্॥"‡

আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি— শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১২৩) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২০।৫।১৬

প্রিয়—,

আপনার ১৩ই তারিখের পত্রখানি হস্তগত হইয়াছে। পাঠ করিয়া হর্ষ ও বিষাদ উভয় ভাবেরই উদয় হইয়াছে। হর্ষ—আপনার সাংসারিক ভোগসুখে উপেক্ষা ও অনাদর দেখিয়া এবং কর্তব্যনিষ্ঠা ও তাহার পালনে আন্তরিক যত্ন জানিয়া; আর বিষাদ—আপনার অকারণ হতাশ ভাব ও আত্মাবমান এবং অবসাদ দেখিয়া। আত্মগরিমা অবশ্য ভাল নয়; তাই বলিয়া নিরন্তর 'আমাদের

---

* —গীতা, ৯।৩৩ † —গীতা, ৯।৩৪

‡ ১২।৯।১৫ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য।

জীবন বৃথা', 'কিছু হলো না' প্রভৃতি অবসাদসূচক আলোচনাও শ্রেয়স্কর নহে। প্রভু আমাদের অভিমানদ্বেষী ছিলেন কিন্তু আবার দীন হীন ক্ষীণ ভাবও দেখিতে পারিতেন না। বরং আমাদের ভগবানের সহিত সম্বন্ধ করিয়া অভি-মান করিতে শিক্ষা দিতেন এবং "আমি তাঁর সন্তান, আমার কিসের ভয়? তাঁর কৃপায় আমি অনায়াসে তরে যাব"—ইত্যাদি বলিয়া খুব জোর করিতে বলিতেন। রামপ্রসাদের গানেও সতত এই ভাব বিদ্যমান, "মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী কার ভয়ে সে হয়রে ভীত?" এমন কি সেই মার সঙ্গে ঝগড়া করতেও পশ্চাৎপদ নন। "মা মা বলে আর ডাকিব না"—ইত্যাদি অনেক গান আছে, যাহাতে সমস্ত আবদার মার উপর হচ্ছে। ঠাকুরও আমাদের এই ভাব খুব শিক্ষা দিতেন। সুতরাং আপনার এই অবসাদের ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। আপনি কি কম? এই মহাকার্যের মধ্যে থাকিয়াও ভগবদালোচনার সময় করিয়া লন। সমস্ত অবসরকাল তাহাতেই নিয়োগ করেন। মধ্যাহ্ন আর সন্ধ্যা কি? সকল সময়ই তাঁর। সমস্ত জীবনই তাঁরই। তা ছাড়া অনন্যভাবে এক মুহূর্ত তাঁর শরণ নিতে পারিলে জীবন ধন্য হয়, পবিত্র হয়, সকল পাপ-তাপ দূরে যায়, এরূপ বিশ্বাস চাই। বেদস্তুতি পড়িয়াছিলাম বহুকাল পূর্বে, এখন বিশেষ মনে নাই। অত্যন্ত কঠিন ভাষা বলিয়া মনে আছে। কিন্তু যাহাই হ'ক, দেবতা ও গুরুতে ভক্তি না হ'লে ঈশ্বরতত্ত্বে প্রবেশাধিকার নাই—এ তো সত্যকথা, কিন্তু দেবতা তো হৃদয়েই রহিয়াছেন, তিনি যদি হৃদয়ে না থাকেন তো আর কোথাও তাঁহাকে মিলিবার আশা নাই। গুরুও তো তিনিই—"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ"* এ যদি না হয় তো এমন দেবতা বা গুরুর বিশেষ প্রয়োজনই বা কি? দেবতা গুরু নিরন্তর ভিতরে রহিয়াছেন। যদি না থাকিতেন, বাঁচিতাম কিরূপে? কে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন? কাহার কৃপায় প্রাণধারণ হইতেছে? তিনি সকলকেই অনুগ্রহ করিতেছেন। যে তাঁকে চায়, সেই দেখতে পায়। এই বেড়াল বনে গেলে বনবেড়াল হয়। এই নয়ন, এই ত্বক্, এই করই তাঁকে পেয়ে অপ্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত হয়। মিছে শব্দ শিখে ফল নাই; কিন্তু তিনি সকল শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে আছেন বলিয়া শব্দসকল সফল হইয়া থাকে। তাঁকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে বলে শব্দের শব্দত্ব।

---

* "সেই জগতের নাথই আমার নাথ, সেই জগতের গুরুই আমার গুরু।"—গুরুগীতা

শ্রীধর স্বামী অতীব সত্য কথা বলিয়াছেন। “সকল শেয়ালেরই এক কথা” —ঠাকুর বলিতেন।

যে মানবাঃ বিগতরাগপরাবরজ্ঞাঃ
নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি,
ধ্যানেন বিগতকিল্বিষবেদনাস্তে
মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি।*

তাঁহার চরণ পবিত্র এবং সর্বতোবিস্তৃত—“পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি।” † আমরা সেই চরণাশ্রয়েই রহিয়াছি। সেই চরণের উপাসনা ভিন্ন আর কাহার উপাসনা করিব? আমাদের চরণোপাসনার সম্পূর্ণ অধিকার। তিনি আমাদের “প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।”‡ আমরা জানি বা না জানি, তিনি আমাদের সর্বস্ব, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অতএব আমরা যেন তাঁহাতেই প্রাণ মন অর্পণ করিয়া পূর্ণ-ভাবে তাঁহাতেই অবস্থান করিতে পারি। তিনি ছাড়া যেন আর কিছু দেখিতে না হয়। ইত্যোম্। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী, শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১২৪) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২১।৫।১৬

প্রিয় দে—,

আজ সকালে তোমার ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রখানি পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আজকাল একটু ভাল বোধ করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম।

“তদ্দিনং দুর্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দিনম্
যদ্দিনং হরিসংলাপকথাপীযূষবর্জিতম্ ॥” §

---

* “যে সকল আসক্তিশূন্য নির্গুণ ব্রহ্মবিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দেবগুরু নারায়ণকে সর্বদা স্মরণ করেন, ধ্যানের দ্বারা তাঁহাদের পাপের বেদনাসমুদয় দূর হইয়া যায়, তাঁহাদিগকে আর মাতৃস্তন পান করিতে হয় না।” প্রপন্ন গীতা—ব্রহ্মার উক্তি।

† “সমুদয় জগৎ তাঁহার একপাদ অর্থাৎ চতুর্থাংশস্বরূপ।”—ঋগ্বেদসংহিতা, (পুরুষ-সূক্ত) ১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত, ৩য় শ্লোক

‡ “প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু”—কেনোপনিষদ্, ১।২

§ “যেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, সেদিন প্রকৃত পক্ষে দুর্দিন নহে, কিন্তু যেদিন ভগবদালাপকথারূপ-অমৃতশূন্য, সেই দিনকেই যথার্থ দুর্দিন বলিয়া মনে করি।”

মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নয়, যে দিন হরিকথামৃতপান হয় না, সেই দিনই দারুণ দুর্দিন। সুখে-দুঃখে, ভালয়-মন্দয় দিন কেটে যায়; কিন্তু ভগবানের ভজন বিনা দিনাতিপাত হইলে উহা বৃথাই আয়ুঃক্ষয়কর।

তোমার মন বেশ ভজনে স্থির হয় ও আনন্দভোগ করে শুনিয়া কত যে সন্তোষ হইল, তাহা আর কি বলিব? খুব ভজন কর, একেবারে তাঁতে মগ্ন হয়ে যাও, তবেই জীবন সার্থক। যতটুকু কাজ দেহধারণের জন্য না করিলে নয়, ততটুকু অবশ্য করিতে হইবে; স্থিরচিত্তে তাহা করাই ভাল। কারণ বিরক্ত হইয়া কোনও লাভ নাই।

তিনি যেখানে রাখেন, সেইখানে থাকিয়াই তাঁকে প্রাণভরিয়া ডাকিতে থাক। স্থানের জন্য বড় আসিয়া যায় না। তবে যেখানে থাকিলে ভজনের সুবিধা হয় এমন স্থানে থাকার প্রয়োজন। বাড়িতে থাকিলে যদি ভজনের সুবিধা হয় তো অন্য স্থানে যাইবার আবশ্যক কি? বিষয়কর্ম যত সম্ভব নির্লিপ্ত হইয়া করিতে চেষ্টা করিবে। অভ্যাস করিলে সময়ে সব করিতে পারা যায়। তাঁহার উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিবে। তিনিই সকল করিতেছেন। মোহবলে জীব আপনাকে কর্তা বলিয়া জ্ঞান করে ও তজ্জন্য বদ্ধ হয়। "নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু"—এই মহামন্ত্র কখনও বিস্মৃত হইবে না। তাঁহাকেই চিন্তা করিবে—দেখিবে, অন্য চিন্তা সব দূর হইয়া যাইবে। অবশ্য যতদিন শরীরে মন থাকিবে অর্থাৎ শরীর খারাপ হইলে ভগবচ্চিন্তায় বাধা হইবে, ততদিন যাহাতে শরীর নীরোগ ও সুস্থ থাকে, তাহার যত্ন করিবে। শরীরের জন্য শরীরের যত্ন নয়, পরন্তু ভগবানের ভজন হইবে এইজন্য শরীরের যত্ন করা অত্যাবশ্যক।

তোমার আশা-উৎসাহে অতীব প্রীত হইয়াছি। এই তো চাই। ইহাতে ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর করে। আর নিরাশ অবসাদভাব মানুষকে ক্রমেই আরও অবসন্নই করিয়া থাকে। প্রভুর শরণাগত হইয়া থাকিলে কোনও ভয় ভাবনা নাই—তিনি সকল প্রকারে সাহায্য করিয়া তাঁর দিকে টানিয়া লন। মনে জোয়ার ভাঁটা হইয়াই থাকে। কখনও ভজনে বেশ রুচি ও আনন্দ হয়, সহজেই মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়; আবার কখন কিছুই ভাল লাগে না, ভজনে মন যায় না, মহা নিরানন্দে হৃদয় ছাইয়া থাকে। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই যে ভজন করিয়া যায়, ভজনে অবহেলা করে না, ভালই লাগুক বা মন্দই লাগুক ভজন

করিতে ত্রুটি করে না, তাহার ক্রমে জোয়ার ভাঁটার ভাব চলিয়া গিয়া একটানা ভাবের উদয় হয়। তখন আপনা হইতেই মনে ভগবচ্চিন্তা সর্বদা লাগিয়া থাকে এবং হর্ষ বিষাদ তাহাকে আর বিচলিত করিতে পারে না। সে সকল অবস্থাতেই ভজন করিয়া যায় এবং ভিতরে মহানন্দ অনুভব করে। প্রভুর কৃপায় এই অবস্থা থাকিলে জীব ধন্য হইয়া যায়। তুমি আমার সর্বাঙ্গীণ আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী, শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১২৫) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১।৬।১৬

প্রিয়—,

...এখন হচ্ছে ধ্যান-ধারণার কথা। ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ, পূজা-পাঠ, যোগ-যাগ, যত কিছু কর্ম বা সাধনা যাহাই বল, সমস্তই প্রথম চিত্তশুদ্ধির জন্য। চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন স্ব স্বরূপের উপলব্ধি হওয়া বা জ্ঞানলাভ করা। চিত্ত বাসনা দ্বারা অভিভূত থাকিলেই অশুদ্ধ, আর নিষ্কাম হইলেই শুদ্ধ। এই মনকে যে উপায়ে হউক স্বার্থশূন্য করাই হচ্ছে কাজ, তা ধ্যান দ্বারা হউক, সেবা দ্বারা হউক বা বিচারের দ্বারা হউক, অথবা ভালবাসার দ্বারা হউক—যাহার যাহা দ্বারা সুবিধা হয় সে সেইরূপ করুক। তবে অহংনাশ সকলেরই করিতে হইবে। আর এই 'ক্ষুদ্র অহং' নিবৃত্ত হইলেই সেই 'ভূমা অহং' সচ্চিদানন্দ পুরুষের প্রকাশ উপলব্ধি হয় এবং ইহাই জীবন্মুক্তি। প্রভুর কৃপা সদাই আছে, উহার অভাব কখনও নাই। চিত্তশুদ্ধিতে উহার পূর্ণ অনুভব এবং আস্বাদন হয়। বোধও সদাই আছে, ইহার আগে পাছে নাই, কেবল মেঘ সরে যাওয়ার মত অজ্ঞান দূর হওয়ার অপেক্ষা। তা হলেই বোধসূর্যের প্রকাশ—যাহা নিত্য বর্তমান। মানুষ ইহার জন্য কত কি করে; কিন্তু শ্রদ্ধাই হচ্ছে ইহার প্রাপ্তির প্রধান উপায়। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" * ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১২৬) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৭।৬।১৬

প্রিয়—,

গত পরশ্ব আপনার ৩১শে মের পত্র পাইয়াছিলাম। আজ আপনার প্রেরিত

---

* "শ্রদ্ধাযুক্ত, নিষ্ঠাবান্ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে।"—গীতা, ৪।৩৯

পাঁচ টাকার মনিঅর্ডার পাইলাম। আপনার শরীর একটু ভাল আছে জানিয়া প্রীত হইয়াছি। আপনি নিরাশ ভাব ত্যাগ করিতে যত্ন করিবেন জানিয়া অতিশয় সুখী হইলাম। আশা পাইতেছেন বইকি, আরও নিরাশ ভাব ত্যাগ করিলেই খুব আশা পাইবেন। আমি তো ভগবানের নিকট সততই প্রার্থনা করিয়া থাকি। আপনিও প্রার্থনা করিবেন, তাহা হইলেই তিনি শুনিবেন।...

আলমোড়ায় প্রভুর স্থান ছিল না। স্বামিজীর কৃপায় এ স্থানের এত প্রসিদ্ধি। মিশনের একটি নিজের জায়গা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রভুর কৃপায় তাহা হইল। ইহাতে অনেকের উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়। আপনার বেদস্তুতির অনুবাদ পড়িলাম। অতি সুন্দর হইয়াছে বলিয়াই মনে হইল। টীকার অনুবাদই বিশেষ বিস্তৃত। Suggestion (আভাসগুলি) অতি মনোরম। বিষয়ের কথা আর কি বলিব, উহাই সকল শাস্ত্রের এক সার সিদ্ধান্ত—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে॥"*

হরি বিনা গতি নাই। কারণ তিনিই একমাত্র সত্য ও নিত্য; আর সব মিথ্যা—এই আছে এই নাই। সুতরাং সে সকলে আস্থা স্থাপন করিলে কোন ফলই নাই, পরন্তু দুঃখলাভই অনিবার্য। কিন্তু প্রভুর মায়া এমনই প্রবলা যে এই সহজ সত্যকে বুঝিতে দেয় না। তাই প্রভু উপায় বলিয়া দিয়াছেন যে, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"।†

প্রভুর শরণাগতি ভিন্ন অন্য উপায় নাই। "মামেকং শরণম্ ব্রজ।"‡ প্রভু কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার চরণে ধরিয়া রাখুন—এই তাঁহার নিকট আমাদের একমাত্র নিবেদন ও ঐকান্তিকী প্রার্থনা। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবেন। ইতি— শুভানুধ্যায়ী, শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

* বেদে, রামায়ণে, পুরাণে ও মহাভারতে—আদি, অন্ত ও মধ্য সর্বত্রই হরি গীত হইয়া থাকেন।"

† যাহারা আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারাই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়।" —গীতা, ৭।১৪

‡ "একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর।" —গীতা, ১৮।৬৬

(১২৭) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১২।৬।১৬

প্রিয়—,

...বর্ষা এখানেও নামিয়াছে; লোকে বলিতেছে, দু দশ দিন একটু ধরণ করিলে ভাল হয়। কিন্তু যাই হ'ক, এই বৃষ্টিতে সৃষ্টিরক্ষণ হইল বলিতে হইবে। জোঁকের উপদ্রব মায়াবতীতে এক বড়ই বিভীষিকা বটে, নিরুপদ্রব স্থানই বা কোথায় আছে? কিছু না কিছু দোষ সব স্থানে, সকল পদার্থে ও ব্যক্তিতে লাগিয়া আছেই—"সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"* এইরূপ সকল কাজেও। তাই ভগবান বলিতেছেন—"সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।"† তাই আবার বলিয়াছেন—"বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।"‡ তা হলেই সর্বাপচ্ছান্তিঃ।

এই তদ্গতচিত্ততা অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়। "দীর্ঘকালনৈরন্তর্য-সংকারসেবিতঃ"§ হলে তবে হয়। পট করে কিছুই হয় না, লেগে পড়ে থাকাই হল উপায়। "তেরা বনত বনত বনি যাই।" হরির সহিত লেগে থাকতে হয়, এই লেগে থাকা অভ্যাস হয়ে গেলেই কাজ হয়ে যায়। তখন হরিই ভিতরে বাহিরে বিরাজমান থাকেন—সংসারের ঘটনাচক্র তখন আর বড় অস্থির বা বিচলিত করতে পারে না। তারা আসে না এমন নয়—আসে, কিন্তু যেমন আসে তেমনি চলে যায়—প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

"দেহঘরকা দণ্ড হি সব কোই কো হোয়।
জ্ঞানী ভোগতে জ্ঞানসে, মূরখ ভোগতে রোয়॥"

—কষ্ট সকলেরই হয়, জ্ঞানী অচঞ্চল থাকেন, আর অজ্ঞ ব্যক্তি কাতর হয়—এই মাত্র প্রভেদ। প্রভু তোমাদের সব ঠিক করিয়া লইবেন, তাঁহার শরণাগতদের কোন

---

* "সকল কর্মই ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় দোষে আচ্ছন্ন।" —গীতা, ১৮।৪৮

† "হে কৌন্তেয়, দোষযুক্ত হইলেও স্বভাববিহিত কর্ম ত্যাগ করিবে না।"
—গীতা, ১৮।৪৮

‡ "বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সতত আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর।"
—গীতা, ১৮।৫৭

§ "স। তু "দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।"
—পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ, ১৪ সূত্র সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল নিরন্তর শ্রদ্ধার সহিত করিলে দৃঢ়ভূমি হয়।"

ভয় নাই। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—
শুভানুধ্যায়ী, শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১২৮) * শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ আলমোড়া, ১৮।৬।১৬

প্রিয় দে—,

মৎস্য-মাংসাদি আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এ সম্বন্ধে কত মত-ভেদই আছে। দেশভেদে ব্যবহারভেদ তো হইয়াই থাকে. তাহা ছাড়া প্রকৃতির ভিন্নতাও মানিতে হয়—কোন প্রকৃতিতে উপকার হয়, আবার অন্য প্রকৃতিতে উহার বিপরীত। রোগীর পথ্য হিসাবে বিচার করিলে আবার কথা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। চিকিৎসাশাস্ত্রে উহার বিধান দেখা যায়। নিষেধও নাই, এমন নয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নানারূপ প্রয়োগ। মোটের উপর যাহা খাইয়া শরীর ও মন সুস্থ থাকে, কোনরূপ বিকার উৎপন্ন করে না, তাহাই প্রশস্ত আহার। একজনের পক্ষে যাহা সাত্ত্বিক, অন্যের পক্ষে আবার তাহা অসাত্ত্বিক হয়—ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধ এমন উত্তম আহার, যাহাতে সকলেরই প্রায় কান্তি, পুষ্টি ইত্যাদি লাভ হয়; তাহাই যদি সর্পের আহার হয় তো বিষের বৃদ্ধি করিয়া থাকে—"ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরম্।"*

ঠাকুরের উপদেশই সার উপদেশ—মন যাহাতে ভগবানের প্রতি স্থির থাকে, তাহাই উত্তম আহার। ইহাই সাত্ত্বিক অসাত্ত্বিক চিনিবার উপায়। কারণ ভগবানে মন যাওয়াই সাত্ত্বিক ভাবের চরম। স্বামীজীও তাঁহার ভক্তি-যোগে আহার সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। তোমার যাহাতে শরীর মন ভাল থাকে, এমন আহারই করা কর্তব্য। মন ভগবানে থাকা চাই, ইহাই হইল চরম লক্ষ্য। যাহারা শরীর ভাল করিয়া বিষয়ভোগ করিবে এই লক্ষ্য রাখে, তাহাদের পক্ষেই বিধি, বিধান। যাহাদের লক্ষ্য ভগবানের ভজন, তাহাদের জন্য ওরূপ বিধি বিধানের সাফল্য ও নৈষ্ফল্য উভয়েরই অভাব বলিয়া মনে হয়। কারণ ভগবদ্ভজনই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। শরীর ভাল থাকিলে ভগবদ্ভ-

* "সর্প দুগ্ধ পান করিয়া অতি উগ্র বিষ উদ্গীরণ করিয়া থাকে।"

জন হইবে। অতএব যাহা খাইলে শরীর ভাল থাকে এবং ভগবদ্ভজন হয়, তাহা খাওয়াই ঠিক। আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী, শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১২৯) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্ রামকৃষ্ণ কুটির, আলমোড়া, ৮।৭।১৬

প্রিয়—,

আজ সকালে আপনার প্রেরিত পাঁচ টাকার মনি-অর্ডার পাইয়াছি। কিছুদিন পূর্বে আপনার একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। বিশেষ ব্যস্ত থাকায় সময়মত তাহার উত্তর দিতে পারি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ কুটিরের নির্মাণকার্য লইয়াই বড় ব্যস্ত থাকিতে হয়। একটি পায়খানা তৈয়ার হইতেছে। উহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আবার কুটিরের সম্মুখে যে মাঠ আছে, তাহাতে এইবার প্রাচীর তুলিতে হইবে। নহিলে বর্ষায় যদি উহা ধ্বসিয়া যায় তাহা হইলে ইমারতের বিশেষ ক্ষতি হইবে। সুতরাং উহা উপেক্ষা করিবার জো নাই। যত শীঘ্র হয় করিতেই হইবে। আরও কত কাজই বাকী রহিয়াছে। প্রভুর ইচ্ছায় ক্রমে সে সব হইবে। শিবানন্দ স্বামী এ বৎসর আর বোধ হয় আসিতে পারিলেন না। মহারাজের সহিত তিনি বাঙ্গালোর যাইবেন, এইরূপ আমাকে লিখিয়াছেন। প্রভুর ইচ্ছা যেমত আছে তাহাই হইবে। তিনি এখানে আসিলে আমার অনেক চিন্তার লাঘব হইত। প্রভু যেমন করেন তাহাই মঙ্গল। যদি এই কুটির নির্মিত হওয়ায় কাহারও উপকার হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল হইবে। স্থানটি ছোট হইলেও অতি সুন্দর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আপনার পত্রখানি পাঠ করিয়া কতই আনন্দ হইয়াছিল কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আবার পূর্ববৎ দীন হীন ভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতে হইয়াছে। আপনি 'মা'র সন্তান, হীনবুদ্ধি হইতে যাইবেন কেন? এইরূপ ভাব একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। ঠাকুর শিখাইতেন বলিতে "আমি তাঁর নাম করিয়াছি, আমার আবার কিসের ভাবনা?" বাস্তবিক আপনার ঐরূপ আত্মগ্লানিসূচক প্রস্তাব শুনিলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়। উহা আত্মোন্নতির অন্তরায়, প্রভুর নিকট ইহাও শুনিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে আপনাকে দৃঢ়সম্বন্ধ জানিয়া তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। আমি তাঁর সন্তান—একথা কখনই বিস্মৃত

হইতে হইবে না। সংসারের অন্য সম্বন্ধ আকস্মিক এবং ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তাঁহার সহিত সম্বন্ধ অনন্তকালের জন্য।

"জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্তিহেতবে জন্মধারিতম্।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়া॥"*

যখন শঙ্করাচার্যের কৃত এই শ্লোক প্রথম পড়িয়াছিলাম, কি এক অদ্ভুত আনন্দ ও আলোকের অবতারণা তখন হইয়াছিল, তাহা আর আপনাকে কি জানাইব। যেন জীবনের ইতিকর্তব্যতা তখনই জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল এবং সকল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান আপনা হইতেই হইয়া গেল। তখন বুঝিলাম যে, মনুষ্যদেহধারণের উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্তিই ইহার একমাত্র প্রয়োজন। বাস্তবিকই নিত্যমুক্ত আত্মা আর কোন কারণেই এই দেহধারণ করিতে পারেন না। দেহধারণ করিয়াও যে তিনি মুক্ত এই ভাব লাভ করিবার জন্যই তাঁহার দেহধারণ। সেই নিত্য মুক্ত আত্মা আপনি, আপনার ঐরূপ অসঙ্গত কথা শোভা পায় না। উন্মুক্ত সূর্যকে দর্শন করিতে শক্তি না হইতে পারে, কিন্তু প্রতিবিম্বিত সূর্য দর্শন করিতে কষ্ট হয় না। সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে অহংরূপে নিশ্চয় করা দুরূহ হইলেও আমি তাঁহারই (অংশ বা সন্তান) ইত্যাদি, ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে। আমি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র একথা কিছুতেই চিন্তা করা উচিত নহে এবং তাহা শ্রেয়ঃপ্রদও নয়। আমি যেমনই হই না কেন, আমি তাঁর—আর কাহারও নই। সন্তান অত্যন্ত অযোগ্য হইলেও সন্তান বৈ আর কিছু নয়।

"কুপুত্র সুপুত্র যে হই সে হই, বিদিত ও চরণে সব।
ও মা কুপুত্র হইলে জননী কি ফেলে, একথা কাহারে কব॥"

আমি মার সন্তান। ভাল হই মন্দ হই আমি মার—আর কাহারও নই। আপনি মার সন্তান, ভাল হন মন্দ হন আপনি মার সন্তান, ইহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। আপনি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানবেন। ইতি—

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

* "নিত্যমুক্ত আত্মা যে জন্মগ্রহণ করেন তাহা জীবন্মুক্তিসুখভোগ করিবার জন্য, সংসারকামনায় নহে।"

(১৩০) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১৯।৭।১৬

প্রিয় দে—,

তোমার ১৯শে আষাঢ়ের পত্র গতকল্য পাইয়াছি। তুমি ভাল আছ ও প্রভুর স্মরণ মনন করিতেছ জানিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতি বিচার সব প্রবর্তকদিগের জন্য। প্রভুতে যাহাদের মন নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের কিছুতেই কিছু হয় না। আসল কথা তাঁতে চিত্ত নিবেশ করা চাই। মনে আছে বোধ হয়, স্বামিজীর কোনও গ্রন্থে পড়িয়া থাকিবে—তিনি বলিতেছেন যে, "এক টুকরো মাংস বা আর কিছু অশাস্ত্রীয় ভক্ষণে যদি ঈশ্বরের করুণাসাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে এমন ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া কি হইবে?" অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়ায় বড় কিছু আসে যায় না। ভাব শুদ্ধ করিতে হইবে। শূকরের মাংস খাইয়াও মন যদি ঈশ্বরচিন্তা করে, তবে তাহা হবিষ্য তুল্য। আর হবিষ্য খাইয়া যদি হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি মনোমধ্যে রাজত্ব করে, তাহা হইলে সে হবিষ্যভক্ষণে কি ফল হইবে? মাত্র 'আমি হবিষ্যাশী' এই ধার্মিকাভিমান আসিয়া ভোক্তাকে আরও অধোগামী করিবে।

ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, খাদ্যাখাদ্যের কোনও বিচারের প্রয়োজন নাই। তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, ইহাতে ষোল আনা মন দিতে হইবে না, এই কথাই বলা হইতেছে। ষোল আনা মন এক ভগবানেই দিতে হইবে, তারপর আর সব। 'সোনা ফেলে আঁচলে গেরো' না হয়। আঁচলে গেরো বাঁধা তো সোনার জন্য। যদি সেই সোনাই না রইলো তো শুধু গেরোয় কি হবে? সেইরূপ সব নিয়ম, সাধন, ভজন সমস্ত ভগবানলাভের জন্য। সেই ভগবানলাভ বা সেইদিকে গতি যদি না হয় তো নিয়মাদির কি সার্থকতা? সবই বৃথা। একটা সঙ্গীত মনে পড়িতেছে—

কি ধন লইয়ে বল থাকিব হে আমি?
সবেধন অমূল্য রতন হৃদয়ের ধন তুমি॥
তোমারে লইয়ে সর্বস্ব ত্যজিয়ে, পর্ণকুটির ভাল।
যখন তুমি হৃদয়নাথ হৃদয় কর হে আলো॥
আমি সব দুঃখ যাই পাসরিয়ে
বলি আর যেয়ো না তুমি।

ওহে তোমারে ত্যজিয়ে সংসারে মজিয়ে
কেমনে থাকিব আমি॥
(ধন মান লয়ে কি করিব, সে সব সঙ্গে তো যাবে না)।
তুমি হে আমার, আমি হে তোমার,
আমার চিরদিনের তুমি॥

এই হচ্ছে ভাব—'আমার চিরদিনের তুমি।' আর সব তো এই আছে এই নাই—দুদিনের ; চিরদিনের নয়। এক তিনিই মাত্র চিরদিনের, তাই তাঁকে নিয়ে যে কোন অবস্থায় থাকিলেও দুঃখ নাই। মহাদুঃখেও তাঁকে হৃদয়ে দেখিলে অপার সুখ, তাই তাঁকে চাই; তা হলেই হলো, আর কিছুই দরকার নেই।

"একই সাধে সব সাধে, সব সাধে সব যায়।
জো তু সিঁচে মুলকো ফুলে ফলে অঘায়॥"

এক সাধ করিলে সব সাধ পূর্ণ হয়, অনেক সাধ করিলে একটি সাধও পূর্ণ হয় না। যদি তুমি বৃক্ষের মূলে জলসেচন কর, তবে উহা ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হইবে, কিন্তু উহার অন্য সকল স্থলে জলসেচন কর, তাহাতে কিছুই হইবে না। তাই যাঁহারা তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, প্রভু, তোমাকে ছেড়ে আর কি গ্রহণ করিব? 'সবেধন অমূল্য রতন (আমার) হৃদয়ের ধন তুমি'—এইটিই নিশ্চয় করিয়া ধারণা করিতে হইবে।

স্বাস্থ্য এখানকার সর্বদাই ভাল; তবে শীতকালে খুব ভাল থাকে, গ্রীষ্মকালেও ভাল। শীত এখানে খুব বেশী, গ্রীষ্মকালে অতি মনোরম, অনেকেই সেই সময় এখানে আসিয়া থাকে। পথে অত্যন্ত কষ্ট হয় সন্দেহ নাই, তবে এখানে আসিয়া পড়িলে সকল কষ্ট দূর হয়—পর্বতীয় শোভা দর্শন করিয়া এবং সর্বোপরি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া। কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানের ন্যায় ইহার শাস্ত্রীয় প্রখ্যাতি বিশেষ আছে বলিয়া জানি না। তবে ইহা হিমালয়ের মধ্যে উত্তরাখণ্ড প্রদেশ, হর-পার্বতীর স্থান। স্বামীজীর স্মৃতির জন্য এ স্থান আমাদের বড়ই আদরের সন্দেহমাত্র নাই।

আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৩১) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৭।৭।১৬

প্রিয় বি—বাবু,

কয়েক দিন হইতে আপনার কথা খুব মনে হইতেছিল। চিঠি লিখিব মনে করিয়াছি, আর আপনার পত্র আসিয়া পড়িল। বড়ই আনন্দ হইয়াছে। আর কী পত্র!—সব সার কথা। Ideas disjointed (ভাবগুলি অসংবদ্ধ) হইলে কি হইবে? এক বিষয়ে ঠিক আছে, আর সেইখানে ঠিক থাকিলেই আসলে ঠিক রহিল। কি সুন্দর কথাই সব লিখিয়াছেন। বলিহারি! সৎসঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ভগবানলাভের। আ মরি! এর উপর কি আর কিছু বলিবার আছে? ভগবান যে সৎ-চিৎ-আনন্দ। সৎসঙ্গ করিলে যে তাঁরই সঙ্গ করা হইল। লাটু মহারাজ ও শ্রীশ্রীমহারাজ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তই করিয়াছেন! নিশ্চিত ধারণা করিতে পারিলে ইহা হইতেই যে পরম শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। আর বলিয়াছেন যে, ভগবানের প্রমাণ ভগবান স্বয়ং। কি সত্য কথা!

"স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।"* "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।" কারণ "অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ॥"†

তাঁকে কে জানবে? তিনি কৃপা করে জানালে তবে হয়। ঠাকুর একদিন আমায় কাঁদিয়ে ভাসিয়েছিলেন এই গানটি গেয়ে—"ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরতে" এইতেই একেবারে আকুলি-বিকুলি করে দিয়েছিলো। সেই দিনই স্থির ধারণা করে দিয়েছিলেন যে, সাধন করে নিজের চেষ্টায় তাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি ধরা দিলেই তবে তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি—

"...মনসো জবীয়ো,
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।" ‡

---

* "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমিই নিজের প্রভাবে নিজকে জান।"
—গীতা, ১০।১৫

† "দেবগণ আমার আবির্ভাব জানেন না, মহর্ষিরাও জানেন না, কারণ আমি সর্বপ্রকারে দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি।" —গীতা, ১০।১২

‡ "(আত্মা) মন অপেক্ষা বেগবান, ইঁহাকে ইন্দ্রিয়গণও ধরিতে পারে নাই কারণ তিনি তাহাদের পূর্বেই গমন করিয়াছিলেন।" —ঈশ উপ, ১।৪

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" †

ঈশ্বরনির্ভরতার ভাব আপনার পত্রের ছত্রে ছত্রে বিরাজমান দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছি। প্রভু আপনার প্রার্থনা শুনিবেন, তিনি হাত ধরিয়াই আপনাকে লইয়া যাইবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। আমার ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৩২)

প্রিয়—

...তোমার কাশী ভাল লাগিতেছে না, অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছ।—কোথা যাইবে? মন তো চঞ্চলস্বভাব, স্থান ছাড়িলেই কি মন স্থির হয়? ভিতর স্থির করিতে হয়—ঘটনার উপর উঠিতে হয়। ঘটনার অধীন থাকিলে যেখানেই যাও, ঘটনা পিছে লাগিবেই। ঘটনাকে আপনার অধীন করিতে পারিলে তবেই তাহারা আর গোল বাধাইতে পারে না। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৩৩) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৫।৮।১৬

প্রিয় দে—,

তুমি বেশ ভাল আছ ও ইচ্ছামত ভজন-সাধন করিতেছ জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি।...ভগবানের স্মরণ-মনন করিলে মন ভাল থাকিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?..."আমাদের ইচ্ছাও যে ঈশ্বরের ইচ্ছা।"—ইহার নিশ্চয় অনুভব অজ্ঞান অবস্থায় হইতে পারে না। ঈশ্বর সত্যসঙ্কল্প, মানুষের সঙ্কল্প অনেক সময় মিথ্যা হইয়া থাকে। এইজন্য মানুষের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক বলা যায় না।...প্রভুর কৃপায় বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে সকল বিষয়ই স্বতই ঠিক ঠিক অনুভূত হইয়া থাকে।...আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

† "এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।"

—কঠ, ১।২।২৩ ; মুণ্ডক, ৩।২।৩

(১৩৪) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১১।৮।১৬

প্রিয় ফ—,

...আমার শরীর প্রায় একরূপই চলিতেছে। ক্রমশঃ অধিকাধিক দুর্বল হইতেছি বলিয়া মনে হয়। অতুল ও কানাই ভাল আছে। খু—কৈলাস দর্শন করিয়া শীঘ্র এখানে ফিরিয়া আসিবে, এইরূপ পত্র দিয়াছে। শিবানন্দ স্বামী দার্জিলিং গিয়াছিলেন; বোধ হয় এতদিনে মঠে ফিরিয়া থাকিবেন। মহারাজ মাদ্রাজ মঠের ভিত্তি স্থাপন করিয়া এখনও সেইখানেই আছেন; অল্পদিনেই বাঙ্গালোর যাইবেন। অন্যান্য সংবাদ কুশল। তোমার কুশল প্রার্থনীয়। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৩৫) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১১।৮।১৬

প্রিয় বি—বাবু,

আপনার ৫ই তারিখের পত্র গতকল্য সকালে পাইয়াছিলাম। প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেছি, সুস্থ শরীরে ও শান্তমনে তাঁহার ভজন করিতে থাকুন। "কর তাঁর নামগান যতদিন দেহে রহে প্রাণ।" এই হল সার কথা। "জুড়াব প্রাণ প্রাণসখা তোমার নাম গাহিয়ে"—ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা আর কিছুই নাই। "প্রীতিঃ পরমসাধনম্।" আবার সাধন কি?—সকলে প্রেম। স্বামিজী বলছেন —"এক তরী করে পারাপার!" জীবনেও তাই পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন। "অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপম্", "মূকাস্বাদনবৎ" বলিয়া নারদ আবার বলিয়াছেন—'প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে'।* এই প্রেমলাভের উপায় বলিয়াছেন— "সংকীর্ত্যমানঃ শীঘ্রমাবির্ভবত্যনুভাবয়তি ভক্তান্।"† তাই তাঁর নামগানের চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ উপায় কিছুই নাই। সেই জন্যই—

---

* "প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না;" মূক ব্যক্তি যেরূপ আস্বাদনের কথা বলিতে পারে না তদ্রূপ।" "ব্যক্তিবিশেষে প্রকাশিত হইয়া থাকে।" —নারদ-ভক্তিসূত্র, ৫১, ৫২, ৫৩

† "সংকীর্তিত হইলে তিনি শীঘ্র প্রকাশিত হন এবং ভক্তকে অনুভব করাইয়া দেন।" —নারদসূত্র, ৮৩

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"†

তাই ঠাকুরও গাহিতেন—

"নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার,
কাজ কি আমার কোশাকুশি—
দেঁতোর হাসি লোকাচার।"

"হরের্নামৈব কেবলম্"—এই সার।...আপনি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবেন। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৩৬) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্ শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির
আলমোড়া, ১৪।৮।১৬

প্রিয়—,

গত পরশু তোমার একখানি পোস্টকার্ড পাইয়াছি। কিছুদিন পূর্বে তোমার একখানি পত্রও পাইয়াছিলাম। বোধ হয় তাহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। মাত্র প্র—কে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাতেই উহার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছিলাম। উত্তর দিতে ভুলিয়াছি বলিয়া তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না। উত্তর দেই আর নাই দেই, প্রভুর নিকট সর্বদাই তোমাদের মঙ্গলকামনা করিয়া থাকি—নিশ্চয়ই জানিবে। যাহারা তাঁহার শরণ লয়, তাহারা যে আমাদের প্রাণের জন। "যে জন চৈতন্য ভজে সেই আমার প্রাণ রে।"—ইহাই প্রভুভক্তের প্রাণের কথা।

অদ্বৈতাশ্রমে থাকিয়া তাঁহার স্মরণ মনন করিতেছ ইহা আমি মধ্যে মধ্যে প্র—র নিকট হইতে অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করি। সব মনটা তাঁর শ্রীপাদপদ্মে দিতে পারিলেই তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। দিতে পারা যায় না—দেবার চেষ্টা করিলেই প্রভু আপনি উহা টানিয়া লন। ঠাকুর বলিতেন—তাঁর দিকে দশ পা এগুলে তিনি একশ পা এগিয়ে আসেন। তা যদি না হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে কেহ কি লাভ করিতে পারিত? মানুষের চেষ্টায় কি তাহা সম্ভব? স্বামিজী এক সময় আমাকে বলিয়াছিলেন, "হরি ভাই ভগবান কি শাক

---

† "কেবল হরির নামই করিবে, কলিকালে অন্য গতি নাই।"

মাছ যে এত দাম দিয়া অর্থাৎ এত জপ, এইরূপ তপ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবে? তাঁহাকে লাভ করিতে কেবল তাঁহার কৃপা!"

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥"*

তবে কি জপ-তপ করিবে না? করিবে বইকি—প্রাণ ভরিয়া যতদূর সাধ্য করিতে হইবে। তবে জানিতে হইবে যে, আমি জপ-তপ করিতেছি বলিয়াই যে ভগবান দেখা দিবেন, তাহা নহে। কৃপাময় তিনি কৃপা করিয়াই অনুগ্রহ করিবেন। আমি জপ-তপ না করিয়া থাকিতে পারি না, তাই জপ-তপ করি। এই জপ-তপ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হওয়া চাই। ইহা প্রাণ জুড়াইবার উপায় মাত্র। ভগবানলাভ ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে, আমার জপ-তপের উপর নহে—এই বিশ্বাস, এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকা একান্ত আবশ্যক। সাধন-ভজন কেবল ডানা-ব্যেদনা করিবার জন্য। ডানা-ব্যেদনা হইলেই বসিবার ইচ্ছা হয়। তখন পক্ষীর মাস্তুল ভিন্ন অন্য কোন বিশ্রামের স্থান না থাকায় সেই মাস্তুলেই আশ্রয় লইতে হয়। অনন্ত আকাশে উড়িয়া উড়িয়া কোথাও কোন বিশ্রামের স্থান নাই নিশ্চয় না হইলে, অনন্যশরণ হওয়া যায় না। তাই ধ্যান-ভজন, জপ-তপ প্রভৃতি যথাশক্তি করিতে হয়; করিয়া কিন্তু পরে এই বিশ্বাসেই আসিতে হয় যে, সাধন-ভজন সব কোন কর্মেরই নহে। "আমার জপের মালা, ঝুলি কাঁথা জপের ঘরে রৈল টাঙ্গা।" তখন সাধক বলেন, "নিজগুণে যদি রাখ, কমলাকান্তেরে দেখ, নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা।" সাঙ্গা মানে বিবাহ। ভূতের বিবাহ কখন হয় নি, হবে না—সাধন-ভজন করে কেউ তোমাকে পায় নি, পাবে না। কেবল 'নিজগুণে যদি রাখ, কমলাকান্তেরে দেখ' তবেই কিছু সম্ভব। নহিলে শ্রীরামপ্রসাদ কেন বলিলেন—

"কেন ডাক মা মা বলে মার দেখা তো আর পাবে নাই।
থাকলে দেখা দিত আসি, সর্বনাশী বেঁচে নাই।"

---

* "এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। তিনি তাঁহার নিকটই স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত করেন।"

—কঠ উপনিষদ্, ১।২।২৩ ; মুণ্ডক, ৩।২।৩

কিন্তু এ হতাশ ক্রন্দন নহে; কারণ তিনি যদিও জানেন যে ইহা 'সন্তরণে সিন্ধুগমন', তথাপি বলিতেছেন, "মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।" তিনি যে প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, তাঁকে না পেলে কি রক্ষা আছে, পেতেই হবে। তবে "সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।" সে অবস্থা তিনিই করে দেন। তাঁকে প্রাণ মন এক করে ডাকতে ডাকতে তিনি হৃদয়ে উদয় হয়ে সব ঠিক ঠিক জানিয়ে দেন, তখনই 'ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখা' হয়।

প্রভু অচিরে তোমাদের সেই ভাব এনে দিন—তাঁহার নিকট আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা তুমি জানিবে। উভয় আশ্রমের সকলকেই জানাইবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৩৭) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ৭।৯।১৬

প্রিয় বি—বাবু,

আজ আপনার প্রেরিত ৫্ টাকার মনিঅর্ডার পাইলাম।... প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহাই পূর্ণ হয়, ইহাতে অন্যথা নাই। তিনি মঙ্গলময়, সমস্ত মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। স্বার্থবলে আমরা উহা অনুভব করিতে পারি না। নচেৎ তাঁহার কার্যে কোনওরূপ অন্য ভাব নাই, নিরন্তর মঙ্গলভাবেই পরিপূর্ণ। 'আমি তাঁহার'—এই বোধ নিশ্চয় করিতে পারিলেই জন্ম সার্থক। তারপর তিনি যে কোন অবস্থায় রাখুন না, কিছুতেই কিছু আসিয়া যাইবে না। হুঁশ হইয়া যেখানেই থাকুন না, কোন ক্ষতি নাই। প্রভুর কৃপায় আপনাদের অনেক হুঁশ হইয়াছে। সংসার আপনাদের বড় কিছু করিতে পারিবে না। তাঁর অনুগত হয়ে তিনি যেমন রাখেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়ে জীবনের গোটা কয়েক দিন কাটিয়ে দেওয়া বইতো নয়। তিনি ইহপরকালের সর্বস্ব। তাঁতেই চিত্ত স্থির রাখুন, তাঁর দিকেই চেয়ে থাকুন।

শরীরটা আপনার তত ভাল নয় শুনে দুঃখ হয়। তার উপর আবার অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু এতেও যে আপনি তাঁর চিন্তাতেই রত থাকেন, ইহা তাঁহার আপনার প্রতি বিশিষ্ট কৃপা, সন্দেহ নাই। যে জীবন with ease (আরামে) চলে যায় কিন্তু তাঁর দিকে লক্ষ্য করে না, সে জীবন

বেশ বলা যায় না। অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও যে তাঁর দিকে দৃষ্টি রাখে, সেই ধন্য।

"সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষঃ সুখমূলং হি দুঃখমূলং বিপর্যয়ঃ॥"*

এখানকার ফল দেখিয়া কার্যের বিচার ঠিক হয় না, তাহাতে শান্তিও নাই। শান্তি কেবল প্রভুবাক্যে নিশ্চয় করিতে পারিলে যে—তিনি করুণাসিন্ধু এবং বিশ্বপাতা। "যাতাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।"†

"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥"‡

তিনি সর্ব প্রাণীর হিতকারী, সকলকে ঠিক ঠিক পালন করিতেছেন—এই জ্ঞানেই শান্তি।...আপনি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৩৮)

*   *   *

প্রিয়—,

"কেন ভোলো দুর্গা বল দুর্গা বল মন আমার।
জীবনে মরণে মন, চরণ ছেড়োনা মার॥"

প্রভু যা করেন তাহা মঙ্গলের জন্য, এই বিশ্বাস যেন তিনি হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখেন।...

খুব ভজন সাধন কর। অবস্থা তো আর সর্বদা অনুকূল থাকা সকলের ঘটিয়া উঠে না। অতএব যেমন অবস্থায় তিনি রাখুন না, সেই অবস্থাতেই তাঁকে ডাকতে হবে। কারণ তাঁকে নিরন্তর স্মরণে রাখিয়া তাঁহার অনুগত না

---

* "সুখার্থী ব্যক্তি পরম সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত হইবেন। যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ অসন্তোষই দুঃখের কারণ।"

† "(তিনি) সংবৎসরাধিপতি চিরকাল প্রজাপতিগণকে কর্তব্যবিষয়সমূহ যথাযথরূপে প্রদান করিয়াছেন।" —ঈশ উঃ, ৮

‡ "আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোগকর্তা, সর্বলোকের মহান্ ঈশ্বর ও সকল প্রাণীর হিতৈষী জানিয়া শান্তিলাভ করে।" —গীতা, ৫।২৯

হইতে পারিলে তো কল্যাণ হইবার অন্য উপায় নাই। সম্পূর্ণ তাঁহার হইয়া যাইতে পারিলে তবে পূর্ণ কল্যাণলাভ হয়। ইহাই সিদ্ধান্ত। যুক্তিও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এবং মহাপুরুষদের সকলেরই ঐ বিষয়ে একমত। সকল অসুবিধার মধ্যে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া বুদ্ধিমান সকল অসুবিধার পারে চলিয়া যান।...

প্রভুর কৃপা ভিন্ন এ সংসারে অন্য সম্বল নাই। যে যতই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবে, সে তত নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। আমাদের নিকট হইতে দূরে আছ বলিয়া আপনাকে দূর মনে করিও না। দূর নিকট সব মনের ব্যাপার। অতি দূরে থাকিয়াও অতি নিকট, আবার অতি নিকটও মহা দূর! তুমি সর্বদা আমাদের নিকটেই আছ।...

আমাকে প্রভু কোথায় লইয়া যান, তিনিই জানেন। যেখানেই লইয়া যান, তাঁর পাদপদ্মে যেন মতি রাখিতে দেন, এই প্রার্থনা। প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহাই পূর্ণ হয় এবং তাহা মঙ্গলের জন্য সন্দেহ নাই। তবে আমাদের মন বুঝে না ও ধৈর্য নাই—এই যা। বিশ্বাস করিতে পারিলে ইহা অপেক্ষা শান্তি আর কিছুতেই পাইবার উপায় নাই। তিনি যাহা করেন, তাহা বাস্তবিক মঙ্গলের জন্য—এ বুদ্ধি না থাকিলে হৃদয়ে শান্তি হয় না। শরীর থাকিলে সুখ-দুঃখ রোগ-শোক ইত্যাদি অনিবার্য। ইহারা হইবেই; কিন্তু যাহাতে আমার সুখ সেইটুকুই ভাল আর যাহাতে দুঃখ তাহাই মন্দ—এ বুদ্ধি ভাল নয়। ইহা মহা স্বার্থপরতা, প্রভু যেন আমাদিগকে সুখে-দুঃখে, রোগে-শোকে সদা অচঞ্চল রাখেন। যেন শুভবুদ্ধি আমাদের হৃদয় হইতে কোন অবস্থাতেই অপনীত না হয়। তাহার নিকট এই এক অকপট প্রার্থনা।...

মহারাজ আশীর্বাদ করিয়াছেন, এই শীতে তোমার শরীর ভাল হইয়া যাইবে। শরীর নীরোগ না থাকিলে সাধন-ভজন হওয়া সুদূরপরাহত। অতএব শরীরটি যাহাতে নিরাময় হয় সে বিষয়ে যে বিশেষ যত্ন করিবে, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।...

তোমরা কেমন ব্রহ্মচারী? শরীর দেখছো কেন? শরীরের ধর্মই—বাড়বে, কমিবে, একদিন পতন হইবে। এই শরীরের মধ্যে একজন আছেন, তিনিই কখন বাড়েন না কমেন না, তাই দেখবে।...

প্রভুর চরণে আপনাদের উৎসর্গ করিয়াছ; সুতরাং সকল ভার এখন তাঁরই।

তিনিই সমস্ত করাইয়া লইবেন। তাঁহার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া তাঁরই নির্দিষ্ট পথে আপনাদিগকে চালিত কর, ভয় ভাবনার অবসর থাকিবে না।... তাঁহার শরণাগতদের কোনও ভয় নাই। "হরিসে লাগি রহো রে ভাই, তেরা বনত বনত বনি যাই।"

ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবনা নাই, উতলা হইবে না। প্রভুর কৃপায় ঐ স্থান (মাদ্রাজ মঠ) হইতে কত মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, কল্পনায় তাহা দিব্যভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রভুর কার্য তিনি স্বয়ং করিয়া থাকেন ও করিতেছেন, তথাপি ধন্য তাহারা যাহাদিগকে তিনি আপনার যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করেন। তুমি যে বিশিষ্টরূপে তাঁহার যন্ত্র হইয়া কার্য করিতে সক্ষম, ইহাতেই আমাদের আনন্দের সীমা নাই। প্রভুর নিকট সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা এইরূপে দিন দিন তাঁহার প্রিয় কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তুমি নিজের ও অপর সাধারণের জীবন ধন্য করিতে থাক এবং পরম কল্যাণের অধিকারী হও।...

প্রভু তাঁহার আপনার কার্য চালাইয়া লন। যিনি ঐ বিষয়ে উৎসাহী হইয়া আপনাকে ইহার জন্য সমর্পণ করিতে পারেন, তিনি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়া যান। প্রভু তোমাদিগকে তাঁহার কার্যে নিযুক্ত রাখিয়া এইরূপে ধন্য ও কৃতার্থ করুন, এই তাঁহার নিকট আমার সর্বাঙ্গীণ প্রার্থনা।

তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গলই করিবেন ও করিতেছেন—এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকিলে আর কোন দিকেই লক্ষ্য করিবার আবশ্যক থাকে না। প্রভু এই ভাবই হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিন। তোমরা সকলে আমার জন্য ইহাই তাহার নিকট প্রার্থনা করিও—

"নাহন্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে,
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ॥"*

এই প্রার্থনাটি আমার প্রাণের ভিতর পূর্ণ শান্তির আশা আনিয়া দেয়। যেন

* "হে রঘুপতে, আমি সত্য বলিতেছি, আমার হৃদয়ে অন্য ইচ্ছা নাই। তুমি সকল জগতের অন্তরাত্মা। (অতএব নিশ্চয় তাহা জানিতেছ।) হে রঘুশ্রেষ্ঠ, আমাকে দৃঢ়া ভক্তি দাও এবং আমার মনকে কামাদিদোষরহিত কর।"

ইহা আয়ত্ত হইলেই পূর্ণত্বলাভ অতি নিকট হইয়া যায়। জীবনে এই ভাব আয়ত্ত হইলে অমরত্ব তুচ্ছ হয়। "জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?" কিন্তু এই ভাব লাভ করিয়া মরিলেই মরণ সার্থক। শরীরের জন্য কোন চিন্তা নাই, এই ভাব লাভ হয় তবেই না?...

মহামায়ার কাণ্ড বুঝিবার জো নাই—

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
কলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥"*

যখন, তখন অন্যে পরে কা কথা! সর্বদা করজোড়ে প্রার্থনাশীল হইয়া থাকিতে পারিলেই রক্ষা। এ সংসারে 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে' এই ভাব, তুমি ঠিক লিখিয়াছ। "মা, তুমি না রক্ষা করিলে পরিত্রাণ নাই"—এই কথাই ঠিক।... প্রভুর ইচ্ছা যেমন আছে হইবে। তাঁহার শ্রীচরণে মন মগ্ন রাখিতে পারিলে বাহিরের জন্য তত চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না। এই বিষয়ে তাঁহার দয়াই একমাত্র সম্বল।...

সর্বদা প্রার্থনাশীল হইবে। প্রভুকে আপনার হৃদয়ের কথা নিরন্তর নিবেদন করিবে। তিনি একমাত্র আপনার—এই ভাব অন্তরে দৃঢ় হইলে আর কোনও ভয় ভাবনা থাকে না। ক্রমে তিনি সমস্তই জানাইয়া দেন।...

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৩৯)

প্রিয়—,

...প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহাই পূর্ণ হয়। মঙ্গলময় যাহা করেন তাহাই মঙ্গল, সন্দেহ নাই—আমরা ইহা বুঝিতে পারি বা নাই পারি। বুঝিতে পারিলে অবশ্য আনন্দের সীমা থাকে না।

ঠাকুর তোমাকে কি সুন্দর বুদ্ধি দিতেছেন, কেমন সুন্দরভাবে সকল ঘটনা গ্রহণ করিতে দিতেছেন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেছি। সাত্ত্বিক বুদ্ধির উদয় হইলে ঐরূপ হয়। কিছুতেই অসদ্ভাব হৃদয়ে আসিতে দেয় না।

---

* "সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদেরও চিত্ত সবলে আকর্ষণ করিয়া মোহিত করেন।"
—চণ্ডী, ১।৫৫

ভাল-মন্দ যাহাই হউক না কেন, সাত্ত্বিক বুদ্ধি ভাল ভিন্ন মন্দ দেখে না। ভগবানের বিশেষ কৃপা হইলে এমন ভাব লাভ হয় এবং এই ভাব পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারিলে সকল দুঃখের অবসান হয়। ধন্য প্রভুর কৃপা!

প্রভুকে লইয়া যত আলোচনা আনন্দ হয়, ততই মঙ্গল। এ সংসারে এক সারবস্তু তিনি—ঠাকুর এই কথাই পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।

কবি * বলিয়াছেন—

"যত সুখ কল্পনায়, যত দুঃখ আশঙ্কায়,
কার্যকালে না হয় তেমন।
চিরদিন ভাবি ব্যগ্র মানবের মন।"

ইহা অতি সত্য কথা। আমরা ভাবিয়াই অধীর হই, নচেৎ সবই সহিয়া যায়।

ঠাকুর বলিতেন, যেমন সাঁকোর জল এক দিক দিয়ে আসে ও এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, সেইরূপ যাহাদের অর্থ খরচ হয়ে যায় সৎকার্যে তাহারা কখনও বদ্ধ হয় না, অর্থ লইয়া নাড়াচাড়া করিলেও মুক্ত পুরুষের মত থাকে। স্বামীজীও বলিতেন, যেমন ঘরের দরজা খুলে রাখলে হাওয়া খারাপ হতে পায় না, সেইরূপ যাহাদের অর্থ সদ্বিষয়ে খরচ হয়ে যায়, তাহাদের মলিনতা স্পর্শ করিতে পারে না।

তিনি যেমন রাখেন, তাহাই উত্তম। তাঁর পাদপদ্মে যদি মন স্থির থাকিতে দেন তাহা হইলে যে কোন অবস্থা হোক না কেন, কিছুতেই আসে যায় না। মহা অসুখের সময় ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি (তুড়ি দিয়া)—"দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।" মন যদি আনন্দে কিনা ভগবানে থাকে, তাহা হইলে হইলই বা দুঃখকষ্ট শরীরের—তাহাতে কি হইবে? মনের কষ্টই তো বিষম অসহনীয়। প্রভু যদি কৃপা করিয়া সেই মনকে আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিবিষ্ট রাখেন, তাহা হইলে কোন দুঃখই দুখ বলিয়া মনে হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীমা শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছেন—ইহা মহা আনন্দের সংবাদ। কত লোকেই যে তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া জুড়াইবে, তাহার সংখ্যা নাই। ধন্য মার কৃপা! আর কি সহনশীলতা। বেজার ভাব আদৌ নাই। দিন রাত

---

* 'মহিলা'-কাব্যপ্রণেতা ঋষিকবি 'সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

নিরন্তর লোক আসিতেছে, আর সকলেরই কল্যাণ করিতেছেন অকাতরে। মা আসিলে তুমি ছেলেকে লইয়া কলিকাতা যাইবে সংকল্প করিয়াছ, ইহা অতি উত্তম হইয়াছে। "গোরস-বেচন হর-মেলন এক পন্থ দো কায"* হবে। গোপীরা সব বাটী হইতে গোরস অর্থাৎ দুগ্ধ বেচিবার ছলে নির্গত হইয়া 'হর-মেলন' অর্থাৎ হরির (শ্রীকৃষ্ণ) সহিত মিলিত হইতেন। তাই 'এক পন্থ'—এক পথে দুই কাজ সারা হইত। কি সুন্দর ভাব! সবই তাঁর জন্যে করা। তিনি আগে, তারপর আর সব। গোপীদের মত তদেকনিষ্ঠা আর নাই। চিত্ত যত নির্মল হয়, ততই ঐ ভাব অধিক বুঝিতে পারা যায়। তোমাদের উপর প্রভুর কৃপা আছে—ক্রমে সবই বুঝিতে পারিবে। তাঁর দয়া থাকিলে কিছুরই অভাব হয় না।

"জনক রাজা মহাতেজা কিসে তাঁহার ছিল ত্রুটি।
সে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেতে পেত দুধের বাটি॥"

—এই কথা বলে ঠাকুর তাঁহার গৃহস্থ-ভক্তদের সঙ্গে কতই আনন্দ করিতেন! কথা হচ্ছে 'তদ্গতান্তরাত্মা' হতে হবে—তা গৃহেই হোক বা বনেই হোক। তাঁকে না পেলে বন (ত্যাগ) তো কিছু নয়। আর তাঁতে মন রেখে কোথাও থাক, কোনও পরোয়া নাই। তাঁকে চাই—উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে তাঁকেই মনে করতে হবে। তাঁর কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠাকুর বলিতেন, সাধু ও সাপ আপনার জন্য ঘর তৈয়ার করে না, পরের ঘরেই বাস করে। তাহাই উত্তম কল্প, ঘর করা মহা দুঃখের তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

তাঁহার ভক্তের ভয় ভাবনা নাই—ইহাই আমি গীতার "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" (৯।৩১) কথায় বলিয়াছিলাম। ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন—হে কৌন্তেয় অর্থাৎ কুন্তীপুত্র, তুমি সকলকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিও যে, আমার ভক্তের বিনাশ নাই।

শ্রদ্ধা ভক্তি দেবদুর্লভ জিনিস। যে শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিলে ঠাকুর বাঁধা থাকেন, সে কি সামান্যে হয়? ঠাকুর একটি গীত গাহিতেন এই সম্বন্ধে—

---

* চলো সখি তাঁহা যাইয়ে যাঁহা মিলে ব্রজরাজ।
গোরস-বেচন হর-মেলন এক পন্থ দো কায॥—সুরদাস

"আমি মুক্তি দিতে কাতর নই।
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো।
আমি মুক্তি দিতে কাতর নই।"

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।" বাস্তবিকই প্রভুতে ভালবাসা হইলে কিছুই বাকি থাকে না।

সস্ত্রীক ধর্মালোচনা করাই গৃহস্থের কর্তব্য। সুতরাং স্ত্রীর সহিত যে তুমি শ্রীশ্রীকথামৃতাদি পাঠ কর ইহাতে খুব শুভ হইবে, সন্দেহ নাই। উভয়ের এক মন, এক উদ্দেশ্য হইলে সকল প্রকারে সুখী হইবে। ন—অতি সুন্দর উপদেশ করিয়াছে। তোমরা প্রভুর আদর্শ গৃহী ভক্ত হইবে, ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর জীবনে কি হইতে পারে? "মা কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।" —ঠাকুর এই গানটি প্রায়ই গাইতেন। তাঁর ভক্ত হয়ে যেখানে থাক—সোনা হয়ে আঁস্তাকুড়ে থাকলেও, সোনা। এ তাঁর কথা—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৪০)

প্রিয়—,

...প্রভুর ইচ্ছা যেমত আছে হইবে। হইয়াছে তাঁর ইচ্ছায়, যদি যায় তো তাঁহার ইচ্ছাতেই যাইবে। ইহা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিয়া ফল নাই।

"তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক"—ইহাই নিশ্চয় করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছি। নিশ্চিন্ত হইবার অন্য উপায় কিছুই নাই।

তাঁর ইচ্ছায় সমস্ত হইতেছে—এই ভাবটি প্রবল হইয়া হৃদয়ে দিব্য শান্তির উদয় হইয়াছিল। বাস্তবিক সকলই তাঁহার ইচ্ছাধীন। তিনি যেমন করেন সেইরূপ হয়—আমরা বুঝি বা না বুঝি। ইহাই কিন্তু ধ্রুব সত্য। তাঁহার কৃপায় ইহা বুঝিতে পারিলে চিত্তে শান্তি বিরাজ করে। তাহা না হইলে হানি-লাভ, শোক-হর্ষ প্রভৃতিতে মন ক্ষুব্ধ হয়। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলেই যথার্থ সুখী হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার কৃপা ভিন্ন সে অবস্থা লাভ করা কোনরূপেই সম্ভব নয়। তাঁহার দ্বারে অনন্যশরণ হইয়া পড়িয়া থাকিতে

পারিলে তাঁহার কৃপা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সরল অন্তঃকরণে প্রাণের সহিত প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা শুনিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীমার চরণপ্রান্তে তোমার পুত্রকে কিছুক্ষণের জন্য রাখিয়া তুমি বড়ই এক সুন্দর ভাব প্রকাশ করিয়াছ। এইরূপেই স্ত্রী, ধন, জন, এমন কি, নিজেকেও তাঁহার পদে অর্পণ করিতে পারিলে জীবন ধন্য হইয়া যায়। ভক্তের বাঞ্ছা ইঁহারা আপনারাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৪১) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৪।৯।১৬

প্রিয়—,

প্রভুর কাজ করছ জেনে নিশ্চিন্ত থাকবে। মন খারাপ কর কেন? "যৎ যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।"* সবেতে তিনি ও সব তিনি—ভাবতে ভাবতে সিদ্ধি; কল্পনা বাস্তব হয়ে যাবে—তাই তো হয়। প্রথমে কল্পনা করতে হয়, পরে তাহাই সত্য হয়।

(১৪২) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা আলমোড়া, ২৯।৯।১৬

পরমপ্রেমাস্পদেষু,

শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ, অনেক দিন পরে গতকল্য তোমার একখানি কৃপাপত্র পাইয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি।

ইতিপূর্বে প্রকাশের পত্রে এবার মঠে প্রতিমা আনাইয়া দুর্গোৎসব করিতে শ্রীশ্রীমা অনুমতি দিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়াছিলাম। তোমার পত্রে উহা নিশ্চয় হওয়াতে যে কত আনন্দিত হইলাম তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে। রেলের ধারে হইলে সশরীরে উপস্থিত হইয়া মহানন্দের ভাগী হইতাম। কি করিব? প্রভুর ইচ্ছায় এইখান হইতেই উহা যথাসাধ্য অনুভব করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। এবার সর্বত্রই মহা দৈবদুর্বিপাক; সেইজন্যই বিশেষ করিয়া মায়ের আরাধনা হওয়া আবশ্যক। মার কৃপায় সমস্ত দুর্গতি দূর হইয়া

---

* "হে শম্ভো, আমি যে যে কর্ম করিতেছি, তাহার সমুদয়ই তোমার আরাধনা।" —শিবমানসপূজাস্তোত্র, ৪

যাউক, এই প্রার্থনা। মহাপুরুষের শরীর ভাল নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি এখানে আসিবার ইচ্ছা আছে লিখিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার শরীর ভাল থাকে। যদি আসেন তাহা হইলে খুব ভাল হয়। অতুল বেশ ভাল আছে। খু— এখনও মায়াবতীতে রহিয়াছে। *পূজার পর এখানে আসিতে পারে। আমার শরীর বেশ ভাল নাই। ক্রমশই অধিক দুর্বল করিতেছে। প্রভুর ইচ্ছা যেমন হয় সেই মঙ্গল। কানাই ভাল আছে। বাঙ্গালোর হইতে মহারাজের কুশল সংবাদ পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমার কুশল সমাচার সর্বদাই প্রায় পাইয়া থাকি। বলরাম মন্দির রক্ষা হইবে জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তোমার মা যতদিন থাকেন ততদিনই ভাল। সা-জী অর্শরোগে বড় কষ্ট পাইতেছে। অবস্থা ভাল নয়। তাই আরও বিশেষ কষ্ট। প্রভু তাহাদের কল্যাণ করুন। রামের নিকট হইতে তোমার *পুরী যাত্রা অবগত হইয়াছিলাম। আমার প্রতি দয়া রাখিবে। অধিক আর কি বলিব। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম গ্রহণ কর। ইতি—

দাস শ্রীহরি

মঠের ছেলেদের আমার ভালবাসাদি জানাইতেছি। তাহারা তোমার 'গণেশ', যাহাদের কল্যাণে এবার মঠে গৌরীর আগমন হইতেছে। দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা সব দুর্গতি দূর করিয়া দিন, দেশে আবার শান্তি আসুক, সকলে তাঁহার নাম করুক। "জয় মহামায়ীকি জয়" শব্দে দিক পূর্ণ হউক, আমরা শুনিয়া ধন্য হই—ইহার অধিক আর কি প্রার্থনা আছে? মঠে মার পূজার বিবরণ জানাইয়া সুখী করিও। ইতি—

(১৪৩) শ্রীহরিঃ শরণম্

প্রিয় গি—,

...তোমার ২৬শে অক্টোবরের এক পত্র পাইয়া তোমরা বেশ কাজ করিতেছ জানিয়া প্রীত হইলাম। যথাসাধ্য মনপ্রাণ লাগাইয়া কাজ করিতে পারিলে ইহ-পর উভয় লোকেরই কাজ করা হয়। 'যেমন ভাব তেমনি লাভ'—ঠাকুরের এই পরম বাক্য সর্বদাই মনে রাখিতে যত্ন করিবে। প্রভুর অভিপ্রায় কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। তিনি মহা অমঙ্গলের মধ্য দিয়াও মঙ্গলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে এই সব মহা অনর্থের হইলেও তাঁহার উদ্দেশ্য

অবশ্যই কল্যাণকর, কারণ তিনি মঙ্গলময় ও করুণাসিন্ধু। এবার বঙ্গদেশের উপর প্রকৃতির কোপদৃষ্টি প্রবলা। আবার বাঁকুড়ায় অনাবৃষ্টির জন্য অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, উড়িষ্যায়ও রিলিফ-কার্য আরম্ভ হইবার প্রয়োজন হইবে, শুনিতেছি। প্রভুর মনে যাহা আছে হইবে, আমাদের দ্বারা আমাদের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিব।...

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৪৪) শ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীমান্ শ্রী—,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি এখন অনেক শান্তিতে আছ জানিয়া সুখী হইলাম। তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে বলিয়াই আমি ওরূপভাবে পত্র লিখিয়াছিলাম, নিজে চিন্তা না করিলে কোন বিষয়ই হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। সুখের বিষয়—আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, তোমাকে চিন্তাশীল হইয়া পত্র-মর্ম অবগত হইতে হইয়াছে। আমি পত্র আরও সরলভাবে লিখিতে পারিতাম, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বকই কেবল তোমাকে চিন্তাশীল করিবার জন্যই প্রয়াস পাইয়াছিলাম, ভালই হইয়াছে। এখন তুমি অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই আপনি সমাধান করিবার চেষ্টা করিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৪৫)

প্রিয়—

...খুব প্রাণ ভরিয়া সেবাকার্য করিয়া লও, সকল সময় সব সুবিধা হয় না। প্রভুকে কখনই ভুলিবে না।...

...কথা হচ্ছে শরীর ক্রমেই জীর্ণশীর্ণ হইয়া আসিতেছে, এইভাবে যতদিন চলে আর কি! এখন কি আর যৌবনকালের মত স্বাস্থ্য ও নীরোগতা লাভ হবে? প্রভুর ইচ্ছায় যেমন যায়, সেই-ই ভাল—কোন দুঃখ নাই। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৪৬) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা আলমোড়া, ৬।১০।১৬

প্রিয় বাবুরাম মহারাজ,

আজ ৺বিজয়া দশমী। আমার ৺বিজয়া দশমীর প্রণাম আলিঙ্গন প্রভৃতি

গ্রহণ কর। শ্রীযুক্ত মহাপুরুষকেও আমার প্রণাম আলিঙ্গন নিবেদন করিতেছি। সুবোধ, কৃষ্ণলাল এবং অন্য সকলকেই আমার বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেছি। মঠে পূজায় যে মহানন্দ হইয়াছে, তাহার প্রতীতি এইখান হইতেই বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি। তোমার নিকট হইতে অবগত হইলে যে কত আনন্দ হইবে তাহা বলিবার নহে। বড়ই পরিতাপ যে, উপস্থিত হইয়া স্বয়ং তাহা উপভোগ করিতে সক্ষম হই নাই। এখানে নবরাত্রিতে চণ্ডীপাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ দুঃখ মিটাইতেছি। নবমীর দিন একটু হোম ও অর্চনা হইয়াছিল এবং অলপস্বলপ ভোগরাগ দিয়া মায়ের আরাধনা করিয়াছিলাম। প্রভুর কৃপায় সমস্তই বেশ সুচারুভাবে নির্বাহ হইয়াছিল। খু— চার-পাঁচ দিন পূর্ব হইতেই এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাই কাজেরও সুবিধা হয়। তাহার শরীর এখন বেশ সারিয়া গেছে। অতুল ও কানাই ভাল আছে। তাহারা সকলে তোমাকে প্রণামাদি জানাইতেছে। এখানে শ্রীরামলীলা হইতেছে। তাঁহাতে খুব আনন্দ। সা-জী বেচারা আদৌ ভাল নাই। দশ-পনর দিন হইতে জ্বর হইতেছে। ম্যালেরিয়া জ্বর; কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তোমার পত্রের কথা বলায় সে বারংবার তোমাকে করজোড়ে প্রণাম করিয়াছিল। আমার শরীর একরূপ চলিতেছে, বেশ স্বচ্ছন্দ নহে। তবে প্রভুর কৃপায় এ কয়দিন আহারাদির কোন নিয়ম না রাখিলেও তাহার দরুন কোন বিশেষ অসুখ বোধ করিতে হয় নাই; বরং একটু হালকা বোধই করিতেছি। সকল বন্ধু-বান্ধবদিগকে আমার ৺বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণাদি জানাইতেছি। শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণে আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করিও। ইতি— দাস শ্রীহরি

(১৪৭) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা আলমোড়া, ১০।১০।১৬

পরমপ্রেমাস্পদেষু,

শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ, তোমার ৺বিজয়া দশমীর পত্র পাইয়া ধন্য হইলাম। আমি ইতিপূর্বেই আমার ৺বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণপত্র পাঠাইয়াছি। আবার বারংবার আমার প্রণাম, আলিঙ্গন, ভালবাসাদি জানাইতেছি। শ্রীশ্রীমার শুভাগমন ও উপস্থিতিতে যে সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন এবং আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইবে, ইহা তো জানা কথা। তোমার পত্র পাইয়া যে কি আনন্দ পাই তাহা

লিখিয়া কি জানাইব! ছেলেদের তোমরাই শিক্ষা দিয়া সকল কার্য করাইয়া লইবে বইকি? প্রভুর কৃপায় তাহাদেরই তো সব ক্রমে করিয়া লইতে হইবে। এখন হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। খৃষ্টান ছেলেটির কথা শুনিয়া প্রীত হইয়াছি, বিস্মিত হই নাই। প্রভুর ঘরে ওরূপ হওয়াই তো স্বাভাবিক। আমাকে শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছ; কিন্তু

> "যত্নে কাষ্ঠ তৃণখান রহে যুগপরিমাণ;
> কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ।"

—এ কথার তো ব্যত্যয় হইবার উপায় নাই। তথাপি তোমার সাদর অভিভাষণ হৃদয়ে মহা উৎসাহ ও অপার প্রীতি উদ্দীপন করে। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া অতিশয় সুখী হইলাম। তোমাদের দর্শন করিতে প্রাণে কত লালসা; কিন্তু প্রভুর কৃপা বিনা তাহা পূর্ণ হইবার নয়। আমার জন্য প্রার্থনা করিও, যাহাতে আগামী শীতে তোমাদের দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। অতুল ও খু— ভাল আছে। কানাই গতকল্য নীচে নামিয়া গিয়াছে, হৃষীকেশ যাইতে পারে—কিছু নিশ্চয় করিয়া বলে নাই। খু— আমার নিকট রহিয়াছে। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম তুমি জানিবে এবং মহাপুরুষকে জানাইবে। ছেলেদের সকলকে হৃদয়ের ভালবাসা জানাইতেছি। ইতি— দাস শ্রীহরি

(১৪৮) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১২।১০।১৬

প্রিয় দে—,

তোমার বিজয়ার প্রণাম-পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। তুমি শারীরিক ও মানসিক ভাল আছ জানিয়া অতিশয় সুখী হইলাম। বিশেষতঃ বেশ ভজন হইতেছে ইহা অপেক্ষা শুভ ও আনন্দের সংবাদ কি আছে?

> "যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
> তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥" *

রোগ শোক ইত্যাদি তো দেহধারণে থাকিবেই, কিন্তু সে সব সত্ত্বেও দ্বন্দ্বমোহ-নির্মুক্ত হইয়া যিনি দৃঢ়ব্রত হইয়া ভগবানের ভজন করিতে পারেন তাঁহারই পাপ

---

* —গীতা, ৭।২৮

শেষ হইয়াছে অর্থাৎ আর তাঁহাকে দ্বন্দ্ব-মোহের বশীভূত হইতে হইবে না—ভগবান উপর্যুক্ত শ্লোকদ্বারা ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেন। ঠাকুরও এইভাবে বলিতেন, "দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।" তুমি যে এই ভাব বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাই পরম লাভ জানিবে। ভজনই সার। যেখানে থাক, তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিলেই মঙ্গল, তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিতে পারিলে তাঁহার দয়া হইবেই হইবে। পড়িয়া থাকা চাই, কেবল তাঁহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া—তাহা হইলেই তিনি আপনিই সমস্ত করিয়া লইবেন।...তিনি মঙ্গলময়, এই বিশ্বাসে সুখ ও শান্তি আনে। সাধারণ বুদ্ধিতে বিচার করিয়া জগৎ দেখিলে মুস্কিলে পড়িতে হয়; তাই আগে ঈশ্বর, তার পর জগৎ দেখিবার উপদেশ ঠাকুর করিতেন। প্রভুকে ধরিয়া থাকিও, সকল কল্যাণের অধিকারী হইবে। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৪৯) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ২৬।১০।১৬

প্রিয় ফ—,

অনেক দিন পরে গতকল্য তোমার একখানি পোস্টকার্ড পাইয়াছি। শরীর তোমার ভাল ছিল না জানিয়া দুঃখিত হইতে হইয়াছে। যাহা হউক এখন একটু ভাল বোধ করিতেছ ইহাই সুখের। বোধ হয় এইবার ভাল হইয়া যাইবে। কারণ এখন সকল স্থানের স্বাস্থ্যই ভাল হইতে চলিল। আমার শরীর দু-চার দিন হইতে একটু ভাল বোধ হইতেছে। অতুল ও খু—ভাল আছে। কানাই পূজার পর ত্রয়োদশীর দিন এখান হইতে নীচে নামিয়া গিয়াছে। হৃষীকেশ হইতে তাহার পত্র পাইয়াছি, সে ভাল আছে। অতুলের দাদা ১৫।১৬ দিন হইল এখানে আসিয়াছেন; আরও ১০।১২ দিন থাকিয়া চলিয়া যাইবেন। তাঁহার শরীরও বেশ ভাল আছে। শ্রীযুক্ত শিবানন্দ স্বামীর পত্রে শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজের আরোগ্য-সংবাদ পাইয়াছি। বাঙ্গালোর হইতে শ্রীশ্রীমহারাজেরও কুশল সংবাদ আসিয়াছে। অন্যান্য সংবাদ কুশল। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৫০) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া, ১৩।১১।১৬

শ্রীমান ন—,

আজ কয়েক দিন হইল তোমার একখানি পোস্টকার্ড পাইয়াছিলাম। তাহাতে তারিখ লেখা ছিল না। সা-জীর জন্য টনিক আসিবে, এই কথা লেখা ছিল। তাই এতদিন সেই টনিকের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আজ সকালে একটি রেজিস্টার্ড পার্শেলে 'অশ্বান' আসিয়া পোঁছিয়াছে জানিবে—উত্তম অবস্থায় পোঁছিয়াছে। বৈকালে সা-জীকে পাঠাইয়া দিব। 'কাশী হইতে মহাপুরুষও এই ঔষধের কথা লিখিয়াছেন। তাঁহাকেও ইহার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া পত্র লিখিব। তোমাদের কুশল জানিয়া সুখী হইয়াছি। কিছুদিন পূর্বে তোমাদের অনেকের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। উহা পাইয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম। প্রভু করেন তো মঠে যাইয়া তোমাদিগকে দেখিয়া অচিরে সুখী হইব—এইরূপ ইচ্ছা আছে। এখন প্রভুর যেমন ইচ্ছা সেরূপ হইবে। তোমাদের জন্য একটি পণ্ডিত মঠে থাকিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে—মহাপুরুষের পত্রে ইহা অবগত হইয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। প্রভু তোমাদিগকে যথার্থ বিদ্যার অধিকারী করুন, তাঁহার নিকট এই অকপট প্রার্থনা। তোমরা সকলে আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৫১) শ্রীহরিঃ শরণম্ আলমোড়া. ২৬।১১।১৬

প্রিয় বি—বাবু,

আপনার ২০শে তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি।... আপনার সাংসারিক কষ্টের কথা পড়িয়া বাস্তবিক অত্যন্ত দুঃখ হয়, কিন্তু কি বলিব ভাবিয়া পাই না। 'আটে কাঠে দড় ত ঘোড়ার উপর চড়'—কথাটি বড়ই ঠিক বলিয়া মনে হয়। সংসার করিতে হইলে যেরূপ হওয়া আবশ্যক, আপনি সেরূপ হইতে পারেন না বলিয়াই বোধ হয় কষ্ট হইতেছে।

আবার ভাবি যে, যাহারা সংসারী হিসাবে সেয়ানা, তাহারাই কি বেশ সুখে আছে? তাহা তো মনে হয় না। 'হরে দরে হাঁটু জল'—মোদ্দাটা হচ্ছে কেউ সুখী নয়। তাই ভগবান বলিয়াছেন—"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য

ভজস্ব মাম্।"* —সুখ এ সংসারে নাই। মনে হয়, এইরূপ করিতে পারিলে হয়তো সুখী হইতাম; কিন্তু তাহা কাজের কথা নয়। এই লোকই 'অসুখম্'। তাই ভগবান বলিতেছেন, "ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" তাঁহার ভজনই সার। "সুখ হ'ক, দুঃখ হ'ক, আমার ভজন করিয়া যাও। অনিত্য সংসার চিরদিন রহিবে না। সুখই হোক বা দুঃখই হোক উভয়ই চলিয়া যাইবে। আমার ভজন না করিলে সবই বৃথা হইবে, কারণ সুখ-দুঃখ কিছুই থাকিবে না—এক আমিই নিত্য, আমার ভজন করিলে সেই নিত্যধনের অধিকারী হইবে। অতএব 'ভজস্ব মাম্'।" আপনি তাহাই করিতেছেন। "বেদস্তুতি† নেশা ভয়ানক নেশা" তাহা না হইলে কিরূপে বলিতেছেন? ভাগ্যবান আপনি—এমন বিষয়ে আপনার নেশা হইয়াছে। নেশা এ সংসারে করে না, এমন লোক বিরল। কিন্তু 'বেদস্তুতি'তে নেশা করে এরূপ লোক অতি বিরল সন্দেহ নাই। ঠিকই বলিয়াছেন—আপনারও একরূপ সুখে হ'ক দুঃখে হ'ক চলিয়া যাইতেছে। আর কত দিনই বা সংসার? ক'টা দিন কোনরূপে তাঁকে না ভুলে তাঁর নেশাতেই বিভোর হয়ে কাটিয়ে দিন। আর কি হবে? কোনরূপে চলে গেলেই হল। প্রভুর কৃপায় অচল হইবে না।

সংসার আপনার জন্য নয়। যাহার জন্য হয় হ'ক, যে নালিশ ফ্যাসাদ করতে পারে করুক, আপনি 'জয় গুরু', 'জয় জগদম্বে' বলে বাকী দিন ক'টা এইরূপেই কাটিয়ে দিন; আর যাতে কাটিয়ে দিতে পারেন তারই জন্য প্রার্থনা করুন। আপনার চিঠি পড়ে একবার মনে হলো যে বলি—দিন নালিশ করে। কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম উহা আপনার জন্য নহে—আপনি ভিন্ন ধাতুর লোক। আপনি সাংসারিক কষ্ট বরং সহিতে পারিবেন, কিন্তু ঐ সব হাঙ্গামার কষ্ট আপনার সহ্য হবে না। আপনার কিছু ভুল হয় নাই, মানসিক দৌর্বল্য নহে, আপনি সংসারী অর্থাৎ তেমন সংসারী নহেন। তা যদি হইতেন. তাহা হইলে নালিশ করিতে ভীত হইতেন না। দেখিতেছেন না অর্থের জন্য মানুষ কী না করিতেছে? ন্যায়-অন্যায় কোন বোধ থাকে না, যে কোন উপায়ে অর্থার্জন হইলেই হইল? আর

---

* "তুমি অনিত্য, অশুভপ্রদ এই মর্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা কর।"

—গীতা, ৯।৩৩

† এই সময়ে এই পত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত 'বেদস্তুতি' নামক অংশটি টীকাটিপ্পনীর সহিত অধ্যয়নে ও উহার অনুবাদে নিযুক্ত ছিলেন।

আপনি আপনার যাহা হক্ প্রাপ্য, তাহাও আদায় করিতে অন্যের কষ্ট হইবে মনে করিয়া তাহাতে ন্যায্য উপায়েও বলপ্রয়োগে নারাজ। সুতরাং আপনাকে প্রকৃত সংসারী কেমন করিয়া বলিব? তাই বলিতেছিলাম, যা হয় হ'ক. প্রভুকে অবলম্বন করিয়া সকল সহ্য করিয়া চলিয়া যাউন। "যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়"—প্রভুর এই কথাই স্থির ধারণা করিয়া সুখে দুঃখে দিন কাটিয়ে দিন, অনন্ত কল্যাণের অধিকারী হইবেন। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৫২) শ্রীহরিঃ শরণম্ ৺কাশী, ১৭।১২।১৬

প্রিয় দে—,

...পত্রে তোমার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচয় পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রতি পূর্ণ নির্ভর করিয়া অপার শান্তি লাভ করিয়া মানবজীবন ধন্য করিতে সমর্থ হও, ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি প্রার্থনা হইতে পারে? প্রভুকে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ—ইহাই মানবজীবনের চরমোৎকর্ষ ও শেষ গতি।...আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৫৩) শ্রীহরিঃ শরণম্

৺কাশী, শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম, ১৮।১২।১৬

প্রিয় ক—

তোমার ৯ই তারিখের পোস্টকার্ড আলমোড়া হইতে পুনঃ প্রেরিত হইয়া এইখানে আসিয়াছে ও আমার হস্তগত হইয়াছে। তোমার আর একখানি পোস্টকার্ডও আমি আলমোড়া থাকিতেই পাইয়াছিলাম। ব্যস্ততা বশতঃ তাহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। আমি গত ৮ই তারিখে আলমোড়া হইতে যাত্রা করিয়া ১৪ই তারিখে এখানে আসিয়া পোঁছিয়াছি। মধ্যে লক্ষ্ণৌ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তিন দিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। পথে সর্দি লাগিয়া আমাশয় ও জ্বর হয়। এখনও তাহা সারে নাই। চিকিৎসা হইতেছে। আশা হয়, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ ও শিবানন্দ স্বামী আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি একটু সুস্থ বোধ করিলেই তিন জনে মঠাভিমুখে যাত্রা করিব, ইচ্ছা আছে। প্রভুর ইচ্ছা যেমন সেইরূপ হইবে। তুমি

ভাল আছ জানিয়া সুখী হইয়াছি। অতুল ও খু—আলমোড়ায় ভাল আছে. এখানকার সমস্ত কুশল। তোমার কুশল প্রার্থনীয়। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৫৪) শ্রীহরিঃ শরণম্ শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম, ৩।১।১৭

প্রিয় বি—বাবু,

...মুক্ত পুরুষদিগের প্রারব্ধভোগ লোকদৃষ্টিতে সত্য হইলেও তাঁহারা ইহা স্বীকার করেন না, কারণ দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই প্রারব্ধ স্বীকার। "দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারব্ধস্ত্যজ্যতামতঃ।"* —ইহাই সিদ্ধান্ত। ভক্তেরা ভগবানের ইচ্ছা মান্য করেন সুতরাং তাঁহারা প্রারব্ধ শব্দ ব্যবহার করেন না। 'প্রারব্ধ' কথা কর্মীরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৫৫)

প্রিয়—.

...যেখানেই থাক, বুদ্ধি নির্মল রাখিয়া আত্মস্থ থাকিবারই চেষ্টা করিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৫৬) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ১৪।১।১৭

প্রিয় ফ—,

তোমার ১২ই তারিখের পোস্টকার্ড পাইয়াছি। শরীর তোমার আবার খারাপ হইয়াছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম। খুব সাবধানে থাকিবে। শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ গতকল্য এখান হইতে মঠে যাত্রা করিয়াছেন, হ— সঙ্গে। মহাপুরুষ ও আমি স্বামিজীর উৎসবের পর এখান হইতে যাত্রা করিব। পথে

---

* প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ।
দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারব্ধস্ত্যজ্যতামতঃ॥

"যতদিন 'আমি দেহ' এই জ্ঞান থাকে ততদিনই প্রারব্ধ সিদ্ধ হয়, কিন্তু দেহাত্মভাব ('আমি দেহ' এই জ্ঞান) আমরা (অর্থাৎ সিদ্ধান্তী) সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। অতএব প্রারব্ধ সম্বন্ধীয় চিন্তা ও বিচার পরিত্যাগ কর।" বিবেক চূড়ামণি, ৪৬২

মিহিজাম হইয়া যাইবার ইচ্ছা আছে। প্রভু যেমন করিবেন, সেইরূপ হইবে। শরীর আমার এখন অপেক্ষাকৃত ভাল; তবে একেবারে স্বচ্ছন্দ নহে। ডান পায়ের পাছার হাড়ের উপর বেদনা হইয়া কষ্ট দিতেছে। ইহা পুরাতন বেদনা —আবার চাগাইয়াছে। মহাপুরুষ ভাল আছেন। আর সকলে ভাল। যাইবার সময় গাড়ীতে বোধ হয় বাবুরাম মহারাজ তোমার পত্র পাইয়াছেন—তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিবে। অন্যান্য সমস্ত কুশল। তোমার কুশল প্রার্থনীয়। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৫৭) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা মিহিজাম, ২৬।১।১৭

পরমপ্রেমাস্পদেষু,

শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ, আমরা গতকল্য আন্দাজ বেলা দুইটার সময় এখানে আসিয়া পোঁছিয়াছি। পথে জামতাড়ায় অন্নদাবাবুর বাটীতে নামিয়াছিলাম। তিনি কিন্তু বাড়ী ছিলেন না, মকদ্দমা করিতে মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারেরা আমাদের খুব যত্ন করিয়াছিলেন। তিনিও এক পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন মহাপুরুষের নামে। কারণ মহাপুরুষ তাঁহাকে অগ্রেই জামতাড়া আসিবেন, ইহা লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক, যে জন্য যাওয়া সে কাজ অপূর্ণ রহিয়াছে। তিনি একদিন এখানে আসিবেন পত্রে এইরূপ প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন। মহাপুরুষও উত্তরে লিখিয়া আসিয়াছেন যে, যদি কার্যগতিকে দুই-চার দিনের মধ্যে তিনি মিহিজাম না আসিতে পারেন, তাহা হইলে আমরাই একদিন জামতাড়ায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে পারিব। প্রভুর ইচ্ছায় যেরূপ হইবার হইবে। কাগজপত্র 'কাশী হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি জানিবে। এখানে আসিয়া স্টেশনে ভুবন, ভূষণ, ভুবন দত্ত, তাহাদের ছেলেরা এবং আরও অনেক উপস্থিত ছিল দেখিয়া খুব আনন্দ হইয়াছিল। লাটু মহারাজের চা—ও কেদারবাবুর ছেলেও উপস্থিত ছিল। বিশেষতঃ অনেককাল পরে আমাদের খোকা মহারাজকে উপস্থিত দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। খোকার শরীর এখন বেশ সারিয়া গিয়াছে। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। সে বোধ হয় শীঘ্রই মঠে যাইবে, এইরূপ বলিতেছে। আমরাও বিশেষ

দেরি করিব না। তবে ভুবনরা অতিশয় আগ্রহ করিতেছে—কিছুদিন এখানে থাকিয়া শরীর একটু ভাল করিয়া লইতে। মহাপুরুষেরও সেইরূপ অভিমত এইরূপ মনে হইতেছে। দেখা যাক, প্রভু কিরূপ করেন। তোমার শরীর তত ভাল ছিল না। ভূষণের মুখে ইহা অবগত হইয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। খুব সাবধানে থাকিবে, বলাই বাহুল্য মাত্র। আমার শরীর এখন মোটের উপর একটু ভাল। তবে পায়ের ব্যথাটা বড়ই দুঃখ দিতেছে। মালিশ, সেক প্রভৃতি হইতেছিল; বিশেষ কিছু উপকার হয় নাই। দুই তিন দিন সেইজন্য বন্ধ দিয়াছিলাম। আজ হইতে আবার মহাপুরুষ উহা আরম্ভ করিতে বলিতেছেন। চেষ্টা করিয়া দেখা যাক—যেরূপ প্রভুর ইচ্ছা সেইরূপ হইবে। এখানকার জলবায়ু প্রভৃতি বেশ ভাল বলিয়াই মনে হইতেছে। উপকার হইলেও হইতে পারে। স্বামীজীর সাধারণ উৎসব মঠে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। লাটু মহারাজ আসিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হইতেছে; কারণ শান্তানন্দের পত্রে তাহার কোন উল্লেখ দেখিলাম না। মিস্ ম্যাকলাউডকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি—তাহাকে নিবেদন করিবে। প্রভুর যতদিন কৃপা থাকিবে মিশনের অপকার ততদিন কিছুতেই এবং কাহারও দ্বারা হইবে না—ইহা স্থির নিশ্চয়। তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল হইতেছে ও হইবে; তাঁহার দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়া যাইতে পারিলে শুভ হইবেই হইবে—সন্দেহ মাত্র নাই। তথাপি ম্যাকলাউডের অপরিসীম যত্নের জন্য তাহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আর লাটকেও অতি মহামনা বলিতে হইবে যে, তাঁহার উক্তিতে আমাদের মিশনের ক্ষতির সম্ভাবনা শ্রবণে তিনি দুঃখিত এবং সেইজন্য আবার যথাসাধ্য যত্ন দ্বারা সেই ক্ষতিপূরণে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। ইহা কম উচ্চ মনের পরিচয় নহে। প্রভু লাটের কল্যাণ করুন। শ্রীশ্রীমা রাজচন্দ্রকে কৃপা করিয়াছেন—কাশী হইতেই ইহা শুনিয়া আসিতেছি। তাঁহার হরিধনের বাগানে আসা হইলে বড়ই আনন্দের হইবে। মহারাজের এ অঞ্চলে আসিবার সংবাদ কিছু পাইলে কি? আমরা শুনিতেছি, ঠাকুরের উৎসব তিনি মাদ্রাজেই সম্পন্ন করিবেন এইরূপ উদ্‌যোগ ও যত্নের বিশেষ আয়োজন হইতেছে। প্রভুর ইচ্ছা যেমন হয় তাহাই মঙ্গল—এই জানিয়া সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। গোপালবাবু ভাল আছেন জানিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। আমরা যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের চরণে উপস্থিত হইবার যত্ন করিব। বোধ

হয় দশ বার দিনের পূর্বে যে ইহা ঘটিয়া উঠিবে, এমত মনে হয় না। যাহা হ'ক আমার উপর কৃপাদৃষ্টি রাখিও। অধিক আর কি বলিব। তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা ও দয়া মনে হইলে প্রাণ প্রফুল্ল হয়—একথা বলিলে কিছুই বলা হইল না মনে হয়। প্রাণই ইহা অনুভব করিয়া থাকে। কাশীতে কেদার বাবা, দিবাকর প্রভৃতি সকলকেই অনেক ভাল দেখিয়া আসিয়াছি। উহারা অনেকেই সেদিন আমাদের সহিত স্টেশনে আসিয়াছিল। প্রভু তাহাদের সকলকেই আনন্দে রাখুন। মঠের সকল ছেলেদের আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানাইতেছি। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে এবং আমার প্রতি দয়া রাখিবে। ইতি— দাস শ্রীহরি

ভুবন, ভূষণ এবং আর সকলেই তোমাকে তাহাদের প্রণাম জানাইতেছে।

(১৫৮) শ্রীহরিঃ শরণম্ মিহিজাম, ২৮।১।১৭

প্রিয় গিরিজা—,

এইমাত্র তোমার পোস্টকার্ড পাইলাম। আমি কালীবাবুকে পত্র লিখিব মনে করিতেছিলাম। যাহা হউক, তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। তোমার ঔষধ দুই দিনে দুই পুরিয়া খাইয়াছি। বেদনা এখনও বেশই রহিয়াছে। শরৎ মহারাজ ভুবনকে এক 'তার' করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমার জয়রামবাটী যাইবার কথা আমাকে জানাইতে বলিয়াছিলেন। বোধ হয় সোমবার যাওয়া হইবে না। আমি তো এখনও যাইতে পারি নাই। আজ রবিবার। যদি মা সোমবার দেশে যান তাহা হইলে সেইখানে যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণদর্শন করিতে পারিব, এই ভরসা আছে। আমরা শীঘ্রই এখান হইতে মঠে যাইবার চেষ্টা করিব। এখন প্রভুর ইচ্ছায় ঘটিয়া উঠিলেই হয়। খোকা মহারাজ রাঁচি হইতে এখানে আসিয়া রহিয়াছে। তাহার শরীর বেশ সারিয়া গেছে দেখিয়া আনন্দ হইল। বারুইপুরের কেদারবাবুর মধ্যম পুত্র সুনীত পরিবর্তনের জন্য এখানে আসিয়াছে। লাটু মহারাজের চা—ও এখানে ছিল। আজ বৈদ্যনাথ যাত্রা করিল। দু-এক দিনে কাশী যাইবে। ভা—ব্রহ্মচারী বহু-দিন হইতে এখানে রহিয়াছে। এইরূপে আমরা অনেকগুলি এখানে একত্রিত হইয়াছি। ভুবন, ভূষণদের যত্নও অপরিসীম। স্থানটি বেশ নির্জন, মনোহর ও

স্বাস্থ্যকর। তবে আমার বিশেষ উপকার বোধ এখনও কিছু হয় নাই। বোধ হয় কাশীতে ইহাপেক্ষা ভাল ছিলাম। প্রভুর ইচ্ছা যেমত আছে হইবে। কেদার বাবা, কালীবাবু, চন্দ্র, নি—, জিতেন প্রভৃতি উভয় আশ্রমের সকলকে আমার ভালবাসাদি জানাইবে। সকলে ভাল আছে। অন্যান্য সকলেও ভাল। ক্রমে গরম পড়িতেছে। কলিকাতায় আরও কম শীত শুনিতেছি। মেঘ হইতেছে; যদি জল হয় দু-দশ দিন ঠান্ডা একটু বাড়িবে। তারপর "যদ্ বিধের্মনসি স্থিতম্" (ভগবানের মনে যা আছে)। এখানেও সরস্বতীপূজা সাঁওতালদের গ্রামে হইয়াছে। আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম ও আবার যাইব। আজ মেলা হইবে। তাহারা নাচিবে। অন্যান্য সংবাদ কুশল। তোমাদের কুশল প্রার্থনীয়। ইতি—শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৫৯) শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা মিহিজাম, ১।২।১৭

পরমপ্রেমাস্পদেষু,

শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ, তোমার ভালবাসাপূর্ণ পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। সুবোধ গত পরশ্ব এখান হইতে 'হংসেশ্বরী' দর্শনমানসে যাত্রা করিয়াছিল। আজ এইমাত্র তাহার এক কার্ডে জানিলাম, সে মঠে গিয়াছে। আমরাও যাইতে পারিলে সুন্দর হইত। কারণ শ্রীশ্রীমা গতকল্য রাত্রে জয়রামবাটী যাত্রা করিয়া থাকিবেন—উপস্থিত থাকিলে শ্রীচরণদর্শন হইত। তোমার শরীর মন্দ নাই জানিয়া সুখী হইয়াছি। আমার শরীরও একরূপ চলিতেছে। তবে পায়ের ব্যথার কোন উপশম নাই। বরং ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। কি আর বলিব? মহাপুরুষ ভাল আছেন। অন্যান্য সকলেই ভাল। জামতাড়া হইতে গত শনিবার উকিলবাবু এখানে আসিয়াছিলেন। কাগজপত্র দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে সেখানে বাড়ীঘর-নির্মাণ হইতে কোন বাধা হইবে না। অনায়াসেই হইতে পারিবে। এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন, একথাও বলিলেন। বিবেকানন্দ সোসাইটির বাৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। হুজুক তো চাই-ই; কিন্তু ইহা হইতে কল্যাণের সম্ভাবনা আছে, সন্দেহ নাই। তোমাদের সংসর্গে আসিয়া তাহাদের চৈতন্যোদয় হইবে, ইহাতে আর কথা কি? যেরূপেই হউক প্রভুর সম্বন্ধ-সংযোগ মঙ্গল দান করিবেই। মহারাজকে উৎসবের সময় মাদ্রাজ মঠে উপস্থিত রাখিতে শ—যথাসাধ্য যত্ন চেষ্টা করিবে, একথা সে আমাকে

অনেক পূর্বেই জানাইয়াছিল। ইহাতে খুব ভালই হইবে সন্দেহ কি? এইরূপে উৎসাহিত হইয়া তাহারা অনেক শুভকার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। মঠের সকলকে আমার ভালবাসাদি জানাইতেছি। তুমি আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও প্রণাম গ্রহণ করিবে। ইতি—

দাস শ্রীহরি

ভুবন, ভূষণের যত্ন অপরিসীম। তাহারা তোমাকে তাহাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইতেছে।

(১৬০)

বেলুড় মঠ, ২১।২।১৭

প্রিয় বিহারীবাবু,

এইমাত্র আপনার পোস্টকার্ড পাইলাম। আপনি ভাল আছেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। শিবরাত্রির সময় আপনাকে এখানে দেখিব, আশা করিয়াছিলাম। প্রভুর ইচ্ছা, সফলমনোরথ হইতে পারিলাম না। এখানে শিবরাত্রিতে বড়ই আনন্দ হইয়া গিয়াছে। অন্যূন পঞ্চাশ জন উপবাসী ব্রতী সমস্ত রাত্রি শিবের পূজা, স্তব, ভজনগানে চারিপ্রহর জাগ্রত থাকিয়া প্রহরে প্রহরে মহাদেবের যথাশাস্ত্র ও ভক্তিপূর্ণ পূজনাদি সম্পন্ন করিয়াছিল। সে দৃশ্য না দেখিলে বুঝা সুকঠিন। শ্রীযুক্ত শিবানন্দ স্বামী মিহিজাম হইতে আসিয়া ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ভাল আছেন। শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ এবং মঠের অন্য সকলেই কুশলে আছেন। আমার শরীর নেহাত মন্দ নাই; তবে ডাক্তাররা আমাকে যত শীঘ্র হয় এস্থান ত্যাগ করিয়া আবার পর্বতে ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দিতেছেন। সুতরাং আমার এখানে আর বেশী দিন থাকা হইবে বলিয়া মনে হয় না। উৎসবের পর—অল্পদিনের মধ্যেই বোধ হয় চলিয়া যাইতে হইবে। যাইবার পূর্বে আপনাকে দেখিতে পাইলে অতিশয় সুখী হইব, বলা বাহুল্যমাত্র। প্রভুর ইচ্ছা যেমত আছে হইবে। আপনি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবেন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৬১)

শ্রীহরিঃ শরণম্

বেলুড় মঠ, ৪।৪।১৭

প্রিয় দে—,

১লা তারিখে তোমার একখানি পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। তোমার শরীর ভাল আছে, ইহা অতীব আনন্দসংবাদ। মনও তো মন্দ নাই—সর্বদাই বেশ

সদ্ভাবের উদয় হইতেছে এবং সৎসঙ্গের আকাঙ্ক্ষা জাগরূক রহিয়াছে, ইহা তো খুব ভাল। বিষয়ের আলাপ, বিষয়ীর সঙ্গ ভাল না লাগা তো খুব ভাল এবং বাঞ্ছনীয়। প্রভুই সকলের একমাত্র উপায় ও উদ্দেশ্য, তাঁহাকে হৃদয়ে সর্বদা চিন্তা করিবে। ভাবনা কি, তিনিই সব ঠিক করিয়া দিবেন। যেখানে রাখুন, মন যেন তাঁর চরণে থাকে, এইরূপ প্রার্থনা সর্বদাই করিবে। তিনি যেমন রাখেন, সেই-ই মঙ্গল। হাফেজ বলিয়াছেন, "আমার ইয়ার যদি আমাকে দারিদ্র্য-ধূলিতে ধূসরিত দেখিতে ভালবাসেন, আর আমি যদি স্বর্গীয় সরোবরের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে আমি ক্ষীণদৃষ্টি।" তিনি যেমন রাখেন, তাহাতেই রাজী থাকিতে পারিলে উত্তম। কারণ, তিনি মঙ্গলময় সর্বান্তর্যামী; তিনি জানেন, কাহার পক্ষে কি উত্তম এবং সেইরূপ ব্যবস্থাও করেন—মধ্যে আমরা আমাদের মনোমত যা তা একটা চেয়ে বসে গোল করে ফেলি বইতো নয়। তিনি যেখানে যেমন রাখুন না কেন, কৃপা করে তাঁর চরণে মতি রাখুন—তা হলেই হল।

"বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।"*

এই হচ্ছে আসল কথা। যথায় থাকি তোমাকে না ভুলি, আর তোমার ভক্তসঙ্গ দাও ঠাকুর, যেন বিষয়ীর সঙ্গ দিও না—এ কথা বলতে আছে, ইহাতে দোষ নাই। প্রাণভরে তাঁকে ডাক, তিনি ভালই করিবেন।

যতদিন তিনি গৃহে রাখিবেন, গর্ভধারিণীর সেবা কর। তাঁকেই জগজ্জননীর মূর্তি জেনে তাঁর শুশ্রূষাদি কর্তে পাল্লে সকল কল্যাণলাভ হইয়া থাকে। তিনি যে পথে নিয়ে যান, সেই পথই তোমার অবলম্বনীয়, ইহাতে আর সংশয় নাই।

---

* বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্মণি যঃ প্রবর্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥

"যাহার বিষয়-বাসনা আছে, তাহার পক্ষে বনে যাইলেও তথায় নানা দোষের উৎপত্তি হয়। আর যিনি শুভ কর্মে প্রবৃত্ত, তিনি গৃহে থাকিয়াও পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে তাহাই তাঁহার তপঃশব্দবাচ্য হয়। আসক্তিশূন্য ব্যক্তির গৃহই তপোবন।"—হিতোপদেশ ৪র্থ অধ্যায়, সন্ধি

তোমার কর্তব্য, আমার কর্তব্য, সকলের কর্তব্য হচ্ছে—প্রভুর পথে বিচরণ করা, অন্য কর্তব্য নাই।

আমার ফটো পূজাস্থানে রাখিও না, এমনি রাখিয়া দিও। কায়মনোবাক্যে প্রভুর পূজা করিও, তিনিই সকলের পূজ্য ও আরাধ্য, তাঁর আরাধনা করিলে আর কিছুই বাকি থাকে না। মূলে জলসেক করিলে সমস্ত বৃক্ষ পরিতৃপ্ত ও বর্ধিত হইয়া থাকে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৬২) শ্রীহরিঃ শরণম্ বেলুড় মঠ, ১৭।৪।১৭

প্রিয় দে—,

তোমার ৩১শে চৈত্রের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি।

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"*

—এই ঈশ্বরবাক্যই আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে যে, ঈশ্বরই আমাদিগকে চালিত করিতেছে, আর "মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ"ও† প্রমাণ করিতেছে, আমরা তাঁহার পথে চলিতেছি। এখন করিতে হইবে আমাদিগকে তাঁহার আজ্ঞাপালন—"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন।"‡ তুমি তো তাহাই লিখিয়াছ—"তাঁহার চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা মনে যাহাতে না আসে, সেই চেষ্টাই কর্তব্য।" তবে আবার গোল করিতেছ কেন? তোমার চিন্তাপ্রণালী পড়িয়া সুখী হইয়াছি। বেশ সৎ আলোচনা করিয়াছ। এইরূপে তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাঁহার কৃপাকটাক্ষ অপেক্ষা করিয়া থাক, যথাসময়ে তাঁহার কৃপাবারি বর্ষিত হইবে, জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। এখনও জীবন ধন্য, তাঁহার চিন্তা করিতে পাইতেছ, আর কি চাই?...তোমার কুশল প্রার্থনীয়। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

* হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থিত থাকিয়া মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় তাহাদিগকে নানাদিকে ভ্রমণ করাইতেছেন। গীতা, ১৮।৬১

† হে পার্থ মনুষ্যেরা সকল প্রকারেই আমার মার্গের অনুসরণ করে। গীতা, ৪।১১

‡ "সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণ লও।"—গীতা, ১৮।৬২

(১৬৩) শ্রীহরিঃ শরণম্ বেলুড় মঠ, ১১।৫।১৭

প্রিয় দে—,

তোমার ৬ই তারিখের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। তোমার যে ভগবানের প্রতি অধিকাধিক প্রীতি-নির্ভরাদি হইতেছে, তাহা তোমার পত্রপাঠে সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছি। ইহা তোমার প্রতি ভগবানের বিশিষ্ট কৃপারই পরিচয়। প্রভু তোমাকে আরও ভক্তি, শ্রদ্ধা ও হৃদয়ে বল দিন, তুমি ক্রমে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া সমস্ত তুচ্ছ অসার চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া এক তাঁহাকেই প্রাণ-মন অর্পণ কর ও তাঁহাকেই জীবনের সার অবলম্বন জানিয়া তাঁহারই একান্ত শরণ গ্রহণ কর। তাহা হইলেই সকল জ্বালা-যন্ত্রণা, সকল অভাব-অপূর্ণতা দূর হইয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিবে। যত পূর্ব দিকে অগ্রসর হইবে, পশ্চিম দিক ততই পশ্চাতে পড়িবে। প্রভুর ভাব যত অধিক ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে সংসারের ভাব, সংসারের চিন্তা ততই দূরে চলিয়া যাইবে, উহাদের তাড়াইতে বিশেষ কোনও যত্ন করিতে হইবে না। দীর্ঘকাল নিরন্তর আদর-সৎকারের সহিত ভগবদ্ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে হয়, তাহা হইলেই উহা স্থায়ী হয়। সর্বদা প্রার্থনাশীল হওয়া প্রয়োজন, নিয়ত তাঁহাকে নিজের হৃদয়ের কথা জানাইলে তিনি উহা শুনিয়া থাকেন। তোমার প্রার্থনার রীতি দেখিয়া সুখী হইয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসাই প্রার্থনা করিতে হয়। ইহারাই দুর্লভ জিনিস এবং ইহাদের পাইলে আর কিছুরই অভাব বোধ হয় না। তখন হৃদয় মধুময় হয় এবং সকল অবস্থাতেই পূর্ণ শান্তি অনুভূত হইয়া থাকে। তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকাই কাজ, পড়িয়া থাকিতে পারিলেই সব আপনি ঠিক হইয়া যায়, তিনি নিজেই সব ঠিক করিয়া দেন।...

শরীর এইরূপই হইয়া থাকে, কখন ভাল কখন মন্দ, মোটের উপর নাশের দিকেই ইহার গতি। শরীর তো আর চিরস্থায়ী নয়, একদিন না একদিন ইহা যাইবেই যাইবে, অতএব ইহার সম্বন্ধে আর কি বলিব? প্রভুপদে মন রাখিতে পারিলেই শরীর ধারণ সার্থক।...

তাঁহার চরণে আপনাকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হও, ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর কল্যাণকর কিছুই নাই।...ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৬৪) শ্রীহরিঃ শরণম্

শশীনিকেতন, পুরী, ১৩।৬।১৭

প্রিয় বিহারীবাবু,

আমি গত ৩রা তারিখে মঠ হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন এই ধামে উপস্থিত হইয়াছিলাম। মহারাজকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ দেখিয়া কত যে আনন্দ হইয়াছিল কি বলিব? তিনিও আমাদিগকে অনেক দিন পরে এখানে পাইয়া অতিশয় সুখী বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার দক্ষিণদেশে তীর্থাদি দর্শন ও অন্যান্য সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাও দর্শন হইয়াছিল। মহারাজ এখন দুই-তিন মাস বোধ হয় এইখানেই থাকিবেন। আমাকেও তাঁহার নিকট থাকিতে বলিতেছেন। রথযাত্রা পর্যন্ত তো থাকিব মনে করিতেছি; পরে প্রভু যেমন করিবেন সেইরূপ হইবে। এখানে আসার পর আমার শরীর খুব খারাপ হইতেছে। দেখা যাক পরে কিরূপ দাঁড়ায়। অ—প্রভৃতি যাহারা মহারাজের সঙ্গে আছে সকলেই ভাল আছে। আপনার শরীর তত ভাল যাইতেছে না জানিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। শীঘ্র কুশল সমাচার লিখিয়া সুখী করিবেন। গতবার যখন পুরী আসিয়াছিলাম তখন আপনি এইখানে ছিলেন, স্মরণ করিয়া সুখী হই। শিবানন্দ স্বামী ও বাবুরাম মহারাজ মঠে আছেন। বাবুরাম মহারাজের শরীর অসুস্থ হইয়াছিল, এখন একটু ভাল। আর সকলে ভাল। মহারাজ আপনাকে তাঁহার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাইতে বলিলেন। আপনি আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবেন। ইতি— শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৬৫) শ্রীহরিঃ শরণম্

শশীনিকেতন, পুরী, ২১।৬।১৭

প্রিয় বিহারীবাবু,

আপনার ১৮ই তারিখের পোস্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। আমার কষ্টের এখনও সম্পূর্ণ উপশম হয় নাই। তবে যে দুঃখ ভোগ হইয়া গেছে, তাহার তুলনায় যাহা বাকি আছে তাহা গোক্ষুর মাত্র। দুঃখোদধি যেন পার হইয়াছি। বাস্তবিক এমন কষ্ট স্মরণে আসে না। কান এখনও সারে নাই। জ্বর সারিয়াছে। আরও ৪।৫ দিনে কান ভাল হইবে, ডাক্তার বলেন।

প্রভুর ইচ্ছায় তাহাই হউক। কাল শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের 'নবযৌবন'-রূপ দর্শন-স্পর্শন হইয়াছে। আজ রথে 'বামন'রূপ দর্শন করিবার আশা আছে। মহারাজ এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ সকলে ভাল আছে। অনেক নবাগত স্ত্রী-পুরুষও মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সকলে মহানন্দে আছি। আজ শ্রীযুক্ত লাটু মহারাজের পত্র পাইয়াছি। তাঁহার সমস্ত কুশল। মঠের কুশল সংবাদও পাইয়াছি। আপনারা ভাল আছেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। অ—কি আপনাকে ভুলিতে পারে? —সে আপনার আক্ষেপ শুনিয়া এই কথা বলিল। অ—সর্বদাই কার্যে ব্যস্ত থাকে। মহারাজ আপনাকে তাঁহার আশীর্বাদ জানাইতে বলিলেন। আপনি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

পুঁটিয়ার রাণী আজ পুরীতে রাধাকৃষ্ণের মন্দির স্থাপন করিলেন; আমরা উহার দর্শনে গিয়াছিলাম। সুন্দর হইয়াছে। রথযাত্রাদর্শন মহানন্দে সম্পন্ন হইয়াছে। সকলে দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর।

(১৬৬) শ্রীহরিঃ শরণম্

শশিনিকেতন, পুরী, ১০।৭।১৭

প্রিয় দে—,

তোমার ৭ই তারিখের পত্র পাইয়া প্রীতিলাভ করিলাম। সুন্দর সব প্রার্থনা প্রভুর নিকট করিয়াছ। অতি উত্তম, এইরূপে প্রাণের আবেগ তাঁহাকে জানাইতে হয়। তিনি অন্তর্যামী. যখনই ঠিক ঠিক প্রাণের মত একতা আসিয়াছে তিনি দেখিবেন তখনই তাহা পূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই। ভগবানের চরণে মন নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা কর, তিনি অনুরূপ সাহায্য করিবেন, সন্দেহ নাই। যখন মন মলিন হয়, তখনই সন্দেহ দেখা দেয়। যাহাতে মনে স্বার্থভাব স্থান না পায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, আপনাকে তাঁহার চরণে বিকাইয়া দিতে হইবে, বিকাইয়া দিয়া আর তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে না। 'আমি দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি', এইটি খাঁটিভাবে করতে পারলে কোন ভয় ভাবনাই থাকে না। ধীরে ধীরে সব হয়।

"শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রওরে,
মগ্ন হয়ে রওরে, সব যন্ত্রণা এড়াওরে।

এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াওরে,
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধিয়াওরে।
কমলাকান্তের বাণী শ্যামামায়ের গুণ গাওরে,
এ তো সুখের নদী নিরবধি ধীরে ধীরে বাওরে।”

—সুখের নদী জেনে ধীরে ধীরে বাইতে হবে, তাড়াতাড়ি নেই। মাকে ডেকে যেতে হবে, আর চাই কি? তাঁকে ডাকতে পেলেই আপনাকে ধন্যজ্ঞান, তা ছাড়া আর যদি কিছু চাইবার থাকে, তা হলে সে বাসনা। বাসনা থাকলেই অবিশ্বাস, সংশয়, অশান্তি নানানখানা আসবে। অতএব সাবধান, মাকে ডাকবার ইচ্ছা ছাড়া যেন অন্য ইচ্ছা অন্তরে না আসে। অন্য ইচ্ছা এলেই মুস্কিল, ক্রমে মা সব বুঝিয়ে দেবেন। প্রার্থনা করবে, যা বুঝতে পারবে তা কাজে করতে যেন তিনি শক্তি দেন। মন মুখ এক হয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে।...

প্রভু যেখানে রাখুন, তাঁহার চরণে মন যেন নিবিষ্ট থাকে, এই তাঁহার নিকট সর্বোপরি প্রার্থনা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৬৭) শ্রীহরিঃ শরণম্

শশিনিকেতন, পুরী, ২১।৭।১৭

প্রিয় দে—,

তোমার ১লা শ্রাবণের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। প্রভু তোমাকে সুবুদ্ধি দিতেছেন, তোমার চিত্ত ক্রমেই নির্মল হইতেছে, তাহার পরিচয় পত্রমধ্যে উজ্জ্বল-রূপে ব্যক্ত দেখিয়া বিশেষ আনন্দ হইয়াছে। তিনি তোমাকে আরও কৃপা করুন, তাঁহার নিকট এই একান্ত প্রার্থনা।...

সকল বাসনা ত্যাগ করা সহজ নহে সত্য, কিন্তু মন বিচারশীল হইলে বাসনা তত জোর করিতে পারে না। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—

“একং বিবেকং ... ...
আদায় বিহরন্নেব সঙ্কটেষু ন মুহ্যতি॥”

অর্থাৎ এক বিবেক-বিচাররূপ বন্ধুকে সঙ্গে রাখিয়া বিচরণ করিতে পারিলে মহা বিপদেও মুগ্ধ হইতে হয় না। বিবেক-বুদ্ধি সর্বদা স্থির রাখিতে পারিলে

বাস্তবিক মোহ বল করিতে পারে না। এই সমস্তই অনিত্য—সর্বদা যদি মনে থাকে, তাহা হইলে বাসনা কি করিতে পারে? সামান্য বাসনাতে ভয় নাই। যে বাসনায় তাঁকে ভুলিয়ে দেয়, সেই বাসনাই মহা অনিষ্টকর। তাঁকে মনে রেখে সংসারে থাকিলেও বাসনা বিপথগামী করিতে পারে না। তাঁকে ডেকে যাও, প্রাণের ইচ্ছা জানাও, তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।

যোগবাশিষ্ঠে ত্যাগের একটি গল্প আছে। কোনও ব্রহ্মচারী আপনাকে ত্যাগী মনে করে সমস্ত বাহ্যিক ত্যাগ করে অতি সামান্য বস্ত্র, আসন, কমণ্ডলু লয়ে থাকতো। তাহার গুরু তাহার চৈতন্য করাবার জন্য তাকে বললেন, তুমি কি ত্যাগ করেছ? কিছুই তো ত্যাগ কর নাই। ব্রহ্মচারী ভাবলে, আমার তো কিছুই নাই, মাত্র পরিধানবস্ত্র, আসন ও কমণ্ডলু আছে। গুরুদেব কি এই সকল মনে করিতেছেন? এই ভাবিয়া ব্রহ্মচারী ঐ সকল ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করতঃ সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে একে একে ঐ সমস্ত বস্তু অর্পণপূর্বক বলিল, এইবার আমার সমস্ত ত্যাগ হইয়াছে। গুরু বলিলেন, তোমার কি ত্যাগ হইয়াছে? বস্ত্র? উহা তো তুলা হইতে নির্মিত; এইরূপ আসন, কমণ্ডলু প্রভৃতি—উহারাও বিভিন্ন বস্তু হইতে নির্মিত, উহাদের ত্যাগ করিয়া তোমার কি ত্যাগ করা হইল? তখন ব্রহ্মচারী ভাবিল, আমার আর কি আছে? অবশ্য আমার শরীর আছে। আচ্ছা, এই শরীরকে অগ্নিতে আহুতি দিব। এই স্থির করিয়া যখন ব্রহ্মচারী সম্মুখস্থ অগ্নিতে আপনার শরীর অর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন তাহার গুরুদেব বলিলেন—অপেক্ষা কর, কি করিতেছ বিচার কর দেখি, এ শরীরে তোমার কি আছে? ইহা তো পিতামাতার শুক্রশোণিতে উৎপন্ন এবং আহার দ্বারা বর্ধিত ও পুষ্ট ইহাতে তোমার কি? তখন ব্রহ্মচারীর চক্ষু উন্মীলিত হইল। গুরুকৃপায় তখন সে বুঝিতে পারিল যে, মাত্র অভিমানই যত অনিষ্টের মূল। এই অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ঠিক ঠিক ত্যাগ হয়, নচেৎ বাহ্যিক বস্তু, এমন কি শরীর পর্যন্ত ত্যাগ করিলেও কিছুই ত্যাগ করা হয় না।

অতএব গ্রহণ, ত্যাগ—এই সমস্তই মন্দ; প্রভুর শরণ—ইহাই সার। তাঁহার চরণে একান্ত ভক্তি, তাঁহার ভক্তে প্রীতি, তাঁহার নামে রুচি—এই সব আসল প্রার্থনা। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৬৮) শ্রীহরিঃ শরণম্

শশীনিকেতন, পুরী, ২৮।৭।১৭

প্রিয় নি—,

গতকল্য তোমার ২৩শে তারিখের একখানি পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। মায়াবতীতে তোমার শরীর-মন বেশ ভাল আছে এবং শাস্ত্রচর্চা ও সাধন-ভজন সুন্দররূপে হইতেছে জানিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আন্তরিকতা থাকিলে এবং ইচ্ছার প্রাবল্য হইলে সকল সুবিধা হইয়া থাকে। প্রভু অন্তর্যামী, তিনি ভিতর দেখেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ভিতর থেকে তাঁকে যেরূপ প্রার্থনা জানাইবে, দেখিবে শীঘ্র অথবা বিলম্বে সে বাসনা তিনি পূর্ণ করিবেনই করিবেন। অমন স্থানে ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া তাঁহাকেই অন্তরে বাহিরে সতত অনুধ্যান করিয়া জীবন ধন্য কর—ইহাপেক্ষা আর অধিক কি প্রার্থনা থাকিতে পারে? তোমার হৃদয়ের আবেগ, প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাস দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি, এবং শুভমুহূর্ত উদয় হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। অচিরে অভীষ্ট লাভ করিয়া কৃত-কৃত্য হও—প্রভুর নিকট এই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৬৯) শ্রীহরিঃ শরণম্

শশীনিকেতন, পুরী, ৩১।৭।১৭

প্রিয় দে—,

তোমার ১০ই শ্রাবণের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি।...তোমাদের গৃহে ভগবান দধিবামনের ঝুলনযাত্রোৎসব জানিয়া সুখী হইলাম। "মম পর্বানুমোদনং" *—ইহা একটি ভক্তির অঙ্গ। এইখানেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ঝুলন-উৎসব

---

* মজ্জন্মকর্মকথনং মম পর্বানুমোদনং।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ ॥

(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন)—"আমার জন্ম ও লীলাসম্বন্ধীয় আলাপ, আমার (জন্মাষ্টমী প্রভৃতি) পর্বসমূহের স্বীকার (অর্থাৎ ঐ ঐ পর্ব উপলক্ষে ব্রতধারণাদি) এবং আত্মীয় বন্ধুগণ মিলিত হইয়া আমার মন্দিরে নৃত্যগীতবাদ্যাদির অনুষ্ঠান (এগুলিও আমাকে লাভ করিবার সাধনস্বরূপ)। —ভাগবত, ১১।১১।৩৬

হইতেছে, সকলেই আনন্দে মগ্ন। পুরীতে অনেক মঠ আছে, সকল মঠে আনন্দ-উৎসব হয়, অতি উত্তম।

তবে তাঁর আনন্দে আনন্দ—সেবার এই ভাবটি ভুল না হলেই মঙ্গল; কিন্তু প্রায় হইয়া পড়ে ঠিক বিপরীত—প্রভুর সেবা না হইয়া আত্মসেবাই হইয়া পড়ে। এইটি সেবাধর্মের এক মহা অনর্থকর পরিণাম। খুব হুঁশিয়ার, খুব সমনস্ক, প্রার্থনাপরায়ণ, বৈরাগ্যবান হইলে তবে ইহা হইতে রক্ষা। অপরিপক্ক অবস্থায় সকল ধর্মই চ্যুতিভয়যুক্ত। ভগবানে প্রেম গাঢ় হইলে আর কোনও ভয় থাকে না; কিন্তু সে প্রগাঢ় ভাব স্বার্থসম্বন্ধরহিত না হইলে তো হইবার উপায় নাই। যে দিক দিয়েই যাও, অহং-ভাব, স্বার্থ, স্বাত্মভোগেচ্ছা দূর না হইলে কোন ধর্মেরই সম্পূর্ণ স্ফূর্তি হয় না।

প্রভুর কৃপায় কিন্তু ভক্তের কোন ভয় নাই; কারণ ঠিক ঠিক ভাব থাকিলে তিনি উহা রক্ষা করিয়া থাকেন। আন্তরিকতাই প্রয়োজন, মন মুখ এক করাই চরম সাধন, একেবারে ঐরূপ না করিতে পারিলেও ক্রমে ক্রমে উহা অভ্যাস দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারা যায়। এ বিষয়ে প্রভুই সহায় হইয়া থাকেন। তাঁহার কৃপা বিনা সকলেই অসহায়।

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥"*

ইঁহাই একমাত্র আশ্বাস ও অবলম্বন। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৭০) শ্রীহরিঃ শরণম্

শশিনিকেতন, পুরী, ১১।৮।১৭

প্রিয় বিহারীবাবু,

আপনার ৮ই তারিখের পোস্টকার্ড পাইয়া প্রীত হইয়াছি। মহারাজের আশীর্বাদ জানিবেন। তাঁহার শরীর বেশ ভাল নাই। ভুবনেশ্বরে যাইবার জল্পনা-কল্পনা হইতেছে—বোধ হয় এইবার কাজেও হইতে পারিবে। আমার

---

* "তাঁহাদের অনুগ্রহার্থে আমি আত্মভাবে অবস্থান করিয়া প্রভাশালী জ্ঞানদীপ দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকার দূর করি।" —গীতা, ১০।১১

শরীর পূর্ববৎ আছে। অ—, ঈ— প্রভৃতি সকলে ভাল আছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের ঝুলন-যাত্রা শেষ হইয়াছে। শ্রীজন্মাষ্টমী হইয়া গেল। আমরা সকলে কাল মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলাম—অতিশয় আনন্দ হইয়াছিল। লাটু মহারাজের পত্র পাইয়াছি—আজ অথবা কাল তাহার উত্তর দিব। শ্রীযুত লাটু মহারাজের প্রতি আপনার প্রগাঢ় ভক্তি-বিশ্বাস জানিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করি। প্রভু আপনার কল্যাণ করুন। আমাদের ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবেন এবং আপনার কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিবেন। কিমধিকমিতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৭১) শ্রীহরিঃ শরণম্

শশিনিকেতন, পুরী, ৩১।৮।১৭

প্রিয় দে—,

...পত্র পড়িয়া মন তোমার ভাল আছে বুঝিতে পারিতেছি। প্রভুর বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে। এইরূপে তাঁহাকে স্মরণ-মনন করিতে থাক ও যথাশক্তি একান্তমনে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাও। তিনি অন্তর্যামী ও মহা দয়ালু, হৃদয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। চঞ্চলতা মনের স্বভাব, ভগবদ্‌ভজন দ্বারা স্থির হয়। অন্য কোনও উপায় নাই। তাঁহার ভজন করিতে করিতে তাঁহার দয়ায় চিত্ত স্থির হয়।

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত-প্রসাদনম্।" *সুখীর প্রতি মিত্রতা, দুঃখিতের প্রতি দয়া, পুণ্যবানের প্রতি প্রীতি এবং পাপীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের দ্বারা চিত্ত স্থির হয়—পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ আছে।

সকলের মধ্যে ভগবান আছেন, সুতরাং সকলেই প্রীতির পাত্র—এইরূপ ভাবনা দ্বারাও চিত্ত শান্তিলাভ করিয়া থাকে। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে।

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

* পাতঞ্জল-দর্শন, সমাধিপাদ, ১।৩৩

(১৭২) শ্রীহরিঃ শরণম্

শশীনিকেতন, পুরী, ৭।৯।১৭

প্রিয় নি—,

তোমার ২৮শে আগষ্টের পত্র যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছে।...প্রথমে বিচার করিয়াই বুঝিতে হয়, তারপর দৃঢ় ও নিঃসংশয় হইলেই সাক্ষাৎকার। সংশয়, অসম্ভাবনা, বিপরীত-ভাবনা রহিত হইলেই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি স্থির হয় এবং তাহার নামই তত্ত্বসাক্ষাৎকার। প্রভুর কৃপায় 'কালেনাত্মনি বিন্দতি' হইয়া থাকে।...

আজ ম—র এক পোস্টকার্ড পাইয়াছি। তাহাকে বলিবে, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে নিরভিমান হওয়া যায় না, কাজের ভিতর দিয়াই অভিমানশূন্য হইবার রাস্তা। কাঁচা তেল পাকাইতে হইলে আগুনের মধ্য দিয়াই সে অবস্থা লাভ হয়। চিনি সাফ করতে হলে অনেক গাদ কাটাতে হয়, তারপর সাফ হয়। মন শুদ্ধ করতে হলে তেমনি কাজের মধ্য দিয়াই মনকে নিষ্কাম করে শুদ্ধ করতে হয়—শুধু কূর্মের ন্যায় হাত পা গোটালে হয় না। আমার অভিমান হয়, তাই কাজ করবো না—এ ভাব মহা স্বার্থপরতা থেকে আসে। মহা তমোগুণস্বভাব, একে কার্য দ্বারা রজঃতে পরিণত করে ক্রমে সত্ত্বযুক্ত হলে তবে ঠিক ঠিক অভিমান চলে যায়। "যস্যান্তঃ স্যাদহঙ্কারো ন করোতি করোতি সঃ।" —যাহার ভিতরে অহঙ্কার থাকে, সে কিছু না করিয়াও অহঙ্কারে পূর্ণ থাকে; আর যিনি নিরহঙ্কার, ধীর, তিনি সমস্ত করিয়াও কিছু করেন না। আমার শুভেচ্ছা ভালবাসাদি তোমরা সকলে জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৭৩) শ্রীহরিঃ শরণম্ শশীনিকেতন, পুরী, ১১।৯।১৭

প্রিয় বিহারীবাবু,

আপনার ১৪ই তারিখের মনোহর পত্র পাইয়া আমরা আনন্দে পুলকিত হইয়াছি। মহারাজ সম্বন্ধে আপনার ধারণা অবগত হইয়া আপনাকে ভূরি ভূরি

ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। আপনি মহা ভাগ্যবান, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার শাস্ত্রচর্চা সফল হইয়াছে। আপনার সিদ্ধান্তপাঠে মুগ্ধ হইয়াছি। রতিবাবু নিঃসন্দেহ ভাগ্যবান এবং দেবতারা যে তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন, ইহা নিশ্চিত। প্রভু রতিবাবুকে তাঁহার দিকে আহ্বান করিয়াছেন; সংসারবাসনা পূর্ণভাবে বিসর্জন করিয়া তাঁহার বিমল পদে মন-প্রাণ অর্পণ দ্বারা অমৃতের অধিকারী হউন এবং চির শান্তি লাভ করিয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করুন। মহারাজকে আপনার পত্র শুনাইয়াছিলাম। তিনি যে কতই আপনার প্রশংসা করিলেন, তাহা আর কি জানাইব? আপনি তাঁহার আশীর্বাদ জানিবেন ও আপনার পুত্রকে জ্ঞাপন করিবেন। তাঁহার শরীর আজকাল একটু ভাল। আমার শরীর মন্দ নহে। অ—প্রভৃতি সকলেও ভাল আছে। আপনি আমাদের সকলের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৭৪) শ্রীহরিঃ শরণম্ শশিনিকেতন, পুরী, ১৯।৯।১৭

প্রিয় দে—,

...তোমার বিচার পড়িয়া সুখী হইলাম। আমার জীবনের পূর্বকথা জানিতে চাহিয়াছ। এ বিষয়ে চর্চা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, ভালও লাগে না। তবে দু-একটা কথা, যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিতেছি।

আমি বাগবাজারে শ্রীযুক্ত দীননাথ বসুর বাটীতে প্রথমে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলাম। সে বহুদিনের কথা, তখন অধিকাংশ সময় তিনি সমাধিস্থই থাকিতেন, সবে কেশববাবুর সহিত ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছে। দীননাথ বসুর ভ্রাতা কালীনাথ বসু—কেশববাবুর অনুচর—ঠাকুরকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং আপনার জ্যেষ্ঠকে অনুরোধ করিয়া ঠাকুরকে তাঁহার গৃহে আবাহন করেন। আমরা তখন বালক, তের-চৌদ্দ বৎসরের হইবে। পরমহংস আসিবেন, এই কথা পল্লীতে রাষ্ট্র হইলে দর্শনার্থে আমরা তথায় সমবেত হইয়াছিলাম। দেখিলাম —একখানি ভাড়াটীয়া গাড়িতে করিয়া দুইটি পুরুষ দ্বারে উপস্থিত হইলে সকলেই 'পরমহংস আসিয়াছে', 'পরমহংস আসিয়াছে' বলিয়া সেইদিকে আকৃষ্ট

হইল। প্রথমে একজন অবতরণ করিলেন, বেশ হৃষ্টপুষ্ট বপু, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, দক্ষিণ হস্তের বাহুতে সুবর্ণপদক এবং দেখিলেই খুব বলশালী ও কর্মক্ষম বলিয়া মনে হয়।* তিনি নামিয়া আর একজনকে গাড়ী হইতে নামাইতে লাগিলেন। ইনি দেখিতে অত্যন্ত কৃশ। গায়ে একটি পিরান, পরিহিত বস্ত্র কোমরে বাঁধা, এক পা গাড়ীর পা-দানে ও অন্য পা গাড়ীর মধ্যে রহিয়াছে। একেবারে সংজ্ঞাহীন, বোধ হইতেছে যেন মহা মাতালকে ধরিয়া নামাইতেছে! যখন নামিলেন, দেখিলাম—কি অপূর্ব জ্যোতি মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে! মনে হইল, শাস্ত্রে যে শুকদেবের কথা শুনিয়াছি, ইনি কি সেই শুকদেব! ধরাধরি করিয়া তাহাকে উপরে লইয়া যাইলে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা পাইয়া দেয়ালে বৃহৎ কালী-মূর্তি দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন ও একটি মনোমুগ্ধকর সংগীতে উপস্থিত সকলের মনে এক অপূর্ব ভক্তিভাব ও সমন্বয়ের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন। গানটি কালীকৃষ্ণের একত্বসূচক—

"যশোদা নাচাতো তোমায় বলে নীলমণি।
সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনি (গো মা)॥"

ইহার দ্বারা লোকের মনে কি যে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইল তাহা বর্ণনাতীত। তারপর অনেক পরমার্থ-প্রসঙ্গ হইয়াছিল। তিনি আরও একবার দীননাথের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। পরে আবার দুই-তিন বৎসর অন্তে আমি তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার ঘরে দর্শন করিয়াছিলাম। আজ এই পর্যন্ত। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৭৫) শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় ১নং মুখার্জি লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা, ২৯।৪।১৮

প্রিয় বিহারীবাবু,

আজ এইমাত্র আপনার পোস্টকার্ড পাইলাম। আপনার পুত্রের নিকট হইতে আপনার অসুখের সংবাদ শুনিয়া বিশেষ চিন্তিত ছিলাম। আশাকরি, প্রভুর কৃপায় আপনি এখন ভাল বোধ করিতেছেন। এখনও কি ছুটি মঞ্জুরীর

---

* ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায়

খবর পান নাই? আমার change (বায়ুপরিবর্তন)-এর এখনও কিছুই নিশ্চয় হয় নাই; সুতরাং আপনি আসিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা আছে। আমার শরীর অতি মৃদুভাবে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। এখনও হাঁটিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারি না, পায়ে দাঁড়াইয়া এক আধ পা চলিতে পারি। কবিরাজী চিকিৎসাই হইতেছে। মহারাজ ভাল আছেন ও গতকল্য কলিকাতায় আসিয়া বলরামবাবুর বাটীতে রহিয়াছেন। শিবানন্দ স্বামীও সেইসঙ্গে আসিয়াছেন; আজ তিনি মঠে ফিরিবেন বলিয়াছেন। মহারাজ দিন কতক থাকিতে পারেন। স্বামী সারদানন্দ মার দেশেই রহিয়াছেন। মা বেশ সারিয়াছেন। আজ কোয়ালপাড়া হইতে জয়রামবাটী যাইবেন। ২২শে তারিখে জয়রামবাটী হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে। প্রেমানন্দ স্বামী দেওঘরেই রহিয়াছেন। মধ্যে তাঁহার শরীর একটু খারাপ হইয়াছিল। এখন একটু ভাল আছেন, পত্র আসিয়াছে। শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, গত ২০শে তারিখে শ্রীযুক্ত প্রজ্ঞানন্দ স্বামী ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রায় দুই-আড়াই মাস পূর্বে মায়াবতী হইতে পীড়িত হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন—বোধ হয় তাহা জানেন। ডাক্তারী চিকিৎসা করিয়া মধ্যে একটু ভাল বোধ করিতেছিলেন; কিন্তু ভবিতব্যতা কে নিবারণ করিতে পারে? হঠাৎ জ্বর হইয়া দুই-তিন দিনের মধ্যেই সকল শেষ হইয়া যায়। চিকিৎসা সেবা প্রভৃতি কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। Heart-fail করিয়াই (হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া) রাত্রি ৮টার সময় ঐ দিন যেন শান্তভাবে মহাসমাধি লাভ করিলেন। প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। তাঁহার অভাবে মিশন-এর সমূহ ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই। ব্রঃ ন—, যিনি কালাজ্বরে ভুগিতেছিলেন, ডাঃ ইউ. এন. ব্রহ্মচারীর এ্যান্টিমনি ইঞ্জেক্‌সনে এখন অনেক ভাল বোধ করিতেছেন। আর একজন যুবা সন্ন্যাসী চি—অসুস্থ হইয়া এখানে আসিয়াছেন। তাঁহারও যথাযোগ্য চিকিৎসা হইতেছে এবং একটু ভাল বোধ করিতেছেন। অন্যান্য সমস্ত কুশল। আপনার কুশল প্রার্থনীয়। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৭৬) শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় ৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রীট,
কলিকাতা, ১৫।১০।১৮

পরমকল্যাণীয়া শ্রীমতী রাণুমাতা
কল্যাণীয়াসু

রাণু মা, তোমার প্রণাম পত্র (বিজয়া দশমীর) পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমাকে এখানে দেখিতে পাইলে বিশেষ প্রীতি লাভ করিতাম যাহা হউক প্রভুর কৃপায় কুশলে আছ, ইহাই পরম মঙ্গল। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল মনে হইতেছে। বগলের সেগুলি এখন আর নাই। একটু গরম কমিয়াছে বলিয়া তাহারা সারিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাজ প্রভুর কৃপায় অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ করিতেছেন, তবে এখনও খুব দুর্বল আছেন। কারণ আহারাদির সংযম এখনও রহিয়াছে। ঠাকুরের কৃপায় শীঘ্রই বেশ সুস্থ হইয়া যাইবেন, এইরূপ আশা করা যায়। পূজার সময় তাঁহার ৺কাশী যাওয়া না হওয়ায় অনেকেরই মনঃকষ্ট হইয়াছে, কিন্তু উপায় নাই, প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হয় জানিয়াই সকলকে আশ্বস্ত হইতে হইয়াছে। তুমি আমার বিজয়ার আশীর্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণাদি জানিবে। কিমধিকম্ ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৭৭) ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীট, ১৬।১০।১৮

প্রিয় ব—,

আমার বিজয়ার আশীর্বাদ কোলাকুলি ভালবাসা প্রভৃতি জানিবে। তোমার অসুখ হইয়াছিল জানিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম। আশা করি, এখন বেশ সারিয়াছ এবং স্বচ্ছন্দে আছ। ডাঃ বসুর অসুখ হইয়াছিল শুনিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলাম। প্রভুর কৃপায় তিনি নিরাময় হইয়া পূর্ব স্বাস্থ্য লাভ করুন—এই তাঁহার নিকট আন্তরিক প্রার্থনা। পূজার সময় এখানে আসিতে পার নাই তাহার জন্য অবশ্য তোমার দুঃখ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ডাঃ বসুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলে জানিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। তোমার ভাবনা কি? "খেয়ে দেয়ে আনন্দ করে বেড়াই; মা আছেন, আর সমস্ত ভার তাঁর।" প্রফেসর গেডিস মহাশয় লোক; তিনি স্বামীজীর পুস্তক পড়িয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতীব সমীচীন। তিনি স্বয়ং যদি তাঁহার সময়াভাবের মধ্য হইতে উহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে যে একটা বিশেষ

প্রয়োজন সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; কিন্তু তাহা কি হইবে? আমি তোমার পুস্তক সকল পড়িয়া প্রায় শেষ করিয়াছি। শরীর আমার অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। এবারে কাশীর অদ্বৈতাশ্রমে খুব ধুমধামের সহিত মায় পূজা হইয়া গিয়াছে। মহারাজ যাইতে পারিলে আনন্দের মাত্রা অবশ্য অনেক অধিক হইত; কিন্তু দৈবাৎ তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাহা হইল না। এখন তিনি ভাল আছেন এবং বোধ হয় শ্যামাপূজার পূর্বে কাশী যাইতে পারিবেন। এখনও মহারাজ দুর্বল আছেন এবং তাঁহার আহারের নিয়মও খুব চলিতেছে। যুদ্ধ শেষ হইলেই মঙ্গল; কিন্তু তাহা ঘটিবে কি? লক্ষণ দেখিয়া তাহার সম্পূর্ণ আশা সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়। মার ইচ্ছা যেমন আছে হইবে। "তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত গাছের পাতাও নড়ে না"—ইহা সত্য কথা। মহাপুরুষদিগের অনুভূতি আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, সত্যের অপলাপ হইবে না। মা যেমন করিবেন তাহাই মঙ্গল। শ্রীশ্রীমা, শরৎ মঃ প্রভৃতি ও-বাড়ীর সকলে ভাল আছেন, কেবল যোগীন-মার পূর্বে একটি ফোড়া হওয়ায় তাহা অস্ত্র করিতে হইয়াছে এবং খু—কানের অসুখে একটু কষ্ট ভোগ করিতেছে। মঠে কেবল পূজা হইয়া গিয়াছে। মহারাজের অসুখের জন্য প্রতিমা আনা হয় নাই; কিন্তু ঘটে পূজা হওয়ায় আনন্দের কিছু কসুর ছিল না। এ-বাড়ীর রামবাবু প্রভৃতি সকলেই ভাল আছেন। স—, প্রি— এবং আর আর সকলে তোমাকে বিজয়ার প্রণাম এবং ভালবাসা, কোলাকুলি জানাইতেছে। আমার শুভেচ্ছা, ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৭৮) শ্রীশ্রীদুর্গাসহায় ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীট,

কলিকাতা, ২৫।১১।১৮

প্রিয় নির্মল,

তোমার ১৯শে নভেম্বরের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আমার শরীর বেশ ভাল নাই, সম্প্রতি ১ দিন খাইবার সময় হঠাৎ নিচের ঠোঁট বাঁকিয়া যায়। ডাক্তাররা দেখিয়া Facial paralysis হইয়াছে বলিয়াছে (,) অতি mild form (;) বিশেষ ভয়ের কিছুই নাই। আজ গঃ ভট্টাচার্য আসিয়া সকল দেখিয়া ঔষধ ও plaster ব্যবস্থা করিয়াছে, বলিয়াছে অল্পেই সারিয়া যাইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন হয় হইবে। মহারাজ ভাল আছেন ও অন্যান্য সকলেও ভাল।

সীতাপতিকে মহারাজ শীতকালে এইখানেই অর্থাৎ মঠে থাকিতে বলিয়াছেন(।) স্বামিজীর জ্ঞানযোগ পড়িয়া আনন্দ-লাভ করিয়াছ জানিয়া সুখি হইলাম। তিনি নিজে সাক্ষাৎকার করিয়া সকল বলিয়াছেন বলিয়াই তাহাতে এত জোর; দেখে বলা এবং শুনে বলা ইহাই প্রভেদ। তুমি এত দুঃখ করিয়াছ কেন? অহং যদি না যায়, "এ অহংকার"? ঠাকুরের এই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারই এ অহং এই জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে। যদি অহং না যায় তাহা হইলে দাস অহং সন্তান অহং হইয়া থাক ইহাই ঠাকুরের উপদেশ। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ করিয়া লইলে আর কোনও ভয় ভাবনা থাকে না। প্রভু যেখানে রাখেন সেই-খানে থাকিয়া তাঁহার পাদপদ্মে মন রাখিতে পারিলে সকল স্থানেই আনন্দ। নৈকট্য বা দূরত্ব বাস্তবিক মনেই রহিয়াছে (।) তাই উপনিষৎ বলেন "তদ্দূরে তদ্বন্তিকে তদন্তরস্য সর্বস্য তদ্ উ সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ"। তোমার কামনা ভগবান পূর্ণ করুন এই তাঁহার নিকট আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া সুখি হইয়াছি। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং সকলকে জানাইবে। সনৎ প্রিয়নাথ প্রভৃতি সকলে তোমাদিগকে নমস্কার ভালবাসাদি জানাইতেছে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৭৯) * শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা, ৪।১২।১৮

শ্রীমান রমেশ,

আজ কয়েকদিন হইল তোমার একখানি পত্র পাইয়াছি। তোমার সাধু সংকল্প অবগত হইয়া সুখী হইলাম। মানুষ অন্যায় করিবে না এইরূপ হওয়া অতিশয় বিরল ও দুর্ঘট, কিন্তু অন্যায় জানিয়া তাহা হইতে বিরত হইতে পারিলে মনুষ্যত্ব প্রকাশ হয়। গত বিষয় স্মরণ না করিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যতে সাবধান হইতে পারিলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়; শরীর ও মন সবল, সুস্থ ও পবিত্র রাখিবার যত্ন করা একান্ত আবশ্যক, কারণ তাহা না হইলে কোনও শুভ কার্যের অধিকারী হওয়া যায় না। ধ্যান করিবার পূর্বে ধ্যান করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হয়। একেবারে ধ্যান-অভ্যাস অতি কঠিন ব্যাপার। প্রথমে মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া একটি বিশেষ চিন্তায়

আনিবার চেষ্টা করা উচিত—ইহার নাম প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহার অভ্যস্ত হইলে মনকে শরীরের কোনও বিশেষ স্থানে—যেমন নাসিকাগ্র, ভ্রূমধ্য অথবা হৃদয়ে, যেখানে সুবিধা হয় এক স্থানে রাখিতে পারিলে তাহাকে ধারণা বলে। যখন এই ধারণা-অভ্যাস দৃঢ় হয় তাহার পর ধ্যান করিবার চেষ্টা হওয়া উচিত। এক বস্তুতে অথবা ভাবে চিন্তাপ্রবাহ তৈলধারার ন্যায় আচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত করিতে পারিলে তাহাই ধ্যান নামে কথিত হয়। তৈলধারার ন্যায় অচ্ছিন্ন বলিবার হেতু এই যে, মধ্যে কোনওরূপ ব্যবধান থাকিবে না। চিন্তাস্রোত নিয়মিতভাবে ধ্যেয় বস্তুতে প্রবাহিত করিতে হইবে। দীর্ঘকাল এইরূপ অভ্যাস করিতে পারিলে মনের সংযম-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া ধ্যান করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারিবে। প্রথমতঃ স্থূল বস্তুরই ধ্যান-অভ্যাস করিতে হয়, যেমন কোনও দেবমূর্তি। প্রথমে পূর্ণ মূর্তির ধ্যান করা সহজ নয় বলিয়া দেহের বিশেষ কোনও অঙ্গ যেমন মুখ অথবা চরণের ধ্যান করিতে অভ্যাস করা উচিত। অভ্যাস পরিপক্ক হইলে সম্পূর্ণ মূর্তির ধ্যান সহজ হইয়া আইসে। এইরূপে ক্রমে উহা সূক্ষ্ম অরূপের ধ্যানে পর্যবসিত হইতে পারিবে। কিন্তু এই সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত; কারণ ধ্যান করিতে গিয়া মনের লয়, বিক্ষেপ ইত্যাদি বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যাহাতে তাহা না হয়, সে বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হয়। "কোন বিষয়ের চিন্তা করিয়া মীমাংসা করিবার সময়ও মন একাগ্র হয়"—এইরূপ যাহা লিখিয়াছ, তাহা ধ্যানের অঙ্গ। "চেষ্টা করিলে খুব ধ্যানপ্রবল হইতে পারিব"—ইহা তোমার উত্তম বিশ্বাস, তাহাতে সন্দেহ নাই। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রতি ভগবান যে উপদেশ করিয়াছেন—শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি" পর্যন্ত—তাহাতে ধ্যানেরই বিশেষ ইঙ্গিত দেখিতে পাইবে। গীতা সুবিধামত নিত্য পাঠ করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রভুর পদে মন রাখিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও; সংসারকে তাহা হইলে আর ভয় করিতে হইবে না, তিনিই সর্বদা রক্ষা করিয়া আপনার দিকে টানিয়া লইবেন। যদি ভাবের ঘরে চুরি না থাকে এবং মনমুখ এক হয় তাহা হইলে প্রভু অন্তর্যামী, অন্তর দেখিয়া যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তিনি অসংশয় তাহারই বিধান করিয়া থাকেন। সকল শাস্ত্র ও সকল মহাপুরুষদিগের ইহাই অবিসম্বাদী উপদেশ জানিবে। অসৎসঙ্গ হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে

এবং নিরন্তর প্রার্থনাশীল হইয়া তাঁহারই চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিবে। অধিক আর কি বলিব? এইরূপ করিতে পারিলে প্রভুই হৃদয়ে থাকিয়া সকল বিষয় বুঝাইয়া দিবেন। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৮০) শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীট,
কলিকাতা, ১৬।১২।১৮

প্রিয় ফ—,

কিছুদিন পূর্বে তোমার একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। তোমরা ভাল আছ জানিয়া সুখী হইয়াছি। এখানে শ্রীশ্রীমা, মহারাজ, শরৎ মহারাজ এবং অন্যান্য সকলেই ভাল আছেন। মঠের সংবাদও কুশল। সেদিন মঠে শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজের জন্ম-তিথি উপলক্ষে ঠাকুরের বিশেষ ভোগরাগ হইয়াছিল। অনেক ভক্তসমাগম হয় ও কীর্তনাদি হইয়া সকলে আনন্দে প্রসাদ-গ্রহণান্তে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ মঠে ভাল আছেন। আরও অনেকে এখন মঠে রহিয়াছে। আমার মঠে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই। দেখা যাউক, পরে কিরূপ হয়। শরীর আমার মধ্যে খারাপ হইয়াছিল। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় অনেকটা ভাল। তবে এখনো স্বচ্ছন্দে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারি না। হাতে পায়ে আড়ষ্ট ভাব ও বেদনা এখনো খুব রহিয়াছে। প্রস্রাবের পীড়াও বেশ আছে। গতবারের পরীক্ষায় ২৭ গ্রেণ সুগার (Sugar) পাওয়া গিয়াছে। এখানে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রভাব খুব হইয়াছিল, এখন কিছু কম বোধ হইতেছে; কিন্তু অন্যান্য স্থানে দুবই প্রবল আছে। মঠ হইতে অনেক স্থানে relief (সেবাকার্য) করিবার জন্য লোক গিয়াছে। Flood-relief (বন্যা-সেবাকার্য) হইতে কার্য সমাধা করিয়া সকলেই ফিরিয়াছে। ব্রহ্মচারী ছোট নগেনকে বোধ হয় তুমি জানিতে। তাহার কালাজ্বর হইয়াছিল। এখানে অনেক চিকিৎসাদির পর আরোগ্য হইয়া কাশী যায়। কিন্তু সেখানে খুব ভাল না থাকায় আবার কলিকাতায় আসিয়াছিল এবং মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতেছিল। গতকল্য রাত্রি ৯টার সময় তাহার দেহান্তর হইয়া পর-লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। আজ এখান হইতে ৬।৭ জন ব্রহ্মচারী সাধু তাহার দেহ-সৎকার করিবার জন্য গিয়াছে। বেচারা অনেক যুঝিয়া প্রায় এক বৎসর পরে

লীলাসংবরণ করিল। প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তাহার আত্মার সদ্গতি হইবে সন্দেহ নাই। এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি।

১। 'নিরোধ' শব্দের অর্থ নিঃশেষে রোধ করা, অর্থাৎ মনকে বাহিরে যাইতে না দেওয়া। চিত্তকে বাহির্বিষয়ে লিপ্ত হইতে না দেওয়ার নামই চিত্তনিরোধ। চিত্ত অন্তর্মুখ থাকিলেই তাহার নাম নিরুদ্ধ অবস্থা।

২। তুমি যেমন লিখিয়াছ "চিত্তের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন অবস্থাকেই" নিরোধ বলে; কারণ চিত্ত বৃত্তিহীন হইলেই আত্মা, যিনি দ্রষ্টারূপে আছেন, স্বস্বরূপে অবস্থান করেন।

৩। 'একাগ্রতা' অর্থে—যেমন সূচে সূতা পরাইবার সময় সূতাকে পাকাইয়া তাহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিতে হয়, সেইরূপ মনেরও অগ্রভাগ এক করার নাম একাগ্রতা। ঠাকুর বলিতেন, "সূতোর একটু ফেঁসো থাকিলে তাহা সূচের ভিতর যায় না," সেইরূপ মনের একটুও চাঞ্চল্য থাকিলে ধ্যানাদি হইবার সম্ভাবনা নাই। মনকে নিশ্চল করার নামই তাহার একাগ্রতা—One-pointedness (এক লক্ষ্যে স্থির হইয়া থাকা)।

৪। 'চিত্তবৃত্তিনিরোধ' মনের একাগ্রতা হইতেই হয়। মনকে একাগ্র করিয়াই পরে বৃত্তির নিরোধ সম্ভব হয়। নিরোধের পূর্বাবস্থাই একাগ্রতা।

৫। 'অভ্যাস ও বৈরাগ্যের' দ্বারা বৃত্তিনিরোধ হয়। অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তে পুনঃপুনঃ একভাবেরই স্থাপনা। চিত্ত একভাব হইতে অন্যভাব অবলম্বন করে; স্থির থাকিতে পারে না। তাহাকে অন্যভাবে যাইতে না দিয়া সেই পূর্বভাবে বারংবার ফিরাইয়া আনিয়া চিত্তে স্থাপনা করার নামই অভ্যাস। এই সম্বন্ধে গীতায় বলিতেছেন, "যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতৎ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ।" অর্থাৎ যেখান হইতে মন ধ্যানের সময় ধ্যান হইতে অন্য বিষয়ে চঞ্চল হইয়া গমন করে—স্থির থাকে না—মনকে সেই বিষয় হইতে পুনঃপুনঃ ফিরাইয়া আনিয়া সেই সময় আত্মাতে স্থির রাখার নামই অভ্যাস।

৬। লিখিয়াছ—"ধ্যানধারণা না করিয়া শুধু সদসৎ-বিচার, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা কাহারও বৃত্তি কি সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হইতে পারে?" সদসৎ-বিচার হইতেই ধ্যানধারণার ফল—সম্পূর্ণ বৃত্তিনিরোধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধ্যানধারণা দ্বারাও বৃত্তিনিরোধ হয় এবং সদসৎ-বিচারের দ্বারাও বৃত্তিনিরোধ হয়।

বিচার করিতে করিতে বুদ্ধি শেষে নিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়া লক্ষ্যে উপস্থিত হয় এবং সমাহিত হইয়া সৎ-বস্তু যে আত্মা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করে; আর ধারণা ধ্যান প্রভৃতি অভ্যাস করিতে করিতে মন নিরুদ্ধ হইয়া ক্রমে সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হয়—বিকল্পশূন্য হইয়া সেই পরমাত্মাকেই লাভ করিয়া থাকে। সদসৎ-বিচার তত্ত্ব-জ্ঞানের পথ। ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি যোগীর পথ। পথ বিভিন্ন হইলেও উভয়ের গন্তব্যস্থান এক। উভয়ে আত্মলাভ করিয়া সকল দুঃখের পারে গমন করেন। ভক্ত কিন্তু এত কঠিন ও শ্রমসাধ্য পথে না যাইয়া তাঁহাকে প্রাণমন অর্পণ করিয়া শুদ্ধ ঐকান্তিক ভালবাসা দ্বারাই লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। ইহাই তাঁহার পক্ষে সহজ পথ। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৮১) শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীট,
কলিকাতা, ১৭।১২।১৮

প্রিয় বিহারীবাবু,

আজ সকালে আপনার ১৫ই তারিখের পোস্টকার্ড পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আপনি ভাল আছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আমি অল্প-স্বল্প হাঁটিতে পারি। বাটীর বাহিরে যাইতে সাহস করি না। সিঁড়ি নামিতে গেলে কষ্ট হয়, তাই ঘরের মধ্যে এবং বাহিরে যে সমতল স্থান আছে তাহাতেই বেড়াইয়া থাকি। মহারাজ বেশ ভাল আছেন। শ্রীশ্রীমা, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি অন্যান্য সকলেও ভাল। মঠের সংবাদও ভাল। আমাদের এখনও মঠে যাওয়া হয় নাই। কিরূপ হইবে পরে জানিতে পারিবেন। গুরুদাস ২০ দিন পূর্বে এখান হইতে অনেক কষ্টে passport (ছাড় পত্র) যোগাড় করিয়া নিউইয়র্ক যাত্রা করিয়াছে। কলম্বো হইতে তাহার এক পত্র পাইয়াছি। আপাততঃ সমস্ত কুশল লিখিয়াছে। নগেন ব্রহ্মচারী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গত পরশ্ব হঠাৎ দেহত্যাগ করিয়াছে। কি হইল কিছুই বুঝা যায় নাই। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, সন্দেহ নাই। একবার কালাজ্বর হইতে আরোগ্য হইয়া কাশীতে পরিবর্তন করিয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্টের হাত এড়াইবার জো নাই, তাই আবার হাসপাতালে মৃত্যু। সকলই প্রভুর ইচ্ছা। আপনি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৪২) শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীট,
বাগবাজার, ৬।১।১৯

প্রিয় ফ—,

তোমার ৩রা তারিখের পত্র গতকল্য পাইয়াছি। তোমরা ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। ন—এর কোন সংবাদ লেখ নাই কেন? ভরসা করি ন—বেশ ভাল আছে। আমার শরীর সেই একরূপই চলিতেছে। বাঁ নাকের মধ্যে একটা ফোঁড়া হইয়া দিন কয়েক খুব দুঃখ দিয়াছিল। এখন তাহা সারিয়াছে কিন্তু আবার পায়ের বেদনা ও ফুলা বাড়িয়াছে। মহারাজ আজ তিন দিন হইল মঠে গিয়াছেন। প্রত্যহ সংবাদ পাইতেছি—ভাল আছেন। মঠের জলবায়ু এখন বেশ সুন্দর। স্বাস্থ্যও সকলেরই ভাল। মঠের গোয়ালে সাঁজাল আগুন হইতে আগুন লাগিয়া কিছুদিন পূর্বে তাহার চালাটি ভস্মীভূত হইয়াছে। রাত ১০টার পর শ্যামাচরণ উঠিয়া বাহিরে আসে এবং আগুন দেখিয়া সকলকে একত্র করিয়া তথায় যান। প্রথমেই গরুদিগকে খুলিয়া দেওয়া হয়, পরে অগ্নি নির্বাপিত করে। গরুদের কোন কষ্ট হয় নাই। চারটি মাত্র ভস্মীভূত হইয়াছে। শীঘ্রই অর্থাৎ ১২ই মার্চ স্বামীজীর জন্মোৎসব হইবে। ৯ই তিথি পূজা। সকলেই বিশেষ ব্যস্ত আছে। পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলা হইবে। মিশন হইতে relief (সেবাকার্য)-এর জন্য worker (কর্মী) প্রস্তুত হইতেছে। মা নিবেদিতা School Boarding (বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস)-এ রাধুকে লইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ নহে। শরৎ মহারাজ এবং অন্যান্য ব্রহ্মচারীরা ভাল আছে। এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

১। যোগসূত্রে চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ বলিয়াছে। গীতায় 'সিদ্ধাবসিদ্ধৌ' ইত্যাদি, 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' এবং আরও অনেক প্রকারের যোগের কথা বলিয়াছেন, সকলই চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—জানিবে।

২। সুতরাং 'বৃত্তিনিরোধের নাম যোগ,' 'সমতার নাম যোগ'—এই উভয়ই অভিন্ন অবস্থা, পৃথক নহে।

৩। বৃত্তি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইয়া পরে সমতাপ্রাপ্ত হয়; নতুবা সমতালাভ সম্ভব নয়।

৪। ঠাকুরের পায়ের তলায় চক্র ছিল কিনা আমি স্বয়ং দেখি নাই এবং কাহারও নিকট হইতে শ্রবণও করি নাই; সুতরাং স্বপ্নে এইরূপ দেখা সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারিলাম না। তবে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা যে পরম কল্যাণকর তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫। 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' মানে কর্মেতে যে কুশলতা তাহারই নাম যোগ—অর্থাৎ যে কর্ম সাধারণভাবে করিলে বন্ধনের কারণ হয়, সেই কর্মই উপায়ের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির কারণ হইয়া বন্ধনমোচনের হেতু করিতে পারিলে, তাহাকে যোগ বলা যায়। যথা—আসক্তিপূর্বক কর্ম করিলে বন্ধন, সেই কর্ম যদি আসক্তিশূন্য হইয়া করা যায় তাহা হইলেই মোক্ষের হেতু হয়, বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। এই যে অনাসক্তিভাব, তাহা যোগের দ্বারাই হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাকেই—এই কৌশলকেই—যোগ বলা হইয়াছে।

স—, প্রি—প্রভৃতি সকলে ভাল আছে এবং তোমাকে নমস্কার, ভালবাসাদি জানাইতেছি। ন—কে আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা দিবে এবং তুমি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৮৩) শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় *কাশীধাম, ১৯।২।১৯

প্রিয় বিহারীবাবু,

আপনার ১৫ই তারিখের পোস্টকার্ড পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আশা করি, প্রভুর কৃপায় আপনার অফিস-পরিদর্শনের ফল উৎকৃষ্টই হইয়াছে। আপনার লিখিত বেদান্তবিষয়গুলি পড়িয়াছি ও অতিশয় আনন্দ পাইয়াছি, বিশেষতঃ মায়ার বিবরণ পড়িয়া খুবই ভাল লাগিয়াছে। অন্য যাহা পাঠাইতে বলিয়াছেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আমার কাশিটা অনেক কমিয়াছে এবং আমের ভাব আর নাই বলিলেই হয়; কিন্তু পায়ের বেদনা যেমন তেমনই আছে, বরং একটু বাড়িয়াছে। এখানে দুই বেলাই একটু চলাফেরা করি—অধিক দূর নহে, নিকটেই ২০০।৪০০ পা হাঁটিয়া থাকি মাত্র। স্বাস্থ্য এখানকার অনেক ভাল। সম্প্রতি জল হইয়া শীতও একটু অধিক হইয়াছে—ইহাতে বসন্তরোগের যাহা অল্পবিস্তর দেখা দিয়াছিল, তাহার উপকার হইবে এইরূপ শুনিতেছি।

লাটু মহারাজের নিকট হইতে প্রায়ই সংবাদ পাই, এখনও তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারি নাই। শুনিতেছি, তাঁহার শরীর ভাল নয়। আহারাদি কমাইয়া দিয়াছেন, সেইজন্য কিছু দুর্বলও বোধ করিতেছেন। সুবোধ মহারাজ, বুড়োবাবা, কেদারবাবা, চন্দ্র প্রভৃতি উভয় আশ্রমের সকলেই ভাল আছে। হেমেন্দ্র ব্রহ্মচারীর 'কাশীপ্রাপ্তি বোধ হয় আপনাকে লিখিয়াছি। শীঘ্রই তাহার জন্য অদ্বৈত আশ্রমে একটি ভান্ডারা হইবে। তাহার আত্মার কল্যাণ প্রভুর কৃপায় নিশ্চয় হইয়াছে। সাধুদিগের আশীর্বাদে অধিকতর কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। আপনি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৮৪) বেনারস সিটি, ২৩।২।১৯

শ্রীমান্—,

গতকল্য তোমার ২০শে তারিখের পোস্টকার্ড পাইয়াছি। তুমি ভাল আছ ও মন দিয়া পড়াশুনা করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। ভয়কে আসিতে দিবেনা। ভগবানের শরণ লইয়া আবার কিসের ভয়? কাকে ভয়? অন্য লোকের কথা ছাড়িয়া দাও, আপনাকে দেখ এবং ভগবানকে দেখ, আর যদি দেখিতে হয় ত তাঁহার সাধুভক্তদিগকে দেখ, বাজে লোক দেখিয়া কি হইবে? তোমাকে ভগবান রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখিবে। তিনি অন্তর্যামী, তিনি সকলের হৃদয়ে থাকেন, তোমার হৃদয়েও রহিয়াছেন। পূর্ণের উপর আশা করিলে শূন্য কি? তিনি সকল ব্যাপিয়া পূর্ণভাবে রহিয়াছেন। শূন্যতেও পূর্ণ হইয়া আছেন। তোমাকে খুব আশীর্বাদ করিতেছি। তুমি ভগবানের নিকট কান্নাকাটি কর, তিনি ভিন্ন আমাদের কেবা আছে, তাঁহার কৃপায় সকল ভয় দূরে পরিহার কর। সকলের রক্ষার ভার তাঁহার, ইহা নিশ্চয় অবগত হও। আমার শরীর একপ্রকার চলিতেছে, যেন ভাল নহে—অসহ্য গরম না পড়া পর্যন্ত কাশীতে থাকিবার ইচ্ছা আছে। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৮৫) কাশীধাম, ১১।৬।১৯

প্রিয়—,

তোমার ২১শে জ্যৈষ্ঠের (?) পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। অনেক সময়ই তোমার কথা মনে হয়। তুমি এখনও সেই পূর্বের মত রহিয়াছ দেখিতেছি। আপনাকে স্থির করবার চেষ্টা কর না কেন? ভগবানকে নাই বা ডাক্‌লে, নাই বিশ্বাস করলে, নিজেকে ভালবাসিতে চেষ্টা কর না কেন? নিজেকে ত আর বিশ্বাস করবার দরকার নাই, নিজে ত বর্তমান আছই, তবে নিজের কল্যাণ-চেষ্টা কেন না কর? আবল তাবল কেন ভাব? উন্নতি বলে একটা জিনিষ আছে বুঝ ত? তার জন্য চেষ্টা কেন না কর? নিজে চেষ্টা করে উপায় না করলে অন্যের চেষ্টায় কি কিছু হয়? আমি পাপী আমি অধম ইত্যাদি বলতে তোমায় কে বল্‌ছে? আপনাকে যেরূপে পার উন্নত কর। মাথার বোঝা অন্যে সাহায্য করলে নামাইতে পারে কিন্তু একজনের ক্ষুধা অপরে খাইলে নিবৃত্তি হয় না, নিজেকেই খাইতে হয়। হতাশ হইও না, চেষ্টা কর সফলমনোরথ হইবে। বৃথা হা-হুতাশ করিলে কোনও ফলই হইবে না বরং অপকারই হইবে। চিত্তকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করিও, বিক্ষিপ্ত করিতে দিও না। আমার সর্বাঙ্গীণ আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৮৬) শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কাশীধাম, ১৮।৬।১৯

প্রিয় রমেশ,

তোমার তারিখহীন একখানি পত্র কয়েকদিন হইল হস্তগত হইয়াছে। উহা বাগবাজার হইতে এইস্থানে পুনঃ-প্রেরিত হইয়াছিল। আমি গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া পরদিন এইধামে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া আমার শরীর প্রথমে খুবই খারাপ হইয়াছিল। প্রায় দেড় মাস সর্দি, কাশি ও অন্যান্য অনেক প্রকার উপদ্রব সহিতে হয়, পরে সে ভাবটা চলিয়া গিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হই; কিন্তু পূর্বের যে সব রোগ ছিল তাহাদের এ পর্যন্ত কোনও উপকারই দেখিতে পাইলাম না। Diabetes (বহুমূত্র) যেন বাড়িয়াছিল। কলিকাতায় থাকিতে প্রস্রাবে চিনি ছিল ১৯ গ্রেণ; এখানে আসিয়া ৩৩ গ্রেণ অবধি হইয়াছিল। সে দিনের পরীক্ষায় ২৬ গ্রেণ পাওয়া গিয়াছে। পায়ে

হাতে বেদনা প্রায় সমানই রহিয়াছে—তাহাতে ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারি না। কি দারুণ গরমই ভোগ করিতে হইয়াছে! দিনরাত সমানভাবে গরম চলিয়াছিল। সে গরমের কথা বুঝান যায় না। পরে বৃষ্টি হইয়া কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হয়। এখন আবার গরম চলিতেছে, তবে তত ভয়ানক নয়। আজ সকালে আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছে, ২।৪ ফোঁটা বৃষ্টিও হইয়াছে। এখনও মেঘ আছে, আশা হয় একটু ঠাণ্ডা হইতে পারিবে। তোমার শরীর ও মন পূর্বাপেক্ষা ভাল আছে জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। পূর্বে তোমাকে কি পত্র লিখিয়াছি, এখন আর তাহা মনে নাই। যাহা হউক, তাহাতে যে তোমার প্রভূত উপকার হইয়াছে ইহাতে প্রভুর নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ, জানিবে। তাঁহার কৃপায় তোমার সমূহ উন্নতি হউক এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। মঠে আসিয়াছিলে, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছ—জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। তাঁহার কৃপায় সকল বিষয়ই জানিতে পারিবে। গুরু, ইষ্ট অভেদ—এ তত্ত্ব তিনিই কৃপা করিয়া জানাইয়া দেন। গুরুই ইষ্টরূপে প্রতীত হন, অর্থাৎ গুরুর মধ্যেই ইষ্টদর্শন হয়। শক্তিহিসাবে উভয়েই এক—এ ভাব ক্রমে উপাসনা করিতে করিতে লাভ হইয়া থাকে। "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"—ইহা হইতেই মর্ম বুঝিয়া লইবে। তাঁহার প্রতি শুদ্ধা বুদ্ধি কর, সকল বন্ধন ছুটিয়া যাইবে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৮৭)

কাশীধাম, ১।৮।১৯

প্রিয়—,

তোমার ২৮শে জুলাইএর পোস্টকার্ড পাইলাম। ৩রা জুলাইএরও একখানা পাইয়াছিলাম। তুমি কলিকাতা আসিয়াছ ও একটু ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার ৪।৫ দিন জ্বর হইয়াছে, বোধ হয় influenza, অতিশয় দুর্বল। আহারে রুচি নাই। অন্য সমস্ত অসুখ পূর্বের মতই আছে। অত্যন্ত গরম, তাহাতেও দারুণ কষ্ট। মেঘ করিয়া আছে, বৃষ্টি হইলে অনেক ভাল হইবে আশা করা যায়। তুমি নিরন্তর এরূপ হতাশের গান গাও কেন? ইহা ত ভাল নয়। অনেক দিন ত এরূপ করিলে, কিছু ভাল বুঝিলে কি? একবার না হয় সুর বদলাইয়া দেখ না। ভগবানে বিশ্বাস, মনুষ্যে প্রেম,

নিজের কার্যে ও জীবনে দৃঢ়তা, শাস্ত্রে ও সাধুবাক্যে শ্রদ্ধা একবার করিয়া দেখ না; কিছু লোকসান ত হইবে না। এই সবই ভাল জিনিস, ইহা হইতে কল্যাণেরই সম্ভাবনা। একবার এইভাবে চলিয়া দেখ দেখি, অকারণ কেন সন্দেহ সংশয় প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া কষ্ট পাও। তুমি এখন ত ছেলেমানুষ নও, যাকে না বললে ত চলিল না, তোমাকেই সমস্ত করিতে হইবে। উদ্যম, সাহস, বল এ সমস্ত তোমার মধ্যেই আছে, সময়ে দেখা দিবে ও কাজে লাগিবে। একবার কেবল কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগ। অধিক আর কি বলিব। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৮৮)

ʻকাশীধাম, ২২।৮।১৯

প্রিয়—,

তোমার ১৯শে আগস্টের পোস্টকার্ড পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আমার আবার জ্বর হইয়াছিল। ৬।৭ দিন একজ্বরে থাকি পরে জ্বর বিরাম হয়। এখন আর জ্বর নাই, কিন্তু অতিশয় দুর্বল, সর্বদা বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হয়, উঠিয়া বেড়াইতে পারি না। আহারে দারুন অরুচি। সেজন্য খাইতেও পারি না। ডাক্তারী ঔষধ খাইতেছি। তুমি ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। নী—, দি—, মু—প্রভৃতি ঠাকুর স্বামীজীর ভক্তদের সহিত একত্রে থাক এবং পড়াশুনা কর ইহা খুব আনন্দের কথা। চিরকাল ছেলেমানুষের মত থাকিলে চলিবে না। চিঠি পাইলে সাহস ও বল পাও নতুবা নয়, একথা যেন আর না শুনিতে হয়। প্রভুর কৃপায় এখন তুমি আর তেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নও জানিয়া যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা আর কি জানাব। দীক্ষা লইবার ইচ্ছা করিয়াছ ইহা অতি সৎসঙ্কল্প। তার জন্য এখনও উপযুক্ত নও একথা কেন বলিব। ভগবানের স্মরণ লওয়া, তাঁহার নাম জপ ধ্যান আদি নিয়মপূর্বক করিবে, ইহাতে ভাল হইবে। অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? যাঁহার প্রতি তোমার ভক্তি শ্রদ্ধা হইবে, তাঁহারই নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পার। শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট হইতে অনেকেই দীক্ষা লইয়াছে। ইচ্ছা হইলে তুমি ইঁহাদের কাহারও নিকট হইতে দীক্ষা লইতে পার। অধিক আর কি লিখিব। অন্যান্য সংবাদ সব কুশল। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৮৯) শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় ৺কাশীধাম, ২০।১০।১৯

প্রিয় ভরত, [স্বামী সন্তোষানন্দ]

তোমার ১৯শে তারিখের পোস্টকার্ড পাইলাম। ৺পূজার পূর্বে যে পত্র দিয়াছিলে তাহাও হস্তগত হইয়াছিল কিন্তু উত্তর দেওয়া হয় নাই। তোমার শরীর ভাল নয় জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা করি শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইবে। তুমি আমার ৺বিজয়ার সাদর সম্ভাষণাদি জানিবে। সুরেনের নিকট হইতেও মাঝে মাঝে পত্র পাই। তাহার পরিবর্তনে তত উপকার হয় নাই। তোমার পরীক্ষা নিকট, সুতরাং অবহিত হইয়া পাঠ অভ্যাস কর। পাশ হইয়া তারপর আবার বাগবাজার অথবা মঠে যাওয়া আসা করিও। আমার শরীর বেশ ভাল নাই। আশা হয় শীতকালে কিছু উপকার হইতে পারিবে। বিশ্বাসেই বিশ্বাস বাড়ে এবং অভ্যাসেই নিষ্ঠা দৃঢ় হয়। তোমাদের আশ্রম বেশ চলিতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। সকলকে আমার আশীর্বাদ ভালবাসাদি জানাইবে এবং তুমিও জানিবে। এখানকার সকলে ভাল আছে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৯০) শ্রীহরিঃ শরণম্ ৺কাশী ৮।১২।১৯

শ্রীমান্—,

গতকল্য তোমার একখানা পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। তোমার শরীর তত ভাল নয় জানিয়া দুঃখিত হইলাম। বৃথা মনকে অস্থির করিয়া লাভ কি? অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হওয়া ভাল নয়—ইহাতে কার্যের ব্যাঘাত হয়, উপকার কিছু হয় না। আপনার উপর নির্ভর করিয়া সাধ্যমত চেষ্টার পর তবে ভগবানে নির্ভর করিলে তাহাই প্রকৃত নির্ভর, নতুবা কোন উদ্যম না করিয়া কেবল মুখে ভগবানের উপর নির্ভর করা আর আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া এক কথা বই কি! যাহারা উদ্যমশীল ও যত্নপরায়ণ কেবল তাহারাই ভগবানের সাহায্য লাভের অধিকারী। অন্যে কখনও তাহা লাভ করে না। জপ করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। মহারাজের নিকট হইতে উহার ক্রম জানিয়া লইবে। মন লাগাইয়া সব কাজ করিতে হয়। সন্দেহ করিতে নাই। একমনে যতটুকু করিতে পার তাহাই ভাল। কলের মতন করিয়া বিশেষ লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে একটা নিষ্ঠারও প্রয়োজন। সময়ের দিকে তত লক্ষ্য রাখার আবশ্যক নাই। উহাতে

বিক্ষেপ হয়। আসল কথা ভগবানে মন রাখা। মহারাজকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবে। একজনের দ্বারা চালিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। আমার শরীর বেশ ভাল নাই, একরূপ চলিতেছে মাত্র। অন্যান্য এখানকার সমস্ত কুশল। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালবাসাদি জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৯১) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ২৫।১২।১৯

প্রিয় সুরেন, [স্বামী নির্বেদানন্দ]

তোমার পোষ্টকার্ড পাইয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। শরৎ মহারাজের নিকট হইতে তোমার হোমের সকল কথাই শুনিয়াছি। প্রভু তোমাকে যথোপযুক্ত শক্তি ও সামর্থ্য দিন—প্রাণ ভরিয়া তাঁহার কার্য করিয়া ধন্য হও। শরৎ মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গিগণ সব ভাল আছেন। উভয় আশ্রমের অন্য সকলেও ভাল। আমার শরীর বেশ ভাল নাই, কোনমতে চলিয়া যাইতেছে। তোমার শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ নাই জানিয়া দুঃখিত হইলাম। খুব সাবধানে থাকিবে। শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কাজই করিতে পারিবে না মনে রাখিয়া তাহার জন্য যত্ন লইতে ত্রুটি করিবে না। সকলকে আমার আশীর্বাদ দিবে। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৯২) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ১১।১।২০

প্রিয়—,

অনেক দিন পরে কাল তোমার একখানি পোস্টকার্ড পাইয়া প্রীত হইলাম। এখন তুমি ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর বেশ ভাল নাই। একটা না একটা উপদ্রব লাগিয়াই থাকে, শীতে বোধ হয় বাতের বৃদ্ধি হয়, তাই আজকাল পায়ের বেদনা বাড়িয়াছে। আগে একটু আধটু বেড়াইতে পারিতাম, কিছুদিন হইতে তাহা বন্ধ হইয়াছে। কবিরাজি প্রলেপ বেদনা-স্থানে লাগাইতেছি। এখনও বিশেষ উপকার বোধ করি নাই। দেখা যাক পরে কিরূপ হয়। মহারাজের নিকট তোমাদের অনেকে রহিয়াছে ও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিবে শুনিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। তুমিও যাইয়া যোগদান করিলে কেমন হইত। মহারাজের উত্তর পাওয়া খুব সোজা নয়। তবে পত্র

লিখিতে বিরত হইও না। তাঁহার ইচ্ছামত উত্তর পাইবে। শরৎ মহারাজ এখানে ছিলেন, খুব আনন্দে ছিলাম। এই মঙ্গলবার তাঁহারা কলিকাতা যাইবেন স্থির হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা এই মাঘ মাসে কলিকাতা আসিবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাই শরৎ মহারাজ আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাল আছেন। অন্যান্য সমস্ত কুশল। তোমার কুশল প্রার্থনীয়। আমার শুভেচ্ছা ভালবাসা জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৯৩) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী ১৫।১।২০

প্রিয়—

আবার তোমার ১৩ই জানুয়ারীর পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। পরীক্ষার জন্য পরিশ্রম করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। যে কাজ করিতে হইবে তাহা যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ মনে করাই উচিত এবং তাহাতেই সিদ্ধিলাভ হইবার সম্ভাবনা। সত্যকথা। তোমার ভগবান লাভের আগ্রহ দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। "ভগবান নাই" এই কথা সাহস করিয়া বলিলেও তিনি নাই হইয়া যান না। তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকেন। তবে বক্তার বুদ্ধির অধিকতর মলিন হইয়া যায় এইমাত্র। কারণ উপনিষদ বলিতেছেন,

"অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।"

অস্তিত্বই তিনি। অস্তি কখন নাস্তি হইতে পারে না। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইহা অতীব সত্য। ভগবানকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে না পারিবার কারণ কিছুই নাই। প্রবল ইচ্ছা, অনুরূপ যত্ন ও অধ্যবসায় এবং উপযুক্ত উপদেষ্টা থাকিলেই সকল সম্ভব হয়। "যে চায় সে পায়।" Ask and it shall be given। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে বলিয়াছি, তোমার দৃঢ়তা ও কার্যশক্তি দেখিবার জন্য। সামান্য বিষয় দেখিয়াই বিশেষভাব উপলব্ধি করা যায়। A straw best shows how the wind blows। এই আর কি! আমার কলিকাতা আসার শীঘ্র কোন সম্ভাবনা নাই। শরৎ মহারাজ শীঘ্রই যাইবেন। তাঁহারা ভাল আছেন। আমার শরীর ভাল নয়। একরূপ চলিয়া যাইতেছে। আমার শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৯৪) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ১৬।১।২০

শ্রীমান রমেশ,

তোমার ১২ই তারিখের পত্র কাল পাইয়াছি। পূর্বে দুইখানি পত্র কবে কি জন্য লিখিয়াছিলে এবং আমি তার উত্তর দিয়াছি কি না অথবা কি উত্তর দিয়াছি মনে নাই। যাহাই হ'ক, তোমার এই পত্রের উত্তর দিতেছি। কিন্তু পত্র আমাকে না লিখিয়া স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে যদি তুমি লিখিতে, তাহা হইলে অনুরূপ হইত; কারণ 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে'র তিনিই গ্রন্থকার, সুতরাং সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা জানিবার তাহা তিনিই ভালরূপে বুঝাইতে পারিতেন। তথাপি আমি এবার যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র কোন্ স্থল কিরূপ ভাবে লেখা আছে জানি না। তবে ঠাকুর বলিতেন, তাঁহার মুক্তি নাই। একথা তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি। এ মুক্তি নির্বাণ-মুক্তি, যাহাতে আর সংসারে আসিতে হয় না। জীবকোটিরাই সংসারদুঃখে জ্বালাতন হইয়া একেবারে ইহা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আর শরীর ধারণ করিতে চায় না, তাই নির্বাণ চায়। নির্বাণ অর্থ নিঃ=নাই, নাস্তি; বান=শরীর। শরীর না থাকা—ইহাই নির্বাণমুক্তি। যাঁহাকে পরদুঃখে কাতর হইয়া বারংবার তাহাদের হিতের জন্য এই সংসারে আসিতে হয়, তাঁহার নির্বাণ কিরূপে সম্ভবে? তাই ঠাকুর বলিতেছেন, তাঁহার মুক্তি নাই। আর ঠাকুর স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন, "যে রাম যে কৃষ্ণ সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ; কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" এর অর্থ এই যে, বেদান্তের অদ্বৈতমতে বলিয়া থাকে যে, জীব ব্রহ্ম এক। ইহার অর্থ কেহ কেহ করিয়া থাকেন যে, সকলেই রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি; তাঁহাদের বিশেষত্ব নাই। তাই পাছে স্বামীজী মনে করেন যে, সেইভাবে ঠাকুর বলিতেছেন—"যে রাম যে কৃষ্ণ সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ", সেইজন্য ঠাকুর উল্লেখ করিলেন, "তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" অর্থাৎ তাঁর ঈশ্বর-চৈতন্য, জীব-চৈতন্য নহে। অদ্বৈতমতে জীব সাধন, ভজন, সমাধি প্রভৃতি দ্বারা অজ্ঞান দূর করিয়া ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও জীব ঈশ্বর হইতে পারে না। ঈশ্বর যিনি তিনি চিরদিনই ঈশ্বর। তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া জীবের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও ঈশ্বরই থাকেন, কখন জীব হন না। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"*—ঠাকুরও সেইরূপ বলিতেছেন, "তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" কৃষ্ণ যেমন বলিয়াছেন, তিনিও সেইরূপই বলিলেন।

আমার diabetes (বহুমূত্র) পূর্বের মতই রহিয়াছে—কিছুই ভাল হয় নাই। শীঘ্র কলিকাতা যাইবার সম্ভাবনা নাই। শরৎ মহারাজ এখন এইখানে আছেন ও শীঘ্রই কলিকাতা যাইবেন। তিনি ভাল আছেন। অন্যান্য সমস্ত কুশল। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৯৫) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ১৯।৯।২০

প্রিয় সুরেন,

এইমাত্র তোমার পত্র পাইলাম। দ্বিজেনের পত্রে তোমাদের ব্রহ্মচর্য-গ্রহণ সংবাদ পূর্বেই পাইয়া কত যে আনন্দিত হইয়াছি তাহা আর কি জানাইব। এখন প্রাণ ভরিয়া ব্রত পালন কর ও অন্যের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া তাহাদেরও জীবনগঠনে সাহায্য কর। প্রভু এ বিষয়ে তোমাদের সহায় হউন, তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা। সম্প্রতি তোমার পূর্বারব্ধ কার্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা ও যত্ন করিয়া সফলমনোরথ হইতে পারিলে যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কানাই ব্রহ্মচারীকে আমি বেশ জানি। সে যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে তোমাকে এ কার্যে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস হয়। শরৎ মহারাজ আগামী কল্য এখান হইতে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। তুমি তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিও। অটল মিত্র কে আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ইনি কি পুরীর অটল মৈত্র? আমি তাঁহার সহিত তোমার আশ্রম সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়াছি বলিয়া মনে

---

* "হে পরন্তপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সেই সকল জানি; কিন্তু তুমি জান না। আমি জন্মরহিত, অলুপ্ত-জ্ঞান-শক্তি-স্বভাব এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও সমস্ত জগৎ যাহার বশীভূত আমার সেই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে বশীভূত করিয়া স্বীয় মায়াদ্বারা দেহধারণ করি।"—গীতা, ৪।৫-৬

পড়িতেছে না। যাহা হউক মহারাজদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে তোমার কার্যের সুযোগ ও সুবিধা হয় তাহা করিবে। আমার শরীর বেশ ভাল নাই, কোনওরূপে চলিয়া যাইতেছে মাত্র। শরৎ মহারাজেরা সব ভাল আছেন। গতকল্য স্বামীজীর জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে, খুব আনন্দ হইয়াছিল। অন্যান্য সংবাদ কুশল। তোমাদের কুশল সর্বদা প্রার্থনীয়। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে এবং আশ্রমের সকলকে জানাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৯৬) শ্রীহরিঃ শরণম্ *কাশী, ২৫।১।২০

প্রিয় বিহারীবাবু,

আপনার ২২শে তারিখের পোস্টকার্ড গতকল্য পাইয়াছি। আপনি মেদিনীপুরে যাইয়া নূতন কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। প্রভুর কৃপায় আপনার শরীর ও মন স্বচ্ছন্দ থাকুক, তাঁহার নিকট আমাদের এই একান্ত প্রার্থনা। আমার শরীর বেশ ভাল থাকে না। সম্প্রতি কবিরাজী চিকিৎসা করাইতেছি। খাইবার ঔষধ পাঁচন, পায়ে লাগাইবার প্রলেপ প্রভৃতি অনেক রকম চলিতেছে। উপশমবোধ এখনও কিছু হয় নাই। দেখা যাক, প্রভুর ইচ্ছায় পরে কিরূপ হয়। শরৎ মহারাজ কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা শীঘ্রই কলিকাতা আসিতে পারেন। শ্রীস্বামীজীর জন্মোৎসব মহানন্দে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শরৎ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন—আনন্দের মাত্রাও তাই বৃদ্ধি হইয়াছিল, দুই মাস এক সঙ্গে খুব আনন্দেই কাটিয়াছিল। বেলুড় মঠের উৎসব-সংবাদ পাইয়াছিলাম। *ভুবনেশ্বরে মহারাজ বেশ আনন্দে আছেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। এখানকার উভয় আশ্রমের সকলেই ভাল আছে। জ্বর-জারি অল্প-স্বল্প আছে। অন্যান্য সমস্ত কুশল। আপনি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালবাসাদি জানিবেন। কিমধিকমিতি।

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৯৭) *কাশী, ১৩।২।২০

প্রিয় সী—,

তোমার ১৮ই ডিসেম্বরের পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। আমার শরীর বেশ ভাল নাই, কোনও প্রকারে চলিয়া যাইতেছে। তোমার প্রশ্ন বেশ পরিষ্কারভাবে

বোঝা যায় নাই। যেরূপ আভাস পাইয়াছি তাহারই যথাজ্ঞান উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছি।

বেদান্ত—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই তিন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জগৎকে মিথ্যা বলে না, সত্যই বলিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বর এই তিন নিত্য ও সত্য। তবে প্রকৃতি ও জীব কখনও প্রকাশ, কখনও অপ্রকাশভাবে থাকে, একেবারে মিথ্যা হয় না। এই মতে সাজুয্যাদি মুক্তি স্বীকার করে। ইহাতে নির্বাণ মুক্তি নাই। নাই বলা অপেক্ষা এই মতাবলম্বীরা নির্বাণ মুক্তির প্রার্থী নহে, এইরূপ বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়। ইহারা সংসারকে দুঃখময় স্বীকার করিলেও ঈশ্বর কৃপায় দুঃখ নিবৃত্ত হইয়া সুখময় হইতে পারে, এই কথা বলিয়া থাকেন। আর যাঁহারা এই সংসারকে কেবলই দুঃখময় জানেন, তাঁহারা দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য নির্বাণ লাভের চেষ্টায় জগতের সহিত সকল সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়া কেবল মাত্র অদ্বৈত জ্ঞান অবলম্বনে অবস্থান করেন এবং শরীর পাতের পর ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া চিরদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করেন। ইঁহাদের মতে জগৎ অসৎ। ইঁহাদের জন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"ন স পুনরাবর্ততে।" আমাদের ঠাকুরও একসময় অভেদানন্দ স্বামীকে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। যিনি গীতায় আপনাকে "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্" বলিয়াছেন! তিনি এ সম্বন্ধে উদ্ধবকে ভাগবতে কিরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এখানে আলোচনা করিলে আমাদের বিষয় বেশ স্পষ্টিকৃত হইবে, এই বিবেচনায় আমি তাহার উদ্ধার করিতেছি। তিনি বলিতেছেন,

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিবিৎসয়া
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চনোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ।"

তাহার পক্ষে কোন যোগ উপযোগী সেই সম্বন্ধে বলিতেছেন—"নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগোন্যাসিনামিহ কর্মসু। তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥" তারপর "সৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে। ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্যাসিদ্ধিদঃ॥" ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, যাঁহাদের মন বিষয় হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে তাঁহাদের জন্যই জ্ঞানযোগ, যাহার ফলে সংসার নিবৃত্তি. অপুনরাবৃত্তি বা নির্বাণ লাভ হয় এই মতে "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" না

হইয়াই পারে না। কিন্তু যাঁহাদের জগতে অল্পবিস্তর আসক্তি আছে, তাঁহারা জগৎ মিথ্যা বলিবেন কিরূপে? ইঁহারা জগৎকে ঈশ্বরের বিভূতি জানিয়া অসৎ বলেন না। কেবল ইহার অবিদ্যাভাগ ত্যাগ করিয়া বিদ্যা অংশ গ্রহণ করেন ও নির্বাণ প্রয়াসী হন না। ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু অন্য বিশেষ নিয়মও আছে। অর্থাৎ জ্ঞানলাভ দ্বারা নির্বাণের অধিকারী হইয়াও কেহ কেহ নির্ব্বাণ গ্রহণ করেন না, পরন্তু অহৈতুকী ভক্তি আশ্রয় করতঃ শরীর গ্রহণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারাই ভাগবতে "আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যরুক্রমে কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের সংসার বাসনা নাই। ইঁহারা ভগবানের লীলার সহচর। স্বামীজী এইরূপ জীবন্মুক্ত ভাবের কথা তাঁহার বক্তৃতায় অনেকবার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনি আপনার সম্বন্ধে মুক্তি তুচ্ছ করিয়া লোকহিতের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম স্বীকার করিতে আগ্রহ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই ভাব লাভ করিবার জন্য ঠাকুর "বুড়ী ছুঁয়ে ফেলা", "খুঁটি ধরে ঘোরা", "পরশ পাথর ছুঁয়ে সোনা হওয়া", "দুধ থেকে মাখন তুলে জলে ফেলে রাখা" প্রভৃতি অনেক ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই অবস্থা লাভ করিয়াই ভক্ত সোৎসাহে প্রার্থনা করিয়াছেন, "কীটেষু বৃক্ষেষু সরীসৃপেষু, রক্ষঃপিশাচেষ্বপি যত্র তত্র। জাতস্য মে ভবতু কেশব তৎ প্রসাদাৎ, ত্বয্যেব ভক্তিরচলাঽব্যভিচারিণী চ॥" তবেই দেখা গেল, অবিদ্যা ত্যাগ সকলকেই করিতে হইবে। অবিদ্যার সংসার কাহারও থাকিতে পারে না। আর অজ্ঞান, দৃষ্টিদোষ প্রভৃতি যাহার উল্লেখ তুমি তোমার পত্রে করিয়াছ, তাহাতো সকলেরই স্বভাবগত ও স্বানুভবসিদ্ধ, এবং ইহার নামই তো অবিদ্যা। ইহা থাকিতে জ্ঞানভক্তি হইতেই পারে না। অতএব জগৎ ব্রহ্মের বিকাশ, এই বোধ কিরূপে সহসা উদয় হইতে পারে? "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বোধ করিতে হইলে জগৎভাব ত্যাগ করিতেই হইবে। ত্যাগ না করিলে জ্ঞান অথবা ভক্তি কিছুরই উদ্ভব হইতে পারে না। প্রথমে ত্যাগ দ্বারা জ্ঞান অথবা শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া তারপর আবার দেহ ধারণ অথবা নির্বাণ লাভ যাহা অভিরুচি করিতে পারা যায়। তথাপি নির্বাণ লাভ অপেক্ষা প্রভুর সহচর হইয়া "বহুজন হিতায়" দেহধারণ শ্রেষ্ঠতর। ইহাই যে ঠাকুরের ও স্বামীজীর শিক্ষা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতরমত অর্থাৎ যাহাতে সংসারে কিছুই ছাড়িতে হইবে না। সমস্তই ইচ্ছামত সম্ভোগ করিয়া সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন—ব্রহ্মজ্ঞান অনায়াস লভ্য বলিয়া কথিত হয়, তাহা শুনিতে মধুর ও

লোভনীয় হইলেও শ্রুতি, যুক্তি ও মহাপুরুষদিগের অনুভূতি বিরুদ্ধ বলিয়া আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। আমি ঠাকুরের নিকট একসময় এক-জনকে "সংসার সত্য" এই সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছিলাম। সকল শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, "রাম, সাদা কথায় বল না কেন যে, তোমার এখনও আমড়ার অম্বল খাইবার ইচ্ছা আছে, অত বৃথা তর্ক যুক্তির প্রয়োজন কি?" ইহা হইতে প্রবলতর ও অকাট্য উত্তর আর কি হইতে পারে? বাস্তবিক ভিতরে আসক্তি থাকিলে সংসার ত্যাগে ভয় হয়; কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া সংসারাসক্তি ত্যাগ না করিয়াও ভগবান লাভ হইতে পারে, এই কল্পনা করা মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক দুর্বলতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুবিরূঢ় মূল সংসার বৃক্ষ "অসঙ্গ-শস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্ত্বা। ততঃ পদং তৎ পরি-মার্গিতব্যং", ভগবানের এই উপদেশ কিছুতেই ব্যাহত হইবার নহে। যাহারা এইরূপ ত্যাগমূলক শত শত শাস্ত্রীয় উপদেশ অমান্য করিয়া আপন আসক্তি-বশে সংসারকে সার বলিয়া গ্রহণ করে এবং অভ্রান্ত বেদরাশির সিদ্ধান্ত ত্যাগ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাদের কার্য অসমসাহসিক হইলেও সে সমীচীন নহে, ইহা বলা অনাবশ্যক মাত্র। যদি ভবিষ্যতে পারি আবার এ বিষয়ে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আজ এই পর্যন্ত। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(১৯৮)* শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ শরণ কাশীধাম, ২রা মার্চ, ১৯২০

প্রিয় খ—মহারাজ,[১]

আপনার ১৭ই তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়া পরমপূজনীয় মহারাজ* প্রীতি লাভ করিলেন। আপনার প্রশ্নগুলি শুনিয়া যাহা বলিলেন তাহাই আপনাকে লিখিয়া দিতেছি।

জ্ঞান দুই প্রকার হয়—(১) স্বসংবেদ্য ও (২) পরসংবেদ্য। স্বসংবেদ্য জ্ঞান —স্বয়ং উপলব্ধির দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা যথার্থ হয় এবং শাস্ত্রবাক্য ও

১ পত্রখানি অপরের লিখিত হইলেও স্বামী তুরীয়ানন্দজীর নির্দেশে লিখিত ও তথ্য-পূর্ণ বলিয়া এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইল।

* স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ

জীবন্মুক্তের লক্ষণ মিলাইয়া লইতে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় না। স্বয়ং সে অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়াতে বহির্দৃষ্টিতে অসামঞ্জস্য থাকিলেও অন্তরে সমভাব বিদ্যমান থাকায় উপলব্ধির বিষয়ের কোনপ্রকার ব্যতিক্রম উপস্থিত হয় না। পরসংবেদ্য জ্ঞান—শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে, তাহা বহির্লক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ও স্বয়ং উপলব্ধি না করিতে পারায় স্বরূপজ্ঞান বা জীবন্মুক্তের অবস্থা ঠিক ঠিক জানিতে পারে না। বালককে যেমন রমণসুখ বুঝানো যায় না এবং বয়সে যেমন বুঝিতে পারে, সেইরূপ সাধকের অবস্থা। শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা রাখিয়া কালে সাধনানন্তর ঐ অবস্থা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাকে বেদান্তে আছে, কুমারীমহলের কোন বালিকা স্বামিগৃহ হইতে সদ্যো-বিবাহের পর প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তাহার অবিবাহিতা বালিকা-সখীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামিসুখ কি প্রকার?" সে বলিল, "খুব সুখ"; কিন্তু অপর বালিকারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। ইতিমধ্যে আর এক নব-বিবাহিতা বালিকা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের প্রশ্নের বিষয় জানিল এবং স্বামিসুখ বুঝিতে পারিয়া একটু হাসিল; কিন্তু অপরেরা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সুতরাং যিনি অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই যথার্থরূপে বুঝিতে পারেন এবং অন্যে সেইরূপ পারে না, কেবল আন্দাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কোনকালে নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। এখন আপনার ১ম প্রশ্নের উত্তরে পূঃ মহারাজ বলিতেছেন—জীবদ্দশায় জ্ঞানলাভ বা স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠানহেতু ভূত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন বন্ধনকারণ না থাকায় তাঁহারা জীবন্মুক্ত বা ব্রহ্মবিদ্‌ আখ্যা প্রাপ্ত হন। প্রারব্ধবশে শরীরসম্বন্ধ থাকায় শরীরের ধর্ম বলিয়া গুণস্পর্শে apperently (বাহ্যদৃষ্টিতে) প্রিয়-অপ্রিয় বস্তুপ্রাপ্তিতে আনন্দিত ও উদ্বিগ্ন দেখায় বটে, কিন্তু অন্তরে স্ব-স্বরূপের জ্ঞান হওয়ায় সাম্যভাবের বিচ্যুতি ঘটে না। সুতরাং গীতোক্ত "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" * প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত অবস্থার কোন ব্যতিক্রম হয় না। আপনি যে উহার তাৎপর্য দিয়াছেন, এক রকম তাহাই বটে। নিত্যানিত্য বস্তুর জ্ঞান হওয়ায় জীবন্মুক্ত পুরুষের অন্তরে অনিত্য বস্তুতে তাদাত্ম্যভাব উপস্থিত হয় না; কিন্তু সাধারণ জীবে

---

* "দুঃখে অনুদ্বেগ এবং সুখে নিঃস্পৃহ"। —গীতা, ২।৫৬

তাদাত্ম্যভাব থাকায় 'আমি-আমার'-রূপ অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেন।

অজ্ঞানই বন্ধন ও জ্ঞান মুক্তি; সুতরাং জ্ঞান-উদয় হইলেই জীবন্মুক্তি ছাড়া আর কি বলা যাইবে? সাধকের অবস্থাভেদে ১ম হইতে ৭ম ভূমি পর্যন্ত বিভাগ 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে' † বর্ণিত আছে—১ম হইতে ৩য়, সাধকভূমি কহে; আর ৪র্থ হইতে ৭ম, জ্ঞানভূমি। জীবন্মুক্তির অবস্থা ৪র্থ ভূমি—স্বপ্নাবস্থা বলে; তখন সমস্ত জগৎ মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু চিত্ত বিশ্রান্তিলাভ করে নাই। ৫ম ভূমি —সুষুপ্তিঅবস্থা বলে; সর্ববৃত্তিশূন্য হইয়া চিত্ত বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছে এবং সমাধি হইতে স্বয়ং ব্যুত্থিত হইতে পারে। সুতরাং উভয় ভূমির মধ্যে বিশেষ রহিয়াছে বুঝিতে পারা যাইতেছে। ৬ষ্ঠ ভূমি—৫ম ভূমির গাঢ়ত্বপ্রাপ্তে যোগী পরপ্রচেষ্টায় ব্যুত্থিত হন; ইহাকে গাঢ় সুষুপ্তি কহে। ৭ম ভূমি—তুরীয় অবস্থা; তখন পরপ্রচেষ্টা দ্বারাও ব্যুত্থিত হন না, সর্বদা তন্ময় ও পরিপূর্ণানন্দে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। প্রারব্ধ-বলে ততদিন শরীর থাকে মাত্র। সাধারণ যোগী এই অবস্থা হইতে প্রত্যা-বর্তন করিতে পারেন না; কিন্তু অবতারকল্প পুরুষ ঈশ্বরেচ্ছায় জগৎ-কল্যাণার্থে 'আমি-আমার'-রাজ্যে নামিয়া আসেন; ঠাকুর যেমন বলিতেন—৬ষ্ঠ ও ৭ম ভূমিতে ও আরও নীচে আনাগোনা করিতে পারেন এবং 'আমি ভক্ত' বা 'আমি জ্ঞানী' এইরূপ সৎ বাসনা নিয়া থাকেন।

যদিও ইহা মহারাজের ন্যায় স্বসংবেদিতের ব্যাখ্যান, তথাপি আমার ন্যায় পরসংবেদিতের medium এর (মাধ্যমের) দ্বারা second-hand (পর-কথিত) হইয়া আপনার নিকট পৌঁছাইতেছে—এখন আপনি যেমন বোঝেন। মহারাজের আশীর্বাদাদি জানিবেন। মহারাজ পূর্বের ন্যায়ই চলিতেছেন, পায়ের বেদনার কোন প্রকার উপশম দেখা যাইতেছে না এ পর্যন্ত। গরম পড়িয়া আসিতেছে। এখন হইতেই ফুসকুড়ি দেখা দিতেছে। এখন গরমে কোথাও পরিবর্তনে যাইবেন কি না কিছুই ঠিক হয় নাই। যদি হয়ত শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা। আশা করি আপনি ভাল থাকিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-

---

† 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' ১২০ সর্গ, ১-১৩ শ্লোক

তিথি-উৎসব গত মঙ্গলবার সুন্দর সম্পন্ন হইয়া গেল। আপনি আমাদের প্রণামাদি জানিবেন। ইতি—
দাস শ্রীধ্রুবেশ্বরানন্দ

(১৯৯) শ্রীহরিঃ শরণম্ ৺কাশী, ৫।৩।২০

প্রিয় সুরেন,

তোমার ২রা মার্চের পোষ্টকার্ড ও ষ্টুডেন্ডস্ হোমের প্রথম বাৎসরিক রিপোর্ট পাইয়া প্রীতিলাভ করিলাম। প্রভুর কৃপায় হোমের উন্নতি হইলে বিশেষ আনন্দবোধ করিব। রিপোর্ট পড়িয়া খুব ভাল লাগিয়াছে। আমার শরীর একরূপ চলিতেছে, বেশ স্বচ্ছন্দ নহে। শিবরাত্রির পর ৮।১০ দিন আমাশায় কষ্ট পাইয়াছিলাম। ৪।৫ দিন হইতে সেটা সারিয়া গিয়াছে। আর পেটের গোল নাই। তোমার ব্রহ্মচর্যগ্রহণ পূর্বেই অবগত হইয়াছিলাম। অনঙ্গের কথাও শুনিয়াছি। দুইজন ব্রহ্মচারী মায়াবতী গিয়াছে। তাহাদের নিরাপদে তথা পেঁছিান সংবাদও পাইয়াছি। ভগবদ্‌কৃপায় তোমরা সকলে আপনাপন উদ্দেশ্য সফল করিয়া জীবন ধন্য ও জগতের কল্যাণ সাধন কর, ইহাই তাঁহার নিকট আমাদের আন্তরিক নিবেদন ও প্রার্থনা। তোমার ইচ্ছা অতীব সাধু। প্রভু তোমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। ভাব সর্বদা একরূপ থাকে না। তবে ক্রমে উঠা নামার মধ্য দিয়াই স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়। ইহার জন্য চিন্তিত হইবে না। লাগিয়া থাকিবে, তাহা হইলেই ঠিক হইয়া যাইবে। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২০০) শ্রীহরিঃ শরণম্ ৺কাশী, ৩১।৩।২০

প্রিয় সুরেন,

গতকল্য তোমার পোষ্টকার্ড পাইয়া সুখী হইয়াছি। গরমের ছুটিতে তোমার এক মাসের জন্য ৺ভুবনেশ্বরে অথবা ৺কাশীতে আসিবার ইচ্ছা আছে জানিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। কেদার বাবাকে তোমার পত্রমর্ম জানাইলে তিনিও আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গরমের সময় এখানে অত্যন্ত গরম হয়—এই যা অসুবিধা, নতুনা আর কোনও অসুবিধা হইবে না। তুমি এখানে আসিলে আমরা বিশেষ প্রীত হইব। আমার উদরাময়ের মত হইয়া মধ্যে কিছুদিন কষ্ট পাইয়াছিলাম। এখন সেটা আর নাই। কিন্তু প্রস্রাবের পীড়া

ও আনুষঙ্গিক পায়ের ব্যথা ও ফুলা প্রভৃতি সকলই পূর্বের মত আছে। কেদার বাবা, বুড়ো বাবা, অমূল্য মহারাজ এবং উভয় আশ্রমের সকলেই ভাল আছে। তুমি আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে ও অন্য সকলকে জানাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২০১) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ৮।৪।২০

শ্রীমান্—,

অনেক দিন পরে কাল তোমার একখানি পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। তুমি এখন ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। পত্রে তোমার পুরা নাম ও ধাম অর্থাৎ ঠিকানা লিখিতে কার্পণ্য করিয়াছ কেন? আমার শরীর ভাল নেই। খুব খারাপ হইয়াছে। মহারাজের সংবাদ ভুবনেশ্বর হইতে পাইয়াছি। তিনি ভাল আছেন জানিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। শ্রীশ্রীমার আবার জ্বর হইতেছে এ সংবাদে আমরা বিশেষ দুঃখিত তথা চিন্তিত হইয়াছি। একটু ভাল আছেন জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।...পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই মুক্ত হইবে। পরীক্ষা ত জীবন-ভরই চলিবে। সুতরাং মুক্তি জীবনমুক্তি হওয়ার প্রয়োজন। প্রভুর কৃপায় সকলই সম্ভব। কিছুই অসম্ভব নহে। মাস্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমার নমস্কার ভালবাসা জানাইবে।

এখানকার অন্য সমস্ত কুশল। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২০২) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ১০।৪।২০

প্রিয় নির্মল,

তোমার ৭ই তারিখের পত্র গতকল্য পাইয়াছি। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। ভরত এখানে আসিয়া চার পাঁচ দিন ছিল। গতকল্য মায়াবতী যাত্রা করিয়াছে। জিতেন বোধ হয় মায়াবতী ফিরিয়া থাকিবে। তাহাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাদি জানাইবে [।] তুমি এখানে থাকায় রোজ বেশ ভাল কথাবার্তায় আনন্দ হইত। [...] মহারাজ বা অন্য কেহ কিছুরই কারণ নহে সকলের মূলে তিনি বিদ্যমান। তাঁহা হইতেই সকল প্রসৃত হইতেছে। "যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী" তাঁহাকে ভুলিবে না।

তাঁহাতেই দৃষ্টি রাখিবে। তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে আর কাহারও অসন্তোষের ভয় ভাবনা থাকে না। বাহিরের কারণাদি বড় দেখিবে না; ভিতরে সমস্ত দেখিতে অভ্যাস করিবে। "তেরা প্রীতম তুঝ্‌মে দুসমন ভি-তুঝমাহি" আত্মৈব হ্যাত্মনো রিপুঃ। "আত্মৈবেদং সর্ব" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"। এসব খালি পুস্তকে থাকিলে চলিবে না। সব আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। এখনই করিতে হইবে। Now or never

আমার শরীর যেমন দেখিয়া গিয়াছ সেইরূপই আছে। বরং তাহার চেয়ে আরও খারাপই হইয়াছে [।] এখন আর ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারিনা। অতিশয় দুর্বল বোধ করিতেছি। গরম এখনও তত বেশি হয় নাই। কিন্তু আর দেরি নাই। শীঘ্রই খুব গরম পড়িবে। কল্যাণ অত্যন্ত আগ্রহ করিতেছে। শরৎ মহারাজ ভুবনেশ্বরে আসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। কেদার বাবা প্রভৃতির ইচ্ছা আমি এইখানেই থাকি। প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহাই পূর্ণ হইবে। সকলে আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২০৩) কাশী, ১১।৪।২০

কল্যাণবরেষু,

তোমার ৮।৪।২০ তারিখের পত্র গতকল্য পাইয়াছি। তুমি নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছ ও ভাল আছ জানিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। শরীর আমার খুব খারাপ যাইতেছে। পায়ের ফুলা ও বেদনা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এখন আর ইচ্ছামত চলা-ফেরা করিতে পারিতেছি না। দুর্বলতাও অধিক অনুভব করিতেছি। সুনিদ্রা হইতেছে না। হজমশক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। ঔষধ আর বড় খাই না। অনেক ঔষধ খাইলাম, উপকার বোধ তো কিছুতেই করিলাম না। তুমি যে চিকিৎসার কথা লিখিয়াছ তাহা নূতন নহে। পাঁচ বৎসর পূর্বে আমি উহা চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিলাম। ইচ্ছামত ফল লাভ হয় নাই। কোন চিকিৎসাই সকলের পক্ষে সমান উপকার করে না। ইহাতে কাহারও কাহারও উপকার হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে যখন হরিদ্বারে ছিলাম একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তিনি নিজে এই চিকিৎসায় বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন ও অন্য অনেকের উপকার

হইতে দেখিয়াছিলেন। আমার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় হওয়ায় আমাকেও তিনি ইহা চেষ্টা করিয়া দেখিতে বলেন। হরিদ্বারের Charitable Dispensary-র Asst. Surgeon-এর সহিত আমাদের উভয়েরই আলাপ ছিল। তাঁহাকে আমি ঐ সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও ইহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সমস্ত পরীক্ষা করিবার ভার লইয়াছিলেন। সকল বন্ধু-বান্ধবের অমতে আমি তিনদিন উপবাস করিয়া দেখিয়াছিলাম। ইহাতে প্রস্রাবে চিনি একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। প্রতি আউন্সে তখন ৩২ গ্রেণ সুগার থাকিত। উপবাসের ফলে তাহা একেবারে পাঁচ কি সাত গ্রেণে আসিয়াছিল। কিন্তু albumin খুব বেশী করিয়া দেখা দিল, যাহা পূর্বে অত্যন্ত কম ছিল অথবা বোধ হয় মূলেই ছিল না। ডাক্তার ও সেই ভদ্রলোকটি ইহাতে ভীত হইলেন এবং আমার পক্ষে ওরূপ চিকিৎসায় উপকার হইবে না, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। গত পূর্ব বৎসর কলিকাতার Dr. Mackay সাহেবে Vegetable Diet চিকিৎসা করিতেছিলেন। দুই তিনটি বন্ধু ইহাতে বেশ উপকার পাইলেন এবং আমাকেও তাঁহাদের মত আহারাদি করিতে অনুরোধ করায় সেইরূপ করিলাম। Sugar কিছু কমিল বটে কিন্তু অতিশয় দুর্বল করিয়া দিল এবং কিছুদিন পরে আবার sugar বাড়িতে লাগিল। এইরূপ অনেক প্রকার চিকিৎসা ও উপায় অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই আশানুরূপ ফল পাই নাই। সুতরাং এখন আর কোন চিকিৎসাই করাইতে ইচ্ছা নাই। আহারের regulation করিলে কিছুদিনের জন্য অল্প উপকার কখনও কখনও হয় দেখিয়াছি। এখন সেইরূপ করিবারই ইচ্ছা হয় এবং তাহা করিয়াও থাকি। তাহাতে যেমন হয় হইবে এইরূপই স্থির করিয়াছি।

যে পুস্তকের জন্য লিখিয়াছ তাহার জন্য চেষ্টা করিব এবং যদি পাই পড়িয়া দেখিব। Major B. D. Basu-র একখানা পুস্তিকা আছে, পড়িয়াছি। তিনিও আহার সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছেন দেখিয়াছি। কিসে কি হয় নিশ্চয় নাই। যাহার যাহাতে উপকার হয় তাহাই ভাল। —প্রত্যহ না হইলেও প্রায়ই এখানে আসিয়া থাকেন। তোমাদের সাধুদর্শনের গল্প তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া খুব প্রীত হইয়াছি। তাঁহাদের কলেজের পরীক্ষা চলিতেছে, সেজন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হয়। আর দিন কুড়ির মধ্যে কলেজ বন্ধ হইবে। তখন এক মাসের জন্য হিমালয় বাস করিয়া পরে দেশে যাইবেন এইরূপ স্থির

আছে।—লোকটি অতি সুন্দর বই কি? তাহার শরীর মন্দ নাই। এখানকার উভয় আশ্রমের প্রায় সকলেই ভাল আছে। জ্বর, বসন্ত কাহারও কাহারও হইতেছে বটে, তবে প্রভুর কৃপায় এ পর্যন্ত সহজেই সারিয়া যাইতেছে। অন্যান্য সংবাদ কুশল। তোমার কুশল সর্বদাই প্রার্থনীয়। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২০৪)

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম*
লাক্‌সা, বারাণসী, ১৫।৪।২০

প্রিয় বশী (বশীশ্বর সেন),

তোমার ১১ই এপ্রিল তারিখে লিখিত পত্রখানা পেয়েছি, ধন্যবাদ। জেনে খুব খুশী হলাম, তুমি ইস্টারের ছুটির দিনগুলি মহারাজের সঙ্গে ভুবনেশ্বরে পরম আনন্দে কাটিয়েছ। স্বামী সারদানন্দ পূর্বেই আমাকে সেখানকার মঠের পরিবেশ ও অবস্থার কথা জানিয়েছেন; তোমার পত্রেও সে-সব কথা জেনে আনন্দিত হয়েছি। মহারাজ সেখানে পরমানন্দে দিব্যভাবে স্বস্থ হয়ে ও সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ছিলেন জেনে কতই না সুখী হয়েছি! ভক্তদের অপ্রীতিকর হস্তক্ষেপে ব্যাহত না হওয়া আপন মনের আনন্দ ও স্বাধীনতা যেন তিনি উপভোগ করিতে থাকেন—এই প্রার্থনা। ভুবনেশ্বর মঠের নতুন পাকা বাড়ি তৈরির সব কৃতিত্ব তুমি অমূল্যকে দিচ্ছ—এটা ঠিক ঠিক তারই প্রাপ্য, কারণ সে নাম-যশের কোন আকাঙ্ক্ষা না রেখে সফলতালাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। বিরুদ্ধ বা অনুকূল সমালোচনায় সে কোনরূপ মনঃক্ষুণ্ণ হয় না। সেই কাজে অমূল্য নিজেকে কর্মযোগী বলে প্রমাণিত করেছে। সে মহারাজের আশীর্বাদই চায় আর মহারাজের আশীর্বাদ পেয়েছেও যথেষ্ট; তাতেই তার পরিপূর্ণ আনন্দ। এখানে সম্প্রতি কবিরাজী চিকিৎসায় সে কিছুটা ভাল আছে। তোমার চিঠি সে পেয়েছে এবং শীঘ্রই জবাব দেবে। দুঃখের বিষয় আমার স্বাস্থ্য বর্তমানে তত ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়; তাঁর বিধান মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট আছি। তুমি বলেছ, গত চিঠিতে আমি তোমায় লিখেছি যে আমাদের দ্রষ্টা হিসাবে থাকতে হবে; হাঁ সম্পূর্ণ সত্য কথা। এটা কেবল তোমার পক্ষে

---

* ইংরাজী হইতে অনূদিত

নয়, আমাদের সবারই জন্য। আমরা যদি ঠিক এভাবে থাকি, তাহলেই এ সংসারের মজা ও কৌতুক উপভোগ করতে পারি, অন্য কোন উপায়ে নয়। কিন্তু আমরা যা কিছু করি তার সাক্ষিস্বরূপ থাকা খুব কঠিন। আমরা কর্মের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে ফেলি এবং সুখ-দুঃখ অনুভব করি। মহামায়া যেন আমাদের সর্বদা তাঁর সান্নিধ্যে রাখেন এবং তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে মায়াপাশে বদ্ধ না করেন। আমি ধন্য হয়ে যাব যদি জগজ্জননীর কৃপায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি যথার্থ সাক্ষিরূপে কাটাবার সুযোগ লাভ করতে পারি।

তোমাদের সকলেরই মায়ের সন্তান ও স্বামীজীর ঠিক ঠিক একনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে নিজেদের স্বার্থ অথবা সম্পদলাভকে গ্রাহ্য না ক'রে বহুজনহিতায় জীবন উৎসর্গ ক'রে বীরের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত—যেহেতু স্বয়ং জগজ্জননী তাদেরই ভার নেন যারা তাঁর আর্ত ও সাহায্যপ্র্যার্থী সন্তানদের মঙ্গলের জন্য ব্রতী থাকে। অচিরেই ইহা কর্মে রূপায়িত হোক—এই আমার ইচ্ছা।

আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা সতত জানবে। শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২০৫) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ১৭।৪।২০

শ্রীমান্—,

তোমার ১৫ই তারিখের পোষ্টকার্ড আবার গতকল্য পাইয়াছি। শ্রীশ্রীমার শরীর অসুস্থ জানিয়া বিশেষ দুঃখিত ও চিন্তিত হইলাম। প্রভুর কৃপায় শীঘ্র ভাল হইলে সকলেরই আনন্দ ও কল্যাণ হইবে। এ সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব। আমার শরীর সেই একরূপই আছে, কিছুই উন্নতি হইতেছে না। আবার লাটু মহারাজের শরীর বিশেষ অসুস্থ হওয়ায় আমরা সকলে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। প্রভুর ইচ্ছায় কি যে হইবে তিনিই জানেন। এখানেও গরম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেবাশ্রমের অনেক সেবকই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। জ্বর বসন্ত influenza খুব প্রবল হইয়াছে। তবে ঈশ্বরের কৃপায় সহজেই সারিয়া যাইতেছে। অন্যান্য সংবাদ একরূপ কুশল। তুমি আমার শুভেচ্ছা ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২০৬) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ১৯।৪।২০

শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র,

তোমার ১লা বৈশাখের একখানি পত্র হস্তগত হইয়াছে। আমার শরীর এখন ভাল নাই; তাই তোমার পত্রের যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম নহি। মনের সংশয় পত্র বা পুস্তক পড়িয়া দূর হইবার নহে—কাজ করিতে হয়। যথাশাস্ত্র অথবা যথোপদেশ কার্য করিতে করিতে হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইলে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে। তখনই সংশয়াদির নিরাস হয়। "তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥"*—এই কথাই ভগবান অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন। উঠিয়া যোগ করিতেই, অর্থাৎ শাস্ত্র-বিধি পালন করিতেই বলিয়াছেন। জ্ঞানাসির দ্বারা সংশয়ছেদ করিতে হয়, কেবল উপদেশ দ্বারা তাহা হয় না—ক্রিয়া করিতে হয় এবং করিতে করিতে সব ঠিক হয়। "হরিসে লাগি রহো রে ভাই, তেরা বনত বনত বনি যাই"—এই হচ্চে কথা। লেগে থাকতে হবে। উপাসনার ফল আছেই—যাহারই উপাসনা কর না। উপাস্যে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে হয়। "উপাসনা-ভেদে মাগো প্রধান মূর্তি ধর পাঁচ। পাঁচ ভেঙেগ যে এক করেছে, তার হাতে কেমন বাঁচ?" (রামপ্রসাদ), "কালী-ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।" (ঐ). "প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে, সেটা চাতরে কি ভাঙগব হাঁড়ি বোঝনারে মন ঠারে ঠোরে।"—এইরূপ আপন ইষ্টে নিষ্ঠা সকলেই দেখাইয়াছেন। তবে নিষ্ঠা করিবে করিবে বলিয়া মতুয়ারা বুদ্ধি না হয়, ঠাকুর ইহাই বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন। যার তার কথা শুনিতে নাই।

আপনার উপদেষ্টার আদেশমত কাজ করিয়া যাইতে হয় এবং তাহা হইতেই কার্যসিদ্ধি হয়। একমনে আপন পথে যাইতে হয়। কে কি বলিল, অথবা এদিক ওদিকে কি আছে তাহা শুনিলে বা দেখিলে কেবল কার্যহানি হয়, কোন উপকারই হয় না। "গ্রন্থ না গ্রন্থি"—ঠাকুর এই কথা বলিতেন। গ্রন্থি কি না

---

* "অতএব হে ভারত, অজ্ঞানসম্ভূত বুদ্ধিতে অবস্থিত এবং আত্মবিষয়ক এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মদর্শনের উপায়ভূত কর্মযোগ অবলম্বন কর এবং যুদ্ধার্থে উত্থিত হও।" —গীতা ৪।৪২

গাঁট। সব ছেড়ে "ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।"* ইহাই সার করিতে হয়। মুক্ত হইয়াও কেহ কেহ প্রভুর লীলাসহচর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিত্যমুক্ত। ভাগবতে তাঁহাদের সম্বন্ধেই "আত্মারামাশ্চমুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থং ভূতগুণো হরিঃ॥"†—এই কথা বলিয়াছেন। বেশ চিন্তাশীল হইবে এবং আপনি সকল কথা ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিবে। কিমধিকমিতি। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২০৭) শ্রীহরিঃ শরণং কাশী, ২১।৪।২০

শ্রীমান্ গুরুদাস,

তোমার ১৫ই তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। আশা করি, তোমার শরীর বেশ ভাল আছে। এখানে আমরা লাটু মহারাজকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। তাঁহার সংকটাপন্ন অসুখ। ডান পায়ে একটু ফোস্কা মত হয়। ডাক্তার তাহা অস্ত্র করিয়া দেয়। শরীর অত্যন্ত দুর্বল থাকায় রক্তের অবস্থা ভাল ছিল না। দু-তিন দিনের মধ্যেই ঘা বাড়িয়া যায়। এখন ৫।৬ দিন হইতে Gangrene দেখা দিয়াছে। ক্রমেই তাহা বাড়িয়া যাইতেছে। এখানকার সকল ভাল ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করা হইতেছে। সেবা-শুশ্রূষার কিছুই ত্রুটি হইতেছে না। কলিকাতা হইতে তাঁহার সেবকেরা অনেকে আসিয়াছেন। সেবাশ্রম হইতে অনেক সেবক সেবাকার্যে নিযুক্ত আছে। আমরা সর্বদা যাইয়া যথাসাধ্য তত্ত্বাবধান করিতেছি। অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাঁহাকে এখানে আসিবার জন্য রাজী করিতে পারি নাই। এখানে আনিতে পারিলে সেবার সকল রকম সুবিধা করিতে পারা যাইত। যাহা হউক, যতদূর সম্ভব চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না। এখন প্রভুর যেমন ইচ্ছা আছে হইবে।

---

* "হে কুরুনন্দন, এই নিষ্কাম কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়। অস্থির-চিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনন্তমুখী।" —গীতা, ২।৪১

† "শ্রীহরির গুণই এইরূপ যে, যে সকল মুনি সর্ব বন্ধনের অতীত ও আত্মারাম হইয়াছেন, তাঁহারাও উরুক্রম বিষ্ণুতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।" —ভাগবত, ১।৭।১০

বড় ব্যস্ত থাকায় তোমার পত্রের সদুত্তর দিতে পারিলাম না। আমার শরীর সেই পূর্ববৎই চলিতেছে। অন্যান্য সকলে ভাল। আস্‌রানি ভাল আছে। আর সমস্ত কুশল। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২০৮) শ্রীহরিঃ শরণম্ ৺কাশী, ২৪।৪।২০

শ্রীমান্—,

তোমার ২রা বৈশাখের একখানি পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই। কিই বা উত্তর দিব বুঝিতে পারি না। তোমরা এখন সকল বিষয় বুঝিতেছ—যাহা ভাল বিবেচনা কর করিবে। দুর্বলতা মানুষের স্বভাব। "আমি দুর্বল, আমি দুর্বল" বলিলে উহা চলিয়া যাইবে না বরং আমি কেন দুর্বল হইব, আমাকে সবল হইতেই হইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিলে মানুষ সবল হইতে পারে। বড় মহারাজের কথাই কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে, শুধু কথায় কিছু হয় না, কাজে করিলে তবে হয়। ঠাকুর বলিতেন, "সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে নেশা হয় না, সিদ্ধি আনিয়া বাটিতে হয়। পরে উহা খাইলে তবে আনন্দ হইয়া থাকে।" প্রার্থনা ঠিকমত হইতেছে না বলিলে চলিবে কেন? যাহাতে ঠিকমত হয় তাহাই করিতে হইবে, ইহাই উপদেশ। লাগিয়া পড়িয়া থাকিতে হয় অম্বল চাখা করিলে কাজ হয় না। ক্ষণিক উৎসাহের কাজ নহে, যাহাতে উহা চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয় তাহাই করিতে হয়। তুমি বালক নহ, তোমাকে আর বিশেষ করিয়া এসম্বন্ধে বলিতে হইবে না। যাহা দুর্বলতার কারণ মনে হইবে, তাহাই ত্যাগ করিবে। যাহাতে বল হয় বুঝিবে তাহাই সাদরে অবলম্বন করিবে, ইহা ছাড়া বলিবার কিছুই নাই।

গ্রীষ্মের ছুটিতে মঠে বা কলিকাতায় মহারাজদের সঙ্গ করিতে পারিবে। ৺কাশীতে অত্যন্ত গরম সহিতে পারিবে কিনা বলা কঠিন। এখানে রাসবিহারী বিমল রহিয়াছে। উভয়েই পানবসন্তে আক্রান্ত হইয়াছিল। রাসবিহারী অনেক দিন সারিয়াছে, বিমলও ২।১ দিনে আরোগ্য স্নান করিবে। আমার শরীর মূলে ভাল নাই। অত্যন্ত দুর্বল। পায়ের বেদনা এত অধিক যে বেড়াইতে

কষ্ট হয়। অন্যান্য অসুখও রহিয়াছে। উভয় আশ্রমের আর সকলে একরূপ ভাল আছে। তুমি আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২০৯) ২৫।৪।২০

প্রিয়বর—,

...লাটু মহারাজের অন্তিমসংবাদ আপনি তারযোগে অবগত হইয়া থাকিবেন। এমন অদ্ভূত মহাপ্রয়াণ প্রায় দেখা যায় না। ইদানীং সর্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন দেখিয়াছি। অসুখের সময় হইতে একেবারে ধ্যানস্থ ছিলেন। ভ্রূমধ্য-বদ্ধ দৃষ্টি। সকল বাহ্য বিষয় হইতে একেবারে সম্পূর্ণ উপরত। সদা সচেতন অথচ কিছুরই খবর রাখিতেন না। একদিন ড্রেসিং হইতেছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি অসুখ? ডাক্তাররা কি বলিতেছে? আমি বলিলাম, 'অসুখ তেমন কিছু নহে, খালি দুর্বলতা। না খেয়ে শরীরপাত করিয়াছ, এখন আর নাড়বার ক্ষমতা নাই; একটু খেয়ে জোর করিলেই সব সারিয়া যাইবে।' তাহাতে বলিলেন, 'শরীর গেলেই তো ভাল।' আমি বলিলাম, 'তোমার ওকথা বলিতে নাই. ঠাকুর যেমন করিবেন, সেইরূপ হইবে।' তাহাতে বলিলেন—তা তো জানি, তবে আমাদের কষ্ট। ইহার পর আর তেমন কথাবার্তা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে প্রায় প—কে ডাকিতেন। প—র হাতে খাইতেন। কখন কিছু না খাইলে প—বলিত, 'তবে আমিও কিছু খাইব না।' অমনি লাটু মহারাজ খাইয়া লইতেন। কিন্তু দেহত্যাগের পূর্বরাত্রে কিছুই খাইলেন না। প—বলিল, খাইলেন না, তবে আমিও আর খাইব না। লাটু মহারাজ এবার বলিলেন, 'মৎ খা'—একেবারে মায়ানির্মুক্ত উক্তি।

পরদিন সকালে আমি যাইয়া দেখি, খুব জ্বর। নাড়ী দেখিলাম—নাড়ী নাই। ডাক্তার আসিয়া হার্ট পরীক্ষা করিলেন—শব্দ পাইলেন না। টেম্পারেচার ১০২.৬। বেশ সজ্ঞান—তবে কোনও বাহ্য চেষ্টা নাই। প্রাতে একবার দাস্ত হইয়াছিল। বেশ ভাল, স্বাভাবিক মল নির্গত হইয়াছিল। তবে অন্যদিন উঠিয়া বসিতেন, সেদিন আর উঠিতে পারেন নাই। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও দু'চার ফোঁটা বেদানার রস ও দু'চার ফোঁটা জল ছাড়া আর কিছুই

খাওয়াইতে পারা যায় নাই। দুধ দিলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ৺বিশ্বনাথের চরণামৃত অতি সন্তোষের সহিত খাইয়াছিলেন। মাথায় বরফ ও অডিকলন দেওয়া হইতে লাগিল। বেলা দশটার পর আমি বিদায় লইয়া পুনরায় চারটার সময় উপস্থিত হইব বলিয়া আসিলাম। সেই সময় ডাক্তার শ্রীপৎসহায়েরও আসিবার কথা স্থির ছিল। বাটী আসিয়া স্নানাহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি, সংবাদ পাইলাম—লাটু মহারাজ ১২টা ১০ মিনিটের সময় ইহলোক ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তখনই আপনাকে ও শ—কে তার করিতে বলিয়া আমি তাঁহাকে শেষ দর্শন করিবার জন্য ৯৬নং হাড়ারবাগ বাটীতে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখিলাম, ডানদিক চাপিয়া পাশ-বালিসে হাত রাখিয়া যেন নিদ্রা যাইতেছেন। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, জ্বরের সময় যেমন গরম ছিল, সেইরূপ গরমই রহিয়াছে। কাহার সাধ্য বোঝে যে, চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন—কেবল অধিক প্রশান্ত ভাব মাত্র। মঠের সকলেই উপস্থিত, খুব নামসংকীর্তন আরম্ভ হইল। প্রায় তিন ঘণ্টা-কাল প্রগাঢ় ভগবদ্ভজন হইয়াছিল। বেলা সাড়ে চারটার পর তাঁহাকে বসাইয়া যথারীতি পূজাদি করিয়া আরাত্রিকান্তে নীচে নামাইয়া আনা হইল।

যখন তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া পূজাদি করা হয়, তখনকার মুখের ভাব যে কি সুন্দর দেখাইয়াছিল তাহা লিখিয়া জানান যায় না। এমন শান্ত সকরুণ মহা আনন্দময় দৃষ্টি আমি পূর্বে কখনও লাটু মহারাজের আর দর্শন করি নাই। ইতিপূর্বে অর্ধনিমীলিত নেত্র থাকিত, এখন একেবারে বিস্ফারিত ও উন্মুক্ত হইয়াছিল; তাহাতে যে কি ভালবাসা, কি প্রসন্নতা, কি সাম্য ও মৈত্রী-ভাব দেখিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত। যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইয়া গেল। বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই। আনন্দের ছটা বাহির হইতেছে; সকলকেই যেন প্রীতিভরে অভিনন্দন করিতেছেন। এ সময়ের দৃশ্য অতীব অদ্ভুত ও চমৎকার প্রাণস্পর্শী। অদ্ভুতানন্দ নাম পূর্ণ করিতেই যেন প্রভু ও অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন। তাঁহার শরীর, শয্যা যখন নূতন বসন ও মাল্যচন্দনে বিভূষিত করিয়া সকলের সম্মুখে নীত হইল, তখন সাধারণে সে শোভা দেখিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এমন যমজয়ী যাত্রা অপূর্ব ও অনন্য-সাধারণই বটে! প্রভুর অনন্ত মহিমার সুস্পষ্ট বিকাশ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে প্রতিবেশী ও সকলে

INDIA

POST

Srijukta

Gurudas Gupta

C/o Dr. K. K. Roy Lane.

Mozufferpur.

তাঁহাকে দর্শন প্রণামাদি মনের সাধে করিয়া লইলে প্রভুর সন্ন্যাসী ভক্তগণ তাঁহাকে বহন করিয়া কেদারঘাটে লইয়া যান ও তথা হইতে নৌকাযোগে ঁগঙ্গাবক্ষে স্থাপন করিয়া মণিকর্ণিকায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে পূর্বকৃত্যপূজাদি পরিসমাপ্ত করিয়া যথাবিধানে জলসমাধি প্রদান করিয়া শুভ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ণ সমাধান হয়। যাহারা এই চরমকালে লাটু মহারাজের এই পরমানন্দমূর্তি দেখিয়াছে, তাহাদের সকলের মনেই এক মহা আধ্যাত্মিক সত্যের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ধন্য গুরুমহারাজ, ধন্য তাঁহার লাটু মহারাজ!...

দাস শ্রীহরি

(২১০) শ্রীহরিঃ শরণম্ ঁকাশী, ২৬।৪।২০

শ্রীমান্ গুরুদাস,

তোমার ২৪শের পোস্টকার্ড পাইয়াছি। আস্রানিকে তোমার পত্র দিয়াছি। সে তোমাকে আজই উত্তর দিবে বলিয়াছে। শ্রীযুক্ত লাটু মহারাজ আর ইহজগতে নাই। গত শনিবার বেলা বারটা দশমিনিটে তাঁহার শরীর ত্যাগ হইয়াছে। কোন উপদ্রব হয় নাই। অতি শান্তভাবে প্রস্থান করিয়াছেন। অসুখের সময় হইতে ধ্যানস্থ ছিলেন। সেই ধ্যানাবস্থাতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সে সময়কার মুখশ্রী যে কি অপূর্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না। যে দেখিয়াছিল, সেই বিস্ময়ে পরিপ্লুত ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল। যেন সমস্ত জীবনব্যাপী ভজনের ফল সেইকালে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। এমন প্রসন্ন শান্ত আনন্দময় ভাব দেখা যায় না। সাধুজীবন যে কি মহিমাময়, তাহা তিনি স্বদৃষ্টান্তে প্রমাণ করিয়াছেন। ধন্য ভগবান, যাঁহার ভক্তদিগের এরূপ প্রশান্তি! মহা সংকীর্তন করিয়া তাঁহার দেহ ঁগঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে মণিকর্ণিকায় নীত হইয়া যথারীতি স্নান-পূজা আরাত্রিকাদি পূর্বকৃত্য সমাপনান্তে জল সমাধি দান করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ দিবসে আমরা তাঁহার ভাণ্ডারা করিব, ইচ্ছা করিতেছি। সাধুভোজন করাইয়া তাঁহার শেষ শুভকার্য সম্পন্ন হইবে। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২১১) শ্রীহরিঃ শরণম্ ৺কাশী, ২।৫।২০

শ্রীমান্ গুরুদাস,

তোমার ২৮শে এপ্রিলের পত্র পাইয়াছি। তোমার শরীর এখনও বেশ সুস্থ হয় নাই জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আরও কিছুদিন ওখানে থাকিলে যদি ভাল হয় তো থাকিবে। শরীর সুস্থ থাকার দরকার, নহিলে কোন কাজই হইবার নহে। তোমার প্রশ্নের আর কি দিব উত্তর। দীক্ষা তো গ্রহণ করিতেই হয়। আমি কিন্তু দীক্ষাদি কখনও দিই নাই এবং দিবও না। সুতরাং এ সম্বন্ধে তোমাকে অন্যত্র চেষ্টা পাইতে হইবে। আমি যেমন বুঝি, যথাসাধ্য উপদেশাদি দিয়া থাকি—এই মাত্র। কর্ণে মন্ত্র দেওয়া প্রভৃতি কার্য আমা দ্বারা হইবে না, হয়ও নাই। সোজা কথা সোজা ভাবে বলাই ভাল। ভগবান অন্তর্যামী। শ্রদ্ধা থাকিলে তিনি তোমার ইচ্ছামত সকল বিধান করিবেন। আমি ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তিনি তোমার আন্তরিক দীক্ষাগ্রহণ কামনা পূর্ণ করুন, প্রার্থনা। আমার শরীর পূর্বের ন্যায়ই চলিয়াছে, অত্যন্ত দুর্বল ও গরমের জন্যও কষ্ট তো আছেই।

আস্‌রানি নৈনিতাল গিয়াছে। আলমোড়া যাইয়া তথায় কিছুদিন থাকিবে। পরে মায়াবতী দেখিয়া ফিরিয়া আসিবে, এই কথা বলিয়া গিয়াছে। আমার কাছে আলমোড়া ও মায়াবতীর জন্য পরিচয়পত্র চাহিয়াছিল। আমি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু প্রস্তাব মত লোক পাঠায় নাই। অন্যান্য সংবাদ কুশল। আমার শুভেচ্ছা ভালবাসা জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২১২) ৺কাশী, ৬।৫।২০

শ্রীমান—,

গতকল্য তোমার একখানি দীর্ঘ পত্র পাইয়াছি। এ পত্রেও তোমার সেই পূর্ব পত্রের সকল কাহিনী যেমন তেমনই রহিয়াছে। অথচ লিখিতেছ আমার পত্র পাইয়া—আমার উপদেশে তোমার যে কত উপকার হইয়াছে তাহা তুমি লিখিয়া জানাইতে পার না। কি যে উপকার হইল আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পূর্বেকার সকল অভিযোগের সকল কাঁদুনিই তো সমানভাবেই রহিয়াছে দেখিতেছি। ইহাতে কেমন করিয়া বুঝিব তোমার উপকার হইয়াছে। সকল কাজই অভ্যাস করিয়া শিখিতে হয়। তোমাদের কিন্তু দেখিতেছি ধর্ম-

কর্ম অথবা চিত্তসংযম, এ সকলের জন্য যে অভ্যাসের প্রয়োজন আছে, তাহা তোমরা একেবারেই স্বীকার কর না। তোমরা দুদিন চোখ বুঁজিয়া অথবা চারিদিন একটু জপ করিয়াই একেবারে মহাধ্যানী, মহাভক্ত হইয়া উঠিতে চাও। আর সকল বিষয়ে পরিশ্রম করিতে রাজী আছ ও তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পার কিন্তু ধর্মকর্মের বেলায় একেবারে একটু দেরী সহ্য হবে না, মহা উতলা হইয়া পড়িবে। যা হোক্। জন্ম জন্ম অভ্যাস করিলে তবে একটু চরিত্র গঠন হয়। তোমরা কিন্তু সে কথা না বুঝিয়া তিন দিনেই সব মারিয়া নিতে চাও। কি আর বলিব। তুমি আমার পত্র নিশ্চয়ই মনোযোগ দিয়া পড় নাই। পড়িলে আবার পুরাতন প্রশ্ন ঐরূপভাবেই করিতে না। মন স্থির করা কি এতই সোজা? কোন পরিশ্রম না করিয়াই তাহা করিতে চাও? আমার পূর্বপত্রে বোধ হয় তোমাকে সকল কথাই লিখিয়াছি। আর আমার এখন কিছুই লিখিবার নাই। আমার শরীর একেবারে ভাল নহে। তোমার চিঠি পড়িয়া আমার বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। এসব কথা শুনিবার বা বলিবার আর আমার সামর্থ্য নাই দেখিতেছি। যদি আমার শরীরে বলাধান হয় তাহা হইলে এরূপ পত্রের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। যাহা বলি তাহা যদি নাই শুন, সেইরূপ করিবার চেষ্টা যদি নাই কর, তাহা হইলে বলা বৃথা ভিন্ন আর কি বলিব? সকলে ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। এখানে খুব গরম পড়িয়াছে। দিনরাত সমান গরম চলিতেছে। সকলেরই খুব কষ্ট হইতেছে। উভয় আশ্রমের সকলে একরূপ ভাল আছে। তোমরা শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি— শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২১৩) শ্রীহরিঃ শরণং *কাশী, ১০।৫।২০

শ্রীমান্ গুরুদাস,

তোমার ৮।৫।২০ তারিখের পত্র পাইলাম। তুমি ক্রমে বেশ ভাল বোধ করিতেছ জানিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। যখন ভাল বুঝিবে, তখনই এখানে আসিবে, আমরা তোমাকে দেখিলে সুখী হইব। দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে তোমার মনের চিন্তা দূর হইয়াছে জানিয়া আনন্দ হইল। তুমি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। দীক্ষাগ্রহণ ধর্মজীবন-লাভের সহায়ক নিশ্চিত। তবে যিনি জীবন ধর্মলাভের জন্য উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, অন্তর্যামী স্বয়ংই তাহাকে সকল প্রকার সুযোগ করিয়া

দেন। দীক্ষার জন্য তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। আসল কথা হইতেছে, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অন্তরের ব্যাকুলতা এবং যাহাতে লাভ হয়,—তাহা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত থাকা এবং নিজেকে নিযুক্ত করা। তাহা হইলেই কার্যসিদ্ধি আপনিই হইয়া যায়। গুরুরূপে তিনিই সকল দীক্ষা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনিই একমাত্র গুরু, অন্যে উপলক্ষ্য মাত্র। ইহা দ্বারা আমি দীক্ষা গ্রহণের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতেছি না। অনেকের ইহাতে উপকার হয় এবং অধিকাংশের ইহা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু অন্তরের শ্রদ্ধাই বিশেষ কার্যকরী, ইহা বলাই আমার অভিপ্রায়। গীতা পাঠ করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা। গীতা ভবদ্বেষিণী। গীতা ভগবানের হৃদয়। গীতার তুলনা নাই। যাহারা বোঝে না, তাহারাই শঙ্করের দোষ দেয়। শঙ্কর জ্ঞানের অবতার; তাঁহার দোষ দর্শনে মহা অপরাধ।“ অধিকারী বিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ!” এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত। গীতার অনুশীলন সেবা করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়। সকল বিষয় সম্যক্ অবধারণের ক্ষমতা জন্মে। পরা শান্তি লাভ হয়। তোমার বুদ্ধি পরিষ্কার হইতেছে বুঝিতে পারিতেছি, ইহাতে আমি যারপরনাই প্রীতি অনুভব করিতেছি। তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ কর; তিনি তোমার পক্ষে যাহা ভাল, তাহাই করাইবেন। অধীর হইও না, তিনিই পথ দেখাইয়া দিবেন। যেখানেই থাক, তাঁহাকে ধরিয়া থাকিলে কোন ভয় নাই। খুঁটি ধরিয়া ঘুরিলে পড়িতে হয় না। সম্পূর্ণরূপে যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তাহার কোন কর্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না। “দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্! সর্বাত্মনা যঃ শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্যকৃত্যম্॥”—ইহা ভাগবতোক্তি। কোন চিন্তা নাই; যেমন চলিতেছে, চলিয়া যাও। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব তাঁতে অর্পণ কর। নিজে কিছু কল্পনা করিও না। দেখিবে, তিনিই তোমার জন্য সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। লাটু মহারাজের ভাণ্ডারা প্রভৃতি হইয়া গেল। ভাবিয়াছিলাম, অল্পে স্বল্পে কার্য সমাধা হইবে। ঈশ্বরেচ্ছায় বৃহদ্ব্যাপারে পরিণত হইয়া গেল। সব আপনা-আপনিই হইল; কাহাকেও ইহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই। পাঁচ শতের অধিক সাধুভোজন হইয়াছে। দেড়শ’ আন্দাজ ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। শতাধিক পারশ বিতরণ হয় এবং আরও পঞ্চাশজন লোক ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে, এত সামগ্রী উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। সকল জিনিষই অতি

উপাদেয় হইয়াছিল। খাস্তার লুচি, কচুরি, মেঠাই, জিলিপি, বোঁদে তৈয়ারী হয়। পরদিন দরিদ্র নারায়ণদিগকেও পরিতোষপূর্বক ভোজন করান হইয়াছিল। এক সহস্রের অধিক লোক পুরী তরকারী চাটনি ঘোলের সরবৎ উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করিলে তাহাদের প্রত্যেককে দুইটি করিয়া লাড্ডু ও দুইটি পয়সা দিয়া বিদায় করা হয়। যাইবার সময় তাহারা মহা আনন্দে জয় ঘোষণা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। এইসব কাজের জন্য প্রায় নয় শত টাকা খরচ হইয়াছে। সমস্তই অনায়াসে ও অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। এখন কিছু টাকা হাতে রহিয়াছে। মনে করিতেছি, মিশনের যতগুলি charitable কেন্দ্র আছে, পাঁচ টাকা করিয়া লাটু মহারাজের পুণ্য স্মৃত্যর্থে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিব। আমার শরীর একটু খারাপ হইয়াছে। সকালে বেড়াইতে যাই না, বিকালে সব দিন পারিয়া উঠি না। অনেক পত্রাদি লিখিতে হয়, তাহাতেই অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট হয়। খাওয়া পূর্বের মতই আছে। আস্রানির পত্রাদি আমি কিছুই পাই নাই। ভাল থাকিলেই মঙ্গল। পতিতপাবনের এক পত্র পাইয়াছি। ভাল আছে, তবে বিশেষ শান্তিতে নাই। প্রভু তাহাকে ভাল রাখুন। শীঘ্রই তাহাকে উত্তর দিব। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২১৪)

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম*
লাক্সা, বারাণসী, ১১।৫।২০

প্রিয় বশী (বশীশ্বর সেন)

তোমার ৮ই মে তারিখের চিঠিখানি পেয়েছি। ভান্ডারা সত্যিই বেশ ভালভাবে হয়েছে। কিন্তু এতো তোমাদেরই সাহায্যে—লাটু মহারাজকে যারা ভালবাসতে এবং এখনো আন্তরিকভাবে ভালবাসো তাদেরই সাহায্যে সফল হয়েছে। পাঁচশোর বেশী সাধুকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো হয়েছে, প্রায় দু'শো ভক্তও প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। পরে শতাধিক নরনারীর মতো উপযোগী আহার্য বিতরিত হয়েছে, আরো পঞ্চাশ জনের মতো অবশিষ্ট ছিল। পরদিন দরিদ্রনারায়ণ সেবা। সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণকে সমাদর করে খাওয়ানো

---

* ইংরাজী হইতে অনূদিত

হয়েছে। পরিতৃপ্তি নিয়ে ভোজন করার পর চলে যাবার সময় তারা সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ ক'রে গেছে। ভোজনান্তে তাদের প্রত্যেককে দুটি ক'রে লাড্ডু ও দুটি ক'রে পয়সা দেওয়া হয়েছিল। সত্যিই আনন্দদায়ক দৃশ্য। ভাণ্ডারার জন্য যা টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তা থেকে আমাদের মিশনের বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা যেত। লাটু মহারাজের ভক্ত ও বন্ধুদের ভালবাসা ও উৎসাহ কি বিপুল! ভাণ্ডারাটির পূর্ণ সাফল্যের জন্য অর্থ বা দ্রব্য-সামগ্রীর কোন অভাব হয়নি।

শ্রীশ্রীমায়ের অসুখের জন্য আমরা অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন আছি। আমাদের বহুজনের মঙ্গলের জন্য তিনি যেন আরও কিছুকাল স্থূলদেহে অবস্থান করেন। আমি আগের চেয়ে অনেক বেশী অসুস্থ বোধ করছি—হয়তো ভাণ্ডারার ব্যাপারে অত্যধিক খাটুনি প্রভৃতির জন্যই এটা হয়েছে। গরমও ক্রমশঃ বাড়ছে—এ-ও আর এক কারণ হতে পারে। রবিবাবু তাঁর বক্তৃতায় স্বামীজীর ভাবই ব্যক্ত করেছেন ব'লে তোমার ভাল লেগেছে জেনে আমি খুশী হয়েছি। আমি বহু পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, ঠাকুরপরিবার সর্বান্তঃকরণে স্বামীজীকে গ্রহণ করেছেন। হ'তে পারে তাঁরা স্বামীজীর নাম উল্লেখ করেন না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? তাঁরা স্বামীজীকে গ্রহণ করেছেন—এতে কোন সন্দেহ নেই এবং আমরা তাতেই খুব খুশী। স্বামীজী নিজে কখনো নামযশের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করতেন না—লোকে তাঁর ভাব ঠিকমতো বুঝতে পারলেই আনন্দিত হতেন। ব্যক্তিত্বের কোন প্রশ্নই আসা উচিত নয়; তত্ত্বই হ'ল আসল কথা। তত্ত্বতে শ্রদ্ধা করতে হবে। তুমি একথা ভালভাবেই জান, তোমাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। বরদা চন্দ্রকে যে চিঠি লিখেছে তা থেকেই জেনেছি, শ্রীশ্রীমা একটু ভাল বোধ করছেন। শুনে খুব আনন্দ হল। ভগবানের কৃপায় তিনি আরোগ্যলাভ করুন। এখানে উভয় আশ্রমের সকলেই ভাল আছে।

আশা করি তুমি কুশলে আছ। সতত শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জেনো। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী—তুরীয়ানন্দ

(২১৫) শ্রীহরিঃ শরণং ৺কাশী, ২৬।৫।২০

শ্রীমান্ গুরুদাস,

কয়েকদিন হইতে তোমার কথা খুব মনে পড়িতেছে। অনেকদিন তোমার পত্র পাই নাই। ভরসা করি, তুমি বেশ ভালই আছ। তোমার ৺কাশী আসিবার কথা ছিল, তাহার কি হইল? আস্‌রানির নিকট হইতে বোধ হয় পত্রাদি পাইয়া থাক। আমি উপেন ধরের নিকট হইতে তথা আলমোড়ায় আমাদের যে ব্রহ্মচারী আছে তাহার নিকট হইতেও তাহার কুশল সমাচার পাইয়াছি। আস্‌রানির নিকট হইতে কোনও পত্র পাই নাই। বোধ হয়, সে আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। আমি, তাহাকে আমায় অনেক পত্র ব্যবহার করিতে হয়, কোন সময় এই কথা লিখিয়া থাকিব। হয়তো সেই জন্যই আর সে পত্র দেয় নাই। হয়তো তুমিও এইরূপ মনে করিয়াই আমাকে পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছ। যাহা হউক, তোমাদের পত্র পাইলে সুখী হই, একথা বিশেষ করিয়া বলিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই। কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিও।

আমার শরীর সেই পূর্বের মতই চলিয়াছে। মধ্যে দু-চারটা ফোঁড়া ফুন্‌সি হইয়া কষ্ট দিয়াছিল। এখন সেগুলো সারিয়া গিয়াছে। কোষ্ঠ ভাল সাফ্ হয় না, ইহাই বিশেষ কষ্টদায়ক। কয়েকদিন হইতে Olive oil খাইতেছি। তাহাতে কিছু উপকার পাইতেছি। পায়ের ব্যথা প্রভৃতি সকল উপদ্রবই সমভাবে রহিয়াছে। গরম এবার তত অধিক পড়ে নাই। সুতরাং গরমের কষ্ট এখনও তেমন বোধ হয় নাই। অসুখ বিসুখ এখানে খুব হইতেছে। জ্বর, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, পক্স, কলেরা প্রভৃতির যথেষ্ট প্রকোপ হইয়াছিল এবং এখনও রহিয়াছে। মৃত্যুসংখ্যাও অধিক বলিয়াই বোধ হইতেছে। সে দিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ভাল কি মন্দ হইবে, ভগবানই জানেন। তিনি মঙ্গলময়। ভালমন্দ আমাদের মনের সৃষ্টি। তাঁর একান্ত শরণ লইতে পারিলে উভয় হইতেই নিষ্কৃতি হয়। "শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষসে কর্মবন্ধনৈঃ"—এই ইঙ্গিত করিয়াছেন। আর "মৎ কর্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গ বর্জিতঃ, নির্বৈর: সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।" ইহা তো স্পষ্ট ভগবদুক্তি। তবে কার্যে পরিণত করিয়া তোলাই মুস্কিল, এই আর কি!

এখানকার অন্যান্য সমস্ত কুশল। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২১৬) শ্রীহরিঃ শরণং 'কাশী, ৩১।৫।২০

শ্রীমান্ গুরুদাস,

তোমার ২৯শে তারিখের পত্র পাইয়া প্রীতিলাভ করিলাম। নিজেকে ক্রমে চিনিতে পারিতেছ—ইহা কম কাজ নহে। এইরূপে বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতে করিতে ক্রমে অন্তরতমে পেঁাছিয়া সেইখানেই আপনার যথার্থ স্থিতি বুঝিতে পারিলে পরা কার্য হইয়া যাইবে। তখন "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুঃ অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি" অবস্থালাভ করিয়া জীব ধন্য হয়। আত্মারাম হইয়া "ন ততো বিজুগুপ্সতে।" যতক্ষণ দেহ মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত আপনার সম্বন্ধ, ততক্ষণই ভালমন্দ ইত্যাদি বোধ। পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ দৃঢ় করিতে পারিলে ও সব আর কিছুই থাকে না। অর্থাৎ উহাদিগকে আর আপনার বলিয়া অনুতপ্ত হইতে হয় না। "আত্মানং চেৎ বিজানীয়াৎ অয়ং অস্মীতি পুরুষঃ কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর মনুসংজ্বরেৎ।" আত্মা আমি এই জ্ঞান হইলে মন ও শরীর ক্লিষ্ট হইলেও জীব স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আনন্দে থাকিতে পারে। তাহাদের দুঃখে দুঃখিত বোধ করে না। শরীর আমি, বোধ করিতে করিতে শরীর হইয়া গিয়াছি। আত্মা আমি,—বোধ করিতে করিতে কেন আত্মা হইব না? অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া এই দশা হইয়াছে। সত্যকে সত্য বলিয়া জানিলেই দুর্দশা দূর হইয়া আবার শুভদিনের উদয় হইবে। অনন্ত ধৈর্যসহকারে দীর্ঘকাল অভ্যাসের প্রয়োজন। অভ্যাস বৈরাগ্যই একমাত্র সহায়। মন থাকিলে প্রভুর কৃপায় সব হইয়া যায়। গীতা পড়িতে পড়িতে সকল সত্য সহজে হৃদয়ে ধারণা হইয়া যায়। "ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্।" ইহার পর আর কি আছে? জীবনে-মরণে ইহাই গতি। একটিমাত্র দেশলাই একশ বছরের অন্ধকার ক্ষণমাত্রে নাশ করে। একবিন্দু ভগবৎ কৃপা জন্মজন্মান্তরের অন্ধকার দূর করিয়া দেয়—ঠাকুরের এই উক্তি কখনও ভুলিবে না। ব্যাকুলতার খুব দরকার, কারণ ইহাতেই সত্বর কার্য-সিদ্ধি হয়। তোমার বেশ উন্নতি হইতেছে জানিয়া বাস্তবিক অতিশয় আনন্দ হইতেছে।

অনুতাপ ও গ্লানির প্রথম প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু অধিক হইলে, উহা লইয়া পড়িয়া থাকিলে কিছু লাভ নাই, বিশেষ ক্ষতি। সুতরাং উহা ত্যাজ্য।

ইহা তামসী ধৃতি। "যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ, ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতি সা পার্থ তামসী।" "নৈতৎ কুর্যাং পুনরিতি, নিবৃত্ত্যা পূয়তে নরঃ"। নিবৃত্তিই অনুতাপের সার্থকতা। নতুবা খালি অনুতাপের জন্য অনুতাপ করিয়া কি ফল? "কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য, তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে, নৈতৎ কুর্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে নরঃ"—ইহাই মনু বলিতেছেন।

আমার কোমরে হঠাৎ একটা বেদনা হওয়ায় আর বেড়াইতে যাই না। তিন চারিদিন পড়িয়া আছি। আজ একটু কম বোধ হইতেছে। অন্য সকল উপদ্রব সমানই আছে। তুমি ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। কাশী আসিবার ইচ্ছা করিলে আসিতে পার, স্থানের অসুবিধা হইবে না। এখানে Second year-এর একটি ছাত্রের বাসা আছে। তাহার সেখানে অনায়াসে থাকিতে পারিবে। কোন অসুবিধা হইবে না। ছেলেটি খুব ভাল। তাহাকে দেখিয়া থাকিবে। স্বামিজীর জন্মোৎসবে সে তাঁহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিল। তুমি তাহা আমাদের ঘরে বসিয়া শুনিয়াছিলে মনে হইতেছে। বাসা নিকটেই—১৫৩ রামাপুরা। চার পাঁচ মিনিটে আমাদের এখানে আসা যায়। তাহার সহিত গতরাত্রে এ সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। সে ইহাতে মহা আনন্দই প্রকাশ করিল। আস্‌রানি তাহাকে তোমার জন্য বলিয়াও গিয়াছিল, সে একথাও জানাইল। আস্‌রানি বেশ ভাল আছে। তাহাকে সর্বদাই পত্রাদি লিখিয়া থাকে। এখানে তেমন গরম পড়ে নাই, এইবার যদি পড়ে। পড়িলেই ভাল, গরম পড়েনি বলে অসুখ-বিসুখ খুব হইয়াছে ও হইতেছে। মৃত্যুসংখ্যাও খুব বেশী। উভয় আশ্রমের সকলে ভাল আছে। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২১৭) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্ *কাশী ১২।৭।২০

শ্রীমান্ অতুল

তোমার ৯ই তারিখের পত্র পাইয়া প্রীতিলাভ করিলাম। মধ্যে ২ তোমার সংবাদ আমাদেরই কাহার না কাহারো নিকট হইতে পাইয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। তোমার প্রেরিত লিচুগুলি বেশ ভাল অবস্থায় আসিয়া গিয়াছে। মাত্র দশ বারটি খারাপ হইয়াছিল। উভয় আশ্রমের সকলেই উহা খাইয়াছে ও বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। কি সুন্দর লিচু! তুমি পত্রে অত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ কেন? ঠাকুরের শরণাগতদের কোনও ভয় নাই জানিবে। তিনিই

সকল দুর্বলতা সকল ভয় ভাবনা ঠিক করিয়া লইবেন। তাঁহাকেই সর্বদা আত্ম-নিবেদন করিবার চেষ্টা করিবে। অন্তর্যামী তিনি সকল জানিয়া যাহাতে কল্যাণ হয় সেইরূপই বিধান করিবেন। আমার শরীর বেশ ভাল নাই। এবার মরিয়া গিয়াছিলাম। ঠাকুর আবার ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনিই জানেন। শ্রীশ্রীমার শরীর খুব পীড়িত। অনেক চেষ্টা চরিত্র চিকিৎসাদি হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু উপশম হইতেছে না। প্রভুর কৃপায় যদি এবার তাঁহার শরীর রক্ষা হয় আমাদের মহাভাগ্য বলিতে হইবে। ভুবনেশ্বরে মহারাজ ভাল আছেন। মহাপুরুষ বহুদিন হইতে বেলুড় মঠেই আছেন। তাঁহার শরীর ভাল আছে। এখানকার উভয় আশ্রমের সব কুশলে আছে। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২১৮) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ১২।৭।২০

প্রিয় অনাদিচৈতন্য, [স্বামী নির্বেদানন্দ]

তোমার ৯।৭।২০ তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়া কালীবাবুকে দেখিবার জন্য দিয়াছিলাম। তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন যে এখানকার অনেকের মত যে প্রথমে স্থানীয় বালকদের ভর্তি করিতে হইবে। পরে সম্ভব হইলে বাহিরের ছেলেদের লওয়া যাইতে পারিবে। এখন এখানে অন্য কাহাকেও লইতে পারা যাইবে না। সুতরাং আমি আর কিছু বলিতে পারি নাই। তোমাদেরই ওখানে ক্রমে যাহাতে ছেলেদেরও স্থান হয় তাহার চেষ্টা করিলে অনেকের উপকার হইতে পারিবে। প্রভু—আমার বিশ্বাস ক্রমে তোমাদের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করিবেন। আমি পূর্বের মতই আছি। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২১৯) শ্রীহরিঃ শরণং কাশী, ১৩।৭।২০

শ্রীমান্ গুরুদাস,

তোমার ৮।৭ তারিখের পত্র পাইয়াছি। তোমার শরীর ভাল আছে ও তুমি বেশ ধ্যান, ভজন, পাঠ ইত্যাদি করিতেছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। এখানে কিছু বৃষ্টি হইয়াছে, তাই গরমের কষ্টও অপেক্ষাকৃত কমিয়াছে। ঘামাচির যাতনা আর ততো নাই। তবে পায়ের বেদনা খুব বাড়িয়াছে। বাহিরে

বেড়াইতে পারি না। পাশের ময়দানে পায়চারি করিয়া থাকি। শরীর একরূপ চলিয়াছে, বেশ স্বচ্ছন্দ নহে। সনৎ অনেকদিন—প্রায় একমাস কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছে ও ভাল আছে। শ্রীশ্রীমার অসুখ কিছুতেই সারিতেছে না। কত চেষ্টা চরিত্র হইতেছে, কিছুই কাজে আসিতেছে না। প্রভুর মনে কি আছে, তাহা তিনিই জানেন।

মৈথিলী স্বামীর দেহত্যাগের সংবাদে দুঃখিত হইলাম। যদিও আমি তাঁহার পরিচিত ছিলাম না, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে অনেক শুনিয়াছিলাম। ভালই হইয়াছে। "কলিযুগে ধন্যাঃ নরাঃ যে মৃতাঃ।" ইহা খুব সত্য কথা বলিয়াই ক্রমে ধারণা হইতেছে।

পতিতপাবনের একখানি পত্র কিছুদিন পূর্বে আমি পাইয়াছিলাম। হরিপদ শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম।

সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা। গীতা পাঠ করিয়া তুমি স্বাভীষ্টলাভ কর এই প্রার্থনা।

সৎসঙ্গ অতীব দুর্লভ—ইহাই তো বিশেষ কষ্টের কথা। "মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি" ইত্যাদি শ্রীভগবান বলিয়াই রাখিয়াছেন। ভোগেই সকলের চিত্ত ধাবিত হয়; সংসার ছাড়িতে কে চায়? মতলব—সব সুখভোগ, দুঃখ না হয়। কিন্তু এটা মনে আসে না যে, দুঃখ সংভিন্ন সুখ কখনই সম্ভব নয়। মহামায়ার এম্নি মায়া, কিছুতেই চৈতন্য হতে দেয় না। তুমি গীতার ধ্যান অভ্যাস করিও। যাহা পড়িবে, তাহাই মনে মনে আলোচনা করিবে—উঠ্‌তে, বস্‌তে, খেতে, শুতে সর্বদাই। তা হলে গীতার মর্ম হৃদয়ে প্রস্ফুরিত হবে, তাহাতেই শান্তি পাবে। সেবা করিলে মেওয়া মিলিবে, ইহা অতি ঠিক অবিসম্বাদী সত্য। চতুর্দশ অধ্যায়ের গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে গুণাতীতের লক্ষণ, তাহার উপায় ইত্যাদি বেশ পরিষ্কারভাবেই বিবৃত আছে। "মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে, স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।" ইহার কারণও দিয়াছেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং অমৃতস্যাব্যয়স্য চ, শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।" অতএব এই চতুর্দশ অধ্যায় উত্তমরূপে অভ্যাস ও ধারণা করিতে পারিলে আর কিছুরই আবশ্যক হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, চতুর্দশ অধ্যায়ে তাহাই বিভিন্ন প্রকারে বলিয়াছেন। দ্বাদশ

অধ্যায়েও "অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং" ইত্যাদি অধ্যায় পরিসমাপ্তি পর্যন্ত আবার ঐ উভয় লক্ষণাক্রান্ত ভক্তের কথাই উত্তমরূপে বর্ণনা হইয়াছে। আপনার সহিত মিলাইয়া লইবার জন্য এই সকল লক্ষণ ভগবান পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন জানিবে।

আস্‌রানি আমাকেও মজঃফরগড় হইতে এক পত্র দিয়াছিল। তাহাতে তাহার বাড়ীর ঠিকানা দিয়া উত্তর লিখিতে বলিয়াছিল। আমিও তাহার বাড়ীর ঠিকানায় এক জবাব লিখিয়াছি। ১৫ই তারিখে সে বেনারসে আসিবে, ১৯শে তারিখে তাহার কলেজ খুলিবে। তোমার Application-এর কি হইল? বোধ হয় কিছু হইবে না। কারণ আমি শুনিয়াছি, উহারা সমস্ত ঠিক করিয়া পরে advertise করে। গণেশীপ্রসাদের এক ছাত্র নাকি ঐ পদে মনোনীত হইয়াছে। আস্‌রানি আসিলে তুমি সকল সংবাদ জানিতে পারিবে। এখানকার সকলে একপ্রকার কুশলে আছে। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২২০) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী, ১৪।৭।২০

শ্রীমান্—,

অনেক দিন পরে গতকল্য তোমার একখানি পোষ্টকার্ড পাইয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। শ্রীশ্রীমার জন্য আমরা সকলেই মহা উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত রহিয়াছি। প্রভুর কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পাইলে আমরা পরম সৌভাগ্যবান্ বোধ করিব। মহারাজ শুনিলাম এখন আর ভুবনেশ্বর হইতে কলিকাতা আসিবেন না। তাঁহার শরীর নাকি তথায় সম্প্রতি খুব ভাল নাই। আমার শরীরও স্বচ্ছন্দ নহে। গরমে অতিরিক্ত কষ্ট পাইয়াছি। সম্প্রতি একটু বৃষ্টি হওয়ায় কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে। এখনও যথেষ্ট বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। এবার পরীক্ষা নিশ্চিতই উত্তীর্ণ হইতে চাও। শরীরও তোমার ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। এখানকার সকল ভাল আছে। আমার শুভেচ্ছা ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২২১) শ্রীহরিঃ শরণম্ কাশী ১৭।৭।২০

প্রিয় নির্মল,

তোমার ১৩ই তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। মতিরাম সেদিন আমাকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিল। তাহাতে তাহার ভাব কিছু ভাল হইয়াছে বুঝিয়াছিলাম। এবার তাহাকে আমি উত্তরও দিয়াছি। শুধু Struggle করলেই শান্তি হয় না। Surrender and submit করিতে হয়। প্রভুর কৃপায় ক্রমে সব ঠিক হইয়া যাইবে, ভরতও কৈলাস যাত্রা করিয়াছে? তোমাদের অসুবিধা হইবে না ত? তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। Kapadia ও Reps কে আমার সাদর-সম্ভাষণাদি জানাইবে। Complete Works এর 6th part তৈয়ার হইতেছে জানিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। সাধন ভজন সর্বদা চলা চাই। অবশ্য সময় করিয়া করাও আবশ্যক। কিন্তু উহার ভাব নিরন্তর করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমে Theory Practice আলাদা কিন্তু পরে এক হইয়া যায় Theoryই Practice হইয়া বসে। তাহা হইলেই উহা Easy going হইয়া পড়ে। ইহারই নাম সহজাবস্থা। যত্ন করে আর আনতে হয় না। আপনা হইতেই সর্বদা লেগে থাকে। নিজের মনকে সাধু করতে না পারলে বড়ই মুস্কিল বটে। অব্যাকৃত ভজনে মন সাধু হয়ে যায় ও মন আর বাহিরের সাধুসঙ্গের তত অভাব বোধ হয় না। সর্বদা ভগবানের সঙ্গ হয় কিনা? আমার শরীর সেই পূর্বের ন্যায়ই আছে তবে গরমের দরুন যে অতিরিক্ত কষ্ট হচ্ছিল বৃষ্টি হওয়ায় সেটা অনেকটা কমেছে। বর্ষা খুব না হলেও এখানে কিছু হয়েছে। আরও হবে বলে আশাও হচ্ছে। জোঁকের উপদ্রব তোমাদের ওখানে এক মহা আপদ। ফল বেশ ভালরূপ হইয়াছে জানিয়া আনন্দ হচ্ছে। মহারাজ কি সত্যেনকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া ভজন করিতে বলিয়াছেন না কি? তাহলে ত তোমাদের কাযের খুব ক্ষতি হবে। তুমি মহারাজকে এ সম্বন্ধে লিখে দেখো। কাযের মধ্যেই যথাসাধ্য সাধন ভজন করিলেই ত সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। আর সত্যেন পুরানো লোক। উহার দ্বারা ইহা অসম্ভব হবে না। এখানকার সকলে ভাল আছে। তোমরা আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২২২) শ্রীহরিঃ শরণম্ *কাশী, ৮।৮।২০

শ্রীমান্ অনাদিচৈতন্য,

তোমার ৬ই তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। মঠ হইতে যে পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলে তাহাও পাইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমা দেহরক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু ভক্ত-হৃদয় ত্যাগ করিতে পারিবেন না। তথায় চির বিরাজমান থাকিয়া তাহাদিগকে সমান স্নেহাশীর্বাদ বিতরণ করিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার উৎসবে এখানে অদ্বৈত আশ্রমে বিশেষ পূজা পাঠ ভজন ভোগরাগ হোমাদি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। দুই শতের অধিক ভক্তমণ্ডলী পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্প সল্প দরিদ্রনারায়ণ-সেবাও হইয়াছিল। সকলই সুচারু-রূপে প্রশান্তভাবে নির্বাহ হইয়াছিল। উভয় আশ্রমের প্রায় সকলেই ভাল আছে। কাহারও কাহারও জ্বরাদি হইতেছে। বৃষ্টি খুব হইয়াছে ও হইতেছে। উহার জন্যই বোধ হয় জ্বরজারি। তোমাদের আশ্রম হইতে চাষবাস ও শিল্পশিক্ষার চেষ্টা হইতেছে জানিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এই ত চাই। এখন এইরূপই করিতে হইবে। সকল বিষয় নিজেরা শিখিয়া সাধারণ্যে শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষার অভাবেই তো আমাদের এত অবনতি। আন্তরিক যত্ন চেষ্টা থাকিলে কোন বিষয়ের জন্য অসংকুলান হইবে না। মা সব ঠিক করিয়া দিবেন। বেশ হইতেছে। এইরূপ চালিয়া চল। ভগবানের ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়াই তোমাদেরও চিত্তে এইরূপ প্রেরণা হইতেছে জানিবে। আমার শরীর স্বচ্ছন্দ নহে। চলিয়া যাইতেছে মাত্র। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২২৩) শ্রীহরিঃ শরণং *কাশী, ২৬।৮।২০

শ্রীমান্ গুরুদাস,

তোমার ২০শে তারিখের একখানি পত্র বহুদিন বাদে পাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমার শরীর খুব খারাপ যাইতেছে। ৩।৪ দিন হইতে সর্দিজ্বরের মত হইয়াছে। আজ সর্দি পাকিয়াছে। বোধ হয় এইবার সারিবে। পায়ের বেদনা মধ্যে অতিরিক্ত কষ্ট দিয়াছিল। এখনও খুব কষ্ট দিতেছে। ইচ্ছামত চলাফেরা আর করিতে পারি না। অতিশয় দুর্বল। অরুচি সমভাবেই চলিয়াছে। শরীর খুব কৃশ হইয়া গিয়াছে।

আস্‌রানি এখন ভাল আছে। কখন কখন আমার নিকট আসিয়া থাকে। আমি দু একবার মাত্র তাহার বাসায় গিয়াছিলাম। ইচ্ছা থাকিলেও আর পারিয়া উঠি না। তাহাদের কলেজে যে সব কাজ খালি ছিল, তাহা পূর্ব হইতেই স্থির হইয়াছিল। সেখানে আর কাহারও প্রবেশ সম্ভবপর নহে। আমি তাহাকে তোমার পত্রের কথা বলিয়াছি। হরিপদর নিকট হইতে এক পত্র পাইয়াছিলাম। উত্তর দিয়াছি। আর পত্র পাই নাই। পতিতপাবনেরও এক পত্র পাইয়াছিলাম। ফেল হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, আবার পড়িতেছে, ইহা সুসংবাদ বটে। হরিপদ তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতেছে জানিয়া সুখী হইয়াছি।

"অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্‌গীতে ভবদ্বেষিণীং"। ইহা হইতে ভবরোগ শান্তি হয় নিশ্চয়। তিলক প্রণীত গীতারহস্য আমি পড়িয়াছি—বাংলায় নয়, হিন্দীতে। মাধব সাপ্রে অনুবাদ করিয়াছেন। তিলক নিরপেক্ষ বিচার করেন নাই, ইহাই আমার ধারণা। যাহা হউক খুব পরিশ্রম করিয়াছেন ও সময়ের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

Progress অল্প অল্পই হইয়া থাকে এবং সেইরূপ হওয়াই ভাল। Environment নিজে create করতে হয়। ক্রমে হয়।

জ্ঞান না হইলে অনাসক্ত হওয়া যায় না সত্য, কিন্তু অনাসক্ত হইবার অভ্যাস করা যাইতে পারে, এবং দীর্ঘকালের অভ্যাসে যদি উহা আন্তরিক হয়, তাহা হইলে অনাসক্তি আপনি উদয় হইয়া থাকে। আর কর্ম করিয়া তাহার ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে তাঁহারই প্রীতির জন্য, পরে তাঁহারই জন্য কর্ম করিতেছি,—ভালরূপে ধারণা করিতে পারিলে ভগবানে ভালবাসা হয়, ইহাই ভক্তি। মা সন্তানের জন্য কত কষ্ট করেন। সদাই তাহার সুখ-সুবিধার জন্য কত প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা কর্ম বলিয়া তাঁহার একবারও মনে হয় না। ঐরূপ করিয়াই মার সুখ এবং সেইজন্য উহা কর্ম নয়, ভালবাসা। ঈশ্বরে এই ভালবাসা হইলেই তাহাকে ভক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি। ভগবানকে যদি ভালবাসা যায়, তাঁহাকে যদি আপনার হইতে আপনার বোধ হয়, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হয়, কারণ ভগবানই আমাদের প্রাণের প্রাণ ও আত্মার আত্মা।

আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২২৪) (স্বামী শর্বানন্দকে লিখিত)

প্রিয় শর্বানন্দ,

কিছুকাল পূর্বে তোমার পত্র পাইয়াছিলাম, কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় এ যাবৎ তোমায় লিখিতে পারি নাই। আজ উত্তর দিব। বিষয়টি কঠিন, তবুও সাধ্যমত চেষ্টা করা যাউক। প্রভুর কৃপায় যদি সম্ভব হয়।

ঠাকুরের মত বলা বড় সহজ নয়। আমার মনে হয় সকল ধর্মমতকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন, "যত মত তত পথ।"

সকল মত তিনি নিজে সাধন করে, এক সত্যে পেঁছান যায় অনুভব করে, তবে পূর্বের অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পারমার্থিক সত্য এক অদ্বৈত, যাকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান ইত্যাদি অনেক নামে অভিহিত করা হয়।

যিনি ঐ সত্য (Truth) উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি উহা নিজের সংস্কার ও রুচি অনুযায়ী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতে বিশেষ নাম দিয়াছেন।

কিন্তু কেহই "পরিপূর্ণ সমগ্র সত্য" কি তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। "তিনি যাহা, তিনি তাহাই"—এই মনোভাবই উপলব্ধিমান ব্যক্তিসকলের চরম সিদ্ধান্ত।

অবস্থাবিশেষে গৌড়পাদের অজাতবাদ, শঙ্করের বিবর্তবাদ, রামানুজের পরিণামবাদ অথবা শিবাদ্বৈতবাদ সকলই সত্য।

আবার এ সকল ছাড়া তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচরং। ঐ সকল মতবাদের প্রতিষ্ঠাতাগণ (প্রবর্তকগণ) তপস্যা করিয়াছেন এবং ভগবানের বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই নির্দেশে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহাকে লইয়াই সকল বাদ, কিন্তু তিনি বাদবিচারের পারে। এই সত্যটি প্রচার করাই যেন ঠাকুরের মত বলিয়া মনে হয়।

দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽহস্মি, জীববুদ্ধ্যাতদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহং, ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥

ইহাই তিনি উত্তম সিদ্ধান্ত বলিয়া বলিতেন। আর চিন্ময়কোলাকুলি কেন হবে না?

"ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্"—তিনি ভিন্ন তো কিছুই নাই, সবই তো তিনি। আমরা তাঁকে না দেখেই তো অন্য জিনিস দেখি—নতুবা

তিনিই সব। নামরূপ তো, তাঁ থেকেই এবং তাঁতেই। তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্‌—জল ছাড়া তো কিছুই না। এতে তোমার বিবর্তবাদ থাক্‌ আর যাক্‌।

এ সত্য যে দেখেছে, সে আর মিথ্যা বলতে পারে না। তবে ঠাকুরের এমন অবস্থা হয়ে যেত, যখন তিনি ভাবাতীত হয়ে যেতেন। তখন নামরূপ থাকতো না, তার পারে যেতেন। সে অবাঙ্‌মনসোগোচর অবস্থা। তখনও সেই একই আছেন—অদ্বৈত আর কিছু নাই।

সেখানে বিবর্ত কোথায়, অজাতই বা কোথায়? বিবর্ত, অজাত, পরিণাম তাতেই হচ্ছে। তিনি মাত্র সত্য। আবার তা থেকে যে জীব-জগৎ হচ্ছে। তাও সত্য যদি তাঁকে না ভোলা যায়। তাঁকে ভুলে নামরূপ দেখলেই মিথ্যা হয়ে গেল। কেন? না, তারা থাকে না। কিন্তু যদি তাঁকে মনে থাকে, তবে বুঝতে পারি মাজেরই খোল, খোলেরই মাজ। "ময়া ততমিদং সর্বং", "ময়ি সর্বমিদং প্রোতং" ইত্যাদি তখন যেন বোঝা যায়।

আসল কথা তাঁকে দেখতে হবে। তাঁকে দেখলে আর কিছুই থাকে না। সব তিনিময় বোধ হয়ে যায়।

তাঁকে দেখবার আগে অবধি যত গোল, যত বাদ-বিবাদ। তাঁকে দেখলে সব গোল মেটে। তাঁকে জানলেই নিরাবিল শান্তি।

ঠাকুরের মত অতএব এইরূপঃ যে কোন উপায়ে, যা হোক করে তাঁকে পাইতে হইবে। "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে কর"—ইহার অর্থ একবার যদি তাঁকে পাও, তবে তোমার রুচি অনুসারে যে কোন মত পোষণে আসে যায় না। তাঁকে জানলেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। তখন আর কোন বন্ধন থাকে না। মৃত্যুর অনন্তর, তুমি দেহান্তর গ্রহণ কর বা না কর, সে তোমার খুশি।

যারা নির্বাণাকাঙ্ক্ষী তারা জগৎকে স্বপ্নবৎ জ্ঞান করে। তারা নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মে (impersonal—নিরুপাধিক) মন ডুবাইয়া দেয় এবং তাঁহাতেই একীভূত হয়। যারা ভক্ত, ভগবানে আসক্ত, তারা জগৎকে ভগবানেরই প্রকাশ মনে করে, তাঁহারই শক্তির বিকাশ জানে। ইহারা সচ্চিদানন্দ ভগবানের সহিত নিজেদের যুক্ত রাখে। পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণে ভয় পায় না—নিজেদের ভগবানের খেলার সাথী মনে করে এবং খেলিতেই আসে। তাঁর নিকট কিছুই চাহে না। আত্মারাম হইয়া ভগবানে প্রীতিযুক্ত হয়। নির্বাণ দিলেও গ্রহণ করে না। আজ এই পর্যন্তই।

তুরীয়ানন্দ

(২২৫) শ্রীহরিঃ শরণম্ *কাশী, ২৮।৮।২০

প্রিয় বিহারীবাবু,

আপনার ২২শে তারিখের পোস্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। এখানে এখন ভারি গুমট যাইতেছে। দুই দিন খুব বৃষ্টি হইয়া একটু গুমট কমিয়াছে বটে, তথাপি বেশ গরমই বলিতে হইবে। জ্বর-জারি যথেষ্ট হইতেছে। আশ্রমের অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এসময়কার স্বাস্থ্য এখানে তত ভাল নয়। তবে শীঘ্রই ঠান্ডা পড়িবে এবং স্বাস্থ্যও ভাল হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। আমার সম্প্রতি সর্দি-জ্বরের মত হইয়া দিন চার পাঁচ ভুগিতেছি। সর্দি পাকিয়াছে; বোধ হয় আরও দুই তিন দিনে ভাল হইয়া যাইব। প্রস্রাবে চিনি আবার অত্যন্ত বাড়িয়াছে—পরীক্ষায় আউন্সে সাড়ে ত্রিশ গ্রেণ (চিনি) দেখা দিয়াছে। পায়ের বেদনার জন্য চলাফেরা প্রায় বন্ধ হইয়াছে। প্রভুর ইচ্ছা যেমন চলে চলুক। *পূজার সময় বোধ হয় এখানকার স্বাস্থ্য ভাল হইবে। সে সময় আপনি এখানে আসিলে মন্দ হইবে না। আমি আবার এ সম্বন্ধে আপনাকে জানাইব। এখানে পরিবর্তন করিলে ভালই হইবে। যাহাতে ভাল 'কোয়াটারে' বাড়ী যোগাড় হয় তাহার চেষ্টা করা যাইবে। এবার অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় বোধ হয় এত জ্বর-জারি দেখা দিতেছে। এমন বৃষ্টি এখানে কখন হয় না। শীত পড়িলে আবহাওয়া ভাল হইবে মনে হয়। তুঁ—মহারাজ চার পাঁচ দিন হইল এখানে আসিয়াছেন। অনেক কাল পর তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। আজ তাঁহার কলিকাতা ফিরিবার কথা আছে। বুড়ো বাবা, কেদার বাবা, চন্দ্র প্রভৃতি সকলে ভাল আছে। আমাদের এখানে প্রত্যহ বৈকালে 'যোগবাশিষ্ট, নির্বাণপ্রকরণ' পাঠ হইতেছে। বেশ আনন্দ হইয়া থাকে। ভরসা করি, আপনি বেশ ভাল আছেন। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২২৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ *কাশীধাম, ২৯।৩।২১

প্রিয় অ—,

তোমার ২৫শে তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার শরীর ভাল ছিল না জানিয়া দুঃখিত হইয়াছি। ছ—র পত্রে আমি উহা অবগত হইয়াছিলাম। আশা করি, এখন তুমি সুস্থ হইয়াছ। মহারাজ বোধ হয় গতকল্য

কলিকাতায় গিয়া থাকিবেন। তাঁহার সংবাদও নিত্যই পাইতেছি। স—একটু ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। ডাঃ দ—বলে, স—একমাসের মধ্যেই সুস্থ ও সবল হইয়া কাশী ফিরিতে পারিবে। দেখা যাক কি হয়। তাহা হইলে ভালই হইবে সন্দেহ নাই। আমার শরীর ক্রমেই অধিকতর দুর্বল হইতেছে। পায়ের বেদনা অনেক বাড়িয়াছে। এখন আর ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারি না। আশ্রমের মধ্যে অল্প অল্প পায়চারি করি। আহার ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, অরুচি খুব আছে; রান্নাও তত ভাল হয় না। প্রভুর ইচ্ছা—একরূপ চলিয়া যাইতেছে। ২ জনের সন্ন্যাসের কথা পূর্বেই শুনিয়াছিলাম। মঠের মিটিংয়ের সংবাদও পাইয়াছিলাম। খ—র পত্র পাইয়াছি। অতুল দেওঘর হইতে এখানে আসিয়াছে, শীঘ্রই আলমোড়ায় যাইবে। মায়াবতীর সকলেই সেখানে নির্বিঘ্নে পেঁছিয়া গেছে—সুধীর ও নি—র পত্র পাইয়াছি। সু—র জ্বর হওয়ায় যাইতে পারে নাই। এখন সারিয়াছে এবং ২।৪ দিনের মধ্যেই রওনা হইবে। ল—, জ— ও প্র— উৎসব করিতে পাটনায় গিয়াছে, সম্ভবতঃ আজ ফিরিবে। ল—রও মায়াবতী যাইবার কথা আছে, আমাদের এখানে উপনিষদ্ পাঠ হইতেছে; ঋ— কেনোপনিষৎ ব্যাখ্যা করিতেছে, তত সুবিধার নয়। রা—র জলবসন্ত হইয়াছে। খুব বেরিয়েছে, আজ একটু ভাল আছে। ডিমেলোর হাতে পায়ে ফোঁড়া হইয়াছিল, অনেকটা সারিয়াছে। মাথার অসুখও অনেক কম। ...কনখল হইতে কল্যাণ আমাকে সেখানে যাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছে; আমি তাহাকে কোন নিশ্চিত উত্তর দিতে পারি নাই। প্রভুর ইচ্ছা যেরূপ হয় হইবে। তুমি কেমন থাক ও কিরূপ কাজকর্ম হয় মধ্যে মধ্যে জানাইয়া সুখী করিবে। এখানকার কাজকর্ম একরূপ চলিতেছে। নী—জায়গা খরিদ করিয়া তাহার বন্দোবস্তের জন্য বিশেষ ব্যস্ত আছে। শরীর তাহার মন্দ নাই। আর আর সকলে ভাল আছে। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে এবং আর সকলকে জানাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২২৭) শ্রীশ্রীবিশ্বনাথঃ শরণম্ কাশীধাম, ৫।৪।২১

প্রিয় বিহারীবাবু,

...অদৃষ্টের ভোগ বড়ই বলবান। আজ ৪।৫ দিন হইতে কানের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছি। স্নানকালে বোধ হয় জল প্রবেশ করিয়া কান পাকিয়াছিল।

এখন অল্পেই ভীষণ হইয়া পড়ে। কত ঔষধ ডাক্তাররা দিলেন, কিছুই হইল না। পরে কাল সন্ধ্যা হইতে একটু বিশেষ হওয়ায় রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিয়াছিলাম। ৩ রাত্রি নিদ্রা ছিল না। পায়ের বেদনা এত অধিক হইয়াছে যে, চলাফেরা বন্ধ করিতে হইয়াছে; ভয় হয় পাছে পড়িয়া যাই। প্রস্রাবে এ্যাল্‌বুমেন বাড়িয়াছিল; এখন আবার এ্যাসিটোন দেখা দিয়াছে। রুটি. ঘি, মাখন, বাদাম, মাছ প্রভৃতি সকলই বন্ধ রহিয়াছে। সকালে ভাত ও রাত্রে ওট্‌মিল খাইতে দেয়; কিছু শাকসবজি ও দুধ—এইমাত্র ভরসা। ভয়ানক অরুচি; কি যে হইবে প্রভুই জানেন। গরমি ক্রমেই বাড়িতেছে; তবে এখনও অসহ্য হয় নাই। জ্বর-জারি ও বসন্তও দেখা দিয়াছিল; এখন একটু কমিয়াছে। উভয় আশ্রমের সকলেই প্রায় ভাল আছে। আশা করি আপনারা সব কুশলে আছেন। বৈকালে এখানে ভাগবতপাঠ হয়, দশম স্কন্ধ চলিতেছে। কাল রাসপঞ্চাধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। আজ গোপীগীতা হইবে। কমলেশ্বরানন্দ (ললিত) পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। উভয় আশ্রমের অনেকেই উপস্থিত থাকেন ও আনন্দলাভ করেন। অন্যান্য সমস্ত কুশল। আপনি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২২৮) শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ শরণম্‌ *কাশীধাম ১২।৪।২১

শ্রীমান দীনেশ,

তোমার একখানি দীর্ঘ পত্র সেদিন পাইয়াছি। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। নির্মলের এক পোস্টকার্ড অনেকদিন হইল পাইয়াছিলাম, তাহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। তাহাকে আমার ভালবাসাদি জানাইবে। এত হাঙ্গাম হুজ্জত করিয়াছ কেন। ভগবানকে ডাকিবে তুমি জানিবে ও তিনি জানিবেন। ভুল হইলে তিনি সোধ্‌রাইয়া দিবেন। তিনি সর্বান্তরযামী, চাই কেবল আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা। ঠাকুরের সেই জগন্নাথদর্শনে যাইবার যাত্রীর কথা মনে রাখিবে। যাত্রী পথ জানিত না, কিন্তু হৃদয়ে ঠিক ২ ভাব থাকায় কোনরূপে জগন্নাথ মন্দিরে পোঁছিয়াছিল। তুমি ত শ্রীশ্রীমার কৃপা পাইয়াছ, সুতরাং তোমার ভাবনা কি। তুমি যেরূপ ধ্যান কর লিখিয়াছ তাহা ত অতি সুন্দর। গুরু ও ইষ্টে এক করিতে পারিলে কার্যসিদ্ধি। উতলা হইলে চলিবে না, দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যাস করিতে হয়। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি

সমান জ্ঞান করা চাই। ভজন করিয়া যাইবে, দেখিবে, মন কত তাহাতে নিযুক্ত থাকিতেছে। যদি তাহা হইতে দূরে যায় আবার তাহাকে যত্ন করিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এ কি ২।৪ দিনের কর্ম। ইহাতেই জীবনপাত কর। আর কি করিবে, যদি তাঁহাকেই সার বলিয়া মনে করিয়া থাক, তাঁহাকে লাভ করাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই কাজেই আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত কর। যেরূপে পার করিবে আর ত কিছু করিবার নাই, সুতরাং কেন চঞ্চল হও। তবে যদি ভিতরে অন্য বাসনা থাকে. যদি নাম, যশ, খ্যাতি ইত্যাদির অভিলাষ থাকে তবেই তাড়াতাড়ি ভগবান লাভ করিয়া ঐ সকল অর্জন করিবার ইচ্ছায় চঞ্চল হইতে হয়। কিন্তু তাহাও হইবার নহে বরং আগে নাম, যশ প্রভৃতি অর্জন করিয়া আইস, পরে ভগবান লাভের যত্ন করিও। আবার ঠাকুরের কথা স্মরণ করাইতেছি—"সুতোর মধ্যে একটু ফেসো থাকিলেও সূঁচের মধ্যে প্রবেশ করিবে না। সূঁচের মধ্যে সুতা প্রবেশ করাইতে হইলে সকল ফেসো দূর করিয়া তাহাকে একাগ্র করিতে হইবে, তবেই উহা সূঁচের মধ্যে প্রবেশ করিবে।" অন্য সকল ইচ্ছা ছাড়িয়া এক ইচ্ছা লইয়া ভগবানের ভজন করিতে হয়। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন, বহুশাখা (হি) অনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ো অব্যবসায়িনাম্। ইহা হইতেই সকল মর্ম বুঝিয়া লইবে। ভজন করিয়া যাও তাহাতেই কাজ হইবে। তুলসীদাস বলিতেছেন বীজ উল্টা বা সোজা করিয়া যেমনভাবেই মাটিতে নিক্ষেপ কর না কেন, অঙ্কুর ঊর্ধ্বেই উঠিবে। সেইরূপ হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ভজন করিতে পারিলে, ভ্রমের জন্য আসিয়া যায় না তাহাতে ভুলচুক থাকিলেও সুফল আনিবে। হৃদয়ে ভক্তি থাকিলে তিনি ভুল-চুক দেখেন না, ভাবই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভাবগ্রাহী জনার্দন। মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে স্বয়োঃ এব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দন। অতএব ভাবিও না ধ্যান ঠিক হইতেছে কিনা (।) আগে গুরুর ধ্যান করিতে হইবে, ইষ্টের কি রকম ধ্যান করিতে হইবে কিছুই ঠিকানা নাই। যেমন তেমন সহিত ভক্তির সহিত ভজন করিয়া যাও দেখিবে তিনিই সব ঠিক করিয়া দেন। দুইপ্রকার ভজন আছে—বৈধী ও রাগানুরাগ। যাহাদের হৃদয়ে ফলকামনা আছে তাহারাই বৈধী ভজন (ভজনে) আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু যাহাদের ভগবানের ভক্তি লাভই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহারা বিধিকিঙ্কর হইতে ইচ্ছা করে না। তাহারা প্রাণের টানে তাহার প্রতি যাহাতে ভালবাসা হয় তাহারই চেষ্টা করে।

ঠাকুর বলিতেন গরুর জাব পচা পাচপো যেমনই হউক না কেন ফুলের ছড়া থাকিলে গাভি তাহা সকলই খাইয়া ফেলে সেইরূপ উপাসনায় দোষাদি থাকিলেও যদি উহা আন্তরিক হয়, তাহা হইলে ভগবান সেই উপাসনা অঙ্গীকার করেন। অধিক আর কি লিখিব। আজ এই পর্যন্ত। আমার শরীর ভাল নাই। খুব অসুখ যাইতেছে, বিশেষ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রভু যেমন রাখেন তাহাই ভাল। সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা দিবে ও তুমি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২২৯) শ্রীশ্রীবিশ্বনাথঃ শরণম্ কাশীধাম, ২২।৪।২১

প্রিয় অ—,

১৯শে তারিখের তোমার একখানি পোস্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। মহারাজ ১৮ই তারিখে মাদ্রাজ যাত্রা করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। মহাপুরুষ সঙ্গে আছেন, ইহা বড়ই আনন্দের কথা একটি বেশ party (মণ্ডলী) বলিতে হইবে—১১ জন বড় কম নয়। বোধ হয় এখনও ওয়ালটেয়ার-এ রহিয়াছেন। তাঁহাদের মাদ্রাজে পেঁছান-সংবাদ পাইলে আমাকে জানাইও। আমি তোমার প্রেরিত মহাপ্রসাদের পার্শেল পাইয়া মহারাজকে তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এক পোস্টকার্ড লিখিয়াছি; বোধ হয় যাত্রার পূর্বে তিনি তাহা পান নাই। যাহা হউক, তোমার আমার প্রতি attention (মনোযোগ) জানিয়া খুব খুশী হইয়াছি। একাদশী দিন মহাপ্রসাদ পাইয়া-ছিলাম; সুতরাং বিশেষই আনন্দ হইয়াছিল। তুমি ভুবনেশ্বরে গিয়াছ—এ সংবাদ আমরা যথাসময়ে পাইয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, বোধ হয় এবার মাদ্রাজও যাইতে পার। যাহা হউক, প্রভুর ইচ্ছায় যাহা হইয়াছে তাহাই উত্তম বলিতে হইবে। আমার শরীর অত্যন্ত দুর্বলই রহিয়াছে; তজ্জন্য চলাফেরা ইচ্ছামত করিতে পারি না। সকালে বেশ একটু বেড়াই মাত্র, বৈকালে আর বাহিরই হই না। গরমও ক্রমে বাড়িতেছে। খস্‌খস্ প্রভৃতি সরঞ্জামেরও ত্রুটি নাই। সম্মুখের lawn (তৃণাচ্ছাদিত মাঠ)-এ খুব জল দেওয়া হইতেছে; ইহাতে অনেকেরই সুখ হইয়া থাকে। আমি এখনও স্কুলবাড়ীতেই শুই। কয়েকদিন হইল বাহিরেই শুইতেছি। কানের বেদনা সারিয়া গিয়াছে। ১০।১৫ দিন খুব কষ্ট দিয়াছিল। প্রস্রাবে এ্যাসিটোন ও এ্যাল্‌বুমেন আর তেমন নাই;

সুগারও কমিয়া গিয়াছে। আহারের ধরাকাট করিয়া কিন্তু শরীরও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অরুচিও পূর্বের ন্যায় আছে। ভাত খাই, তাই একটু ভাল লাগে; রাত্রে ওট্‌মিল খাইতেছি। ভুবনেশ্বরে তত গরম নাই—ইহা আনন্দের কথা। আমার কিন্তু যাইবার উপায় নাই—এই দুঃখ। স—কলিকাতায় একটুও সারিতে পারে নাই বলিয়া উদ্বিগ্ন আছি। বোধ হয় কবিরাজী চিকিৎসা হইবে। কোনরূপে সারিয়া যাইলেই মঙ্গল। এখানকার উভয়াশ্রমের সকলেই একরূপ ভাল আছে। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া প্রীত হইলাম। সকলকে আমার ভালবাসাদি দিবে এবং জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৩০) কাশীধাম ২৪-৪-২১

শ্রীমান—

তোমার ২রা বৈশাখের একখানি পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই। কি-ই বা উত্তর দিব বুঝিতে পারি না। তোমরা এখন সকল বিষয় বুঝিতেছ—যাহা ভাল বিবেচনা কর করিবে। দুর্বলতা মানুষের স্বভাব। "আমি দুর্বল, আমি দুর্বল" বলিলে উহা চলিয়া যাইবে না, বরং আমি কেন দুর্বল হব আমাকে সবল হইতেই হইবে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিলে মানুষ সবল হইতে পারে। বড়মহারাজের কথাই কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে, শুধু কথায় কিছুই হয় না, কাজে করিলে তবে হয়। ঠাকুর বলিতেন "সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে নেশা হয় না, সিদ্ধি আনিয়া বাটিতে হয়। পরে উহা খাইলে তবে আনন্দ হইয়া থাকে।" প্রার্থনা ঠিক মত হইতেছে না বলিলে চলিবে কেন? যাহাতে ঠিকমত হয় তাহাই করিতে হইবে ইহাই উপদেশ। লাগিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়, অম্বল চাখা করিলে কাজ হয় না। ক্ষণিক উৎসাহের কাজ নহে, যাহাতে উহা চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয় তাহাই করিতে হয়। তুমি বালক নহ, তোমাকে আর বিশেষ করিয়া এ সম্বন্ধে বলিতে হইবে না। যাহা দুর্বলতার কারণ মনে হইবে, তাহাই ত্যাগ করিবে। যাহাতে বল হয় বুঝিবে তাহাই সাদরে অবলম্বন করিবে, ইহা ছাড়া বলিবার কিছুই নাই।

গ্রীষ্মের ছুটিতে মঠে বা কলিকাতায় মহারাজদের সঙ্গ করিতে পারিবে।

'কাশীতে অত্যন্ত গরম সহিতে পারিবে কিনা বলা কঠিন। এখানে রাসবিহারী, বিমল রহিয়াছে, উভয়েই পান বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছিল। রাসবিহারী অনেক দিন সারিয়াছে, বিমলও ২।১ দিনে আরোগ্য স্নান করিবে। আমার শরীর মূলে ভাল নাই। অত্যন্ত দুর্বল। পায়ের বেদনা এত অধিক যে বেড়াইতে কষ্ট হয়। অন্যান্য অসুখও রহিয়াছে। উভয় আশ্রমের আর সকলে একরূপ ভাল আছে। তুমি আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৩১) শ্রীশ্রীবিশ্বনাথশরণম্ 'কাশীধাম, ২৪।৪।২১

প্রিয় অনাদিচৈতন্য,

তোমার ২২শে তারিখের পোষ্টকার্ড কাল পাইয়াছি। তুমি বেশ আরোগ্য-লাভ করিয়াছ জানিয়া কত যে আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা কি জানাইব। প্রভুর কৃপায় সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দ মনে দীর্ঘকাল তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করিয়া জীবন ধন্য কর—তাঁহার নিকট এই আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা। পরিবর্তনের জন্য সিমলা যাইবার কথা হইতেছে জানিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। ভরসা করি সেখানে যাইয়া আবার পূর্ব স্বাস্থ্য লাভ করিবে এবং আপনাকে সেবাকার্যের জন্য অধিকতর উপযোগী করিয়া পুনরায় মহাকার্যে নিযুক্ত হইবে। আমার শরীর ভাল যাইতেছে না। অতিশয় দুর্বল হইয়াছে। পায়ের বেনদার জন্য ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারি না। আহারে রুচি নাই এবং আহার খুব কমিয়াও গিয়াছে। গরম ক্রমে বাড়িতেছে কিন্তু গায়ে রক্ত না থাকায় এবার গরমের জন্য এখন তত কষ্ট হয় না। উভয় আশ্রমের প্রায় সকলেই ভাল আছে। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। ভগবান কেমন পরীক্ষা দিয়াছে—পাশ হইবে কি? পাশ হইলে কিন্তু খুব বাহাদুর বলিতে হইবে। সনৎ পীড়িত হইয়া চিকিৎসার জন্য এক মাসেরও উপর কলিকাতায় গিয়াছে। সে বিপিনবাবুর বাটীতে রহিয়াছে। তাহার শরীর কিন্তু ভাল না হইয়া বরং খারাপই হইয়াছে শুনিয়া অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছি। আশ্রমের সকলকে আমার শুভেচ্ছাদি জানাইবে এবং তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৩২) শ্রীশ্রীবিশ্বনাথশরণম্ কাশীধাম, ১২।৫।২১

প্রিয় অ—,

তোমার ৯ই তারিখের পোস্টকার্ড গতকল্য পাইয়াছি। তুমি ভাল আছ ও শ্রীশ্রীমার মন্দির-নির্মাণকার্যে নিযুক্ত আছ জানিয়া সুখী হইলাম। আশা করি মন্দিরটি বর্ষার পূর্বেই প্রস্তুত করিতে পারিবে। বাদাম গাছ ও চাঁপা-ফুলের গাছ কাটিতে হইয়াছে জানিয়া মন্দিরের ভিত্তিভূমি জানিতে পারিয়াছি। গঙ্গার দিকে সম্মুখ করিয়া হওয়াতে বোধ হয় সৌন্দর্যের বৃদ্ধি হইবে।

মাদ্রাজ হইতে বাসুর পত্র পাইয়াছিলাম; মহারাজেরও একখানি পোস্টকার্ড পাই। ওয়ালটেয়ার তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল লিখিয়াছেন। অক্ষয়তৃতীয়া দিন Students' Home opening (ছাত্রাবাসের দ্বারোন্মোচন) হইয়াছে; এখনও সে সম্বন্ধে কোন পত্রাদি পাই নাই।...

এখানে খুব গরম। রাত্রে কিন্তু ৩।৪ দিন হইতে খুব ঠাণ্ডা পড়িতেছে। গায়ে কাপড় দিবার দরকার হয়। জ্বর-জারি, বসন্ত, কলেরা খুব হইতেছে। আশ্রমেও জ্বর, বসন্ত প্রভৃতি কাহারও কাহারও হইয়াছে। রা—ও বি— অযোধ্যা হইয়া কনখলে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের অমরনাথ-দর্শনে যাইবার ইচ্ছা আছে। গো—, বি—প্রভৃতি ৫।৬ জনে বদ্রীনারায়ণ যাত্রা করিয়াছিল; সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ না থাকায় পথ হইতে ফিরাইয়া দিয়াছে সংবাদ পাইয়াছি। স—অনেকটা ভাল আছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। সর্বদাই তাহার পত্র পাইয়া থাকি। আমার শরীর পূর্বের ন্যায়ই আছে। পায়ের বেদনা অতিশয় কাতর করিয়াছে, চলাফেরা একরূপ বন্ধ আছে। সকলই প্রভুর ইচ্ছা। শরৎ মহারাজকে আমার নমস্কারাদি জানাইবে। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে ও মঠের সকলকে জানাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৩৩) শ্রীশ্রীবিশ্বনাথঃ শরণম্ কাশীধাম, ৯।১২।২১

প্রিয় গুরুদাসবাবু,

পরম পূজনীয় মহারাজ আপনার ২৯।১১ তারিখের বিস্তারিত পত্রে আপনার গীতানুশীলন ও মনও একটু একটু করিয়া সহিষ্ণু হইতেছে জানিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। মহারাজ এখনও স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছেন না, বিশেষতঃ পায়ের neurotic অসহ্য বেদনায় দিবারাত্রি সমানে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।

শীত যত পড়িবে, ততই বেদনার বৃদ্ধি হইয়া তাঁহাকে যন্ত্রণা দিবে। সকাল-বৈকালে একটু হাঁটিয়া থাকেন। এখন হোমিও ঔষধ চলিতেছে, এখনও কোন উপকার দর্শায় নাই। গত মারাত্মক অসুখের পর হইতে চক্ষে ছানি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, উহা নাকি advanced stage-এ না আসিলে কোন প্রতিকার নাই। চক্ষু ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য coloured চশমা ব্যবহার এবং চক্ষে মধু দেওয়া হইতেছে। আপনাদের ওখানে খাঁটি পদ্মমধু পাওয়া যায় কি? সুবিধা হইলে কিছু পাঠাইলে খুব উপকারে আসিবে। মহারাজের পড়াশুনা ও লিখা সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। সুতরাং আপনাকে স্বয়ং পত্র লিখিতে পারিলেন না। আপনার প্রশ্নের মীমাংসা আমাকে বলিয়া দিলেন। আমি প্রকাশ করিতে পারিলাম কিনা সন্দেহ।

সংন্যস্য অর্থ সমর্পণ পূর্বক। কি রকম সমর্পণ করিতে হইবে, শ্রীভগবান তাহাই এই শ্লোকে বুঝাইয়া বলিতেছেন। 'সর্বকর্মাণি' লৌকিক বা বৈদিক যাহা কিছু কর্ম অনুষ্ঠান করিবে (৯ম অধ্যায়ে—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"—যাহা বলিয়াছেন।) তৎ সমস্তই 'চেতসা'—বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা, 'ময়ি'—ঈশ্বরে, 'সংন্যস্য' সমর্পণপূর্বক—কর্মফলের সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মন না দিয়া, 'মৎপরঃ'—আমি যে বাসুদেব জগদীশ্বর রূপ শ্রেষ্ঠ সর্বাশ্রয় বা পুরুষার্থ তাহাতে অর্পিত বুদ্ধি কর এবং 'বুদ্ধিযোগ'—সমাহিত বুদ্ধিযুক্ত হইয়া (ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগমুপাশ্রিত্য) সতত চিত্তকে ভগবৎভাব বা প্রেমে আপ্লুত কর। "আমি তোমারই হইলাম।"—আপনি যেমন লিখিয়াছেন—প্রভুর কার্যে ভৃত্য যেমন বা যন্ত্রের ন্যায়। "ময়ি" প্রকৃতি হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতি তো জড়। তার আবার কর্ম কি? শ্রীভগবান "অহং", "মম", "ময়ি" প্রভৃতি স্বপক্ষে ব্যবহার করিতেছেন এখানে। আর জগদীশ্বর সগুণ নির্গুণ দুই। এখানে অজ্ঞান বা অহংকার দূর করিবার জন্য বলিতেছেন। কারণ পরশ্লোকেই বলিতেছেন—"মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি"। আর বিপক্ষে বলিতেছেন—"অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।" গীতাখানি আদি অন্ত পড়িয়া দেখিলে আমরা পাই যে, অর্জুন মোহগ্রস্ত হইয়া ধর্ম উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসধর্মে আস্থাসম্পন্ন হইয়াছেন এবং সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া বন্ধুবান্ধব-বধজন্য পাপ আশঙ্কা করিতেছেন, তাই শ্রীভগবান শরণগ্রহণ-

রূপ কর্মের ব্যবস্থা করিয়া সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন। সুতরাং এখানে সর্বকর্ম সন্ন্যাস মনে করা উচিত নহে, পরন্তু আপনার ব্যাখ্যানুযায়ী ভাবের কোন ব্যাঘাত বা গোলমাল ঘটে না।

"ওঁ সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু"—ইত্যাদির যে উক্তি আছে, তাহা তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দবল্লী ২য় অধ্যায়ে পাইবেন ও ব্যাখ্যা উহার শাঙ্কর ভাষ্যে পাইবেন। বাঙলায় আবশ্যক হইলে সীতানাথ তত্ত্বভূষণকৃত উপনিষদের ২য় ভাগে পাইবেন। সুতরাং এখানে আর ব্যাখ্যা দিলাম না।

মহারাজের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবেন। এখানকার আর আর সংবাদ ভাল। আশা করি আপনি ভাল থাকিতেছেন। আমাদের ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি— আপনার শ্রীধ্রুবেশ্বরানন্দ

(২৩৪) ওঁ শ্রীগুরুঃ শরণম্ 'কাশী সেবাশ্রম, ১৭।১২।২১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

প্রিয় গুরুদাসবাবু, আপনার পত্র পূজনীয় হরি মহারাজকে শুনান হইয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। মোট কথা, তিনি আপনার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। তবে এইটুকু মাত্র বলিলেন যে, কৃষিকাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা আপনাদের শারীরিক অবস্থাতে কিছু প্রতিকূল হইবে, অন্য কোনও প্রকার Home industry শিখিয়া লইলেই চলিবে। তিনি বিশেষ করে এই কথা বললেন যে, "প্রথমটা তো বেরিয়ে পড়ুক, তারপর অন্য বিষয় দেখেশুনে নেওয়া চলবে।" বার বার তিনি এই শ্লোকাংশ আবৃত্তি করতে লাগলেন, "স্বগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্"। প্রথম একটা decisive step নিতে পারলে তারপর পথ আপনা হতেই সাফ হ'য়ে আসে। প্রথমটা নিশ্চয় করে একটা কিছু করাই শক্ত। আমার যতটা মনে হ'ল, তাতে তিনি এই অভিমতই প্রকাশ করলেন যে, প্রথমটা বেরিয়ে পড়ে, তারপর অন্য সব সুবিধা বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া; নতুবা সব বন্দোবস্ত করে পরে বেরিয়ে আসাটা প্রায়ই হয়ে উঠে না।

আপনার প্রস্তাবানুযায়ী জমির সন্ধান আমি লইতে থাকিব, কিন্তু আপনি চলে এলে দুজনে মিলে যা হউক একটা পাকাপাকি কিছু করার চেষ্টা করা যাবে। আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য করিবার 'কাশী খুব অনুকূল স্থান বলিয়াই

আমার মনে হয়, পূজনীয় হরি মহারাজও সে বিষয়ে কোন আপত্তি করেন নাই। আপনার সংকল্পটাকে খুব দৃঢ় করে, তাকে যথার্থ কাজের দিকে শীঘ্র এগিয়ে নিয়ে আসার কথাটাই তিনি বেশী করে বললেন। স্থান-নির্বাচন বা mode of living—এসব বিষয়ে তিনি ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন না। সেগুলি সব গৌণ।

এদিককার সকল সংবাদই ভাল। পূজনীয় হরি মহারাজ পায়ের ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছেন। অন্যান্য উপসর্গ অনেকটা কম। একটু একটু বেড়াচ্ছেন। বৈকালে তাঁহার কাছে অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। আপনি তাঁহার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবেন। আমি আপনাদেরই একজন, সুতরাং এ শরীরটার দ্বারা যদি আপনার মঙ্গল অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করার এতটুকুও সাহায্য হয়, তাহাতে আমি সততই প্রস্তুত। ইহাতে আপনার সংকোচ করিবার কিছুই নাই। আমি জমির খোঁজ লইতে থাকিব। আমার প্রীতি নমস্কারাদি গ্রহণ করুন। আশা করি ভালই আছেন। ইতি— আপনার জ্ঞানেশ্বরানন্দ

(২৩৫) শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় কাশীধাম, ৬।৫।২২

শ্রীমান্ অনাদিচৈতন্য,

অনেক দিন পরে কাল তোমার একখানি পত্র পাইয়াছি। Mihijam-এ একটী ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় খোলার বন্দোবস্ত হইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। এরূপ উদ্যম যত হয় ততই মঙ্গল। রীতিমত চেষ্টা করিলে সফল না হইবার কোনও কারণ নাই। ফলাফল ভগবানের হস্তে। আমরা কাজ করিয়া যাইব। পুস্তক-রচনায় নিযুক্ত আছ জানিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। ইহার গুরুতর আবশ্যকতা আছে। যথাসাধ্য যত্ন করিলে প্রভু সাহায্য করিবেন সন্দেহ নাই। আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও আশীর্বাদ জানিবে। শরীর একরূপ চলিয়া যাইতেছে। পায়ের বেদনার বিরাম নাই। ক্রমেই গরম অধিকতর হইতেছে। আমার এখনও তাহাতে বিশেষ কষ্ট বোধ হয় নাই। ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য অনেক প্রকার আয়োজন হইয়াছে ও হইতেছে। এখানকার উভয় আশ্রমের সকলেই একরূপ ভাল আছে। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানাইবে এবং তুমি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৩৬) শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

শ্রীমান্ অনাদিচৈতন্য,

তোমার ১৩ই মের পোষ্টকার্ড পাইলাম। কতকগুলি বাঙলা ও ইংরাজী পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছ এবং তাহাতে পুস্তক লিখিবার সুবিধা হইবে জানিয়া সুখী হইলাম। ইংরাজী পুস্তকের গ্রন্থকারদিগের প্রচেষ্টার সুখ্যাতি করিয়াছ, উহারা জীবন্ত জাতি, সুতরাং সকল বিষয়েই উন্নতি করিতেছে। প্রভুর কৃপায় তোমরাও ক্রমে ঐরূপ করিবে।

Mihijam (মিহিজাম) হইতে বিদ্যাচৈতন্যের পত্র পাইয়া অনেক সংবাদ অবগত হইয়াছি। তাহাদিগের যত্ন ও পরিশ্রম সফল হউক, এই প্রার্থনা। সাত্ত্বিক বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া কার্য করিলে বুদ্ধি কর্মে লিপ্ত হইবে না। ভগবানের অনুগত হইয়া তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ কার্য করিয়া যাও। প্রভু তোমাদিগকে বল দিন। আমার শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ নয়। পায়ের অসুখে বড়ই কষ্ট দিতেছে। গরমে এবার কষ্ট নাই। গরম তত প্রবল নহে, রাত্রে এখনও যেন ঠাণ্ডা থাকিতেছে। উভয় আশ্রমের সকলে ভাল আছে। তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনীয়। আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীতুরীয়ানন্দ

পরিশিষ্ট

(২৩৭) শ্রীহরিঃ শরণম্

C/o পোস্টমাষ্টার
গড়-মুক্তেশ্বর পোঃ
জিলা মিরাট, ৩।১২।'০৭

প্রিয় নিকুঞ্জলাল,

তোমার ৪ঠা অগ্রহায়ণের পোঃ কাঃ গতকল্য পাইয়াছি। বোধহয় এতদিন কর্ণবাস পোস্টাপিসে উহা পড়িয়াছিল। বৃন্দাবনের পোস্ট ছাপ ২২ নভেম্বরের, কর্ণবাসের ২৯শের। যাই হ'ক আমি ত পূজার পূর্বেই কর্ণবাস ছাড়িয়া অবন্তিকাদেবীতে নবরাত্রি যাপন করি। পরে ক্রমে আহার, মান্ডু, পুষ্পাবতী প্রভৃতি আরও দুইচারি স্থানে অল্পবিস্তর বাস করিয়া কার্তিকী পূর্ণিমার সাত আট দিন পূর্বে এখানে আসি। কার্তিকী পূর্ণিমায় এখানে প্রকাণ্ড মেলা হয়। এরা বলে ৪০ লক্ষ লোকের সমাগম। আমার বোধ হয় ৪।৫ লক্ষ হইবে। যাই হ'ক মেলা খুব ভারি বটে। চার পাঁচ দিন ভারি জমজমাট, এখন সব ফুরিয়ে গেছে, আবার ভোঁ ভোঁ। গঙ্গার ধারে ২ প্রাচীন তীর্থ অনেক। তবে সবই ভগ্নাবশেষ। অতীতের সাক্ষী মাত্র। মহাভারতে লিখিত অনেক স্থানই এখনও দেখিতেছি মনে হইলে যুগপৎ হর্ষবিষাদ ও অনেক ভাবের উদয় হইয়া থাকে। তবে এখানকার অবস্থা সকল প্রকারেই অতীব শোচনীয়। বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন, ধনহীন, নীতিহীন, সম্প্রতি প্রায় অন্নহীন গ্রাম সমুদয়ই অনেক দেখিলাম। দেব ভারতের উপর বড়ই বিরূপ। রাজার ত কথাই নাই। শোষণ ভিন্ন অন্য চিন্তারই তাঁহাদের আর অবসর নাই। ধনী ও বিদ্বান যৎকিঞ্চিৎ যাঁহারা আছেন, সব স্বার্থসাধনে তৎপর। প্রকৃত দয়া বা লোকহিতৈষণা দেশ হইতে বিদায় লইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। এ দুর্দিনে কে যে ভারতের নানারূপে পীড়িত অনশনক্লিষ্ট লোকসমষ্টিকে রক্ষা করিবে, ভাবিয়া স্থির করা যায় না। মার মনে যা আছে হইবে। তবে দেশের অবস্থা যে অতীব দুঃস্থ তাহা খুব অনুভব করিতেছি। আমি এখন এইখানেই আছি, পরে মা যেরূপ করিবেন হইবে। সকলে আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২৩৮) শ্রীহরিঃ শরণম্ গড়-মুক্তেশ্বর, ২৪।১।'০৮

প্রিয় নিকুঞ্জলাল (নিকুঞ্জবিহারী মল্লিক)

তোমার ১৬ই তারিখের পত্র হস্তগত হইয়াছে। সমাচার অবগত হইয়া প্রীত হইয়াছি। শ্রীমান্ অতুলের পত্রও পড়িয়াছি। তাহাকেও উত্তর লিখিব। মধ্যে আমার দাঁতের গোড়া ফুলিয়া গলাবেদনা প্রভৃতিতে কিছু কষ্ট দিয়াছিল। এখন অনেক ভাল আছি। এখানেও অল্প বৃষ্টি হইয়া লোকদের অনেকটা শান্ত করিয়াছে। আনাজের মূল্যও কিছু কমিয়াছে শুনিতেছি। দেশে শস্য যে নাই একেবারে এরূপ নহে। কেবল ব্যাপারীরা অর্থলোভে একজোটে ইহার মূল্য বাড়াইতেছে। লোভ বড়ই বিষম বস্তু। দয়াধর্ম সকলই নষ্ট করিয়া দেয়। এই লোভ যে কেবল অর্থেই নিবদ্ধ এমন নহে। নাম যশ মান্য ইত্যাদি ইহার অনেক রূপ আছে। ইহাই যত অনর্থের মূল। ইহার প্রেরণায় মানুষ কর্তব্য-বুদ্ধি ভুলিয়া যায়। ইনি যদি একবার আপনার আসন কোথায় জমাইতে পান তবে ইঁহাকে আর সেখান হইতে তোলে কে? ক্রমে ইহার নাম হয় প্রেষ্টিজ। প্রেষ্টিজ রক্ষা করিবার জন্য মানুষ করিতে পারে না এমন কাজই নাই। কিন্তু কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। শুভ কর্ম শুভ ফল ও অশুভ কর্ম অশুভ ফল প্রসব করবেই। সুতরাং কালে অশুভ কর্মফল একত্রিত হইয়া প্রেষ্টিজাদি যাহা কিছু সমূলে বিনাশ করিয়া দেয়। ইহার নাম সংসার। ইহাই চক্ষের সম্মুখে নিয়তই ঘটিতেছে। আমরা মায়াবশে কেবল দেখিতে পাইতেছি না। অথবা দেখিয়াও নিজের বেলা সাবধান হইতে ভুলিয়া যাইতেছি। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছ বোধ হয়। এই যে সেদিন বঙ্গের ছোট লাট হাইকোর্টের জজদের অনুরোধ করিয়াছেন যেন তাঁহারা তাঁহাদের রায়ে পুলিশের দোষকীর্তন না করেন, কিছু বলিবার থাকিলে গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠান—ইহাও এই প্রেষ্টিজ রক্ষার প্রয়াস। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ করিয়া কি প্রেষ্টিজ থাকে? সুকর্মের ফলে প্রেষ্টিজ উৎপন্ন হয় এবং তাহার অভাবেই আবার উৎসন্নও যায়। ইহার অন্যথা হইবার নহে। এইরূপে সকল পাবলিক কার্যের উৎপত্তি স্থিতি নাশ। ধর্মে অর্থাৎ নিঃস্বার্থতায় উৎপত্তি ও স্থিতি এবং তাহার অভাবে নাশ হইবেই। কিন্তু ব্যক্তিগত দানাদি চিরদিন থাকিবে। কারণ ইহা হৃদয়ের জিনিস। হৃদয় থাকিলে ইহার কার্যও হইতে থাকিবে। এখানে নামযশাদি কোন উত্তেজক কারণ প্রেরক নহে। ইহা স্বতঃপ্রবাহিত করুণাতটিনী। সুতরাং

কোন ভয়ের কারণ নাই। আমাদের দেশে অর্‌গেনাইজেসন এখনও সফল হইবার সময় আসে নাই। সাধারণ লোক অশিক্ষিত আর শিক্ষিতেরা চরিত্র-বিবর্জিত। প্রভুর যেমন ইচ্ছা হইবে। P. B. সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা তোমার নিকট থাকুক। পরে কিছু বলিবার হয় বলিব। আমি এখন কিছুদিন এইখানেই থাকিব বোধ হয়। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ